সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

Calcutta:
PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJEE,
[illegible] MEDICAL LIBRARY, 201, CORNWALLIS STREET.
1898.

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

নূতন রাইফল বন্দুক—টোটা—দমদমা ও বারাকপুরে ঘটনা—সিপাহীদিগের আশঙ্কা ও তন্মূলক উত্তেজনা—বহরমপুরের ঘটনা—উনবিংশ রেজিমেণ্টের মধ্যে গোলযোগ।

খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দ, জানুয়ারি।

১৮৫৬ অব্দ সময়ের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া গেল। ১৮৫৭ অব্দ প্রসন্নভাবে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইল। ধীরপ্রকৃতি লর্ড কানিঙ্গের শাসনে থাকিয়া সকলেই সুখ ও শান্তির আশা করিতেছিল। অভিনব ইঙ্গরেজী বর্ষের প্রারম্ভে এই সুখ ও শান্তির কোনরূপ বিকার দেখা গেল না। ইঙ্গরেজ সেনাপতিরা সিপাহীদিগকে শান্ত ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুরক্ত দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সৈনিকদিগের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিলেন, সৈনিকাশ্রম পরিভ্রমণ করিলেন, কোথাও কোনরূপ বিপ্লবের পূর্ব্বসূচনা দেখিতে পাইলেন না। সিপাহীরা পূর্ব্বের ন্যায় শান্তভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় শান্তভাবে যুদ্ধবেশে সজ্জিত ও প্রশস্ত ক্ষেত্রে পরস্পর সমবেত হইয়া, ইঙ্গরেজ সেনাপতির সম্মুখে কাওয়াজ করিতে লাগিল। ১৮৫৭ অব্দের শীতকালের প্রথমাংশ এইরূপে অতীত হইল। সিপাহীদিগের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের উপর সেনাপতিদিগের কোনরূপ সন্দেহের আবির্ভাব হইল না। সর্ব্বত্রই

প্রশান্ত ভাব, এবং সর্ব্বত্রই সন্তোষ ও আমোদের বিকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু সহসা এই প্রশান্ত দৃশ্যের পরিবর্ত্ত হইল, সহসা সন্তোষ ও আমোদের রাজ্যে অসন্তোষ ও হিংসার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। যে আকাশ প্রথমে নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত থাকিয়া লোকলোচনের তৃপ্তি জন্মাইতেছিল, সহসা তাহার এক প্রান্তে এক খণ্ড মেঘ উঠিয়া ক্রমে সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। এই করাল কাদম্বিনীর ছায়ায় সকলে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সর্ব্বধ্বংসকরী সংহারমূর্ত্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যাহারা ইঙ্‌রেজ গবর্ণমেণ্টকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতে-ছিল, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-কলাপে যাহাদের হৃদয়ে অপরিসীম আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির মহিমায় যাহারা সম্পত্তি-ভ্রষ্ট ও পদ ভ্রষ্ট হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় কালাতিপাত করিতেছিল, গবর্ণমেণ্টের বিচারে যাহারা আপনাদের পূর্ব্বতন স্বত্ব ও পূর্ব্বতন গৌরব বিলুপ্ত হইতে দেখিয়া-ছিল, তাহারা অকস্মাৎ এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের এই উদ্দেশ্য মহৎ বা পবিত্র ছিল না, ধীরতা ও বিবেকের অভাবে উহা কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিরস্ত হইল না। তাহারা একটি সুযোগ পাইয়া, সিপাহীদিগের সমক্ষে প্রকাশ করিতে লাগিল যে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রভুগণ তাহাদের ধর্ম্মনাশ ও জাতিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যাহারা সিপাহীদিগের মধ্যে বিপ্লব জন্মাইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ধ্বংসকামনা করিয়াছিল, এই সুযোগ তাহাদের নিকট এক-বারে অকার্য্যকর হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দকাল হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর সিপাহীগণই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত ছিল, কখনও কোন বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব দেখা যায় নাই। কিন্তু এখন তাহাদের হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল, অকস্মাৎ তাহাদের মধ্যে একটি গভীর আতঙ্ক-জনক সংবাদ প্রচারিত হইল। সাধারণে বলিতে লাগিল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় সৈনিকদিগের ব্যবহারের জন্য বসা-মিশ্রিত টোটা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা হইতেই এই জনরবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

সৈনিকগণ এতদিন "ব্রাউন বেস" নামক বন্দুক ব্যবহার করিতে ছিল। কিন্তু এখন এই বন্দুকের আদর কমিয়া আসিল। ইহা অপেক্ষা

উৎকৃষ্টতর বন্দুক প্রাচীন "ব্রাউন বেসের" স্থানপরিগ্রহ করিল। "ব্রাউন বেস" বন্দুকের গুলি যতদুর যাইত, নূতন বন্দুকের গুলি তাহা অপেক্ষা অধিক দূরে যাইয়া পড়িত। সুতরাং শক্রপক্ষ অধিক দূরে থাকিলেও এই বন্দুকের সাহায্যে তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি করা সুসাধ্য হইত। এই নূতন বন্দুক প্রচলিত হইবে শুনিয়া, সিপাহীরা কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট হইল না, বরং সামরিক অস্ত্রের উৎকর্ষে তাহাবা সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট যে, তাহাদিগকে এইরূপ উৎকৃষ্ট অস্ত্রে সজ্জিত ও শিক্ষিত করিয়া রণস্থলে তাহাদের পারদর্শিতাপ্রকাশের সুযোগ-করিয়া দিতেছেন, এজন্য তাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা করিতে লাগিল। ইহার পর যখন তাহারা শুনিতে পাইল, অভিনব বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালী শিখাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি রহিল না। প্রতি সৈনিকাশ্রমে এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে লাগিল, প্রতি সৈনিক পুরুষই অভিনব বন্দুক ব্যবহার করিতে পাইবে ভাবিয়া, একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু বসামিশ্রিত টোটা ব্যতিরেকে এই নূতন বন্দুক ভরা যাইত না। এই টোটাই সমুদয় অনর্থের মূল হইল। উহা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে দিতে হইত। সিপাহীরা এতক্ষণ যে উৎসবে মাতিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিতেছিল, তাহা দূর হইল; বিষাদ ও নৈরাশ্য তাঁহাদের হৃদয়ে কালিমাবিস্তার করিল। তাহারা গভীর আতঙ্ক ও দুঃখের সহিত শুনিতে পাইল, এই টোটা মুসলমানদের অস্পৃশ্য শূকর এবং হিন্দুদের আরাধ্য গাভীর চর্ব্বিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

কিরূপে এই সংবাদ প্রথমে প্রচারিত হইল, কিরূপে এই সংবাদ শুনিয়া সিপাহীরা উদ্বেগে ও আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। কলিকাতার আট মাইল উত্তরে—দমদমায় একটি সৈনিক-নিবাস আছে। বহুকাল এই স্থান বঙ্গীয় কামানরক্ষকদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। এইস্থানে সৈনিকপুরুষগণ ব্যবসায়ের উপযোগী অস্ত্র-বিদ্যা শিখিতেন এবং অধিকাংশ রণপণ্ডিত বীর পুরুষ এই স্থানে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে পরম সুখময় সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু শেষে এই স্থান, যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহার

উপযোগী বোধ হইল না। বাঙ্গালার কামানাগার মীরাটে স্থানান্তরিত হইল। সৈনিকদিগের বারিক ও আফিসরদিগের গৃহগুলিতে অপর অধিবাসীরা বাস করিতে লাগিল। যে সকল গৃহ অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত থাকিত, তাহা সামান্য কারখানা বা গুদামে পরিণত হইল। দমদমার সৈনিকনিবাসের এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিল বটে, কিন্তু উহা অন্য একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষার স্থান হইল। প্রাচীন "ব্রাউন বেসের" পরিবর্ত্তে যে নূতন বন্দুকের আমদানি হইয়াছিল, তাহার ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে যে তিনটি শিক্ষাগার স্থাপন করেন, তাহার মধ্যে দমদমার সৈনিক নিবাস একটি। এই সৈনিক-নিবাসে জানুয়ারি মাসের এক দিন এক জন নীচজাতীয় লস্কর জলপান করিবার জন্য এক জন ব্রাহ্মণ সিপাহীর নিকট তাহার লোটা চায়, সিপাহী ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠে, এবং আপনাদের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়া, লস্করকে লোটা দিতে অস্বীকার করে। লস্কর বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া কহে, "উচ্চ জাতি ও নীচজাতি, বস্তুতঃ কিছুই নহে, সমস্তই এক হইয়া যাইবে, যে হেতু টোটা গোরু ও শূকরের চর্ব্বিতে প্রস্তুত হইতেছে; এই টোটা সিপাহীদিগের সকলকেই ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং কোম্পানির রাজ্যে আর জাতি-বিচার থাকিবে না।"

ব্রাহ্মণ অধীরহৃদয়ে লস্করের নিকট হইতে চলিয়া গেল, অধীরহৃদয়ে তাহার দলস্থ লোকদিগের নিকট লস্করের কথা কহিল। অবিলম্বে দমদমার প্রত্যেক সিপাহী এই কথা শুনিতে পাইল। ঘোরতর বিপৎপাতের আশঙ্কায় সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল, সকলেই বিষণ্ণচিত্তে আপনাদের জীবনের শোচনীয় পরিণামের বিষয় ভাবিতে লাগিল। টোটা, গোরু ও শূকরের চর্ব্বিতে প্রস্তুত হইতেছে, এই টোটা দাঁতে কাটিতে হইবে। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট সমুদয় একাকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হা জগদীশ্বর! শেষে এই ঘটিল, কোম্পানির রাজ্যে সকলের জাতিনাশ, ধর্ম্মনাশের উপক্রম হইল! সকলে এইরূপ ভাবনা ও এইরূপ কল্পনায় অধীর হইল, অধীরহৃদয়ে সকলে এইরূপ কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টকে ঘোরতর বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এই কথার কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইল না। অতিরঞ্জিত করিয়া উহা অধিকতর ভয়জনক করিবারও আবশ্যকতা দেখা গেল না।

সামান্যভাবে সামান্য ভাষায় ব্যক্ত হইয়া এই কথা সিপাহীদিগের হৃদয় এমন উত্তেজিত করিয়া তুলিল যে, সকলেই ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টকে আপনাদের ভয়ঙ্কর শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কাওয়াজের সময় গোল টুপি পরিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে বেলোরের হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা যেমন বিরক্ত হইয়াছিল, উপস্থিত কথাতেও সিপাহীদিগের হৃদয়ে সেইরূপ বিরক্তি ও উদ্বেগের সঞ্চার হইল। কিন্তু টুপি পরিবার কথা ও বসা-যুক্ত টোটার কাহিনী বিরাগ উৎপাদনের পক্ষে একরূপ কারণের মধ্যে পরি-গণিত হইলেও শেষোক্তটি সিপাহীদিগের অধিকতর ঘৃণা, অধিকতর আশঙ্কা ও অধিকতর ক্রোধের উদ্দীপক হইয়াছিল।

ইঙ্গরেজেরা বাহুবলে বা রাজনীতির মহিমায় ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিলেও ভারতবর্ষীয়দিগের মনের ভাব ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের বাহ্য ভঙ্গী দেখিয়া যাহা কিছু আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আপনাদের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত হয় না। যাহার কিছু আভাস দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে তাঁহারা তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে করেন; অথবা যাহা প্রমাণ করিতে পারেন না, তাঁহারা তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া থাকেন। আবার যাহার শেষ ফল ভবিষ্যতে গুরুতর বা ভয়ঙ্কর হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা হয় ত প্রথমে তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কোন কোন কথা তড়িৎগতিতে ভারতবর্ষের এক স্থান হইতে আর এক স্থানে—এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে—এক বাজার হইতে আর এক বাজারে উপস্থিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়ার পূর্ব্বেই এইরূপ কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া, সাধারণের মধ্যে এরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে যে, সকলেই উহার অনির্ব্বচনীয় দ্রুত গতি ও সম্প্রসারণ-গুণ দেখিয়া বিস্মিত হন*। সাধারণে কহিয়া থাকে, এইরূপ

* ১৮৪১ অব্দে কাবুলের গোলযোগ ও ইঙ্গরেজদিগের হত্যার সংবাদ প্রধানতম গবর্ণ-মেণ্টের কর্ণগোচর হওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে মিরাট ও কর্ণালের বাজারে প্রকাশ হইয়া, কলিকাতায় পহুঁছে। যে সকল সিপাহী ব্রহ্মদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারা

জনশ্রুতি বাতাসের উপর ভর করিয়া সকল স্থানে উড়িয়া বেড়ায়। ইহা অত্যুক্তি-পূর্ণ নহে। ফলতঃ বাজারগুজব সকল দেখিতে দেখিতে বাতাসের সঙ্গে চারিদিকে ব্যাপিয়া পড়ে। কেহই উহার গতিরোধ করিতে পারে না, কেহই উহার কার্য্যকারিতার শক্তি একবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না। টোটার কথা যখন বাজারে বাজারে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সৈনিক-নিবাসে সৈনিক-নিবাসে যখন ইহার সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে থাকে, তখনও কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্য হয় নাই। তাঁহারা এই জনরবে প্রথমে বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই, যেহেতু পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহারা শুনিতে পান নাই। ভারতবর্ষীয়দিগের মনোগত ভাব আয়ত্ত করিতে তাঁহাদেব অভিজ্ঞতা ছিল না। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মানুশাসন ও জাত্য-ভিমানের ক্ষমতাবধারণে তাঁহাদের দূরদর্শিতা ছিল না। তাঁহারা অমূলকবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, সকল বিষয়ই অমূলকভাবে দেখিতেছিলেন। সুতরাং উপস্থিত জনরবের অপরিসীম শক্তির বিষয় তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। কিন্তু জনরব যথার্থ ছিল; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উহার অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ দেখা যাইতেছিল। যখন শ্বেতপুরুষগণ অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িয়া উহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইতেছিলেন, তখনও উহা বিদ্যুৎবেগে সহস্র সহস্র মাইল পরিভ্রমণ করিয়া সিপাহীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও দলবদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল।

এই জনরব কাহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, কে কে ইহার উদ্দীপনী শক্তি প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। গবর্ণ-মেণ্টের পূর্ব্বতন রাজনীতিতে যাহারা সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াছিল, যাহারা আপনাদের পুরুষানুগত স্বত্ব ও সম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে শোচ-নীয় ভাবে আপনাদের শোচনীয় জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত করিতে-ছিল, তাহারা এ সময়ে সাধারণের মনে বিরাগ জন্মাইতে উদাসীন থাকে নাই। কলিকাতার অদূরে মুচিখোলায় অযোধ্যার পদচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলি কুপোষ্যসম্প্রদায়ে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কালাতিপাত করিতে

বারাকপুরের বিপ্লবের সংবাদ ইঙ্গরেজসেনাপতিদিগের জানিবার পূর্ব্বে শুনিতে পায়। *Kaye, Sepoy War. Vol 1, p. 491, note.*

ছিলেন। তাঁহার ধনসম্পত্তি-পূর্ণ বিস্তৃত রাজ্য এখন "কোম্পানির মুল্লুক" বলিয়া সাধারণের নিকটে পরিচিত হইতেছিল। নবাব ওয়াজিদ আলি সাধারণকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে না পারেন, বসাযুক্ত টোটার কথা অতিরঞ্জিত করিয়া সিপাহীদিগের আতঙ্কবৃদ্ধি করিতে না পারেন, কিন্তু তিনি উত্তেজনার একটি প্রধান কারণ স্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন। যাহারা তাঁহার পক্ষপাতী ছিল, তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে, যাহারা আপনাদের সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, তাহারা এখন তাঁহাকে কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে কারাবদ্ধ দেখিল। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের এই সকল শত্রু এ সময়ে ওয়াজিদ আলির দুর্গতি দেখাইয়া সিপাহীদিগের হৃদয় অধিকতর তরঙ্গায়িত করিতে লাগিল। সিপাহীরা ভাবিল, গবর্ণমেণ্ট দেশের একজন প্রধান রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট ও স্থানান্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এখন সাধারণের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন। কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে, সকলেই ফিরিঙ্গীর আচার ও ফিরিঙ্গীর পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করিবে। কালে সমস্ত দেশই ফিরিঙ্গীময় হইয়া পড়িবে। এই ভাবনায় সিপাহীদিগের শান্তি দূর হইল; যে আশা তাহাদের সম্মুখে সুখের, সন্তোষের ও তৃপ্তির রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা কোথায় যেন মিশিয়া গেল। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার—বিষাদের মলিন ছবি এখন তাহাদের হৃদয় কালীময় করিল। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ-সম্প্রদায় পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিল; পাছে কর্ত্তৃপক্ষ অভয় দিয়া, প্ররোচনা দিয়া বা আপনাদের ভ্রম স্বীকার করিয়া, সিপাহীদিগকে অনুরক্ত রাখেন, এই আশঙ্কায় বিপক্ষগণ পূর্ব্বেই সিপাহীদিগের, মনে ঘোর আতঙ্ক জন্মাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং টোটার কথা প্রথম হইতেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিল, প্রথম হইতেই সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশ করিতে ইঙ্গরেজদিগের বহুকাল হইতে ইচ্ছা ছিল, এখন সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা সিপাহীদিগের ব্যবহার্য্য টোটা শূকর ও গাভীর চর্ব্বিতে প্রস্তুত করিতেছেন।

আগুন ধীরে ধীরে জমিয়া একটি সামান্য ফুৎকার পাইলে যেমন একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, টোটার কথারূপ ফুৎকারে সাধারণের হৃদয়-সঞ্চিত

আগুন সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। লর্ড ডালহৌসী যে অনিষ্টের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখন ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। লোকে উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত একে একে ভারতবর্ষের প্রধান স্বাধীন রাজ্য গুলি ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হইতে দেখিয়াছিল। কোম্পানির এইরূপ অধিকার-বিস্তারে সাধারণে সন্তুষ্ট হয় নাই। সাধারণে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের চিরন্তন স্বত্ব ও অধিকার অক্ষুণ্ণ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের এই ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। রাজ্যের অধিপতিগণ যেমন আপনাদের রাজকীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অনেকে আপনাদের ভূসম্পত্তিও পরহস্তগত হইতে দেখিয়াছিল। ইহাতে সাধারণের ক্রমেই অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সাধারণে ইহাতে ক্রমেই ক্ষোভে ও বিরাগে মর্ম্মাহত হইয়া কোম্পানির কার্য্যপ্রণালীর উপর দোষারোপ করিতে থাকে। ইহার পর টোটার কথা যখন চারিদিকে প্রচারিত হইল, নগরে নগরে বাজারে বাজারে যখন উহার সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে লাগিল, তখন সাধারণে স্থির থাকিতে পারিল না। টোটার আন্দোলনে তাহাদের হৃদয়ের উত্তেজনাবৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ব-সঞ্চিত অসন্তোষ বাহির করিয়া দিল। যে অগ্নি হৃদয়ের স্তরে স্তরে অলক্ষ্যভাবে ছিল, তাহা এখন এই আন্দোলনে প্রজ্বলিত হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করিল।

দমদমার কয়েক মাইল উত্তরে—ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী বারাকপুরে একটি প্রসিদ্ধ সৈনিক-নিবাস আছে। বাঙ্গালার সিপাহী সৈন্যের অধিকাংশ এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। এই সৈনিক-নিবাস একটি সুরম্য ও সুবিস্তৃত বৃক্ষবাটিকায় পরিশোভিত। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য-বৈভব এবং মানবের শিল্প-চাতুরী, উভয়ই একত্র হইয়া এই স্থানটিকে পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর তটদেশ হইতে চিরহরিৎ বৃক্ষশ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। মনোহর বৃক্ষবাটিকার প্রান্তভাগে—ভাগীরথীর তটভূমিতে গবর্ণরজেনেরেলের সুদৃশ্য আবাস-গৃহ আছে। নগরের কোলাহল পরিহার করিয়া, সমগ্র ভারতের শাসন-কর্ত্তা সময়ে সময়ে এইখানে আসিয়া বাস করেন। বারাকপুর রাজপুরুষদিগের চিত্তবিনোদনের

একটি প্রধান স্থান। অনেকে এই সুরম্য স্থানে বিশ্রাম-সুখে সময় অতিবাহিত করেন, এবং অনেকে কলিকাতার লোকারণ্য হইতে ঐ স্থানে যাইয়া শান্তির পবিত্রতা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন।

১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে বারাকপুরে চারি দল ভারতবর্ষীয় পদাতিক সৈন্য ছিল। এই চারি দলের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ত্রিচত্বারিংশ রেজিমেণ্টে কান্দাহার রক্ষায় সেনাপতি নটের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল এবং কাবুলের সেই ভীষণ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিজয়শ্রীতে শোভিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট চতুস্ত্রিংশ এবং সপ্তদশ রেজিমেণ্টের মধ্যে প্রথমোক্ত দল এক সময়ে অবাধ্যতা প্রদর্শন জন্য সৈন্য-শ্রেণী হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। এবং নূতন আর এক দল তাহাদের স্থানপরিগ্রহ করিয়াছিল, শেষোক্ত দল দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধে আপনাদের পরাক্রম দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টের পরিতোষ জন্মাইয়াছিল। কর্ণেল হুইলর ৩৪ সংখ্যক দলের সেনাপতি ছিলেন। ইনি অন্য দল হইতে আসিয়া অল্পদিন মাত্র এই দলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪৩ সংখ্যক দলের কর্তৃত্ব-ভার কর্ণেল কেনেডির উপর সমর্পিত ছিল। ইনিও অল্প দিন মাত্র এই দলের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। সপ্তদশ ও দ্বিতীয় দলের অধ্যক্ষেরা আপন আপন সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, এবং দীর্ঘকাল হইতে আপনাদের দলের লোকদিগের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন। সৈনিক নিবাসের কর্তৃত্ব চার্লস্ গ্রাণ্টের উপর ছিল। জন হিয়ার্‌সে সমস্ত সৈনিক বিভাগের সেনাপতি ছিলেন।

সেনাপতি হিয়ার্‌সে ২৮শে জানুয়ারি আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্য্যালয়ে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "বারাকপুরের সিপাহীরা ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ক্রমেই তাহাদের হৃদয়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধির আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। কতিপয় চক্রান্ত-কারী—সম্ভবতঃ কলিকাতার ব্রাহ্মণ এইরূপ গুজব তুলিয়া দিয়াছে যে, সিপাহীদিগকে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইবে। বোধ হয়, কলিকাতার যে সকল হিন্দু বিধবা-বিবাহের বিরোধী, বিধবা-বিবাহের সপক্ষে আইন বিধিবদ্ধ হইল দেখিয়া, তাহারা এই বলিয়া সৈনিক শ্রেণীর অদূরদর্শী ব্যক্তিদিগের মনে বিরাগ জন্মাইয়া দিতেছে যে, সমস্ত ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলপূর্ব্বক সকলকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে

দীক্ষিত করা হইবে। এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস কমাইয়া, সিপাহী-দিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাই ইহারা আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মনে করিতেছে।” এই সময়ে বসাযুক্ত টোটার কথা সকলের মুখেই শুনা যাইতেছিল। বারাকপুরের সকল সিপাহীই এই বিষয় জানিতে পারিয়াছিল। গভীর আশঙ্কা, গভীর অবিশ্বাস, সকলকেই সমানভাবে অস্থির ও অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা যে, সিপাহীদিগের ধর্ম্ম নাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইহাতে তখন সিপাহীদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই অবিশ্বাস করিত। অনেকে আপনা হইতেই বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং অনেকের পরের কথায় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গো-খাদক শূকর-ভক্ষক ফিরিঙ্গীরা, সকলকেই অপবিত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। ইহারা তাহাদের দেশ আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছে, এবং শেষে তাহাদের স্বদেশীয়গণের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

সিপাহীরা এখন আপনাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধি বিকাশ করিতে উদ্যত হইল। যে হিংসা ও ক্রোধ তাহাদের হৃদয় অস্থির করিয়া তুলিযাছিল, তাহা এখন পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তাহারা এখন ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া আপনাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিতর্পণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। দমদমায় টোটার কথা প্রকাশ হওয়ার কয়েক দিন পরেই বারাকপুরের টেলিগ্রাফ্ ষ্টেসন পুড়িয়া গেল। এই অগ্নি কাণ্ড শীঘ্র শীঘ্র থামিল না। এক রাত্রির পর আর এক রাত্রি আসিতে লাগিল, প্রতি রাত্রেতেই ইঙ্গরেজ আফিসরদিগের বাঙ্গালার খড়ের চালে প্রজ্বলিত আগুন-যুক্ত তীর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কেবল বারাকপুরেই এইরূপ করাল অনল-শিখার তরঙ্গ রঙ্গ দেখা গেল না। বারকপুরের বহুদূরবর্ত্তী রাণীগঞ্জে দ্বিতীয় রেজিমেণ্টের এক শাখা অবস্থিতি করিতেছিল, সেখানেও ঠিক্ এই উপায়ে ঘরে ঘরে আগুন দেওয়া হইতে লাগিল। ইহার পর রাত্রিকালে সিপাহীদিগের মধ্যে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রতি রাত্রিতে সকলে একত্র হইয়া ক্রোধের সহিত তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট যে, সকলের ধর্ম্ম নাশে উদ্যত হইয়াছেন, চিরন্তন জাতি-ভেদ-প্রথা রহিত করিয়া সকলকে ফিরিঙ্গীর ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা লইয়া এই

নৈশ সমিতিতে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। সিপাহীরা কেবল সভা করিয়াই নিরস্ত হইল না। তাহাদের স্বাক্ষরিত অনেক চিঠি কলিকাতা ও বারাকপুরের ডাকঘর হইতে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-নিবাসে যাইতে লাগিল। সকল সিপাহীই এই নৈশ সমিতিতে একত্র হয় নাই, সকলেই এই পত্রে আপনাদের নাম স্বাক্ষর করে নাই। এই মাত্র জানা গিয়াছে, সিপাহীরা নৈশ সমিতিতে একত্র হইত, এবং অপরাপর সিপাহীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চিঠি পাঠাইত। এই উপায়ে প্রতি সৈনিক নিবাসে বসাযুক্ত টোটার কথা প্রকাশ হইল, প্রতি সৈনিক নিবাসের সিপাহীরা এই কথায় ভীত, সন্ত্রস্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বারাকপুর হইতে প্রায় এক শত মাইল উত্তরে—ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী বহরমপুরে একটি সৈনিক নিবাস আছে। এই সৈনিক-নিবাসটী প্রকৃতির অতি-রমণীয় স্থানে অবস্থিত। পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী ইহার পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যে সকল নবাব এক সময়ে দিল্লীর বাদশাহের নামমাত্র অধীন থাকিয়া, সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাঁহাদের সুরম্য বাস ভবন ইহার অদূরে শোভা বিকাশ করিতেছে। উপস্থিত সময়ে মুর্ষিদাবাদের নবাবের সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্ষমতা ও গৌরব বিচ্যুত হইয়াছিল। নবাব নাজিম এখন প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বহুসংখ্য দাস দাসীর সহিত ভোগ বিলাসী ধনীর ন্যায় অপনার অপূর্ব্ব প্রাসাদে কালাতিপাত করিতেছিলেন। লোকে ইঙ্গরেজের রাজ্যে তাঁহার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা চাহিয়া দেখিতেছিল। বহরম পুরে কোন ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেও ইউরোপীয় সৈনিকেরা অবস্থিতি করিত না। ১৯ সংখ্যক এতদ্দেশীয় এক দল পদাতিক, একদল অশ্বারোহী এবং কতিপয় কামান-রক্ষী বহরমপুরের সৈনিক নিবাসে অবস্থান করিতেছিল। এই সকল সিপাহী যদি হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিত, এবং মুর্ষিদাবাদের লোকে যদি নবাবের নাম করিয়া, ইহাদের পোষকতা করিত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজেরা নিঃসন্দেহ সাতিশয় বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেন। কিন্তু স্থানীয় লোকের হৃদয়ে কখনও এরূপ ভয়ঙ্কর ভাবের আবির্ভাব

হয় নাই, কখনও কেহই উত্তেজনার তরঙ্গে অধীর হইয়া, রাজদ্রোহিতার পরিচয় দেয় নাই।

যখন সাধারণের হৃদয়ে অসন্তোষ বদ্ধমূল হয়, অসন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রতিহিংসার আবির্ভাব হইতে থাকে, তখন পূর্ব্বে সাবধান না হইলে সেই অসন্তোষ ও হিংসার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। উপস্থিত সময়ে কর্ত্তৃপক্ষের প্রবর্ত্তিত একটি নিয়ম সিপাহীদিগের অসন্তোষ উত্তেজনার কথা প্রচারের পক্ষে সবিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। যখন বারাকপুরের সিপাহীরা উত্তেজিত হয়, তখন সেই উত্তেজিত সিপাহীদিগকে কার্য্যানুরোধে স্থানে স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রথমে ৩৪ সংখ্যক সৈনিক দল হইতে কতিপয় লোক কতকগুলি ঘোড়ার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া এক স্থানে যায়, ইহার এক সপ্তাহ পরে সেই দলের আর কতকগুলি লোক অন্য কার্য্যের জন্য সেই দিকে গমন করে। ইহাদের সকলের, বহরমপুর পর্য্যন্ত যাইবার কথা থাকে। বহরমপুরের সিপাহীরা ইহাদের কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলে ইহারা আবার আপনাদের আড্ডায় ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পায়। সুতরাং ইহাতে অসন্তুষ্ট সিপাহীরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া অপরাপর সিপাহীকে অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত করিবার বিলক্ষণ সুবিধা পাইয়াছিল। বারাকপুরে কি কি কাণ্ড ঘটিয়াছে, বারাকপুরের সিপাহীরা কি জন্য গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে দলবদ্ধ হইয়াছে, এবং কি উপায়ে অপরাপর সিপাহীদিগকে আপনাদের দলে আনিবার চেষ্টা পাইতেছে, তাহা এইরূপে বহরমপুরের ১৯ সংখ্যক সৈনিক দলের জানিবার সুযোগ হইয়াছিল।

যখন ৩৪ সংখ্যক সৈনিক দলের সিপাহীরা বহরমপুর পঁহুছিল, তখন বহরমপুরের সিপাহীরা তাহাদিগকে আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত গ্রহণ করিল। লক্ষ্ণৌতে ইহারা সকলেই একত্র অবস্থিতি করিত, সুতরাং সকলেই পরস্পরের প্রাচীন বন্ধু ছিল, এবং পূর্ব্বতন সদ্ভাব সকলকেই এক প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল। এখন এই প্রাচীন বন্ধুদিগকে পাইয়া ১৯ সংখ্যক সিপাহী-দলের সকলেই আগ্রহ সহকারে বসা-মিশ্রিত টোটার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এই কথা এখন আর নূতন ছিল না। ডাকেই হউক বা কাসিদ (সংবাদবাহক)

যারাই হউক, এই সংবাদ বারাকপুরের সিপাহীদিগের উপস্থিতির দুই সপ্তাহ পূর্ব্বেই বহরমপুরের সৈনিক নিবাসে পঁহুছিয়াছিল*। সংবাদ পঁহুছামাত্র সকল সিপাহীই ইহা শুনিতে পাইয়াছিল, সকলের মুখেই কেবল এই গুরুতর কাহিনীর আন্দোলন অভিব্যক্ত হইতেছিল। কিন্তু এই কথায় বহরমপুরের সিপাহীদিগের কোনরূপ বিকার দেখা যায় নাই, কেহই তখন আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে নাই। সিপাহীরা সংবাদ পাইয়া সেনাপতিকে জানায়। সেনাপতি দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে কহেন, যদি তাহাদের মনে কোন রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনাদের ব্যবহার্য্য টোটার বসা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। সেনাপতির এইরূপ আশ্বাসে ও সান্ত্বনায় ১৯ সংখ্যক সৈনিক দল শান্তভাব অবলম্বন করে, এবং শান্তভাবে থাকিয়া আপনাদের কর্ত্তব্যসম্পাদনে যত্নশীল হয়। কিন্তু যখন ৩৪ সংখ্যক দলের সিপাহীরা বারাকপুর হইতে আসিয়া তত্রত্য সিপাহীদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করে, যখন তাহারা দৃঢ়তার সহিত কহে, রাজধানীর সিপাহীদিগের স্থির বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অপবিত্র করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাদের চিরন্তন ধর্ম্মনাশের জন্য অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তখন বহরমপুরের, সিপাহীরা স্থিরভাবে গভীর বিশ্বাস ও আশঙ্কার সহিত তাহাদের কথা শুনিতে থাকে। তাহাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এইসকল কথা বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত ও অত্যুক্তিরহিত। তাহাদের বারাকপুরস্থ সহযোগিগণ রাজধানীর অতি নিকটে বাস করিয়া থাকে, গবর্ণমেণ্টের নিগূঢ় অভিসন্ধি তাহারা ভালরূপে জানিতে পারে, সুতরাং তাহাদের কথা কখনও

* ৩৪ সংখ্যক রেজিমেণ্টের যে দুই ক্ষুদ্র দল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহরমপুরের দিকে যাত্রা করে, তাহার প্রথম দল ১৮ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে উপস্থিত হয়, দ্বিতীয় দল ২৫শে ফেব্রুয়ারি আসিয়া পঁহুছে। বহরমপুরের সৈনিক-দলের অধিনায়ক কর্ণেল মিচেল ১৬ই ফেব্রুয়ারি লিখেন যে, ইহার পনর দিন পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ হাবিলদার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, সকলের মুখেই শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের ব্যবহারের জন্য শূকর ও গরুর চর্ব্বিতে টোটা প্রস্তুত করিতেছেন, এ ব্যাপারটা কি? এতদ্দারা প্রতিপন্ন হইতেছে, এই সংবাদ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে বহরমপুরে পঁহুছিয়াছিল।

ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে না, গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই এইরূপ দূষিত উপায়ে সকলের ধর্ম্ম নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং অবশ্যই অপবিত্র বস্তুদ্বারা পবিত্র জাতীয় বন্ধন উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। বহরমপুরের সিপাহীরাও এইরূপ আতঙ্কময় চিন্তার প্রবল তরঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে পারিল না, দুশ্চিন্তার অনন্ত প্রবাহে তাহাদের হৃদয় আলোড়িত হইল, শান্তি দূরে পলায়ন করিল, বিশ্বাস ও প্রভুভক্তি আশঙ্কা ও অবিশ্বাসের প্রবল বেগে অবনত হইয়া পড়িল। তাহারা এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ঘোরতর শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল, এবং এই ঘোরতর শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

যে দিন বারাকপুরের সিপাহীরা আসিয়া পহুঁছে, তাহার পর দিন ১৯ সংখ্যক সৈনিক দলের মধ্যে এই আদেশ প্রচারিত হয় যে তাহাদিগকে আগামী প্রাতঃকালে কাওয়াজ করিতে হইবে। আদেশ প্রচারের দিন প্রাতঃকালে সিপাহীদিগের মধ্যে কোনরূপ বিরাগের চিহ্ন দেখা যায় নাই। তাহাদের সকলেরই বাহ্য ভঙ্গী শান্তিময় বোধ হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনাপতি মিচেলের সহকারী, সিপাহীদিগের মধ্যে সাতিশয় বিরাগ ও অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া সেনাপতিকে জানাইলেন যে, সৈনিক দল বড় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাতঃকালের কাওয়াজের জন্য তাহাদিগকে বন্দুকের 'ক্যাপ্' দেওয়া হয়, কিন্তু তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই। যেহেতু টোটা অপবিত্র করা হইয়াছে বলিয়া তাহাদের মনে গভীর সন্দেহ জন্মিয়াছে। সহকারী অধ্যক্ষ ধীরভাবে সেনাপতি মিচেলকে এই সকল কথা কহিলেন। এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, প্রাতঃকালিক কাওয়াজের পূর্ব্বে সৈন্যদিগের মধ্যে টোটা বিতরণ করার রীতি ছিল না। কিন্তু সাধারণতঃ সৈন্যদিগের ব্যবহারের জন্য যে সকল টোটা বারুদাগার হইতে বাহির করা হইয়াছিল, তৎসমুদয় ১৯সংখ্যক দলের সিপাহীদিগের কেহ কেহ দেখিতে পাইয়াছিল। যে কাগজে এই টোটা প্রস্তুত হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিলে তাহা দুই রকম বলিয়া বোধ হইত। সুতরাং সিপাহীরা টোটা দেখিয়া, উহা দুই রকম বলিয়া মনে করিল। তাহারা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে, কলিকাতা হইতে নূতন টোটা আসিয়াছে।

সুতরাং তাহাদের গভীর সন্দেহ অধিকতর গভীর হইল। তাহারা এখন স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, পুরাতন টোটার সহিত অপবিত্র নূতন টোটা একত্র করা হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের অধঃপতনের আর বড় বিলম্ব নাই, গবর্ণমেণ্ট, শীঘ্রই তাহাদের পবিত্র ধর্ম্মের সম্মান বিনষ্ট করিবেন, শীঘ্রই অবৈধ উপায়ে তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পতিত করিয়া রাখিবেন।

সেনাপতি মিচেল, সহকারীর নিকট সিপাহীদিগের বিরাগের সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সৈনিক নিবাসের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং যথাস্থানে উপনীত হইয়া এতদ্দেশীয় আফিসরদিগকে আপনার নিকটে আসিতে আদেশ দিলেন, এই সময়ে বিশিষ্ট ধীবতাপ্রদর্শন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট দৃঢ়তা-প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছিল। ন্যায়পরায়ণ গবর্ণমেণ্টের সম্মানিত নামে ধীবতার সহিত্‌ সকলকে আশ্বাস দিলে, এবং উপস্থিত সন্দেহ যে অমূলক, ধীরতার সহিত তাহা সপ্রমাণ করিলে আফিসবেরা সন্তুষ্ট হইতেন। আফিসরদিগের সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরাও দুশ্চিন্তার বিসর্জ্জন দিয়া, সুস্থির হইত। কিন্তু ধীরতার এরূপ প্রয়োজন এস্থলে উপেক্ষিত হইল। সেনাপতি আপনার হৃদয়ের আবেগ সংযত রাখিতে পারিলেন না। ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি অধীরতার পরিচয় দিলেন এবং আফিসরদিগের সন্দেহ দূব করিতে চেষ্টা না করিয়া অধীরভাবে তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইতে উদ্যত হইলেন। কর্ণেল মিচেল ক্রোধের সহিত কহিলেন, টোটা এক বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়াছে, আফিসরদিগের আশঙ্কার কোনও কারণ নাই, যদি এ কথার পরেও কেহ ইহার ব্যবহারে অসম্মত হয়, তাহাহইলে সমস্ত রেজিমেণ্ট্‌ ব্রহ্মদেশে কিংবা চীনে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, সেখানে মৃত্যুভিন্ন ইহাদেব অদৃষ্টে আর কিছুই ঘটিবে না। যাহারা গবর্ণমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সেনাপতি মিচেলের এইরূপ কঠোর কথায় আফিসরদিগের সন্দেহ দূর হইল না। তাঁহারা আপনাদের কর্ণেলের মুখে সকল কথা পরিষ্কাররূপে শুনিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে ইচ্ছা অতৃপ্ত রহিল। কর্ণেলকে অধীরতা ও ক্রোধপ্রকাশ করিতে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। বরং ইহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বতন সংস্কার বদ্ধমূল হইল। তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল, অবশ্য টোটা অপবিত্র করা হইয়াছে,

নচেৎ সেনাপতি কখনও এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া, সকলকে উহা ব্যবহার করিতে বলিতেন না। আফিসরেরা অতঃপর আপনাদের আবেদনেও ঠিক এই যুক্তির সহিত স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছিলেন, এই আবেদনে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, "তিনি (কর্ণেল মিচেল) এরূপ ক্রুদ্ধ ভাবে আদেশ দিলেন যে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, টোটা সকল বাস্তবিকই বসা-মিশ্রিত করা হইয়াছে; অন্যথা তিনি কখনও এরূপ উগ্রতা প্রকাশ করিতেন না।" আফিসরেরা সেনাপতিকে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আপনাদের পবিত্র ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সেনাপতি মিচেল উত্তেজিতহৃদয়ে ক্রোধ-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিয়া নীরব হইলেন, আফিসরেরা অধিকতর সন্দেহাকুল চিত্তে অধিকতর শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত ভাবে নীরবে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সেনাপতিও উদ্বেগের সহিত নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে আপনার বাস-গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে চারি দিক কালীময় করিয়া তুলিতেছিল। সেনাপতির গাড়ি এই অন্ধকার ভেদ করিয়া যাইতে লাগিল। সেনাপতির পার্শ্বে তদীয় সহকারী উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু মিচেল এ অবস্থাতে সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বাতাসের সঙ্গে যেন বিপদ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, উহা শীঘ্রই তাঁহাদের মাথায় আসিয়া পড়িবে। এই অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কোন উপায় করা উচিত হইতেছে। কিন্তু উপস্থিত সময়ে ১৯ সংখ্যক রেজিমেণ্ট কেবল ভারতবর্ষীয় সৈন্যেই সংগঠিত হইয়াছিল। এই সৈনিক-দল ব্যতীত এক দল অশ্বারোহী এবং কয়েকটি কামানের সহিত এক দল কামানরক্ষী ছিল। মিচেল এই অশ্বারোহী ও কামানরক্ষিগণের সাহায্যে পদাতিক দলের আক্রমণ নিরস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই। কিন্তু ভয় দেখান তাঁহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তিনি ভয় দেখাইয়া সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি দূর করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার আর যে কোন অভিসন্ধিই থাকুক না কেন, তিনি অশ্বা-

রোহী ও কামান-রক্ষকদিগকেও প্রাতঃকালের কাওয়াজের স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশপ্রচার করিলেন।

এই আদেশপ্রচার করিয়া সেনাপতি মিচেল রাত্রি দশটার সময় শয়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। একটির পর আর একটি চিন্তার তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় নিরত আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি নানাবিধ দুশ্চিন্তার স্রোতে পড়িয়া ভাসিতে লাগিলেন। এই সময়ে সৈনিক-নিবাসের দিকে জয়ঢাকের শব্দ ও বহুসংখ্য লোকের কণ্ঠধ্বনি একত্র মিশ্রিত হওয়াতে কোলাহল সমুত্থিত হইল। কোলাহল নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া মিচেলের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার করিল। জয়ঢাকের শব্দে ও বহুসংখ্য লোকের ভয়ঙ্কর চীৎকার-ধ্বনিতে সৈনিক-নিবাস অন্দোলিত হইয়া উঠিল। এই ভয়ঙ্কর কোলাহলে সেনাপতি মিচেল স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া বিপদ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। আফিসরেরা কর্ণেল মিচেলের নিকট হইতে চলিয়া গেলে, সিপাহীদিগের উত্তেজনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার পর যখন তাহারা শুনিতে পাইল, অশ্বারোহী ও কামান রক্ষকদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহারা সকলেই প্রাতঃকালের কাওয়াজের সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের গভীর আশঙ্কা গভীরতর হইয়া উঠিল; তাহাদের সন্দেহ তখন দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল; তাহারা তখন ভাবিল, কাওয়াজের সময়ে অপবিত্র টোটা বলপূর্ব্বক তাহাদের হাতে দেওয়া হইবে, অশ্বারোহী ও কামানরক্ষকেরা এই সর্ব্বনাশকর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহারা এইরূপ গভীর আশঙ্কা, ও চিন্তার আবেগের প্রতিরোধে সমর্থ হইল না। ক্ষোভে, বিরাগে ও রোষে তাহারা আপনাদের সনাতন ধর্ম্মরক্ষা করিতে সমুত্থিত হইল। প্রথমে কিরূপে সকলকে এক সময়ে একত্র দলবদ্ধ হইতে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় নাই। এরূপ সময়ে এবিষয়ের সূক্ষ্মরূপে অবধারণ করা একরূপ অসাধ্য। উত্তেজনার সময়ে অতি অল্প আয়াসে ও অতি অল্প কৌশলেই সকলকে এক সূত্রে দলবদ্ধ করা যাইতে পারে। বহরমপুরের সিপাহীরা এসময়ে সকলেই গভীর আশঙ্কা ও গভীর উদ্বেগে অধীর হইয়াছিল, সকলেই আপনাদের

ধর্ম্মহানি হইবে বলিয়া একরূপ উন্মত্তভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সকলেই অস্থির, সকলের কার্য্য-প্রণালীই শৃঙ্খলা শূন্য। এই উন্মত্ত সিপাহী-দলের মধ্যে কেহ কেহ বন্দুক ভরিতে উদ্যত হইল, কেহ কেহ "ছোড়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ যেখানে সকল অনিষ্টের মূল ভয়ঙ্কর টোটা ছিল, সেই স্থান অধিকার করিতে চলিল। গভীর নিশীথে বহরমপুরের সৈনিক-নিবাস এইরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্যের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

সেনাপতি মিচেল এই কোলাহল শুনিয়াই মুহূর্ত্ত মধ্যে শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে যুদ্ধ-বেশে সজ্জিত হইয়া সৈনিক নিবাসের দিকে গমন করিলেন। সিপাহীরা গভীর আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, কি প্রকৃতপক্ষে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, সেনাপতি প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যাহাহউক, তিনি কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া অশ্বারোহীদিগকে শীঘ্র শীঘ্র সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন, কামানরক্ষক-দিগকেও আপনাদের কামানগুলি যথোপযুক্ত স্থলে লইয়া যাইতে কহিলেন। সেনাপতির আদেশ প্রতিপালিত হইল। অশ্বারোহী সৈনিকদল সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিল। অন্ধকারময় নিশীথে মশালের আলোকে কামানরক্ষকেরা আপনাদের কামান সকল সিপাহীদিগের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। সিপাহীরা দূরে কামানের চাকার শব্দ শুনিতে পাইল, প্রজ্বলিত মশালের আলোকে সুসজ্জিত অশ্বারোহীদিগকে আপনাদের অভিমুখে আসিতে দেখিল। এ দৃশ্যে তাহাদের হৃদয় অধিকতর তরঙ্গিত হইল; তাহারা অধিকতর শঙ্কান্বিত হইয়া আপনাদের স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল, কেহই পলাইল না, অথচ কেহই যুদ্ধের উদ্যোগ করিল না। অনেকের হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিল, কিন্তু কেহই তাহা ছুড়িল না।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। গাঢ় অন্ধকার পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তর হইয়া সমুদয় এক করিয়া ফেলিয়াছে। সেনাপতি মিচেল এই সময়ে ইউরোপীয় আফিসরদিগকে শয্যা হইতে উঠাইয়া কামান সঙ্গে করিয়া কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সিপাহীদিগের হাতে বন্দুক ছিল, কিন্তু তাহাদের কেহই সামরিক পরিচ্ছদপরিগ্রহ করে নাই। এ সময়েও সেনাপতির বিশিষ্ট ধীরতা দেখান উচিত ছিল। সেনাপতি এ সময়েও শান্তভাবে শান্তিময়

কথায় সকলকে সন্তোষিত করিতে পারিতেন। কিন্তু মিচেল সিপাহীদিগের আতঙ্কের বিষয় বুঝিতে পারিলেন না; তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক-তর কঠোরতা দেখাইয়া উপস্থিত গোলযোগ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে কামান ভরা হইল এবং অশ্বারোহীরা কামানের নিকটে সন্নিবেশিত রহিল। মিচেল অতঃপর এতদ্দেশীয় আফিসরদিগকে একত্র হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। আদেশানুসারে কার্য্য হইল। আফিসরেরা আবার সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আবার তাঁহার মুখে সেই ক্রোধাবেগপূর্ণ—সেই উত্তেজনাময় কথা শুনিতে লাগিলেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে সেনাপতি মিচেলের মুখ হইতে যে সকল কথা বাহির হইয়াছিল, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এখন তৎসমুদয় উদ্ধৃত করা অসম্ভব। কিন্তু মিচেল যাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সেনাপতি সমস্ত অবাধ্য সিপাহীকেই কামানে উড়াইয়া দিবেন; তিনি ইহার জন্য আত্ম-বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত আছেন। এতদ্দেশীয় আফিসরেরা ধীরভাবে সেনাপতি মিচেলের কথা শুনিলেন, ধীরভাবে বিনয়নম্রতার সহিত তাঁহাকে কহিলেন, উপস্থিত সময়ে এরূপ উগ্র বা ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। সিপাহীরা অন-ভিজ্ঞ ও সন্দিগ্ধ। তাহারা কেবল ভয়প্রযুক্ত এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠি-য়াছে। তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অশ্বারোহী সৈন্য ও কামান সকল তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য আনা হইয়াছে। তাহারা এখন উত্তেজনায় উন্মত্ত এবং কার্য্যকারণের পরিজ্ঞানে অসমর্থ। যদি সেনাপতি এই অশ্বারোহী সৈন্য ও কামান সকল এখান হইতে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দেন, তাহাহইলে সিপাহীরা অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাবে আপনাদের কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে।

আফিসরেরা নীরব হইলেন। নীরবে সেনাপতির দিকে চাহিয়া শান্তি-র আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন কি করিতে হইবে, সেনা-পতি মিচেল তাহা সহসা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, সিপাহীরা ঘোরতর আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া গবর্ণ-মেণ্টকে বিপদাপন্ন করিতে অগ্রসর হয় নাই। এ অবস্থায় অশ্বারোহী সৈন্য

ও কামান সকল তাহাদের সম্মুখে আনা যার পর নাই অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল। সেনাপতি মিচেল যদি অশ্বারোহীদিগকে আপনাদের স্থানে প্রস্তুত থাকিতে কহিয়া, প্রথমে সিপাহীদিগকে শান্তভাবে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে ধীরতা ও বিবেকের সম্মান রক্ষিত হইত। উত্তেজিত সিপাহীরা মিষ্ট কথায় শান্ত না হইলে সেনাপতি অনায়াসে অশ্বারোহীদিগকে তাহাদের সম্মুখে আনিতে পারিতেন। কিন্তু সেনাপতি মিচেল ইহা করেন নাই। তিনি সবিশেষ বিবেচনা না করিয়াই একবারে সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্য ও কামান সিপাহীদিগের সম্মুখে আনিয়া ফেলিয়াছেন, এখন সিপাহী দগের আনুগত্য স্বীকারের পূর্ব্বে ইহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিতে পারিলেন না। সেনাপতি কিছু গোলযোগে পড়িলেন, এ সময়ে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, হঠাৎ ঠিক করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি এতদ্দেশীয় আফিসরদিগকে কহিলেন, অশ্বারোহী ও কামানরক্ষকদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইতেছে, কিন্তু প্রাতঃকালের কাওয়াজের স্থলে সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে। আফিসরেরা আবার ধীরভাবে বিনয়নম্রতার সহিত সেনাপতিকে কহিলেন, এরূপ করিলে সিপাহীরা আশ্বস্ত হইবে না, তাহাদের আশঙ্কাও দূর হইবে না; কাওয়াজের সময়ে কামান ও অশ্বারোহীদিগকে আপনাদের সম্মুখে দেখিলে তাহারা আবার নানাপ্রকার সন্দেহতরঙ্গে দোলায়িত হইতে থাকিবে। সুতরাং এখন অশ্বারোহী সৈন্য ও কামানরক্ষকদিগকে তাহাদের আপন আপন স্থানে ফিরিয়া যাইতে বলা কর্ত্তব্য, এবং প্রাতঃকালের কাওয়াজ বন্ধ রাখা বিধেয়। সেনাপতি অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ক্রমে অশ্বারোহী ও কামানরক্ষকগণ আপনাদের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ক্রমে মশাল সকল সিপাহীদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইল। সিপাহীরা তখন আশ্বস্ত হইল, মশালের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী সৈনিক দল ও কামান সকল স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া, তাহারা আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ১৯ সংখ্যক সৈনিক-দল কাওয়াজের স্থলে উপনীত হইল, এবার তাহাদের মধ্যে সেরূপ অবাধ্যতা বা সেরূপ উদ্বেগের সঞ্চার দেখা

গেল না। তাহারা কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, যথানিয়মে আপনাদের কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে লাগিল। সহসা উত্তেজনার তরঙ্গে অধীর হওয়াতে তাহাদের মনে অনুশোচনা জন্মিয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতেও নীরবে রহিলেন না, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কর্ত্তব্যকর্ম্মে অভিনিবিষ্ট দেখিয়াও, তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। কি কারণে তাহারা সেনাপতির আদেশলঙ্ঘন করিয়াছিল, কি কারণে তাহাদের মধ্যে বিরাগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনেক দিন, এই অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, অনেক দিন, এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় আফিসরদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইতে লাগিল। সিপাহীরা ইহার পর আর কোনরূপ উত্তেজনা বা অবাধ্যতার লক্ষণ দেখাইল না। তাহারা যথানিয়মে আপনাদের কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম এই সময়ে সাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে সবিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কর্ণেল জর্জ্জ মাক্‌গ্রেগরনামক সৈনিক পুরুষের সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি শান্তি অব্যাহত রাখিতে যত্নশীল হইলেন। নবাব নাজিমের প্রয়াস সফল হইল। মুর্শিদাবাদের কেহই কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিল না, সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া শান্তিময় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যাঁহারা সৈনিকদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন, রণনিপুণ পুরুষগণ প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক কার্য্যে যাঁহাদের অনুমতির প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; তাঁহাদের সকল সময়েই ধীরতা ও বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা উচিত। সঙ্কটাপন্ন সময়ে অধীরভাবে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বা অবিবেকের মন্ত্রণায় অকর্ত্তব্যসাধনে উদ্যত হইলে ফল বড় ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা বীরত্বে উন্নত, সাহসে অবিচলিত ও কর্ত্তব্যপ্রতিপালনে অনলস, তাহারা আপনাদের অধিনায়ককে সকল সময়ে প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায়, ধীর, গম্ভীর এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী দেখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সেনাপতি মিচেল ১৯ সংখ্যক সৈনিক-দলের নিকট এইরূপ ধীরতা বা গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। সেনাপতির দোষে অনেক সময়ে অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়েও

সেনাপতি মিচেলের বিবেচনার দোষে নিঃসন্দেহ অকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কর্ণেল মিচেল উগ্রতা ও অধীরতা না দেখাইলে বোধ হয়, সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিত না, এবং মিচেল অসময়ে ক্রোধপ্রকাশ না করিলে বোধ হয়, এতদ্দেশীয় আফিসরেরা সিপাহীদিগকে নিরস্ত করিতে উদাসীন থাকিতেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের সময়োচিত কার্য্যনির্ব্বাহে বিলম্ব হওয়ার কারণ—গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন শাসন-সংক্রান্ত বিভাগ—বসাযুক্ত টোটার বিষয়ের অনুসন্ধান—বারাকপুরের সিপাহীদিগের মধ্যে অসন্তোষের বৃদ্ধি—সিপাহী মোগল পাঁড়ে—৩৪সংখ্যক সিপাহীদলের মধ্যে গোলযোগ—১৯ সংখ্যক সিপাহীদলের নিরস্ত্রীকরণ।

সকল দেশে এবং সকল শাসন-প্রণালীর মধ্যেই দেখা যায়, যে বিপদে রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহা এমন অলক্ষ্যভাবে আপনার গতি-বিস্তার করে যে, সেই বিপদ ফলোন্মুখ হওয়ার পূর্ব্বে রাজ্যাধিপতি উহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন না। বিপদ এইরূপে সময় পাইয়া, ধীরে ধীরে শক্তিসংগ্রহ পূর্ব্বক রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে এমন তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে যে, শেষে উহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তৃত রাজ্যে এরূপ অবশ্যম্ভাবী বিপদের সংবাদ জানিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিক সময় লাগিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের ভাষা বিভিন্ন, আচার ব্যবহার বিভিন্ন এবং ধর্ম্মানু-শাসন বিভিন্ন। গবর্ণমেণ্ট এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনোগত ভাব সর্ব্বাংশে আয়ত্ত রাখিতে পারেন না, ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর—সকল ধর্ম্মানুশাসনের লোকেও সকল সময়ে গবর্ণমেণ্টের অভিসন্ধি বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং রাজা প্রজা অনেক সময়ে অন্ধকারে থাকিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। শাসন-বিভাগের যে সকল অধস্তন কর্ম্মচারী সাধারণের মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁহারা সহসা কোন বিপদের আভাস পাইলে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া থাকেন। কিন্তু এই সংবাদ শাসন-বিভাগের কুটিল পথ অতিক্রম করিয়া প্রধানতম শাসন কর্ত্তার কর্ণগোচর হইতে না হইতেই বিপদ ভয়ঙ্কর ও দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠে।

ভারত সাম্রাজ্যের সৈন্যসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার প্রধানতম সেনা-

পতির উপর সমর্পিত আছে। কিন্তু গবর্ণরজেনেরলের হস্তে সমুদয় বিষয়ের শাসন-ভার থাকাতে সৈনিক বিভাগের কার্য্যও গবর্ণরজেনেরলকে সুনিয়মিত রাখিতে হয়। গবর্ণরজেনেরল আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া সৈনিক-বিভাগের কার্য্যে প্রধানতম সেনাপতির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন। শাসন-বিভাগের এই দুই জন প্রধানতম রাজপুরুষ এক স্থানে থাকিলে গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইতে অধিক বিলম্ব বা অসুবিধা হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে, গবর্ণরজেনেরল তাঁহার সেক্রেটরির সহিত রাজ্যের এক স্থানে অবস্থান করেন, এবং প্রধান সেনাপতি রাজ্যের আর এক স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে এইরূপ ঘটিয়াছিল। লর্ড কানিঙ্ কলিকাতায় ছিলেন, প্রধান সেনাপতি আন্সনের কার্য্যালয় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিল*। সেনাপতি স্বয়ং বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। আড্জুটাণ্ট জেনেরল মিরাটে ছিলেন। আড্জুটাণ্ট-জেনেরলের কার্য্যালয় কলিকাতায় ছিল। বসাযুক্ত টোটার বিষয়ের অনুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ত্তব্যের অবধারণ করা ইহাদের সকলেরই কার্য্য ছিল। কিন্তু সকলে এক স্থানে ছিলেন না, সকলের কার্য্যালয়ও এক স্থানে ছিল না। এজন্য যথোচিত সময়ে যথোচিত উপায় অবলম্বিত হয় নাই। এইরূপ বিলম্ব পরিশেষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রধানতম রাজপুরুষগণ স্থানান্তরে থাকাতেই কেবল বিলম্ব হয় নাই, রাজকীয় শাসন-বিভাগের কার্য্য প্রণালী অনুসারেও বিস্তর বিলম্ব ঘটিয়াছিল। প্রতি বিভাগেই বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনেকগুলি রাজপুরুষ রাজকীয় শাসন-প্রণালী সুব্যবস্থিত রাখিবার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছেন। কোন প্রাসাদে উঠিতে হইলে যেমন স্তরে স্তরে সজ্জিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে হয়, কোন বিষয় প্রধানতম রাজপুরুষের গোচর করিতে হইলেও

* ঠিক এই সময়ে সেনাপতি আন্সনের স্ত্রী ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হন। সেনাপতি সহধর্ম্মিণীকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। সেনাপতির কলিকাতায় অবস্থিতি-সময়েই সিপাহীরা বসাযুক্ত টোটার কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু টোটার বিষয়ে সেনাপতির তখন মনোযোগ দেওয়ার সুবিধা ঘটে নাই।

সেইরূপ বিভাগীয় রাজপুরুষদিগের শ্রেণী, একটির পর আর একটি করিয়া, অতিক্রম করিতে হইয়া থাকে। কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, অধস্তন রাজপুরুষ, তাঁহার অব্যবহিত উপরে যিনি থাকেন, তাঁহাকে জানাইতে বাধ্য হন। এই উপরওয়ালা আবার তাঁহার অব্যবহিত উপরের কর্ম্মচারীকে জানান। এইরূপে বিষয়টি রাজকীয় শাসন-বিভাগের স্তরের পর স্তরের অতিক্রম করিয়া প্রধানতম শাসনকর্ত্তার সমক্ষে পহুঁছিয়া থাকে। ২২এ জানুয়ারি দমদমাস্থিত ৭সংখ্যক সিপাহীদলের অধ্যক্ষ লেফ্‌টেনেণ্ট ব্রাইট সাযুক্ত টোটা ও তন্নিবন্ধন সিপাহীদিগের মধ্যে যে উত্তেজনা হইয়াছে, তাহার কথা, অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষকে জানান। অধ্যক্ষ মেজর বোন্‌টেন উহা তৎপরদিন দমদমার সৈনিক নিবাসের অধ্যক্ষের গোচর করেন। এই অধ্যক্ষ আবার উহার বিষয় বারাকপুরের সেনাপতির নিকট লিখিয়া পাঠান। কর্ণেল হিয়ার্‌সের নিকট হইতে এই বিষয় কলিকাতায় আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হয়। বিষয়টি গুরুতর ছিল। শীঘ্র শীঘ্র এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত কার্য্য-পদ্ধতির অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি হিয়ার্‌সে এজন্য উপস্থিত বিষয়, শীঘ্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবার জন্য, আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্য্যালয়ে লিখিলেন, এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাব করিলেন যে, সিপাহীদিগকে যেন তাহাদের আপন আপন টোটা তৈলাক্ত করিবার অধিকার দেওয়া হয়। সেনাপতি হিয়ার্‌সের পত্র ২৪এ জানুয়ারি আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্য্যালয়ে পহুঁছিল। সে দিন সময় না থাকাতে এ সম্বন্ধে কিছু করা হইল না। তৎপরদিন রবিবার, সুতরাং সে দিনও হিয়ার্‌সের লিখিত "অতি প্রয়োজনীয়" পত্র আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্য্যালয়ে পড়িয়া রহিল। ২৬এ জানুয়ারি আডজুটাণ্ট জেনেরল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগের সেক্রেটরীর নিকটে সেনাপতি হিয়ার্‌সের পত্র পাঠাইলেন। পরদিন গবর্ণমেণ্ট হিয়ার্‌সের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া, আডজুটাণ্ট জেনেরলের কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলেন। ২৮এ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি সেনাপতি হিয়ার্‌সের নিকটে পহুঁছিল। সেনাপতি অনুমতিপত্র পাইয়া বারাকপুরের সমুদয় সিপাহীকে উহা জানাইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই কার্য্য বড় বিলম্বে হইল। ইহার পূর্ব্বদিন এক জন এতদ্দেশীয়

আফিসর, কাওয়াজের সময়, টোটার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন আদেশ আসিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সে দিন কোনও অনুমতি আইসে নাই। সুতরাং আফিসরকে, কোন আদেশ পাওয়া যায় নাই বলিয়া, উত্তর দিতে হয়। যদি প্রধানতম শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি হিয়ার্‌সের মধ্যে আড-জুটাণ্ট জেনেরলের কার্য্যালয় না থাকিত, তাহা হইলে সেনাপতি চারি দিন পূর্ব্বে আপনার পত্রের উত্তর পাইতেন। যখন কর্ত্তৃপক্ষ টোটার সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে পত্র লেখালেখি করিতেছিলেন, তখন গবর্ণমেণ্টের বিরোধিগণ সাহস পাইয়া, ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনের জন্য ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

এই গুরুতর বিষয় ক্রমে বাঙ্গালা অতিক্রম করিয়া উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে উপনীত হইল। প্রথমে বাহিরে উহা কাহারও নিকট ভয়ঙ্কর ভাবের পরিচয় দিল না, অলক্ষিতভাবে গতি প্রসারিত করিয়া, উহা সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় অতি অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়াছিলেন, আশা করিয়াছিলেন, সিপাহীদিগকে শান্তভাবে সান্ত্বনা করিলেই তাহাদের সমস্ত বিরাগ অন্তর্হিত হইবে। এই বিষয় হইতে যে, শেষে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহা প্রথমে তাঁহাদের বোধগম্য হয় নাই। কিন্তু বিপদ অলক্ষিতভাবে শক্তিসংগ্রহ করিতেছিল; অলক্ষিতভাবে ক্রমে ভয়ঙ্কর হইতেও ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল; মহামতি লর্ড কানিঙ্‌ অল্প দিন মাত্র গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সূক্ষ্মরূপে সকল বিভাগের কার্য্য-প্রণালীর অনুসন্ধান করিবার সময় পান নাই তাঁহাকে অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে সেক্রেটরিদের উপর নির্ভর করিয় চলিতে হইত। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগের সেক্রেটরি উপস্থিত বিষয়ে দায়ী ছিলেন। কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে গবর্ণর জেনেরলকে সৎপরামর্শ দেওয়া তাঁহারই কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল কর্ণেল রিচার্ড বার্চ্চ এই সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগে সেক্রেটরি ছিলেন, তাঁহার চরিত্র ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার উপর সকলেরই শ্রদ্ধ ছিল। কর্ণেল বার্চ্চ যখন শুনিলেন, দমদমার সিপাহীরা ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া উপস্থিত বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য দমদমায় যাত্রা করিলেন।

দমদমায় উপস্থিত হইয়া কর্ণেল বার্চ্চ শুনিলেন যে, যদিও বসামিশ্রিত টোটা প্রস্তুত হইয়াছে, তথাপি উহার একটিও দমদমা বা প্রেসিডেন্সি বিভাগের কোন সিপাহীকে ব্যবহার করিতে হয় নাই। যাহা হউক, কর্ণেল বার্চ্চ সিপাহীদিগের উত্তেজনানিবারণ করিতে সবিশেষ যত্নশীল হইলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, দমদমায় যাহা ঘটিয়াছে, অন্যান্য সৈনিক-নিবাসেও তাহা ঘটিতে পারে। যে যে স্থানে নূতন রাইফল বন্দুকের ব্যবহারপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সেই সেই স্থানেই অভিনব টোটার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ গোলযোগ উপস্থিত হইবে। সুতরাং যত শীঘ্র হউক, এই গোলযোগনিবারণের উপায় করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

কর্ণেল বার্চ্চ এইরূপ স্থির করিয়া, একবারে গবর্ণর জেনেরলের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট, সিপাহীদিগের হৃদয় আশ্বস্ত ও শান্ত করিবার জন্য কোনরূপ উপায় অবলম্বনের অনুমতি চাহিলেন। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। অবিলম্বে দমদমা ও মিরাটে এই আদেশ প্রচারিত হইল যে, কোনরূপ বসাযুক্ত টোটা সিপাহীদিগেকে দেওয়া হইবে না। সিপাহীরা ইচ্ছানুসারে আপনাদের হাতে টোটায় কোনরূপ তৈলাক্ত পদার্থ দিতে পারিবে। অম্বালা ও শিয়ালকোটে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল। বসাযুক্ত টোটা সিপাহীদিগকে দেওয়া হইবে না; সিপাহীরা যে কোন তৈলাক্ত পদার্থ উপযুক্ত মনে করে, তাহাই আপনাদের টোটায় ব্যবহার করিতে পারিবে; প্রধানতম সেনাপতিরা এইরূপ কোন সাধারণ আদেশপ্রচারের জন্য কর্ণেল বার্চ্চ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি করিবার কারণ ছিল না। কিন্তু মিরাটে সহসা আপত্তি উত্থাপিত হইল। তথাকার সৈনিক কর্ম্মচারী কলিকাতায় এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, সিপাহীরা কয়েক বৎসর হইল, বসাযুক্ত টোটা ব্যবহার করিতেছে, এই টোটায় মেষের চর্ব্বি দেওয়া হইয়া থাকে। কলিকাতার কর্তৃপক্ষ কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। তাঁহারা আদেশ দিলেন, যদি মেষের চর্ব্বি বা মোম টোটায় দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

সত্য বটে, কলিকাতার দুর্গে ও মিরাটে টোটা সকল অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বসায় প্রস্তুত হইয়াছিল, সত্য বটে, ১৮৫৬ অব্দের অক্টোবর মাসে

এইরূপ অনেক টোটা অম্বালা ও শ্যালকোটের সৈনিকনিবাসে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু এই টোটা সিপাহীদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই। সিপাহীরা তখন নূতন বন্দুকের ব্যবহারপ্রণালী মাত্র শিখিতেছিল। কিরূপে উহা ধরিতে হয়, কিরূপে উহা দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লক্ষ্যনির্দ্দেশ করিতে হয়; উহার গঠন-প্রণালীও উহার গুণ কিরূপ, ইহাই তাহাদের শিক্ষার বিষয় ছিল। কয়েক সপ্তাহ কাল, সিপাহীরা এই সকল বিষয় শিখিতে লাগিল, কয়েক সপ্তাহ কাল, এই অভিনব অস্ত্রের অভিনব ব্যবহার প্রণালীশিক্ষার আমোদেই তাহারা আসক্ত রহিল। শেষে যখন টোটার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, তখন তাহারা তৈলাক্ত বা মোমযুক্ত টোটা ব্যবহার করিতে লাগিল।

সিপাহীদিগের হৃদয় ইহাতেও আশ্বস্ত হইল না। যে গভীর আতঙ্কে, যে গভীর সন্ত্রাসে তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দূর হইল না। প্রথমে এক সৈনিকনিবাস হইতে আর এক সৈনিকনিবাসে যে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সিপাহীদিগের হৃদয় ক্রমে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। এই অন্ধকার দূর করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ঘৃণিত ও অপবিত্র বসা স্পর্শ করিতে হইবে বলিয়াই যে, সিপাহীরা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। মিরাটে ব্রাহ্মণ-বালকেরা পর্য্যন্ত বসাযুক্ত টোটার নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ইহাতে কেহই কোন আপত্তি করে নাই। সিপাহীদিগকে টোটা দাতে কাটিয়া বন্দুকে দিতে হইত। কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিলেন যে, কেবল এই জন্যই ঘোরতর অসন্তোষের সূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং মেজর বণ্টননামক এক জন সৈনিক পুরুষের পরামর্শে এই রীতির পরিবর্ত্তন হইল। কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন, সিপাহীরা অভিনব টোটা দাঁতে না কাটিয়া, হাতে ছিঁড়িয়া, বন্দুকে দিবে। কিন্তু সিপাহী ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। গাঢ় অন্ধকারের গম্ভীর কালিমা তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না। সে কহিতে লাগিল, টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে দেওয়াই তাহার অভ্যাস হইয়াছে। বিশেষতঃ সত্বরতার সময়ে, এই অভ্যাস অনুসারেই কার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং উপস্থিত পরিবর্ত্তনে সিপাহীর সন্তোষ জন্মিল না। সিপাহী পূর্ব্বের ন্যায়

বিষণ্ণ, পূর্ব্বের ন্যায় অসন্তুষ্ট ও পূর্ব্বের ন্যায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া রহিল।

১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে সেনাপতি হিয়ারসে, বারাকপুর হইতে লিখিলেন, "কিছু দিন আমি এখানকার সিপাহীদিগের মনোগত ভাব দেখিয়া আসিতেছি। কতকগুলি দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দুষ্ট লোক, তাহাদের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট, তাহাদের জাতি ও তাহাদের ধর্ম্মসংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া, শীঘ্রই তাহাদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন।" সেনাপতির এই কথা অযথার্থ হয় নাই। এক দিনের পর আর এক দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু সিপাহীরা শান্ত বা সন্তুষ্ট হইল না। প্রতি নূতন দিন নূতন অশান্তি, নূতন অসন্তোষ-সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। বারাকপুরের সকল সিপাহীই এইরূপ গভীর আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়াছিল। সেনাপতিরা তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ ইচ্ছা নাই। তাহাদিগকে কোনরূপ বসাযুক্ত টোটা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা ইচ্ছা করিলে, আপনাদের টোটায় তৈল বা মোম মিশাইয়া লইতে পারে। কিন্তু সিপাহীরা এরূপ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা কিছুতেই সেনাপতিদের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিল না। তাহারা সন্দেহ করিতে লাগিল যে, টোটার কাগজ অস্পৃশ্য ও অপবিত্র পশুর বসায় প্রস্তুত হইয়াছে। এই কাগজের উপরিভাগ তৈলাক্ত বলিয়া বোধ হইত, সুতরাং তাহাদের সন্দেহ সহজেই বদ্ধমূল হইল। ইহার পর যখন তাহারা দেখিল, এই কাগজ আগুনে দিলে চট্‌চটে শব্দ হয়, এবং চর্ব্বি পোড়ার ন্যায় এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হইতে থাকে, তখন তাহাদের সন্দেহ গভীরতর হইল এবং জাতিনাশ, ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা প্রতিদিন ঘোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সেনাপতি হিয়ারসে, সন্ত্রস্ত ও সন্দিগ্ধ সিপাহীদিগকে শান্ত করিতে উদাসীন হন নাই। সিপাহীদিগের উপর তাঁহার যথোচিত সমবেদনা ছিল। তিনি সিপাহীদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। হিয়ারসে

দেখিলেন, সিপাহীরা গভীর আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। বসাযুক্ত টোটার জন্য হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ের মধ্যেই জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে ধীরভাবে সিপাহীদিগের এই আশঙ্কা দূর করা একান্ত আবশ্যক। কঠোর শাস্তি-প্রদান অপেক্ষা সস্নেহ ও সদয় ব্যবহারে সিপাহীদিগকে শান্ত করাই উচিত। ইহা ভাবিয়া হিয়ার্‌সে কাওয়াজের সময়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় সিপাহীদিগকে কহিলেন যে, তাহারা অমূলক আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে, যে সেনাপতিগণের অধীনে পরিচালিত হইতেছে, সে গবর্ণমেণ্ট, বা সে সেনাপতিগণ ভ্রমেও তাহাদের চিরন্তন ধর্ম্মসংস্কার বা জাতির উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, এরূপ আশঙ্কা কিছুতেই তাহাদের মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। ইঙ্গরেজেরা ধর্ম্মপ্রচারে জ্ঞানশূন্য হন না। তাঁহারা যাহাকে তাহাকে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, অধীরতা বা অবিবেচনার পরিচয় দেন না। যাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়িতে ও বুঝিতে পারে, তাহারা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাহে, তাহা হইলেই তাহাদিগকে উক্ত ধর্ম্মে যথারীতি দীক্ষিত করা হয়। কিন্তু দীক্ষার পূর্ব্বে, তাহারা সমস্ত ধর্ম্মানুশাসন বুঝিতে পারিয়াছে কি না, সে বিষয়ে তাহাদিগের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। ধর্ম্মানুশাসনে শিক্ষা না হইলে ও ধর্ম্ম-পরিগ্রহে ইচ্ছা না থাকিলে, কেহই ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে না। ধীরভাবে ইহা কহিয়া, সেনাপতি সিপাহীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, তাহারা তাঁহার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিয়াছে কি না? তাহারা নীরবে মাথা নাড়িয়া সম্মতিপ্রকাশ করিল। সেনাপতি সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন, তাহাদের হৃদয় শান্ত হইয়াছে। আশঙ্কার গভীর আবেগ দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বক্তৃতার মোহিনী শক্তি, তেজস্বিনী ভাষার অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস সিপাহীদিগকে দীর্ঘকাল শান্তভাবে রাখিতে পারিল না। বারাকপুরের যে উত্তেজিত সৈনিকদল কাওয়াজের ভূমিতে সেনাপতি হিয়ার্‌সের বক্তৃতা শুনিয়াছিল,

তাহাদের হৃদয় আবার গভীর আশঙ্কার তরঙ্গে দুলিতে লাগিল। দিনের পর সপ্তাহ অতীত হইতে লাগিল, তথাপি গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন না। বারাকপুরের সিপাহীরা নীরবে আপনাদের কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে লাগিল; কিন্তু সন্তোষ ও শান্তির সম্মোহন দৃশ্য তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সে দৃশ্য আর তাহাদের সম্মুখে আসিল না। প্রীতি ও তৃপ্তির সহিত আর তাহারা আপনাদের জীবনের সুখময় চিত্র আঁকিতে পারিল না। যে গভীর আশঙ্কায় তাহাদের হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহা আর অপসারিত হইল না। তাহারা কহিতে লাগিল, তাহাদের পতনের সময় সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে, বহুসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য ও বহুসংখ্য ইউরোপীয় কামানরক্ষী তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইতেছে *। ২।০৪।

এই বিশ্বাস অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা একবারে অমূলক হয় নাই। যখন বারাকপুরের সিপাহীদিগের উত্তেজনার কথা কলিকাতায় পহুঁছে, তখন গবর্ণর জেনেরল ভয়ঙ্কর বিপদের আভাস স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভারতের আকাশতলে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই মেঘের গভীর কালিমা ক্রমেই গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল। ভারতের সৈনিকদল যখন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্টকে নিরাপদ করিবার জন্য সবিশেষ সত্বরতার সহিত কোনরূপ উপায়ের অবলম্বন আবশ্যক হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালায় বেশী ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। কলিকাতা ও দানাপুরের মধ্যে কেবল এক দল মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। বহরমপুরের সিপাহীদিগের হাঙ্গামার এক সপ্তাহ পরে কর্ণেল মিচেল, উত্তেজিত সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিবার জন্য বারাকপুরে

* এ বিষয়ে বারাকপুরের এক জন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ তাঁহার কোন বন্ধুকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে লিখিত ছিল, "৮ই মার্চ্চ আমার সেনাদলের এক জন নায়ক আসিয়া কহে যে, সিপাহীদিগের মধ্যে প্রচার হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট হাবড়ায় পাঁচ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য একত্র করিয়াছেন, ইহারা দুইখানি জাহাজে আসিয়াছে। দোলের দিন তাহারা এইখানে পহুঁছিবে। এই সংবাদ শুনিয়া সিপাহীরা সেই রাত্রিতে নিদ্রিত হয় নাই।"

আনিতে আদেশ পাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে রেঙ্গুন হইতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য আনিবার জন্য একখানি জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল। বারাকপুরের সেনাপতিরা ইহার কিছুই জানিতেন না। অধিক কি, এই সংবাদ সেনাপতি হিয়ারসের নিকটেও উপস্থিত হয় নাই। সেনাপতি সিপাহী-দিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, সিপাহীরা কল্পনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, সকল বিষয়ই অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু শেষে তাঁহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সিপাহীরা তাঁহাদের অপেক্ষাও অনেক বিষয় জানে। জাহাজ রেঙ্গুন হইতে ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া, কলিকাতায় আসিয়া পহুঁছিল। কলিকাতার ইউরোপীয় প্রবাসীরা অসময়ে সহায়-সম্পন্ন হওয়াতে প্রফুল্লহৃদয়ে আমোদ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সিপাহীদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টও সাতিশয় শঙ্কাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সিপাহীদিগের বিরাগ, সিপাহীদিগের উত্তেজনা, ইহার উপর সিপাহীদিগের অবাধ্যতা দেখিয়া, গবর্ণমেণ্টের আশঙ্কা ক্রমে গভীরতর হইয়াছিল। এই আশঙ্কার সময়ে গবর্ণমেণ্ট সবিশেষ ধীরতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন নাই। প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগের অজ্ঞাতসারে গবর্ণমেণ্ট আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু সিপাহীরা সকল স্থান হইতেই সংবাদসংগ্রহ করিত। নগরে নগরে যাহা হইত, কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়ার পূর্ব্বে, তাহা সিপাহীদিগের বিদিত হইত। রেঙ্গুন হইতে ইউরোপীয় সৈন্যের আগমন-সংবাদ সেনাপতি হিয়ারসে পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। এ দিকে প্রতি সৈনিকনিবাসে এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের অভিসন্ধির উপর সন্দেহ করিয়া, ক্রমেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিরক্ত, অধিকতর শঙ্কান্বিত ও অধিকতর অবাধ্য হইয়া উঠিতেছিল।

বারাকপুরের সিপাহীরা কিছুকাল শান্তভাবে রহিল; নীরবে আপনাদের জাতি, বংশমর্য্যাদা ও সকলের অপেক্ষা প্রিয়তর ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঘটনা ক্রমে সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার সিপাহীরাও বারাকপুরের সিপাহীদিগের ন্যায় ভীত ও অসন্তুষ্ট হইয়া

উঠিল। গবর্ণর জেনেরল ১৫ই মার্চ্চ প্রধান সেনাপতিকে লিখিলেন, "৪৩ গণিত সিপাহীদল ২গণিতদলের সিপাহীদিগের সহিত ভোজন করিতে সম্মত হয় নাই। অধিকন্তু ৭০ গণিত সিপাহীদলের কেহ কেহ ২ গণিত সিপাহী-দলের লোকদিগকে টোটা কাটিতে নিষেধ করিয়াছে।' লর্ড কানিঙ্গ্ সিপাহী-দিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াই এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সিপাহীদিগের উত্তেজনা ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছিল। বারাক-পুরের সিপাহীরা প্রধানতঃ কলিকাতার দুর্গ ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানের পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যার সময়ে ২গণিত সৈনিক দলের কয়েক জন দুর্গে পাহারা দিতেছিল। ঠিক এই সময়ে টাকাশালার পাহারার ভার ৩৪গণিত সিপাহীদিগের উপর সমর্পিত ছিল। সন্ধ্যার সময়ে ২গণিত দলের দুই জন সিপাহী টাকাশালার দ্বারে আসিয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। সুবাদার আলোকের নিকট বসিয়া আপনাদের কার্য্যসংক্রান্ত একখানি বহি দেখিতেছিলেন, এই সময়ে দুই জন সিপাহী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ইহাদের একজন কহিল যে, তাহারা কেল্লা হইতে আসিয়াছে। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে কলিকাতার সিপাহীরা কেল্লার সান্ত্রীদিগের সহিত একত্র হইবে। সুবাদার যদি এই সময়ে আপনার দল লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করা সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। সুবাদার এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সুবাদার এই দুই জন সিপাহীকে বন্দীভাবে দুর্গে পাঠাইলেন। বিচারে ইহাদের প্রত্যেকের চৌদ্দ বৎসর করিয়া কারাবাসদণ্ড হইল।

এই রূপ সামান্য বিষয় হইতে পরিশেষে ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে, সেনাপতি হিয়ার্‌সে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এই সামান্য বিষয়ও হিয়ার্‌সের নিকট উপেক্ষার যোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। হিয়ার্‌সে আবার উপস্থিত আশঙ্কার মূলোৎপাটনে যত্নশীল হইলেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতা সিপাহীরা মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিল। হিয়ার্‌সে ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া দ্বিতীয় বার বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করিলেন। মহামতি লর্ড কানিঙ্গ্ হিয়ার্‌সের প্রস্তাবে

অসম্মত হইলেন না। হিয়ার্‌সে, গবর্ণর জেনেরলের সহিত পরামর্শ করিয়া, বারাকপুরের সিপাহীদিগকে ১৭ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে কাওয়াজের স্থলে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সিপাহীরা কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হইতে লাগিল। হিয়ার্‌সে অশ্বারোহণে সিপাহী-দিগের সম্মুখে আসিয়া, আবার গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের শত্রুপক্ষ অকারণ তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে, অকারণে তাহাদিগকে জাতি নাশ ও ধর্ম্মনাশের ভয় দেখাইতেছে। বিশ্বস্ত সিপাহীরা যেন এই শত্রুপক্ষ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকে। তাহারা কোম্পানীর অধীনে কাজ করিয়া পরম সুখে দিনপাত করিতেছে; শত্রু পক্ষ যেন এই সুখের কোনরূপ ব্যাঘাত না জন্মায়। ইহার পর হিয়ার্‌সে টোটার কাগজের সম্বন্ধে কহিলেন যে, ভাল কাগজ মাত্রেরই উপরিভাগ এইরূপ চকচকে দেখা যায়। ভারতবর্ষের রাজারা সর্ব্বদা এইরূপ কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণার্থ হিয়ার্‌সে কাশ্মীরের মহারাজ গোলাপ সিংহের একখানি পত্র বাহির করিলেন। এই পত্র মহারাজ গোলাপ সিংহ সেনাপতি হিয়ার্‌সেকে লিখিয়াছিলেন। হিয়ার্‌সে পত্রখানি এতদ্দেশীয় অফিসর-দিগের হাতে দিয়া কহিলেন, এই কাগজ টোটার কাগজ অপেক্ষাও চকচকে দেখা যাইতেছে। সিপাহীরা এই চিঠির কাগজ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারে। অনন্তর হিয়ার্‌সে কহিলেন যে, যদি তাহারা এই কথায় বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে সকলে শ্রীরামপুরে যাইয়া কাগজের প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেখিয়া আসিতে পারে। অতঃপর, যে ১৯ গণিত সিপাহীদল ঘোরতর অবাধ্যতা দেখাইয়াছিল, হিয়ার্‌সে তাহাদের সম্বন্ধে কহিলেন, ১৯ গণিত সিপাহীরা ঘোরতর অপরাধ লিপ্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ জন্য সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ দিবেন। যদি তিনি এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সমস্ত পদাতি, অশ্বারোহী ও কামানরক্ষক সৈন্যকে, এই আদেশ যেরূপে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা দেখিবার জন্য একত্র হইতে হইবে। ইহার পর সেনাপতি কহিলেন, "তোমাদের

শত্রুগণ এই কথা বলিয়া বেড়াইতেছে যে, বহুসংখ্য অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষক হঠাৎ আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। তোমরা এই অলীক কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিয়া ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছ। কিন্তু আমার অনুমতি না পাইলে কোন ইউরোপীয় সৈন্য বারাকপুরে আসিতে পারিবে না। আমি যথাসময়ে ইহাদের আগমনসংবাদ তোমাদিগকে জানাইব। তোমরা কোনও অপরাধ কর নাই, তোমাদের বিরুদ্ধে কোন বিষয় সপ্রমাণ হয় নাই, সুতরাং তোমাদের ভয়ের কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। অফিসরেরা, তোমাদের আপত্তি ও তোমাদের অভিযোগ, মনোযোগের সহিত শুনিবেন। তোমাদের জাতি ও ধর্ম্মানুশাসনের কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে না। কিন্তু যদি তোমরা কোনরূপ অবাধ্যতা দেখাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে গুরুতর শাস্তিভোগ করিতে হইবে।”

হিয়ারসে গম্ভীর স্বরে এইরূপ বলিয়া নীরব হইলেন। সিপাহীরা নীরবে গম্ভীরভাবে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্র হইতে আপনাদের স্থানে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের ভয় দূর হইল না, সুখ ও শান্তির আশা তাহাদের হৃদয়ের আবেগনিরোধ করিতে পারিল না। সেনাপতি হিয়ারসে এই দ্বিতীয় বক্তৃতাতেও অকৃতকার্য্য হইলেন। এ সময়ে সকল দিক দেখিয়া, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া, কথা বলা উচিত ছিল। মনের আবেগে হঠাৎ কোন কথা বলিয়া ফেলিলে যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে পারে, বক্তার সে দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। হিয়ারসে গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়া, পাছে সিপাহীদিগের বিরাগ অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া দেন, লর্ড কানিঙ্ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কানিঙ্ যাহার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ১৯ গণিত সিপাহীদিগকে বারাকপুরে আনিয়া নিরস্ত্র করা হইবে। নিরস্ত্রীকরণের সময় সকলেই তথায় উপস্থিত থাকিবে। সেনাপতি হিয়ারসে গম্ভীর স্বরে ইহা সমবেত সিপাহীদিগকে কহিয়াছিলেন। যাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা হইতেছিল, তাহারা এই কথার কিরূপ অর্থপরিগ্রহ করিবে, বক্তা তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। ১৯গণিত দলের সিপাহীদিগকে যে, নিরস্ত্র করা হইবে, সে বিষয় পূর্ব্বে সাধারণকে জানান হয় নাই। গবর্ণর জেনেরল এই সময়ে প্রধান

সেনাপতিকে লিখিয়াছিলেন, "১৯গণিত দলের সিপাহীরা শীঘ্র শীঘ্র আসিতেছে। ৩০শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে, বোধ হয়, তাহারা বারাকপুরে আসিয়া পহুঁছিবে। তাহাদিগকে যে, নিরস্ত্র ও সৈনিক দল হইতে নিষ্কাশিত করা হইবে, ইহা তাহারা নিশ্চিত জানে না। আমার বিবেচনায়, ইহা তাহাদিগকে না বলাই ভাল।" কিন্তু সেনাপতি হিয়ারসে সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া, ইহা বারাকপুরের সিপাহীদিগকে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন এই অবিবেচনার ফল ফলিল। শান্তিময়ী বক্তৃতার ভাষা পরিণামে অমৃতের বিনিময়ে হলাহলের উদ্গীরণ করিল। যখন সিপাহীরা আপনাদের অধিনায়কের মুখে শুনিল, তাহাদের সহযোগীদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে, তখন তাহারা আবার ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে অধীর হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, ক্রমে সকলকেই এইরূপে নিরস্ত্র করা হইবে। সাগর-পার হইতে এক দল ইউরোপীয় সৈন্য আনা হইয়াছে, ক্রমে আরও সৈন্য আসিবে। ক্রমে সকল সিপাহীর হাতেই বলপূর্ব্বক অপবিত্র বসাযুক্ত টোটা দেওয়া হইবে। বারাকপুরের সিপাহীরা গভীর মর্ম্মবেদনায় উন্মত্তপ্রায় হইল। সকলেই অস্থির, সকলেই চিরন্তন জাতিমর্য্যাদা চিরন্তন্ ধর্ম্মানুশাসনের রক্ষার জন্য ব্যস্ত। সকলের মুখেই—"গোরা লোক আয়া." গোরা সৈন্য আসিতেছে, কেবল এই কথা। সিপাহীরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আপনাদিগকে জাতিচ্যুত, ধর্ম্মচ্যুত ও বিনষ্টসর্ব্বস্ব ভাবিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ইউরোপীয় সৈন্যের আক্রমণের বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। হৃদয়ের যে আগুন এত দিন অলক্ষিত ভাবে গতি প্রসারিত করিতেছিল, তাহা এখন জ্বলিয়া উঠিল।

সেনাপতি মিচেল ১৯গণিত সিপাহীদল সঙ্গে লইয়া ২০শে মার্চ্চ বহরমপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই সৈনিকদল অতঃপর কোনরূপ উত্তেজনা দেখায় নাই, পথে সেনাপতির আদেশলঙ্ঘন করিয়া, কোনরূপ গোলযোগের সূত্রপাত করে নাই। ইহারা সেনাপতির আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, ধীরভাবে বারাকপুরের অভিমুখে আসিতেছিল। মিচেল সৈনিকদলের সহিত ৩০শে মার্চ্চ বারাকপুরে উপনীত হইয়া, গবর্ণমেণ্টের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, বারাকপুরের সিপাহীরা সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত

হইয়াছে। পূর্ব্বদিন (২৯শে মার্চ্চ) একজন ইউরোপীয় আফিসর উত্তেজিত সিপাহীর অসির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন।

এই সংবাদ মিথ্যা হয় নাই। ২৯শে মার্চ্চ বৈকালে বারাকপুরের সিপাহীদিগের মধ্যে বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই দিন সৈনিকনিবাসে সহসা এই সংবাদ প্রচারিত হয় যে, কতকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য জাহাজে কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহারা এখন জাহাজ হইতে নামিতেছে, শীঘ্রই বারাকপুরে পহুঁছিবে। ক্রমে বারাকপুরের সৈনিকনিবাস গোরা সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। সংবাদ কত দূর সত্য, তাহা কেহই বিচার করিয়া দেখে নাই, কিন্তু সংবাদ পাইয়াই সকলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই দিন রবিবার। ইউরোপীয় আফিসর ও সেনাপতিরা আপনাদের পবিত্র বিশ্রামদিনে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন; সিপাহীদিগের মধ্যে কি ঘটিতেছে কেহই তাহার অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। সৈনিক দলের মধ্যে মঙ্গল পাঁড়েনামক এক জন সিপাহী ছিল। মঙ্গল পাঁড়ে বলিষ্ঠ ও তরুণবয়স্ক। তাহার চরিত্র ভাল ছিল; সাত বৎসর কাল, সে প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতেছিল। সেনাপতিগণ এই তরুণবয়স্ক সিপাহীর চরিত্রে কখনও কুটিলতা বা বিশ্বাসঘাতকতার আভাস পান নাই। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর ন্যায় মঙ্গল পাঁড়ে সর্ব্বদা আপনার ধর্ম্মানুগত অনুশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত। উপস্থিত দিনে মঙ্গল পাঁড়ে ভাঙ্গের নেশায় উত্তেজিত ছিল, এমন সময়ে ইউরোপীয় সৈন্যের আগমনসংবাদ চারি দিকে প্রচারিত হইল। মঙ্গল পাঁড়ে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ভাবিল, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই জাতিনাশ হইবে, ফিরিঙ্গীর হাতে চিরন্তন ধর্ম্ম, চিরাচরিত আচার ব্যবহার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। উত্তেজনায় তরুণবয়স্ক সিপাহী যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইল এবং তরবার ও গুলিভরা পিস্তল হাতে করিয়া আবাসগৃহ হইতে বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়াই মঙ্গল পাঁড়ে স্বশ্রেণীর সকলকে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে বলিল, সকলকেই কহিতে লাগিল, কেহই যেন অপবিত্র টোটা স্পর্শ না করে, কেহই যেন উহা দাঁতে কাটিয়া আপনাদের পরলোকের সুখে জলাঞ্জলি না দেয়। যুদ্ধের সময় যাহারা ভেরীধ্বনি

করিয়া সকলকে সমবেত করিয়া থাকে, তাহাদের এক জন নিকটে ছিল। মঙ্গল পাঁড়ে তাহাকে ভেরীধ্বনি করিয়া সকলকে একত্র করিতে আদেশ দিল। আদেশ প্রতিপালিত হইল না। কিন্তু সিপাহী যুবক বড় উত্তেজিত হইয়াছিল, সে শান্ত না হইয়া ইঙ্গরেজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উন্মত্তভাবে সৈনিক নিবাসের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সময়ে এক জন ইউরোপীয় আফিসর সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল। কিন্তু ইহাতে আফিসরের কোন অনিষ্ট হইল না। গুলি তাঁহার গাত্রভেদ না করিয়া স্থানান্তরে পতিত হইল।

এই সময়ে ৩৪ গণিত দলের সিপাহীরা নিকটে ছিল, তাহারা মঙ্গল পাঁড়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, অথচ মঙ্গল পাঁড়েকে নিরস্ত্র করিতেও প্রয়াস পায় নাই; ইহার মধ্যে এক জন হাবিলদার আডজুটাণ্টের গৃহে যাইয়া সংবাদ দেয়। লেপ্‌টেনেণ্ট বগ নামক এক জন সৈনিক পুরুষ ৩৪ গণিত সিপাহীদলের আডজুটাণ্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেপ্‌টেনেণ্ট বগ সংবাদ পাওয়ামাত্র যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইলেন, তাঁহার কটিদেশে অসি লম্বমান হইল হস্তে গুলিভরা পিস্তল রহিল। বগ অশ্বারোহণে তীরবেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কোথায় সে, কোথায় সে?" নিকটে একটি কামান ছিল। মঙ্গল পাঁড়ে এই কামানের পশ্চাদ্দেশ হইতে অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। গুলি অশ্বারোহীর কোন অনিষ্ট করিল না; কিন্তু উহার আঘাতে তাঁহার বাহন ভূতলশায়ী হইল। ঘোটকের সঙ্গে সঙ্গে লেপ্‌টেনেণ্ট বগও ভূতলে পড়িয়া গেলেন। বগ নিমিষমধ্যে উঠিয়া আক্রমণকারীর দিকে পিস্তল ছুড়িলেন। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। বগ তখন অসি নিষ্কোশিত করিলেন; এই সময়ে আর এক জন সৈনিক পুরুষ অসি হস্তে করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ সমাগত হইলেন। সিপাহীযুবকও অসি লইয়া নির্ভীক চিত্তে ইহাদের সম্মুখে আসিল। অসিতে অসিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এক দিকে মঙ্গল পাঁড়ে, অপর দিকে যুদ্ধকুশল দুই জন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ; তিন জনের হাতেই শাণিত অসি, তিন জনেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত করিবার জন্য

ত্নশীল; ইহাদের চারি দিকে চারি শত সিপাহী দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু কেহই কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই। সকলেই নীরবে গম্ভীরভাবে উপস্থিত ঘটনা চাহিয়া দেখিতেছিল। মঙ্গল পাঁড়ে অসীমসাহসে অসিচালনা করিতে লাগিল, অসীমসাহসে প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। তেজস্বী সৈনিক পুরুষদ্বয় ইহার আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিলেন না। উন্মত্ত সিপাহীযুবকের অসিচালনাকৌশলে লেপ্টেনেন্ট বগ ও তাঁহার সহকারী উভয়েরই জীবন সঙ্কটাপন্ন হইল। ইহার মধ্যে এক জন মুসলমান সৈনিক পুরুষ সাহসে ভর করিয়া, ইঁহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য ঘটনাস্থলে আসিল। এই সৈনিক পুরুষের নাম সেখ পল্টু। মঙ্গল পাঁড়ে লেপ্‌টেনেন্ট্ বগকে লক্ষ্য করিয়া, তলবার উঠাইয়াছিল, এমন সময়ে পল্টু ত্বরিত গতিতে আসিয়া দক্ষিণ বাহুদ্বারা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। পল্টু নিরস্ত্র ছিল, তাহার বাম বাহু সিপাহী-যুবকের উত্তোলিত অসির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি পল্টু মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দিল না। লেপ্‌টেনেন্ট বগ ও তাঁহার সহকারীর প্রাণ রক্ষা হইল। সেখ পল্টু এইরূপ সাহসের সহিত অগ্রসর না হইলে সিপাহী যুবকের অস্ত্রাঘাতে উভয়েই অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতেন।

লেপ্‌টেনেন্ট বগ ও তাঁহার সহকারী, প্রতিদ্বন্দ্বীর অসির আঘাতে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহের আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিতধারা বহিতেছিল। ইঁহারা উভয়েই শোণিতলিপ্ত দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে আপনাদের আবাস-গৃহে গমন করিলেন। যাইবার সময় সেনাপতি বগ সমবেত সিপাহীদিগকে কহিলেন, "ভীরু নরাধম পাষণ্ড! তোমরা সম্মুখে এক জন আফিসরকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতে দেখিলে, কেহই তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলে না।" সিপাহীরা কেহই কোন উত্তর দিল না। লেপ্টেনেন্ট বগ আপনার সৈনিক দলের মধ্যে তাদৃশ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না। নিজের গুণগরিমায় তিনি কোনও সিপাহীর প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। সুতরাং সিপাহীরা তাঁহার প্রতি দৃক্পাত করিল না, তাঁহার কথারও কোন উত্তর দিল না। তাহারা নীরবে, ধীরে ধীরে পুত্তের ন্যায় গম্ভীরভাবে ঘটনা স্থলের সম্মুখভাগে পদচারণা করিতে

লাগিল। লেপ্‌টেনেণ্ট্‌ বগ চলিয়া গেলে, সিপাহীরা মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দিবার জন্য পণ্টুর উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। পণ্টু আর কোন কথা না বলিয়া ছাড়িয়া দিল। সিপাহীরা ইহার পূর্ব্বেই মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দিতে কহিয়াছিল। কেহ কেহ তীব্রভাবে পণ্টুকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল যে, যদি মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহাকে গুলি করা হইবে। কিন্তু পণ্টু ইহাতেও ভীত হয় নাই; যে পর্য্যন্ত আহত সৈনিক পুরুষদ্বয় নিরাপদ স্থানে না গিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত পণ্টু পাঁড়েকে ছাড়িয়া দেয় নাই। পণ্টুর বিশ্বস্ততা ও সাহসের বলেই ইহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। কথিত আছে, ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদ্বয় আহত হইয়া, ভূতলশায়ী হইলে, কোন কোন সিপাহী আপনাদের বন্দুকের বাঁট দ্বারা তাঁহাদিগকে আঘাত করিতেও ত্রুটি করে নাই। এই সময়ে এক জন সুবাদার ও কুড়ি জন সিপাহী পাহারার কার্য্যে নিয়োজিত ছিল। ইহারা কেহই মঙ্গল পাঁড়েকে ধরিতে চেষ্টা করে নাই। সিপাহীরা যে, জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় সাতিশয় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, গভীর বিরাগে যে, ইউরোপীয়দিগকে শত্রুভাবে চাহিয়া দেখিতেছিল, কর্ত্তব্যকার্য্যে এই উদাসীনতাই তাহার প্রমাণ। কর্ত্তব্য কার্য্য অবহেলা করাতে, বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াতে সিপাহীরা ইতিহাসের নিকট দোষী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু সেনাপতিরা যদি সময়ের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতেন, যদি সিপাহীদিগকে শান্ত ভাবে শান্তিময় পথে আনিতে যত্নশীল হইতেন, আর গবর্ণমেণ্ট যদি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজনীতির পরিচালনা করিতেন, তাহা হইলে সমসাময়িক ইতিহাসের পত্র এ শোণিতময়ী ঘটনার বর্ণনায় পরিপূর্ণ হইত না। অদূরদর্শী, অনভিজ্ঞ ও অবিবেকী সৈনিক পুরুষেরা কৌতূহল প্রযুক্ত অপরের কুপরামর্শে পরিচালিত হইলেও তাহাদের দোষ মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু যে সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহারা কার্য্য করে যে অভিজ্ঞ সেনাপতির তত্ত্বাবধানে তাহারা পরিচালিত হয়, সে গবর্ণমেণ্ট বা সে সেনাপতির অদূরদর্শিতা কখনও মার্জ্জনার যোগ্য হইতে পারে না।

উপস্থিত গোলযোগের সংবাদ ক্রমে সেনাপতি হিয়ার্‌সের নিকট পঁহুছিল। সেনাপতির দুইটি পুত্র সিপাহী সৈন্য-দলে আফিসরের কার্য্য করিতেন। পুত্রদ্বয় পিতার নিকটে ছিলেন, এমন সময়ে এক জন সৈনিক পুরুষ তাঁহাদিগকে সাংঘাতিক সংবাদ জানাইল। সংবাদ পাওয়ামাত্র সেনাপতি যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, অশ্বে আরোহণ করিলেন। পুত্রদ্বয়ও সামরিক পরিচ্ছদধারণ করিয়া, অশ্বারোহণে পিতার অনুগামী হইলেন। সকলে কাওয়াজের ক্ষেত্রে যাইয়া শুনিলেন, সিপাহী-যুবক পূর্ব্বের ন্যায় উন্মত্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পূর্ব্বের ন্যায় উন্মত্তভাবে, আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম, আপনাদের চিরন্তন জাতিমর্য্যাদা ও আপনাদের কুলক্রমাগত আচার-ব্যবহাররক্ষার জন্য অপরাপর সিপাহীকে তাহার অনুগামী হইতে কহিতেছে। চারি দিকে অনেক সিপাহী, কেহ সামরিক বেশে, কেহ বা অনাবৃত গাত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেহই উত্তেজিত যুবকের কথার কোন উত্তর দিতেছে না, কিংবা উত্তেজিত যুবককে ধরিবার কোন চেষ্টা করিতেছে না। তাহারা যে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে, গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা নিরাপদ রাখিবার জন্য যে, পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছে, এখন সে বিষয় তাহাদের মনে হইতেছে না, সনাতন ধর্ম্মের অবমাননার আশঙ্কায় এখন তাহারা গবর্ণমেণ্টকে শত্রুভাবে চাহিয়া দেখিতেছে। গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির দোষে এখন তাহাদের সে পবিত্র প্রতিজ্ঞা, সে পবিত্র ব্রত, সে পবিত্র বীরোচিত গুণের বিষয়, সমস্তই স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সিপাহীরা বিরক্ত ও উত্তেজিত হইলেও, সে সময়ে মঙ্গল পাঁড়ের ন্যায় প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, কিংবা মঙ্গল পাঁড়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগের শোণিতে আপনাদের বিদ্বেষভাবের পরিতর্পণে উদ্যত হয় নাই। মঙ্গল পাঁড়ে তাহাদিগকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছিল, আপনাদের ধর্ম্মহন্তা ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করাতে, তাহাদিগকে পরলোকে অনন্ত শাস্তির ভয় দেখাইতেছিল, কিন্তু সিপাহীরা তখন কি করিতে হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। গভীর বিরাগে তাহাদের অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়াছিল, গভীর মর্ম্মবেদনায় তাহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্নপ্রায় হইতেছিল, কিন্তু

সে সময়ে এই বিরাগ ও এই মর্ম্মবেদনা কোন ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করে নাই। সিপাহীরা পূর্ব্বে যেমন নীরবে ও গম্ভীর ভাবে ছিল, এখনও সেই-রূপ নীরবে ও গম্ভীরভাবে রহিল। এই নিস্তব্ধতা, শান্তির নিস্তব্ধতা নহে, এ ঔদাসীন্যও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ কার্য্যে ঔদাসীন্য নহে। ইহা অবশ্য-ম্ভাবী প্রলয়কাণ্ডের পূর্ব্বসূচনা। ভীষণ ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতির যেরূপ নিস্ত-ব্ধতা দেখা যায়, এ নিস্তব্ধতাও সেইরূপ।

সেনাপতি হিয়ার্‌সে ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। উপস্থিত বিপদ নিবারণের জন্য তাঁহার দুইটি পুত্রও সাহসসহকারে পিতার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। সকলেই যুদ্ধবেশে সজ্জিত ছিলেন, সকলের হাতেই গুলিভরা পিস্তল ছিল। উত্তেজিত সিপাহী-যুবককে এখনও কেহ অব-রোধ করে নাই কেন, সেনাপতি আফিসরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আফিসরেরা কহিলেন, জমাদার তাঁহাদের আদেশ পালন করে নাই। সেনা-পতি সক্রোধে তীব্রস্বরে আপনার পিস্তল উঠাইয়া কহিলেন, "কি ? আদেশ-পালন করে নাই ? আমি কহিতেছি, যে আমার সহিত অগ্রসর না হইবে, এই পিস্তলের গুলিতে তাহার প্রাণ যাইবে।" এক জন আফিসর সেনা-পতি হিয়ার্‌সেকে কহিলেন, "আপনি সাবধান হইবেন। উন্মত্ত সিপাহীর হাতে গুলিভরা বন্দুক রহিয়াছে।" সেনাপতি ভয়শূন্য, নির্ভীকচিত্তে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "দূর হউক, তাহার বন্দুক।" আফিসর নীরব হইলেন। সেনাপতি মঙ্গল পাড়ের অভিমুখে অশ্ব ধাবিত করিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র ও মেজর রস্‌নামক এক জন সৈনিক পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেনাপতি হিয়ার্‌সে যেরূপ নির্ভীকতা ও যেরূপ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে জমাদার ও অন্যান্য সিপাহীরা স্তম্ভিত হইয়া-ছিল। সেনাপতির সম্মুখে জমাদার আর কোন রূপ অবাধ্যতার পরিচয় দিল না, যে সকল সিপাহী পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারাও কোন রূপ বিরুদ্ধ ভাব দেখাইল না, সকলেই নীরবে ও উদ্বিগ্নচিত্তে সেনাপতির অনুগমন করিল। মঙ্গল পাঁড়ে বন্দুক হাতে করিয়া অধীরতার সহিত পদচারণা করিতেছিল, এমন সময়ে সকলে তাহার নিকট উপনীত

হইলেন। মঙ্গল পাঁড়েকে বন্দুক উঠাইতে দেখিয়া, হিয়ার্‌সের অন্যতর তনয় জন হিয়ার্‌সে কহিলেন, "বাবা! উন্মত্ত সিপাহী আপনাকে লক্ষ্য করিতেছে।" সেনাপতি পুত্রের দিকে চাহিয়া, নির্ভয়ে বলিলেন, "জন! আমার যদি মৃত্যু হয়, তুমি যাইয়া বিদ্রোহীর প্রাণনাশ করিও।" কিন্তু মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। সে দেখিল, তাহার সতীর্থেরা তাহার সহিত সম্মিলিত হইল না, কেহই আপনাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য ফরিঙ্গীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল না, তখন সে বিরাগে হতাশ্বাসে আপনার বন্দুক আপনার দিকে ধরিয়া পা দিয়া ঘোড়া ফেলিয়া দিল। গুলি সবেগে তাহার শরীরে প্রবেশ করিল। মঙ্গল পাঁড়ে আহত ও হতজ্ঞান হইয়া, ভূতলশায়ী হইল।

সেনাপতি দেখিলেন, মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহার প্রাণনাশ না করিয়া, আপনার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিল। তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া চিকিৎসক ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্ষত স্থান পরীক্ষার পর আহত সিপাহীকে চিকিৎসালয়ে পাঠান হইল। অনন্তর হিয়ার্‌সে সিপাহীদিগের মধ্যদিয়া ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করিতে করিতে তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় কহিতে লাগিলেন যে, তাহারা অকারণে ভীত হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্মের উপর কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না। এক ব্যক্তি যখন প্রকাশ্য-ভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে, ইউরোপীয় আফিসর-দিগের হত্যায় উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার অবরোধ করা হয় নাই। সিপাহীদিগের কর্ত্তব্যকার্য্যে এইরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া, তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন। সেনাপতির এই কথায় সিপাহীরা কহিল "সে পাগল হইয়াছিল, ভাঙ্গের নেশায় উত্তেজিত ছিল।" সেনাপতি বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাগল হাতী বা পাগল কুকুর তোমাদিগকে আক্রমণ করিলে তোমরা যেমন উহাকে গুলি কর, সেইরূপ তাহাকে গুলি করিলে না কেন?" কেহ কেহ উত্তর করিল, তাহার হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিল। সেনাপতির মুখ গম্ভীর হইল। ঘৃণায় ও বিরাগে সেনাপতি সিপাহীদিগকে কহিলেন, "কি? তোমরা গুলিভরা বন্দুক দেখিয়া ভয় পাও?" সিপাহীরা নীরব হইল। সেনাপতি পূর্ব্বের ন্যায় ঘৃণা ও বিরাগের

সহিত সে স্থান ত্যাগ করিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল, সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া, বীরধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। এখন আর তাহারা সেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই বিশ্বস্ত, সেই সাহসসম্পন্ন সৈনিক পুরুষ নয়।

সেনাপতি সন্ধ্যার সময়ে আপনার আবাস-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। চিন্তার পর চিন্তার প্রবাহ আসিয়া, তাঁহাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। কিন্তু চিন্তার আবেগে তিনি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে জ্ঞানশূন্য হইলেন না। ১৯ গণিত সিপাহীদিগের নিরস্ত্রী-করণ-দণ্ডের বিষয় সকল সৈন্যের মধ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। হিয়ার্‌সে এই দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। ৩১শে মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে সমস্ত ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্যের সম্মুখে বহরমপুরের এই সৈনিকদল আপনাদের চিরপবিত্র ব্রত হইতে স্খলিত হইবে, বীরবেশ, বীরচিহ্নের পরিত্যাগ করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের ক্ষুদ্রতা ও নীচতার পরিচয় দিবে, হয় ত এই সময়ে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সৈনিক দল আপনাদের অস্ত্রের পরিত্যাগে অসম্মত হইতে পারে, হয় ত এই সময়ে প্রেসিডেন্সি বিভাগের সিপাহীরা তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে বাধা দিতে পারে। বারাকপুরের ইউরোপীয়েরা এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশ্বাস জন্মিল, নিরস্ত্রীকরণের পূর্ব্বদিন (সোমবার) সমুদয় সিপাহী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। উত্তেজিত সিপাহীরা সমস্ত ইউরোপীয় আফিসর ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে বধ করিবে। বারাকপুরের সৈনিকনিবাস ইউরোপীয়ের শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় আফিসর, মঙ্গল পাঁড়ের অসির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন। সুতরাং অনেকের ভয় প্রবল হইল। অনেক ইং- রেজমহিলা এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে কিছু দিনের জন্য বারাকপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইয়া, বাস করিলেন।

৩০শে মার্চ্চ ১৯ গণিত সৈনিক দল যখন বারাসতে অবস্থিতি করিতেছিল, কথিত আছে, তখন বারাকপুরের সিপাহীদিগের কতিপয় গুপ্তচর তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। চরেরা এই সকল প্রাচীন বন্ধুকে আগ্রহসং

কারে তাহাদের সহকারী হইতে অনুরোধ করে। তাহারা কহে যে, যদি তাহাদের এই প্রাচীন বন্ধুগণ আপনাদের ধর্ম্মের জন্য আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করে,আপনাদের আফিসরদিগকে বধ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়,তাহা হইলে বারাকপুরের ও কলিকাতার ইউরোপীয় সৈন্যের পরাজয় সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু বহরমপুরের সিপাহীরা এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। তাহারা বারাকপুরেব সৈনিক-দলের চরদিগকে কহিয়াছিল যে, পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য তাহাদের বড় অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা আপনাদের রাজভক্তি দেখাইবার জন্য পৃথিবীর যে কোন স্থানে যুদ্ধ করিতে যাইতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের হৃদয় অন্নদাতা প্রতিপালকের অনিষ্টচিন্তায় অধীর হয় নাই, তাহারা কখনও ইচ্ছা করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে নাই। তাহারা যাহাদের নুণ খাইয়াছে. যাহাদের প্রদত্ত সামরিক পরিচ্ছদধারণ করিয়াছে, যাহাদের শিক্ষাবলে বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াছে, যাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের মহিমায় সমরে বিজয়লক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিয়াছে, এখন তাহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে না। বারাকপুরের চর নীরবে তাহাদের কথা শুনিল, নীরবে—নিরাপদে তাহাদের নিকট হইতে আপনাদের দলে আসিল। ১৯গণিত সিপাহীদলের সহিত বারাকপুবের সিপাহীদের বন্ধুতা ছিল। এই বন্ধুতার অনুরোধে বহরমপুরের সিপাহীরা বারাকপুরের সিপাহীদিগের গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ করিল না। তাহারা ধীরভাবে আপনাদের দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। গবর্ণমেণ্ট অধীরতাসহকারে এই বিশ্বস্ত সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিয়া আপনাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিলেন।

৩০এ মার্চ্চ অতীত হইল। মধুর বসন্ত কালের উষা বাসন্ত আমোদে প্রফুল্ল হইয়া, অপরাধী সৈনিক দলের নিকটে আসিল। কিন্তু প্রফুল্ল প্রকৃতির এই কমনীয় শোভায় সিপাহীরা সুখানুভব করিল না, প্রভাতের কোমল আলোকে তাহাদের হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার অপসারিত হইল না। তাহারা শান্তভাবে সেনাপতির আদেশে এই শেষ বার সামরিক বেশে বারাকপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের হৃদয় গভীর

দুঃখের আবেগে অধীর হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বাহিরে কোন রূপ অধীরতার পরিচয় দিল না। চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রমের জন্য অনুতপ্তহৃদয়ে, গুরুতর দণ্ডের জন্য ভীতচিত্তে, এই সৈনিক দল তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে লাগিল। বারাকপুরের এক মাইল দূরে সেনাপতি হিয়ার্‌সে তাহাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহারা আসিলে হিয়ার্‌সে তাহাদের পুরোবর্ত্তী হইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রের দিকে যাইতে লাগিলেন। এই স্থানে প্রেসিডেন্সিবিভাগের সমস্ত ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য দণ্ডায়মান ছিল। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সৈনিক দল এই প্রশস্ত ভূমিতে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইল। তাহাদের সম্মুখে কামানসকল স্থাপিত ছিল, কামানের পার্শ্বে ইউরোপীয় সৈন্য যুদ্ধবেশে সজ্জিত থাকিয়া, ভয়ঙ্কর সময়ের ভয়ঙ্করত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিল। নিরস্ত্রীকরণের সময়ে যদি কেহ অবাধ্যতা দেখায়, তাহা হইলে তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য ঐ কামান সকল সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সিপাহীরা অবাধ্যতা দেখাইল না, তাহাদের বীরোচিত সম্মানের এই অধোগতির সময়েও তাহারা সেনাপতির আদেশ পালনে বিমুখ হইল না। তাহারা নীরবে সেনাপতির বক্তৃতা ও গবর্ণমেণ্টের আদেশ শুনিল, নীরবে আপনাদের দেহ হইতে সামরিক চিহ্নসকল উন্মোচিত করিতে লাগিল, এবং নীরবে সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া, আপনাদের সৈনিক ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিল। অদূরে ৩৪গণিত সিপাহী দল দণ্ডায়মান ছিল। তাহারাও নীরবে আপনাদের প্রাচীন বন্ধুদের এই অধোগতি চাহিয়া দেখিল। দুই দিন পূর্ব্বে এই সৈনিক দল সেনাপতিদের নিকটে অবিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল, দুই দিন পূর্ব্বে এই দলের মঙ্গল পাঁড়ে নিষ্কোশিত অসি লইয়া ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে এই সকল সিপাহী পাছে কোনরূপ অনর্থ ঘটায়, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ সেনাপতি হিয়ার্‌সেকে যথোচিত উপায়ের অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল না। সমুদয় কার্য্য শান্তভাবে সমাহিত হইল। দণ্ডিত সিপাহীরা অস্ত্রপরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নীরবে বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান ছিল। সেনাপতি তাহা-

দিগকে সদয়ভাবে, স্নেহসহকারে কহিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাহারা সৈনিকশ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে যে সকল পরিচ্ছদ দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয় তাহাদের গাত্র হইতে তুলিয়া লওয়া হইবে না। তাহারা আপনাদের সেনাপতির আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া ধীরভাবে বহরমপুর হইতে বারাকপুরে আসিয়াছে। এই ধীরতার পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে তাহাদিগকে তাহাদের আপন আপন বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। সেনাপতির এই শেষ বাক্য নিরস্ত্র সিপাহীদিগের মর্ম্মে প্রবেশ করিল। সকলেই এই দয়া ও শিষ্টতার জন্য সেনাপতিকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, সকলেই ঈশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে লাগিল। সেনাপতি অবনতমস্তকে তাহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। অপরের প্ররোচনায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করাতে যে, তাহাদের দণ্ড হইয়াছে, ইহা তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে লাগিল। সকলেই আপনাদের অদৃষ্টের দোষ দিতে লাগিল, এবং সকলেই এই অনিষ্টের মূল ৩৪গণিত সৈনিক দলকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইল। ইহাদের মধ্যে এক জন অগ্রসর হইয়া সেনাপতিকে কহিল, "আমাদিগকে অন্ততঃ দশ মিনিটের জন্য পুনর্ব্বার অস্ত্র ধারণ করিতে আদেশ প্রদান করুন, আমরা ৩৪গণিত সিপাহী-দলের সহিত উপস্থিত বিষয়ের সমুচিত মীমাংসা করিয়া লই।"

১৯গণিত সিপাহী-দল নিরস্ত্র হইলে, সেনাপতি হিয়ারসে অপরাপর সিপাহীদিগকে কহিলেন যে, এই সৈনিকদলের মধ্যে চারি শত ব্রাহ্মণ ও দেড়শত রাজপুত, সকলেই আপনাদের বাড়ী যাইতে অনুমতি পাইল। ইহারা সকলেই ইচ্ছানুসারে আপনাদের পবিত্র তীর্থস্থানে যাইতে পারিবে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল দেবতার উপাসনা করিয়াছেন, ইহারাও সেই সকল দেবতার উপাসনা করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট ইহাদের চিরন্তন ধর্ম্মের, চিরাচরিত আচারব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। গবর্ণমেণ্ট সকলের ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া, যে জনরব প্রচারিত হইয়াছে, ইহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সমবেত সিপাহীরা নীরবে ও ধীরভাবে সেনাপতির কথা শুনিল। যখন তাহাদিগকে

আবাসগৃহে যাইতে অনুমতি দেওয়া হইল, তখন তাহারা নীরবে ও ধীরভাবে স্ব স্ব স্থানে যাইতে লাগিল। বেলা প্রায় ৯টার সময়ে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। ইউরোপীয় রক্ষকের অধীন হইয়া, নিরস্ত্র সৈনিক দল বারাকপুর হইতে যাত্রা করিল। যাইবার সময়ে তাহারা আবার প্রাচীন সেনাপতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। সেনাপতি হিয়ারসে দুঃখিতহৃদয়ে আবাসগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ৩১শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে তাঁহাকে যে কার্য্যসম্পাদন করিতে হইল, আপনার জীবনে তিনি আর কখনও তাহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হন নাই। এই দিনে তাঁহাকে একটি অনুরক্ত প্রাচীন সৈনিক-দলকে নিরস্ত্র ও সৈন্যশ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত করিতে হইল। কিন্তু এই শোচনীয় ঘটনা যে, নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইল, তজ্জন্য সেনাপতি সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

গবর্ণমেণ্ট অবশ্য গুরুতর বিপদের নিবারণ জন্য এই সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে, গুরুতর বিপদ নিবারিত হয় নাই, পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহা সপ্রমাণ হইবে। এই সকল সিপাহী অপরের প্ররোচনায় অংশতঃ সেনাপতির ত্রুটিতে ক্ষণস্থায়ী বিরাগে উত্তেজিত হইয়াছিল মাত্র। এই উত্তেজনার গতি শেষে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল। শান্তভাবে শান্তিময় কথায় উপদেশ দিলে, ইহারা বিপদের সময়ে গবর্ণমেণ্টের অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইত। লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল মাক্‌গ্রেগরনামক এক জন সৈনিক পুরুষ ইহাদের সহিত কয়েক মাস বহরমপুরে ছিলেন। এই সৈনিক পুরুষ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত, অধিকতর অনুরক্ত ও অধিকতর শান্ত সৈনিক-দল আর কখনও দেখেন নাই*। ইহাদিগকে যখন নিরস্ত্র করিতে বহরমপুর হইতে বারাকপুরে আনা হয়, তখন পথে ইহারা আপনাদের সেনাপতির বিরোধী হয় নাই। যখন ৩৪গণিত সিপাহী-দলের চর বারাসতে যাইয়া, আগ্রহসহকারে ইহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে অনুরোধ করে, তখন ইহারা আপনাদের অন্নদাতা প্রতিপালনকর্ত্তা গবর্ণমেণ্টের অনিষ্টকামনা করে নাই, যখন ইহারা আপনাদের গুরুতর দণ্ডের সংবাদ শুনিতে পায়, তখন

* Martin, Empire in India vol. II. p. 132.

ইহারা ৩৪ গণিত সিপাহী-দলের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আপনাদের বিদ্বেষ-ভাবের পরিচয় দেয় নাই, যখন বারাকপুরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে ইহাদিগকে আপন আপন যুদ্ধাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হয়, তখনও ইহারা নীরবে ও ধীরভাবে সেই আদেশপ্রতিপালন করিতে বিমুখ হয় নাই। ইহারা সৈনিক শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইলেও ধীরতার পরিচয় দিয়াছিল, অস্ত্রপরিত্যাগ করিলেও ইঙ্গরেজ সেনাপতির প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্টের আদেশে গুরুতররূপে দণ্ডিত হইলেও মন্ত্রণা-দাতা বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা বিশ্বস্ততা বা ইহা অপেক্ষা অনুরক্তির প্রমাণ আর সম্ভবে না। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, হয় ত নিরস্ত্রীকৃত সৈন্য-দল বাড়ী যাইবার সময় পথ-পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল লুঠিয়া লইবে। কিন্তু এই আশঙ্কা শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ইহারা যাইবার সময়ে কাহারও সুখ ও শান্তির কোনরূপ ব্যাঘাত করে নাই। আর বাঙ্গালার ও উত্তরপশ্চিমের সিপাহী দল যখন একে একে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখনও এই নিরস্ত্রীকৃত সৈনিকরা আপনাদের বিশ্বস্ততার সম্মান অক্ষত রাখিয়াছিল। ইহারা যুদ্ধ-প্রবৃত্ত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইঙ্গরেজ সম্প্রদায়ের শোণিত-পাত করে নাই *।

* Mead, Sepoy Revolt, p. 62.

তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ—বারাণসী—আজিমগড়ের সিপাহিদিগের মধ্যে গোলযোগ—সেনাপতি নীলের উপস্থিতি—জৌনপুর—এলাহাবাদ—কাণপুর।

মহামতি লর্ড কানিঙ্গ যখন দিল্লী পুনরধিকার করিতে সেনাপতিদিগকে নিয়োজিত করিতেছিলেন, তখন তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্ত্তী নগরসমূহের বিষয় ভাবিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হন। এই সকল নগর, ইউরোপীয় সৈনিকগণকর্তৃক সুরক্ষিত ছিল না। কেবল দানাপুরে একদল ইয়ুরোপীয় সৈনিক ছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থন করিতেছিল। এই সকল সৈন্য ব্যতীত, গঙ্গা ও যমুনার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে কোন ইউরোপীয় সৈন্যদল ছিল না। এখন এই সকল স্থানের উপর লর্ড কানিঙ্গের দৃষ্টি পড়িল। যদি উত্তেজিত সিপাহিরা এই সকল স্থান আক্রমণ করে, তাহা হইলে তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের জীবন যে, বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহা লর্ড কানিঙ্গ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। মিরাটে যখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে, দিল্লী যখন সিপাহিদিগের হস্তগত হয়, যদি তখনই গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্ত্তী নগরের সমস্ত সিপাহি একবারে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজ, একসময়ে সর্ব্ববিধ্বংসের বিকট মূর্ত্তিতে স্তম্ভিত ও কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া পড়িতেন। ইউরোপীয়েরা যখন প্রাণের দায়ে মোগলের রাজধানী হইতে ইতস্ততঃ পলাইতে থাকেন, তখন অন্যান্য সৈনিকনিবাসে বিপ্লবের ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয় নাই। অন্য স্থানের আকস্মিক দুর্ঘটনায় গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর বিব্রত হইতে হয় নাই। কিন্তু বাজারে, সৈনিকনিবাসে, সকলের মধ্যেই গভীর উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। এই উত্তেজনা হইতে যে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিবে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনার আবির্ভাব দেখা গেল, এবং উহা দেখিতে দেখিতে অধিকতর ভয়ঙ্করভাবে সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সর্ব্বসংহারক কালের বিকট ছায়া বিস্তার করিয়া দিল।

কলিকাতা হইতে কিঞ্চিদধিক ৪০০ মাইল দূরে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসী অবস্থিত। এই স্থান হিন্দুসমাজে যেমন তীর্থের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ জ্ঞানগরিমার জন্য জ্ঞানিসমাজে চিরকাল সমাদৃত। পুণ্যসলিলা গঙ্গা হইতে এই স্থান অতি রমণীয় দেখায়। ইহার অসংখ্য দেবমন্দির, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়কর্ত্তৃক গঠিত হওয়াতে, বৈচিত্র্যজনক হইয়াছে। ইহার সমুন্নত প্রস্তরময় প্রাসাদাবলী শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে আলেখ্যবৎরমণীয়তা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে, এবং ইহার ঘাটসমূহের সোপানরাজি গঙ্গার তটভাগের শোভা দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতেছে। হিন্দুর শিল্পচাতুরী ব্যতীত এই স্থান হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর শাস্ত্রের জন্য আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। গঙ্গাতটে স্নাত ব্যক্তি-দিগের শতসহস্র কণ্ঠ হইতে যখন "হর হর শিব শিব" ধ্বনি সমুত্থিত হয়, সায়ংসময়ে যখন সামবিৎ, সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশ্বেশ্বরের আরতিতে ভক্তি-রসার্দ্র-হৃদয়ে সমস্বরে সামগান করেন, তখন হিন্দুর হৃদয়ে গভীর উদাত্ত ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি এই পবিত্র তীর্থের পবিত্রতার রেখামাত্রও বিচলিত হয় নাই। ভারতের শেষ প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের নির্ম্মিত মস্‌জিদ্‌, হিন্দুর দেবালয়ের পার্শ্বে রহিয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের বিদ্যালয় ও ভজনালয় স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে, তথাপি পবিত্র বারাণসী তীর্থে পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বিচলিত হয় নাই। সুকুমারমতি ব্রাহ্মণ বালকগণ আজ পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্বস্থানে কোমলকণ্ঠে সামগান করিয়া বেড়াইতেছে। তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আজ পর্য্যন্ত এখানে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, সাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতায়, ইহার চিরন্তন খ্যাতি বিলুপ্ত হয় নাই। মৌলবী ও মিশনরীদিগের চেষ্টায়, ইহার পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ, আপনাদের চিরন্তন প্রথায় জলাঞ্জলি দেন নাই।

উপস্থিত সময়ে এই পবিত্র তীর্থের অধিবাসিগণ শান্তভাবে কালাতিপাত করে নাই। যে উত্তেজনা মিরাটবাসীদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছিল, দিল্লীর অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহা পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা এখন বারাণসীর লোকি-দিগের মধ্যে দেখা যাইতে থাকে। ১৮৫৭ অব্দে গ্রীষ্মকালে খাদ্য দ্রব্য

সাতিশয় দুর্মূল্য হয়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, ফিরিঙ্গীদিগের শাসনদোষে তাহাদের আহারসামগ্রী দুর্মূল্য হইয়াছে। এজন্য জনসাধারণ, ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অন্য কারণে সাধারণের উত্তেজনার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দিল্লীর রাজবংশীয়গণের অনেকে, বারাণসীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহাদের মন্ত্র এ সময়ে একবারে ব্যর্থ হয় নাই। জাতীয় সম্মান ও জাতীয় ধর্ম্মের বিলোপভয়ে, ইহার উপর খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে, বারাণসীর হিন্দু ও মুসলমান, অনেকেই গভীর উত্তেজনার আবেগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। নগরের তিন মাইল দূরে শিক্রোল নামে একটি স্থান আছে। ইউরোপীয়গণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানে ইঙ্গরেজের সৈনিক নিবাস, আদালত, কারাগার, গির্জ্জা, গবর্ণমেণ্ট কলেজ, হাঁসপাতাল, ভ্রমণোদ্যান প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে। সৈনিক নিবাসে উপস্থিত সময়ে তিন দল এতদ্দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় ইউরোপীয় কামানরক্ষক সৈন্য ছিল। এই তিন দল এতদ্দেশীয় সৈন্যের এক দল ৩ গণিত পদাতিক, আর এক দল লুধিয়ানার শিখসৈন্য এবং অপর দল ১৩ গণিত অশ্বারোহী। সর্ব্বসমেত প্রায় ২০০০ হাজার সৈনিক পুরুষ এই তিন দলে ছিল। ইঙ্গরেজ কামানরক্ষকের সংখ্যা ত্রিশ; জর্জ্জ পন্‌সন্‌বি এই সকল সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন। হেন্‌রি টুকর এই সময়ে বারাণসীর কমিশনর, ফ্রেডারিক গবিন্স জজ ও লিণ্ড্ সাহেব মাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। ইঁহারা মিরাট ও দিল্লীর শোচনীয় ঘটনার সংবাদ পাইয়া, আপনাদের শাসনাধীন জনপদ নিরাপদ রাখিতে বিশেষ তৎপর হন। কিন্তু ইঁহাদের যত্ন সফল হয় নাই। যে ঘটনা মিরাটে ও দিল্লীতে ঘটিয়াছিল, বারাণসীতেও তাহা সংঘটিত হয়।

জুন মাসের প্রারম্ভে সিপাহিদিগের কতকগুলি শূন্য গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। ইহার পরে বারাণসীর ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী আজিমগড় হইতে সংবাদ আইসে যে, তথাকার ১৭গণিত সিপাহিরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। আজিমগড়ের এই সৈনিকদল মেজর বরোস্ নামক এক জন সৈনিক পুরুষের অধীন ছিল। এই সৈনিক পুরুষ তাদৃশ তেজস্বী ছিলেন না। তিনি সিপাহিদিগের উত্তেজনার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন

মে মাসের শেষে সিপাহিদিগকে যে অতিরিক্ত টোটা দেওয়া হয়, তাহা-তাহারা ব্যবহার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই সময়ে নিদারুণ অর্থলোভ তাহাদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলে। ৫,০০,০০০ টাকা, ১৭গণিত দলের কতিপয় সিপাহি ও ১৩ গণিত দলের কতিপয় অশ্বারোহীর তত্ত্বাবধানে গোরক্ষপুর হইতে আসিতেছিল। লেপ্টেনাণ্ট পালিসর্ এই সকল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ঐ টাকা আজিমগড়ে পহুঁছিলে আজিমগড়ের উদ্বৃত্ত দুই লক্ষ টাকার সহিত বারাণসীতে পাঠাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। একবারে সাত লক্ষ টাকা নিকট পাইয়া, সিপাহিরা উহার জন্য সাতিশয় লোলুপ হয়। তাহারা প্রকাশ্যভাবে আজিমগড় হইতে টাকা পাঠাইবার প্রতিকূলতা করিতে থাকে। এই প্রতিকূলতা কিছু সময়ের জন্য দূর হয়। মুদ্রারক্ষকগণ ৩রা জুন উক্ত সাত লক্ষ মুদ্রা লইয়া, আজিমগড় হইতে যাত্রা করে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাতে বিপদের শান্তি হইল না। উত্তেজিত সিপাহিরা এক সময়ে প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে পারে। একদা আফিসরেরা আপনাদের পরিবারবর্গের সহিত ১৭ গণিত সৈনিক দলের লাইনে আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা অদূরে কামানের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এই শব্দ যে, কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রের দিকে হইতেছে, ইহা তাঁহাদের স্পষ্ট বোধ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; সুতরাং ব্যাপার কি, বুঝিবার জন্য সংবাদবাহকের কোন প্রয়োজন হইল না। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সমস্ত সিপাহি তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে গভীর সন্ত্রাস উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ ও সামরিক কার্য্যে অনভ্যস্ত পুরুষেরা তাড়াতাড়ি কাছারিতে প্রস্থান করিল। জেলার মাজিষ্ট্রেট ও তাহার সহযোগিগণ কাছারিগৃহ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরা কুলনারীগণের সহিত এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন,। এদিকে সিপাহিরা আপনাদের কোয়ার্টর মাষ্টার ও কোয়ার্টর মাষ্টার সার্জ্জনকে হত্যা করিল; কিন্তু অন্যান্য আফিসরদিগের কোন ক্ষতি করিল না। এই ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও, সিপাহিরা আপনাদের আফিসরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র

সাধন করে নাই। তাহারা ধনসম্পত্তি বিলুণ্ঠিত করিয়াছে, কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুসিত গৃহ সকল জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, এইরূপে সর্ব্বত্রই তাহাদের ভয়াবহ উত্তেজনার চিহ্ন বিকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহারা আপনাদের আফিসরদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। আজিমগড়ের সিপাহিরা আফিসরদিগকে হত্যা না করিয়া, যে টাকা বারাণসীতে যাইতেছিল, তাহা হস্তগত করিবার জন্য ধাবিত হইল। সেনানায়ক পালিসর্ রক্ষণীয় সম্পত্তির রক্ষায় সমর্থ হইলেন। সমস্ত টাকা সিপাহি-দিগের হস্তগত হইল। কিন্তু সিপাহিদিগের আফিসরেরা প্রাণে বিনষ্ট হইলেন না। ১৩ গণিত সিপাহিরা এই সময়ে আফিসরদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারের একশেষ দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের আফিসরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া কহে যে, তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হইবে না, তাহারা তাঁহা-দিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। উত্তেজিত সিপাহিদিগের কেহ কেহ, কোন কোন আফিসরকে হত্যাকরিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, এজন্য গাড়ীতে উঠিয়া, সকলের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা উচিত। আফিসরেরা কহিলেন, "এখন কিরূপে আমাদের গাড়ী পাওয়া যাইবে?" সিপাহিরা কহিল, "না পাওয়া যায়, আমরা অপনাদিগকে পহুঁছাইয়া দিব।" ইহা কহিয়া, তাহাদের কয়েকজন আফিসরদিগকে সঙ্গে করিয়া ষ্টেসন হইতে গাজীপুরের দিকে দশ মাইল পর্য্যন্ত গেল। তাহারা, যে টাকা হস্তগত করিয়াছিল, তাহা হইতে আফিসরদিগের এক মাসের বেতন দিতে চাহিয়াছিল। এ সময়ে সিপাহিরা আপনাদের আফিসরদিগের প্রতি এইরূপ দয়া ও সৌজন্য দেখাইয়াছিল*। তাহারা অভীষ্ট অর্থ লইয়া আজিমগড়ে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের কেহ কেহ আফিসর দিগকে নিরাপদ স্থানে পহুঁছাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে গেল। ইহার মধ্যে আজিমগড়ের ইউরোপীয়েরা গাজীপুরে পলায়ন করিল। সিপাহীরা আসিয়া দেখিল, আজিমগড়ে কোন ইউরোপীয় নাই, কাছারি, সৈনিকনিবাস, সমুদয় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা বিজয়োল্লাসে আড়ম্বরের সহিত ফৈজাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

* *Martin, Indian Empire. vol. II. p. 280.*

আজিমগড়ের সংবাদ বারাণসীতে পহুঁছিল। বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ আত্ম-রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। এদিকে তাঁহাদের সাহায্যার্থ সেনাপতি নীল সৈন্যদল লইয়া আসিতে লাগিলেন। নীল, রেলওয়েতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়া, ঘোড়ার ডাকে বারাণসীতে উপস্থিত হন। নীল ও তাঁহার সমভি-ব্যাহারী মান্দ্রাজী সৈন্যদল ব্যতীত দানাপুর হইতে এক দল ইউরোপীয় পদাতি আইসে। এইরূপে যখন সাহায্যকারী সৈন্যদল উপস্থিত হইল, কর্ণেল নীল যখন আপনাদের প্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হইলেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষ সুযোগ বুঝিয়া, বারাণসীর সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিলেন।

নিরস্ত্রীকরণের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে প্রথমে এই স্থির হইয়াছিল যে, সিপাহিদিগকে পরদিন প্রাতঃকালে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত করিয়া, অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া যাইবে। কিন্তু কেহ কেহ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে, অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একঘণ্টা মাত্র বিলম্বকরা, ঘোরতর অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উপস্থিত সময় যাহা করিতে হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে, তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। আজিমগড়ের সংবাদ বারাণসীতে পঁহুছিয়াছিল; এই সংবাদে বারাণসীর সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া, হয়ত প্রাতঃকালেই সকলকে আক্রমণ করিতে পারে; সুতরাং নিরস্ত্রীকরণে আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে বলিয়া, তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। পন-সন্‌বি বারাণসীর প্রধান সেনানায়ক ছিলেন; নিরস্ত্রীকরণের আদেশ দিবার ভার, তাঁহারই উপরে ছিল। শিখসৈন্যদলের আফিসর গর্ডন, পন্‌সন্‌বিকে জানাইলেন যে, সহরের বদমাইস্‌দিগের সহিত সিপাহিদিগের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ইঁহারা উভয়ে, কমিশনর ও জজের সহিত নিরস্ত্রীকরণের সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ইঁহাদের সহিত কর্ণেল নীলের সাক্ষাৎ হইল*। নীল অবিলম্বে সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব

* পন্‌সন্‌বি ও নীল, ইঁহাদের মধ্যে কে, কাহার সহিত দেখা করেন, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। পন্‌সন্‌বি বলেন, তিনি ও গর্ডন, যখন জজ গবিন্স সাহেবের গৃহে ছিলেন, তখন নীল সেই স্থানে উপস্থিত হন। পক্ষান্তরে নীল কহেন যে, পন্‌সন্‌বি ও গর্ডন উভয়েই, তাঁহার

করিলেন। কিছুক্ষণ বিচারবিতর্কের পর, পন্‌সন্‌বি, সিপাহিদিগকে অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করিতে সম্মত হইলেন। সম্মত হইয়াই, তিনি নিরস্ত্রীকরণের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পন্‌সন্‌বি গর্ডনের সহিত তাঁহার আবাসগৃহে গমন করিলেন। ৩৭ গণিত সিপাহিদলের অধ্যক্ষ মেজর বারেটের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। মেজর বারেট সিপাহিদিগের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন; সিপাহিদিগের সাধুতা, সিপাহিদিগের প্রভুভক্তি ও সিপাহিদিগের কর্ত্তব্যপরায়ণতায়, তাহাদের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যেহেতু, ইহাতে সিপাহিরা নিদারুণ আঘাত পাইবে, এবং দুঃসহ মনোযাতনায় অধীর হইয়া বৈরনির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিবে। কিন্তু পন্‌সন্‌বি ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কহিলেন যে, স্থানীয় জজের নিকট, তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহাতে নিরস্ত্রীকরণ ব্যতীত, আর কোন পথ অবলম্বন করিতে পারেন না। সুতরাং বারেট বাধ্য হইয়া অফিসরদিগকে ৫ টার সময় কাওয়াজের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে প্রধান সেনানায়কের ঘোটক আনীত হইল। পন্‌সন্‌বি ও গর্ডন, উভয়ে অশ্বারূঢ় হইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে পন্‌সন্‌বি রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রোগপ্রযুক্ত শীর্ণতা এখন পর্য্যন্তও দূর হয় নাই। এখন তাঁহার শরীর ও মন, দুইই অসুস্থ হইয়া উঠিল। তিনি এইরূপ অসুস্থশরীরে ও অসুস্থমনে, ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের অভিমুখে গমন করিলেন। এইস্থানে তিনি দেখিলেন, কর্ণেল নীল তাঁহার ইউরোপীয় সেনাগণের সহিত প্রস্তুত হইয়াছেন। কামান সকলও প্রস্তুত রহিয়াছে। পন্‌সন্‌বি উপস্থিত মত আদেশ প্রচার করিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে যে গুরুতর কার্য্য রহিয়াছে, উপস্থিত সময়ে তিনি সেই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নহেন। ইঙ্গরেজ সেনাপতিগণ, যে কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইলেন, তাহাতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

আবাসস্থানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বারাণসীর জয়েণ্টমাজিষ্ট্রেট্ টেলার সাহেব লিখিয়াছেন যে, পন্‌সন্‌বি যখন গর্ডনের গৃহ হইতে প্রস্থান করেন, তখন নীলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যাহাহউক, উপস্থিত মতভেদ তাদৃশ গুরুতর ঘটনার মধ্যে গণ্য নয়।

এই সময়ে বারাণসীতে দুই হাজার সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়গণ আড়াই শতের অধিক ছিল না। এই দুই হাজার সিপাহী সমভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি এখন এইরূপ উত্তেজিত সেনাদিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। যখন নিরস্ত্রীকরণের আদেশ প্রচার হইল, তখন সেনাপতি ও তাঁহার সহযোগীরা কাওয়াজেরক্ষেত্রে ৩৭গণিত সিপাহী-গণের নিকটে গমন করিলেন। ৪১৪ জন সৈনিক পুরুষ এই সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। ইহারা সেনাপতির সমক্ষে কোনরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ করিল না। সেনাপতির আদেশে ধীরে ধীরে একে একে অনেকেই আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ইহাদের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় সৈনিকদল সঙ্গীন ধরিয়া অদূরে দণ্ডায়মান ছিল, শিখ সেনারা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক এই সৈনিকদলের পক্ষসমর্থন করিতে-ছিল, এইরূপে ইহারা সেই ভীষণ অস্ত্র-বিসর্জ্জন-ভূমিতে ভীষণতর অস্ত্রের সম্মুখে থাকিয়া, আপনাদের জীবনের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিতেছিল। তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল, হয় ত এই সকল কামানের গোলায় তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে, ইউরোপীয় সৈনিকগণ, হয় ত তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র লইয়া তাহাদিগকেই আক্রমণ করিবে। এইরূপ সন্দেহে বিচলিত হইলেও তাহারা কোনরূপ ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করে নাই। কর্ণেল স্পটিস্‌উড্ যখন তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, তখন তাহারা ধীরভাবে সেই আদেশপালন করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা তাহাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সহসা তাহাদের সেই গভীর সন্দেহ গভীরতর হইয়া উঠিল। অদূরবর্ত্তী ইউরোপীয় সৈনিকগণ যখন তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিকটে আসিতে লাগিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, তাহারা ভাবিল, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখনই তাহাদিগকে কামানের মুখে জীবনবিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাহারা পূর্ব্বেই গভীর সন্দেহে বিচলিত হইয়াছিল, এখন গভীরতর উত্তেজনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, আপনাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদেরই অধিনায়কদিগকে আক্রমণ করিল।

উপস্থিত সময়ে কোন বিষয়ে একটু অসাবধানতা ঘটিলেই বিপদ অনিবার্য্য

হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। সিপাহীরা একেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল; ইহার উপর কর্ত্তৃপক্ষ কিঞ্চিন্মাত্র অধীরতা বা অসাবধানতা দেখাইলে তাহারা যে, অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, তাহা বিচিত্র নহে। বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ যদি এ সময়ে অধীরতার পরিচয় না দিতেন, অথবা ভয়-প্রদর্শনে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, সিপাহীরা বিনা গোলযোগে ও বিনা বাধায় আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিত*। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ধীরতাপ্রকাশে উদ্যত হয়েন নাই, শান্তভাবে শান্তিময় কার্য্যেরও সূত্রপাত করেন নাই। নিরস্ত্রীকরণসময়ে তাঁহারা সিপাহীদিগের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত করিয়া ছিলেন, অদূরে সশস্ত্র সৈনিকদিগকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন, আপনারা নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে লইয়া ভীষণভাবের পরিচয় দিতে ছিলেন; সিপাহিরা পূর্ব্বেই উত্তেজনার আবেগে অধীর ও সন্দেহের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল, এখন সন্নিকটে শমনসদৃশ যুদ্ধাস্ত্রের সমাবেশ দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত, অধিকতর সন্দিগ্ধ ও অধিকতর শঙ্কিত হইয়া, ইউরোপীয়-দিগকে আক্রমণ করিল। ধূমায়মান বহ্নি সামান্য ফুৎকারেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

কর্ণেল স্পটিস্‌উড্‌ কহিয়াছেন, "কাওয়াজের ক্ষেত্রে যে ৪১৪ জনসৈন্য একত্র হইয়াছিল, তাহারা সকলেই যে, কথার অবাধ্য ও গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা, সেই ৪ঠা জুনের অপরাহ্ণেও আমার স্পষ্ট বোধ হয় নাই। আমি দলস্থিত লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, উদ্ধত ও বিদ্বেষী লোকের সংখ্যা ১৫০ শতও নহে। যেহেতু, যখন সকলকে অস্ত্রপরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলাম, তখন অনেকেই বিনা গোলযোগে সেই আদেশপালন করিতে লাগিল। * * * দুই তিন জন বলিল, "আমাদের আফিসরেরা আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন।" ইউরোপীয় সৈন্য সহজে আমাদের প্রতি গুলি করিতে পারে, এই জন্য তাঁহারা আমাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহিতেছেন।" আমি কহিলাম, "এ কথা মিথ্যা।" অনন্তর ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল, যে সকল এতদ্দেশীয় আফিসরের সহিত পরিচিত

* *Martin, Indian Empire, vol II. p. 284.*

ছিলাম, আমি দলস্থ কাহারও সহিত কখনও প্রতারণা করিয়াছি কি না, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তাঁহারা অনেকেই একবাক্যে কহিলেন, 'কখনও না; আপনি সদাশয় পিতার ন্যায় আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।' যাহাহউক, আমি দেখিলাম, ইউরোপীয় সৈন্যের উপস্থিতিতে সিপাহীরা সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ঐ সকল সৈন্যকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিবার জন্য সেইদিকে অশ্বচালনা করিলাম*।"

সেনাপতি পন্‌সন্‌বির আদেশে ইউরোপীয় সৈন্য সিপাহীদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল; স্পটিস্‌উড্ এই সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে নিবারিত করিতে গিয়াছিলেন। সেনাপতি সিপাহীদিগকে স্নেহের সহিত কহিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করা হইয়াছে, যদি তোমরা ধীরভাবে এই আদেশ পালন কর,তাহাহইলে তোমাদের কোন অনিষ্ট করা হইবে না।" এই কথা বলিবার সময়ে তিনি বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য একজন সিপাহীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। সিপাহী তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আমরা কোন অপরাধ করি নাই"; পন্‌সন্‌বি হিন্দীতে উত্তর করিয়াছিলেন, না, কোন অপরাধ কর নাই। কিন্তু যখন তোমাদের সহযোগিগণ আপনাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে, এবং যে সকল আফিসর তাহাদের কখনও কোন অনিষ্ট করেন নাই, তাঁহাদিগকেও নিহত করিয়াছে, তখন তোমাদিগকে যরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তোমাদের সেইরূপ করা আবশ্যক।" সেনাপতি যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সিপাহীরা সমধিক উত্তেজিত হইয়া আক্রমণের উদ্‌যোগ করিল। একদল হইতে দুই একটি গুলি আসিয়া, ইঙ্গরেজ আফিসরদিগের মধ্যে পড়িল। পরক্ষণেই সকলে পরিত্যক্ত বন্দুক পরিগ্রহ করিল এবং তৎসমুদয়ে গুলি ভরিয়া ইউরোপীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সহসা গুলিবৃষ্টিতে ইঙ্গরেজ আফিসরেরা বিপন্ন, বিত্রস্ত ও বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সাত আট জন ইউরোপীয় সৈনিক নিহত হইল। আফিসরেরা কামানের সাহায্যে আক্রমণ নিরস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। মেজর বারেট নিরস্ত্রী-

* *Martin Indian Empire, vol II p. 285.*

করণের একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি এই আকস্মিক ব্যাপারে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার গতিরোধ হইল। তিনি একপদও অগ্রসর না হইয়া, সেই বিপক্ষ সৈনিকদিগের মধ্যে আপনার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, প্রশান্তভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সিপাহীরা উত্তেজিত হইলেও প্রভুভক্তির অবমাননা করিল না, ইঙ্গরেজের শোণিতপাতে অগ্রসর হইলেও আপনাদের হিতৈষী ইঙ্গরেজ অধিনায়কের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইল না, এবং কর্ত্তৃপক্ষের অবিচারে ও অদূরদর্শিতায় মর্ম্মাহত হইয়া, বিদেশী ও বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও সেই বিদেশী ও বিধর্ম্মীর প্রতিও সমুচিত প্রীতি-প্রকাশে নিরস্ত থাকিল না। সদাচারে ও স্নিগ্ধ ব্যবহারে যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা এ সময়েও অটলভাবে রহিল। সিপাহীরা মেজর বারেটকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিল।

সিপাহীদিগকে এইরূপ উত্তেজিত ও যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা কামান সকল সজ্জিত করিয়া, গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সিপাহীরা কামানের সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৃহের পশ্চাৎ থাকিয়া, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের উপর তীব্রবেগে গুলি চালাইল। কিন্তু ইঙ্গরেজ সেনানায়কেরা কামান বন্ধ রাখিলেন না। কামানের গোলায় কয়েকজন সিপাহী নিহত হইল। অবশিষ্ট সিপাহীদিগের অনেকে নগরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, অনেকে অদূরবর্ত্তী লোকালয়ে যাইয়া ভবিষ্যতে বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ দেখিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে, একদল এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী ও একদল শিখ কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ইহারাও পূর্ব্বোক্ত সিপাহীদিগের ন্যায় সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হইয়াছিল। ইহাদের সন্দেহ ও আশঙ্কা তিরোহিত হইল না। অশ্বারোহীদিগের একজন উত্তেজিত হইয়া, আপনাদের সেনা-নায়ককে গুলি করিল, আর একজন তাঁহাকে নিষ্কোষিত তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিতে চেষ্টা করিল। শিখেরা নিস্তব্ধভাবে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করে নাই। সেই কাওয়াজের ক্ষেত্রেও তাহারা ধীরতার পরিচয় দিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষ যদি সে সময়ে তাহাদের রাজভক্তির উপর

সন্দিহান না হইতেন, তাহাদের বিশ্বস্ততার উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতেন, এবং তাহাদিগকে প্রকৃত উদ্দেশ্য ধীরভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, শিখসৈন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে সময়ে এরূপ ধীরতার পরিচয় দেওয়া হয় নাই, এরূপ সরলতা দেখাইয়াও অধীন সৈন্য-দিগকে শান্তভাবে শান্তিময় পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। শিখেরা যখন ধীরভাবে পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বারোহী সৈনিকদিগের যুদ্ধোদ্যোগ দেখিতেছিল, তখন ইঙ্গরেজ সেনানায়কেরা তাহাদের উপরও সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং শিখ ও অশ্বারোহী সিপাহী, সকলকেই একসূত্রে আবদ্ধ ও একবিধ কার্য্যসাধনে উদ্যত ভাবিয়া আত্মরক্ষার জন্য কামানের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের এইরূপ অধীরতা দেখিয়া, একজন শিখ একজন ইঙ্গরেজ সেনানায়কের উপর গুলিনিক্ষেপ করিল, অমনি তাহার দলস্থ আর একজন সেই সেনানায়কের প্রাণরক্ষার্থ অগ্রসর হইল। শিখ সৈনিকদলের একজনের উত্তেজনার গতিরোধে আর একজন যখন যত্নশীল হইতেছিল, একজনের বিদ্বেষবুদ্ধির নিবারণ জন্য আর একজন যখন অটল বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতেছিল, তখন সহসা ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা সহসা এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগকে আততায়ী মনে করিয়া অস্ত্রধারণ করিল। অমনি এতদ্দেশীয় সৈনিকেরা ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। এই সময়ে কামান সকল অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিকগণ পূর্ব্বোক্ত ৩৭ গণিত সিপাহীদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তাহাদের আবাস গৃহ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। যদি এতদ্দেশীয় পদাতিক ও শিখসৈনিকেরা অগ্রসর হইয়া কামান সকল অধিকার করিত এবং শৃঙ্খলার সহিত দলবদ্ধ হইয়া ঐ কামানের সাহায্যে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত, তাহা হইলে বারাণসী নিঃসন্দেহ ইঙ্গরেজের হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িত। কিন্তু তখন সিপাহীদিগের মধ্যে এরূপ শৃঙ্খলা ছিল না। অভীষ্ট কার্য্যসাধনের কোনরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীও ছিল না। সিপাহীরা কোন দূরদর্শী অধিনায়কের আদেশানুসারে পরিচালিত হয় নাই। কোন বিচক্ষণ যুদ্ধবীর তাহাদের সমক্ষে কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। তাহারা যখন উত্তেজনায়

অধীর হইয়া আপনাদের মধ্যে আপনারাই বিষম কোলাহল করিতেছিল, অধীরভাবে আপনারাই আপনাদিগকে সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া ভাবিতেছিল, এবং আপনারাই আপনাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীরপুরুষ মনে করিয়া গর্ব্বসহকারে ও যথেচ্ছভাবে অস্ত্রপরিচালনপূর্ব্বক বিজয়ের আশা করিতেছিল, তখন একজন ইঙ্গরেজ সেনানায়ক বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া কামান সকল অধিকার করিল। অমনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের মধ্যে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহীরা আর সে অগ্নিময় পিণ্ডের গতিরোধে সমর্থ হইল না। তাহারা গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিল। বারাণসীর কাওয়াজের ক্ষেত্রে ইঙ্গরেজের প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিল।

নিরস্ত্রীকরণব্যাপারে যখন এইরূপ গোলযোগ ঘটিতেছিল, কর্ত্তৃপক্ষের অবিচার ও অসাবধানতাদোষে যখন সিপাহীদিগের এক দলের পর আর এক দল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতেছিল, তখন বারাণসীর ইঙ্গরেজ সেনাপতি নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমক্ষে যে, উৎকট কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল, সে ক্ষেত্রে অধিক দূর অগ্রসর হইবার আর তাঁহার সামর্থ্য রহিল না। নিদাঘ-তপন আপনার প্রখর রশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলশায়ী হইতেছিল, তাহার পরিম্লান জ্যোতিঃ জগতের সমক্ষে অবস্থার পরিবর্ত্তনশীলতার পরিচয় দিতেছিল। সান্ধ্যসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া জীবহৃদয়ের শান্তিসম্পাদন করিতেছিল। রোগশীর্ণ ও জরাজীর্ণ সেনাপতিও অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় পরিম্লান হইলেন। স্নিগ্ধ সমীরণ তাঁহার হৃদয়ের শান্তিবিধানে সমর্থ হইল না। তীব্র মনোযাতনায় ও দুঃসহ দুঃখে তিনি আপনার কার্য্যভার কর্ণেল নীলের হস্তে সমর্পিত করিলেন। নীল এখন বারাণসীর সেনাপতি হইয়া বলবতী প্রতিহিংসার পরিতর্পণে উদ্যত হইলেন। যে সকল সিপাহী আপনাদের আবাসগৃহে আশ্রয় হইয়াছিল, তাহারা তাড়িত ও নিহত হইল। যাহারা নির্জ্জন কুটীরে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারা সেই সকল কুটীরের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল।

উপস্থিত সময়ে সিপাহীদিগকে এইরূপে নিরস্ত্র করিবার উদ্যোগ করা সঙ্গত হয় নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সিপাহীরা তত্ত্বজ্ঞ বা দূরদর্শী নহে। তাহাদের

সমক্ষে কোন বিষয়ে অসাবধানতা বা অধীরতা প্রকাশ করিলে, তাহারা সহজেই সন্দিগ্ধ, অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। বারাণসীর কর্তৃপক্ষ যদি সিপাহীদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত না করিতেন, এবং তাহাদের সমক্ষে ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ও কামান সকল সজ্জিত করিয়া, তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ না দিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, সিপাহীরা সহসা ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত না। তাহাদের প্রতি স্নিগ্ধভাব প্রকাশ করিলে তাহারাও আপনাদের সেনানায়কদিগকে স্নিগ্ধভাবে দেখিত, এবং তাহাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিলে তাহারাও সেনানায়কদিগের বিশ্বস্ত হইয়া উঠিত। যথন তাহারা উত্তেজিত হইয়া ইউরোপীয় সৈনিকদিগের উপর অবিচ্ছেদে গুলিবৃষ্টি করিতেছিল, তথনও বলবতী জিঘাংসায় তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিলুপ্ত হয় নাই। তাহারা তথনও আপনাদের অনুরক্ত সেনানায়ক মেজর বারেটকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। মেজর বারেটের ন্যায় যদি সকলেই সিপাহীদিগের প্রতি প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হইত না। বিশেষতঃ, শিখ সৈনিকদিগের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাইলে তাহারা নিঃসন্দেহ কর্তৃপক্ষের অনুরক্ত থাকিত। নিরস্ত্রীকরণসম্বন্ধে বারাণসীর কমিশনর সাহেব ৬ই জুন গবর্ণর জেনেরলকে লিখিয়াছিলেন, "আমার বোধ হয় সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে সাতিশয় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে অনেকেই নিরস্ত্র হইয়াছিল। আপনাদের এই নিরস্ত্র সহযোগীদিগকে আক্রমণ করা হইবে ভাবিয়া সশস্ত্র সিপাহীরা নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিল। এ বিষয়ে একজন সিবিল কর্ম্মচারীর মতামত প্রকাশ করা উচিত নহে, কিন্তু সাধারণের মতে উপস্থিত কার্য্য ধীরভাবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় নাই।" এ অংশে লর্ড কানিঙ্গও কমিশনর সাহেবের সহিত একমত হইয়াছিলেন। তিনি কমিসনরের পত্রপ্রাপ্তির এক পক্ষ পরে বিলাতে ভারতবর্ষশাসনসমিতির অধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, "বারাণসীর সিপাহী-দিগকে বড় তাড়াতাড়ি ও অবিবেচনাপূর্ব্বক নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। একদল শিখ সৈন্তকে টানিয়া আনিয়া বিপক্ষতায় প্রবর্ত্তিত করা হয়, ইহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহারাও

আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিত।" ইহার ১৬ মাস পরে, যে সকল দেওয়ানী কর্ম্মচারীর উপর উপস্থিত বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারাও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পর এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "যখন শিখ সৈনিকদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই, সমস্ত ব্যাপারই তাহাদিগকে যারপরনাই, বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সৈনিকদল রাজভক্ত ছিল, যদি ইহাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শিত না হইত, তাহা হইলে ইহারা আমাদের পক্ষসমর্থন করিত।" দূরদর্শী বিচারকগণ উপস্থিত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা ধীরপ্রকৃতি ও সমীক্ষ্যকারী, তাঁহাদের নিকট কখনও এই মত উপেক্ষিত হইবে না। কিন্তু উপস্থিত সময়ে অনেক ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ এই মতানুসারে পরিচালিত হয়েন নাই! যে স্থলে ধীরতা ও উদারতা দেখাইলে সুফলের উৎপত্তি হইত, সেই স্থলে তাঁহারা অধীরতা ও অনুদারতার একশেষ দেখাইয়াছেন, স্নিগ্ধ ভাব ও সদয় ব্যবহার যে স্থলে আশ্রিত ও প্রতিপালিতদিগকে তাঁহাদের সহিত প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ করিত, তাঁহারা সেই স্থলেই কঠোরতা দেখাইয়া সেই আশ্রিত ও অনুগতদিগকে তাঁহাদের ঘোরতর শত্রু করিয়া তুলিয়াছেন। এ সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে কোমল বৃত্তির বিকাশ দেখা যায় নাই, তাঁহারা সংহারিণী তামসী বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যপটুতা ছিল, শ্রমশীলতা ছিল, একাগ্রতা ছিল, কিন্তু একমাত্র ধীরতা ও সদ্বিবেচনার অভাবে তৎসমুদয়ই বিপত্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা কেবল তরবারির সাহায্যে আত্মরক্ষার সহিত সাম্রাজ্যরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ তরবারির বলে রক্ষিত হইবে, তাঁহাদের প্রাধান্য ও তাঁহাদের ক্ষমতাও এই তরবারির বলেই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা যে স্থলে তরবারির সাহায্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থলেই ভয়াবহ বিপ্লবের বিকাশ হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের অনুরক্ত ও তাঁহাদের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ না হইলে তাঁহাদের জীবন

নিরাপদ ও তাঁহাদের রাজ্য শান্তিপূর্ণ হইত না। তাঁহারা অনুরক্ত ও স্নিগ্ধ-প্রকৃতি ভারতবর্ষীয়ের অনুপম স্নিগ্ধভাবেই উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বদেশীয় শাসকবর্গের লোকরঞ্জনক্ষমতা না থাকিলে ভারতবর্ষে তাঁহাদের আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইত না।

উত্তেজিত সিপাহীরা কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইলেও বারাণসীর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলেন না। রজনীসমাগমে নগরের দুর্বৃত্ত অধিবাসিগণ পলায়িত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাছে নানা অনর্থ ঘটায়, এই আশঙ্কা তাহাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। সৈনিক-নিবাস ও নগরের মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড টাকশালা ছিল। অনেক ইউরোপীয় ঐ গৃহে আশ্রয় লইলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক ইউরোপীয়েরা চুনারে যাইবার জন্য রামনগরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সিবিল কর্ম্মচারিগণ পরিজনবর্গের সহিত কলেক্টর সাহেবের কাছারিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন*। এই সময়ে খাজাঞ্চিখানারক্ষার ভার কতিপয় শিখ সৈনিকের উপর সমর্পিত ছিল। ইহাদের স্বদেশীয়গণের অনেকে সৈনিক নিবাসে নিহত হইয়াছিল, ইহারাও এজন্য উত্তেজিত হইয়া, ধনাগারবিলুণ্ঠন কবিতে পারে, কর্তৃপক্ষ এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু একজন প্রশান্তপ্রকৃতি শিখ সর্দ্দারের অবিচলিত রাজভক্তি ও দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের গুণে উক্ত আশঙ্কা দূর হইল। এই রাজভক্ত শিখ সর্দ্দারের নাম সুরত সিংহ।

যখন দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসান হয়, লর্ড ডালহৌসির আদেশে যখন পঞ্জাবকেশরীর বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইয়া যায়, তখন সর্দ্দার সুরত সিংহকে পঞ্জাব হইতে বারাণসীতে আনিয়া আবদ্ধ করা হয়। পঞ্জাব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছিল, সুরত সিংহও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইঙ্গরেজের বন্দী হইয়াও হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে অণুমাত্র বিচ্যুত হইলেন না; যখন বারাণসীর কর্তৃপক্ষ ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইবে ভাবিয়া চিন্তিত হইতেছিলেন, এবং রজনীসমাগমে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের ভয়াবহ চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বিচলিত হইয়া

* কমিশনর সাহেব ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন না। তিনি টাকশালে গিয়াছিলেন।

উঠিতেছিলেন, তখন এই বর্ষীয়ান্ শিখ সর্দ্দার অটলসাহসে ও অতুল্য তেজস্বিতাসহকারে গুলিপূর্ণ বন্দুক স্কন্ধে লইয়া ইঙ্গরেজদিগকে কাছারিগৃহে লইয়া গেলেন। ইঙ্গরেজের প্রতি তাঁহার এইরূপ গভীর অনুরাগ ও বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া, ধনরক্ষক শিখ সৈনিকদিগের উত্তেজনা তিরোহিত হইল। এই ধনাগারে তাহাদের নির্ব্বাসিতা মহারাণী ঝিন্দনের মণিমুক্তা প্রভৃতি ছিল। স্বদেশের শোচনীয় অধঃপতনের বৃত্তান্ত এ সময়েও তাহাদের স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ সিংহ যেরূপে পিতৃসিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তেজস্বিনী মহারাণী যেরূপে পবিত্র পঞ্চনদ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধনরত্নসমূহ যেরূপে কোম্পানির ধনাগারে স্থানপরিগ্রহ করিয়াছিল, তৎসমুদয়ের মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ এ সময়েও তাহাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল, ইহার উপর তাহারা সৈনিকনিবাসে তাহাদের স্বদেশীয়গণের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল। ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনের সময়ও তাহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত ছিল। তাহারা যখন ঐ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিল, তখন বর্ষীয়ান্ শিখ সর্দ্দারের প্রশান্তভাবে তাহাদের হৃদয়ের অশান্তি দূর হইল। তাহারা কোনরূপ বিরাগের চিহ্ন না দেখাইয়া ধীরভাবে গবর্ণমেণ্টের অর্থ ও লাহোরের মণিমুক্তা প্রভৃতির রক্ষার ভার ইউরোপীয়দিগের হস্তে সমর্পিত করিল। কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্পত্তি অধিকতর নিরাপদ স্থানে লইয়া গেলেন। এইরূপ ধীরতা ও বিশ্বস্ততার জন্য কমিশনর সাহেব পরদি প্রাতঃকালে দশ হাজার টাকা ধনরক্ষক শিখ সৈনিকদিগকে পারি.... দিলেন।

এই হিতৈষী ও উদারপ্রকৃতি শিখ সর্দ্দারই কেবল উপস্থিত সঙ্কটসমা হিতৈষিতা ও উদারতার পরিচয় দেন নাই। তবষ তরবারিধর্ম্মর চিরপবি আশ্রয়ভূমির অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুও এ সময়েও এই তরবর্য্যায্য করিয় ছিলেন। পণ্ডিত গোকুলচাঁদ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্ম অমূলক বলিনসীতে যের সকলের সম্মানভাজন ছিলেন, সেইরূপ উদারতা ও ধীরতার জন্য সকলে আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোকুল চাঁদ জজ আদালতের নাজি ছিলেন, সুতরাং জজ সাহেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি

রাত্রিদিন অবিচ্ছিন্ন উদ্যম ও পরিশ্রমসহকারে বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের সহায়তা করেন। ইঙ্গরেজের সমধর্ম্মারাও তাঁহার ন্যায় স্বজাতীয়ের উদ্ধার জন্য উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পণ্ডিত গোকুলচাঁদের প্রয়াস বিফল হয় নাই। তাঁহার অপরিসীম যত্নে বিপন্ন ইউরোপীয়েরা আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। পণ্ডিত গোকুলচাঁদ ব্যতীত আর এক জন সদাশয় ধনী পুরুষ ইউরোপীয়দিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম রাও দেবনারায়ণ সিংহ। ইনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ইঁহার মহানুভাবতায়, ইঁহার দয়ায়, সর্ব্বোপরি ইঁহার দূরদর্শিতায় বারাণসীর ইউরোপীয়েরা যে, কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক জন ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিক (স্যার জন কে) স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, ইঁহার (দেব-নারায়ণের) কার্য্যের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, তাহার কোন কথাই অতিশয়োক্তিতে দূষিত হইতে পারে না। রাজভক্ত কর্ম্মচারী ও সম্পত্তিশালী বিষয়ী, উভয়েই এই সঙ্কটকালে পরার্থপরতার পরিচয় দিয়া ইঙ্গরেজের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। বারাণসীর মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ এ সময়ে ইঙ্গরেজের সাহায্য করিতে উদাসীন থাকেন নাই; তিনি রাত্রিকালে নিরাশ্রয় ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং আপনার অর্থ ও অনুচরবর্গ সমস্তই, কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পিত করিয়া রাজ-ভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিলেন। পবিত্র বারাণসীর পবিত্রস্বভাব হিন্দুর সাহায্যে ইউরোপীয়েরা এইরূপে নিরাপদ হয়েন। যাঁহারা এই স্থান খ্রীষ্টধর্ম্মা-লোকে আলোকিত করিবার জন্য বাস করিতেছিলেন, বিধর্ম্মীর অপরিসীম দয়াই এ সময়ে তাঁহাদিগের জীবনরক্ষার অবলম্ব হইয়াছিল। তাঁহারা হিন্দুর এইরূপ পরার্থপরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং বিস্ময়সহকারে হিন্দুর অপূর্ব্ব মহত্ত্বের গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। সুরত সিংহের কার্য্য-তৎপরতায় কাছারিগৃহে ইঙ্গরেজেরা নিরাপদ ছিলেন, এবং টাকশালায় ইউরোপীয়েরা পরিজনবর্গের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। রাত্রি দুইটার সময় কতিপয় ইঙ্গরেজ কাছারি হইতে টাকশালে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহাদের সকলকেই সবিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের স্ত্রী,

পুত্র, দাস দাসী, সকলেই একস্থানে স্তূপীকৃত দ্রব্যের ন্যায় রহিয়াছিল। যে সকল ইউরোপীয় এই গৃহ রক্ষার জন্য নিম্নতলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই দিবসের গুরুতর শ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; গৃহের অঙ্গনে, গাড়ি, পাল্কি, ঘোড়া প্রভৃতি বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত ছিল। ইউরোপীয়েরা এইরূপে কষ্টে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহারা সম্মুখে সর্ব্ববিধ্বংসের বিকট চিত্র দেখিতেছিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের আশঙ্কা পরিবর্দ্ধিত, হৃদয় অবসন্ন ও নিদ্রা অন্তর্হিত হইতেছিল; ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, তাঁহারা নিরাপদে ও অক্ষতশরীরে রহিলেন। প্রভাতসময়ে সমগ্র নগর শান্তভাব অবলম্বন করিল। বিপন্ন ইউরোপীয়গণ এইরূপ প্রশান্ত ভাবে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাদের অধ্যুষিত গৃহ সকল গভীর রজনীতে গভীরতর শান্তভাবের পরিচয় দিতেছিল, তাঁহাদের বাঙ্গলা, তাঁহাদের কাছারি, সমস্তই পূর্ব্ববৎ অবস্থায় ছিল, প্রভাতে তাঁহারা দেখিলেন, নগরে কোনরূপ গোলযোগ নাই, অধিবাসিগণ নিরুদ্বেগে ও ধীরভাবে আপনাদের কার্য্য-সম্পাদন করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহারাও নিঃশঙ্কচিত্তে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন।"

ইউরোপীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে, বারাণসী যেরূপ হিন্দুপ্রধান স্থান, হিন্দুগণ চিরন্তন ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই স্থানে তাঁহাদের নিঃসন্দেহ সর্ব্বনাশ ঘটিবে। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহার বিপরীত ঘটিল। হিন্দুপ্রধান বারাণসী খ্রীষ্টধর্ম্মা-বলম্বীর শোণিত-প্রবাহে কলঙ্কিত হইল না। কমিশনর সাহেব এজন্য গবর্ণর জেনেরলের নিকট বিস্ময়প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজ যদি হিন্দুর চরিত্র বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিস্ময়ের অবির্ভাব হইত না। হিন্দু বিপন্নের উদ্ধারে উদাসীন নহে, রাজভক্ত প্রজার ধর্ম্মপালনেও কাতর নহে, এবং প্রতিহিংসার পরিতর্পণ জন্য দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেও অগ্রসর নহে। ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও স্নেহ ও প্রীতির সম্মোহন ভাব দেখিলে, হিন্দু আপনা হইতেই তাহার নিকট আনত হয়। ইঙ্গরেজ তাহাকে বিধর্ম্মী ও বিজাতি ভাবিয়া আপনাদের শত্রুর শ্রেণীতে নিবেশিত করিতে পারেন, সর্ব্বদা তাহার আক্রমণের ভয়ে আত্মহারা হইতে পারেন, কিন্তু

হিন্দু বিপদের সময়ে তাঁহার প্রত্যুপকারে উদাসীন নহে। ইঙ্গরেজ যদি হিন্দুর জাতীয় চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই বিপ্লব সর্ব্বব্যাপী হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ডের উৎপত্তি করিত না, এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত গভীর আশঙ্কার বিকট ছায়াও প্রসারিত হইত না, ইঙ্গরেজ যে স্থলে হিন্দুর প্রতি স্নেহ ও প্রীতি দেখাইয়াছেন, সেই স্থলেই হিন্দু তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। ইঙ্গরেজ ইহা না বুঝিয়া অশুভক্ষণে তরবারির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সমবেদনা, সদাশয়তা ও স্নেহশীলতা, সমস্তই দূরীভূত করিয়া কঠোরভাবে কঠোরতর শাসনদণ্ডের পরিচালনার সহিত আত্মপ্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই কঠোর নীতিও পরিণামে অমৃতের বিনিময়ে গরলধারা উদ্গীরণ করিয়াছিল।

হিন্দুত্বের নিদর্শনভূমি বারাণসী হিন্দুর চিরপ্রসিদ্ধ প্রশান্তভাবের পরিচয় দিল। ইঙ্গরেজ আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিলেন। কিন্তু ইহাতে ইঙ্গরেজের ক্রোধের শান্তি হইল না, এবং বলবতী প্রতিহিংসারও বিলয় দেখা গেল না। সিপাহীদিগের উত্তেজনায় বারাণসীর ইঙ্গরেজেরা এক সময়ে আপনাদিগকে প্রণষ্টসর্ব্বস্ব মনে করিয়াছিলেন; সেই উত্তেজিত সিপাহীদিগের অনেকে নিহত ও অনেকে ইতস্ততঃ পলায়িত হইয়াছিল, ইঙ্গরেজ এখন নিরাপদ হইয়া, বারাণসীবিভাগের অধিবাসীদিগের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইলেন। ৯ই জুন এই বিভাগে সামরিক আইন প্রচারিত হইল। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত আইনের বলে অবাধে সংহারকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। পল্লীতে পল্লীতে বেত্রাঘাত, ফাঁসী কিছুই বাকী রহিল না। ছোট বড়, সকলেই ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুকুর অথবা বিষাক্ত সর্পের ন্যায় নির্দ্দয়তাসহকারে নিহত হইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ উত্তেজিত লোকের আক্রমণভয়ে যে রাত্রিতে কাছারিগৃহ ও টাকশালায় আশ্রয়গ্রহণ করেন, সেই রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহারা দেখিলেন, সারি সারি ফাঁসিকাষ্ঠ সকল সাজান রহিয়াছে। প্রতিদিনই এই সকল ফাঁসিকাষ্ঠে অনেকের প্রাণবায়ুর অবসান হইতেছে। এক জন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক লিখিয়াছেন যে, কোমলপ্রাণা ইঙ্গরেজ মহিলারাও হতভাগ্যদিগের হত্যাকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করিতে ক্রটি

করেন নাই*। এই সময়ে বারাণসীর অধিবাসীরা ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে মানবাকারের দুর্দ্দান্ত অসুর বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই অসুরদিগের হস্তে কেহই পরিত্রাণ পায় নাই, ইহারা যাহাকে ধরিয়াছে তাহারই জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। অনেকে উপস্থিত হত্যাকাণ্ড সেনাপতি নীলের অনুমোদিত ও অনুষ্ঠিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন†।

এই সময়ে কয়েকটি বালক ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলে বিপক্ষ সিপাহীদিগের পতাকা উড়াইয়া ও টম্ টম্ বাজাইয়া যাইতেছিল, এই অপরাধে সৈনিক বিচারালয়ে ইহাদের বিচাব হয়। একজন বিচারক কোমলপ্রাণ বালক-দিগের কাতরতা দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। বিচারে বালকদিগের মৃত্যুদণ্ড হইল। উক্ত দয়ার্দ্র বিচারক এই অসহায়, বিপন্ন ও সর্ব্বাংশে নিরীহস্বভাব শিশুদিগের প্রতি করুণাপ্রদর্শন করিতে প্রধান সেনাপতিকে অশ্রুপূর্ণনয়নে অনুরোধ কবিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল না। কোমলমতি বালকেরা প্রাণের দায়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, তাহাদের করুণ রোদনধ্বনিতে বিচারকদিগের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। বারাণসীর কঠোরপ্রকৃতি সেনাপতি সর্ব্বসংহারক মহাকালের ন্যায়, অবিচলিতভাবে সর্ব্বসংহারকার্য্যের অনুমোদন করিতে লাগিলেন। এই বিধ্বংসব্যাপারে জল্লাদের অভাব হইল না, অনেকে নিজের ইচ্ছায় জল্লাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিল, এবং নগরের পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয়ে গমন করিয়া অধিবাসীদিগকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইতে লাগিল। এক ব্যক্তি এই কার্য্যে কিরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল, আম্রবৃক্ষ সকল ফাঁসিকাষ্ঠ স্বরূপ করা হইয়াছিল। অপরাধি-দিগকে হাতীর উপর চড়াইয়া তাহাদের গলদেশে ফাঁস দেওয়া হইয়াছিল বারাণসীর ৩০ মাইল দূরে কতকগুলি বিপক্ষ সিপাহী অবস্থিতি করিতেছে

* *Rev. James Kennedy. Empire in India. Vol. II. p. 288.*

† কে সাহেব লিখিয়াছেন উপস্থিত ঘটনার ৪।৫ দিন পরে সেনাপতি নীল বারাণসী হইতে যাত্রা করেন। এজন্য এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না *Keye, Sepoy War. vol. II. p. 236.* কিন্তু হল্‌মেস্ সাহেব হত্যাকাণ্ডে সেনাপতি নীলকেই দায়ী করিয়াছেন। *Holmes, Indian Mutiny, p. 223*

বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ ২২ শে জুন এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ২৭ শে জুন ২৪০ জন ইউরোপীয় সৈন্য ও কতিপয় শিখ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। ইহাদের আগমনে সিপাহীরা ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। অনেকে নিহত হয়, অনেকে ধৃত হইয়া উল্লিখিতরূপে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে থাকে। ইউরোপীয় সৈনিকেরা ক্রোধের আবেগে ও প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, নিরতিশয় নির্দ্দয়ভাবে কুড়িটি পল্লী দগ্ধ করিয়া জনশূন্য মহাপ্রান্তরে পরিণত করে। একজন তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ এই সৈনিকশ্রেণীতে ছিলেন। বয়সের নবীনতায় তাঁহার কল্পনা যেমন নবীনভাবে পূর্ণ ছিল, হৃদয়ের বৃত্তি সকলও সেইরূপ নবীনতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে কঠোর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং যে কঠোর কার্য্যসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রে অটল ও সেই কার্য্যসাধনে অবিচলিত থাকিলেও হৃদয়ের কোমলতর নবীন বৃত্তিগুলিতে একবারে জলাঞ্জলি দেন নাই। নবীন ভাবে বিভোর ও নবীনতর কোমল বৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া, সৈনিক যুবক উক্ত পল্লীদাহের এইরূপ হৃদয়স্পর্শিনী বর্ণনা করিয়াছেন :—

"আমরা ৮ দিন ও ৯ রাত্রিতে ৪২১ মাইল অতিক্রম করিয়া ২৫ শে জুন বারাণসীতে উপনীত হইলাম। ২৭ শে জুন সন্ধ্যাকালে আমাদের দলের ২৪০ জন সৈনিক (ইহাদের মধ্যে আমি একজন) ১১০ শিখ ও ২০ জন সওয়ার বারাণসী হইতে যাত্রা করিল। সওয়ারগণব্যতীত আমরা সকলে গোরুর গাড়ীতে যাইতে লাগিলাম। পরদিন বেলা ৩টার সময় আমরা ৩ দলে বিভক্ত হইয়া পল্লীসমূহে অপরাধীদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যে দলে ছিলাম, সেই দল একটি পল্লীতে উপস্থিত হইল, পল্লীবাসীরা পল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমরা উক্ত পল্লীতে আগুন লাগাইলাম, পল্লী ভস্মীভূত হইয়া গেল। যখন আমরা ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে আসিল এবং কহিল, যে দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটি পল্লী তাহাদের দলস্থ লোকে পূর্ণ রহিয়াছে, ঐ সকল লোক যুদ্ধার্থ সজ্জিত আছে। আমরা দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে গেলাম। আমরা যখন তাহাদের নিকট হইতে ৬০০ শত হস্ত দূরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তাহারা দৌড়িতে লাগিল। আমরা তাহাদের উপর বন্দুক ছুড়িতে লাগিলাম, এবং তাহাদের ৮ জনকে

গুলির অঘাতে ভূতলশায়ী করিলাম। আমরা পল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিলাম, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সত্বরপদে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং হাত তুলিয়া আমাদের অফিসারকে সেলাম করিল। আমরা তাহাকে সিপাহী বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবরুদ্ধ করিলাম। সেই ব্যক্তি ও আর ২০ জন আমাদের বন্দী হইল। আমরা পথস্থিত গোরুর গাড়ীর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। একটি প্রাচীন লোক আমাদের নিকট আসিয়া, আমরা যে গ্রাম দগ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা চাহিল। আমাদের সহিত একজন মাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই বৃদ্ধ, গ্রামে দুর্বৃত্তদিগকে আশ্রয় দিয়া খাদ্য সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। এই বিষয়ের বিচার করিতে ৫ মিনিট মাত্র সময় লাগিল। পূর্ব্বোক্ত সিপাহী ও এই অর্থপ্রার্থী বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পথের পার্শ্বে লইয়া যাওয়া হইল, সেই স্থানের একটি বৃক্ষের শাখায় উভয়কেই ফাঁসী দেওয়া হইল; আমরা সমস্ত রাত্রি সেই পথে রহিলাম, ঐ দুই ব্যক্তির শব আমাদের পার্শ্বে বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা উত্থিত হইয়া, প্রান্তর দিয়া, কয়েক মাইল গমন করিলাম। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, আমরা আর একটি গ্রামে গমন করিলাম, এবং উহাতে আগুন লাগাইয়া গন্তব্য পথে ফিরিয়া আসিলাম। এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য দলও নিষ্কর্ম্মা ছিল না, তাহারাও আমাদের ন্যায় এই সকল কার্য্য করিতেছিল; যখন আমরা ফিরিয়া আসিলাম, তখন জলধারা আমাদের শিরোদেশ হইতে পদতল দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমরা ৮০ জনকে বন্দী করিয়াছিলাম, ৬ জনকে সেই দিন ফাঁসী দেওয়া হইল। ৬০ জনের বেত্রাঘাত দণ্ড হইল। ইহার পর মাজিষ্ট্রেট্ ঘোষণা করিলেন, অপরাধীদিগের প্রধান ব্যক্তিকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে ২০০০৲ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। আমরা সেই রাত্রিতে পথে শুইয়া রহিলাম। আমাদের পার্শ্বে উক্ত ছয় ব্যক্তি ফাঁসীরজ্জুতে বিলম্বিত রহিল। পরদিন অপরাহ্ণ ৫ টার সময় ভেরীধ্বনি দ্বারা অভিযানের সঙ্কেত করা হইল। এই সময়ে প্রবল-বেগে বৃষ্টিপাত হইতেছিল, আমরা এক হাঁটু জল ও কাদা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর

হইতে লাগিলাম। এইরূপে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া, আগুন দিলাম। এই সময়ে সূর্য্যোদয় হইল, আমাদের আর্দ্র বস্ত্রাদি বিশুষ্ক হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘর্ম্মে বস্ত্রাদি আর্দ্র হইয়া গেল। আমরা একটি বড় পল্লীতে আসিলাম। ঐ পল্লী লোকপূর্ণ ছিল; আমরা গ্রামের ২০০ জনকে অবরুদ্ধ করিয়া উহাতে আগুন দিলাম। আমি গ্রামমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, উহার চারিদিকই অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ শয্যা হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার হাঁটিবার সামর্থ্য ছিল না, খাটিয়াখানি লইয়া যাইতেও সে নিরতিশয় অশক্ত ছিল। আমি তাহাকে গ্রামের বাহিরে আসিতে আদেশ করিলাম এবং চতুর্দ্দিকব্যাপী অগ্নিশিখা দেখাইয়া কহিলাম, যদি সে আমার আদেশানুসারে কার্য্য না করে, তাহা হইলে অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আমি খাটিয়াসমেত ঐ বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিলাম। ইহার পর ঘুরিয়া একটি গলির মোড়ে আসিলাম। অগ্নিশিখা ও ধূমরাশি ব্যতীত আর কিছুই আমার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল না। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব, বিবেচনা করিবার জন্য মুহূর্ত্তকাল তথায় দাঁড়াইলাম। আমি যখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছিলাম, তখন অগ্নির তেজে এক খানি গৃহের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম প্রায় চারি বৎসরবয়স্ক একটি বালক গৃহদ্বারের দিকে আসিতেছে, আমি পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া কহিলাম, যদি সে না যায়, তাহা হইলে তাহাকে গুলি করা হইবে। ইহা কহিয়াই যে গৃহে বালকটি ছিল, সেইদিকে ছুটিয়া গেলাম। গৃহদ্বার সেই সময়ে অগ্নিশিখায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমি নিজের জন্য ভাবিলাম না, কেবল ঐ নিরুপায় শিশুটিই আমার ভাবনার বিষয়ীভূত হইল। আমি ছুটিয়া দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, ভিতরে একটি ছোট উঠান আছে। উঠানের চারি পার্শ্বের সকল গৃহে আগুন লাগিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নিরুপায় শিশুটি ব্যতীত তথায় আট হইতে দুই বৎসর বয়সের আরও ছয়টি শিশু দেখিতে পাইলাম, এতদ্ব্যতীত একটি অতি প্রাচীন ব্যক্তি ও প্রাচীনা স্ত্রীলোক ছিল। ইহারাও অপরের সাহায্যব্যতিরেকে হাঁটিতে পারিত না। একটি বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী একটি শিশুকে বুকে জড়াইয়া

রাখিয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিশুটি ৫।৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। প্রসূতিও প্রবল জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু তখন দেখিবার সময় ছিল না। আমি শিশুদিগকে বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহারা কেবল আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। আমি সদ্যোজাত শিশুটিকে লইলাম। প্রসূতি শিশুটিকে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমি পুনর্ব্বার তাহার কোলে দিলাম। আমি প্রসূতি ও তাহার সদ্যোজাত সন্তানকে বাহুদ্বারা জড়াইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। শিশুরা প্রাচীন ও প্রাচীনাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেল। উহারা আমার অনুসরণ করিবে জানিয়া, আমি আগে আগে যাইতে লাগিলাম; উহারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। অগ্নিশিখায় চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি এমন স্থানে আসিয়া পড়িলাম যে, সে স্থান হইতে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি শিশুদিগকে আমার অনুসরণ করিতে কহিয়া কোনরূপ বিঘ্নবাধা না মানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেক কষ্টে সকলকেই নিরাপদে বাহির কবিলাম। * * যে কাপড়ে তাহাদের দেহের অর্দ্ধভাগও আবৃত ছিল না, অগ্নির মধ্যে দিয়া আসিবার সময়ে তাহাও স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল; আমি তাহাদিগকে অদূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিলাম। কিছু দূর যাইয়া দেখিলাম, একটি প্রাচীনা বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার হাঁটিবার শক্তি ছিল না, কেবল হস্ত ও পদের উপর নির্ভর করিয়া যাইতে পারিত। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বাহিরে আনিতে চাহিলাম; কিন্তু সে আমার সাহায্য লইতে সম্মত হইল না। তাহার সহিত বিতণ্ডা করা অনাবশ্যক ভাবিয়া তাহাকে ধরিয়া বাহিরে আনিলাম। অনন্তর আর এক স্থানে যাইয়া একটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম; তাহার বয়স প্রায় ২২ বৎসর। যুবতী একটি আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির পার্শ্বে বসিয়াছিল, এবং সরবত দ্বারা তাহার বিশুষ্ক মুখ সিক্ত করিতেছিল। অগ্নি প্রবলবেগে অগ্রসর হইতেছিল; উহার জ্বালাময়ী শিখা, সমস্তই ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। মৃত্যুশয্যাশায়ী ব্যক্তির অদূরে চারিটি নারী আমার দৃষ্টিগোচর হইল, আমি দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে গেলাম এবং তাহাদিগকে ঐ পীড়িত ব্যক্তি

ও যুবতীর সাহায্য করিতে বলিলাম। কিন্তু তাহারা আপনাদের কার্য্য করাই আবশ্যক মনে করিল; আমি সঙ্গীন বাহির করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, যদি তাহারা আমার আদেশপালন না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বধ করা হইবে। তাহারা আমার সহিত আসিল এবং ঐ মৃত্যুদশাগ্রস্ত ব্যক্তি ও যুবতীকে বাহিরে আনিল। আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিলাম। অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়াছিল, আমি গ্রামের আর এক স্থানে যাইয়া ১৪০টি স্ত্রীলোক ও প্রায় ৬০টি শিশু সন্তান দেখিতে পাইলাম। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল। আমি এই পরিবারের যে প্রাচীনা স্ত্রীলোকটিকে বাহিরে আনিয়াছিলাম, সে আমার নিকট আসিয়া সকলের বিমুক্তির জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতে লাগিল। আমি খাইবার জন্য যে বিস্কুট পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে কয়েকখানি তাহাদিগকে দিলাম, কিন্তু তাহারা উহা গ্রহণ করিল না, কহিল, উহা লইলে তাহাদের জাতি নষ্ট হইবে। এই সময়ে ভেরীধ্বনি দ্বারা সকলকে একত্র হইবার সঙ্কেত করা হইল। আমি ফিরিয়া গেলাম। মহিলারা, তাহাদের পরমাত্মীয় স্নেহভাজনের প্রতি যেরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে, আমাকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। * * * আমরা বন্দীদিগের দশজনকে ফাঁসী দিলাম। প্রায় ষাটিজনের প্রতি বেত্রাঘাত দণ্ড হইল। সেই রাত্রিতে আমরা আর একটি পল্লী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলাম। বন্দিগণ যেরূপ দৃঢ়তাসহকারে ও প্রশান্তভাবে আম্রকাননে আত্মবিসর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ফাঁসীর রজ্জু ছিন্ন হওয়াতে একজন পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে আবার উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহাকে পুনর্ব্বার ফাঁসী দেওয়া হইল। সকলের ফাঁসী হইলে অপরাপর বন্দীদিগকে সেই দৃশ্য দেখাইবার জন্য সেই স্থানে আনা হইল। * * * ৮ই জুলাই আমাদিগকে ২০০০ দুই হাজার যুদ্ধোন্মুখ লোকের বিরুদ্ধে যাইতে হয়। আমাদের দলে ১৮০ জন সৈনিক ছিল। বিপক্ষেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আমাদের গতিরোধের জন্য দাঁড়াইয়াছিল। আমরা প্রবলবেগে অগ্রসর হইলে তাহারা পলায়ন করিল। আমরা তাহাদের

অধ্যুষিত পল্লীতে অগ্নি দিয়া উহার চারিদিক পরিবেষ্টিত করিলাম। তাহারা যেমন অগ্নিশিখা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বাহির হইতে লাগিল, আমরা অমনি তাহাদের প্রতি গুলিনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তাহাদের আঠার জন আমাদের বন্দী হইল। একসঙ্গে সকলের বিচার হইয়া গেল। * * * আমরা গুলি করিয়া তাহাদিগকে সেই স্থলে বধ করিলাম। আমরা এই বিভাগে পাঁচ শত লোককে এইরূপে নিহত করিয়াছিলাম*।"

বারাণসী বিভাগে এইরূপে অবাধে পল্লীদাহ ও নরহত্যা হইল। উত্তেজিত সিপাহীরা বারাণসীর কারাগার আক্রমণ করে নাই, এবং তথাকার কয়েদী-দিগকেও বিমুক্ত করিয়া নগর উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্তিময় করিয়া তুলে নাই। কয়েদীরা কারাগারে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিতেছিল। বারাণসীর কর্তৃপক্ষ যখন বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে বিপক্ষতাচরণের অপরাধে বন্দী করিলেন, তখন কয়েদীপূর্ণ কারাগারে তাহাদের সমাবেশ হইল না। তাঁহারা ঐ সকল বন্দীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান পাইলেন না, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদের বিচারকার্য্য শেষ হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই অনেকে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল, অনেকে কঠোর বেত্রাঘাতে নিপীড়িত ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। কিন্তু এইরূপ কঠোরতায়ও বিপ্লবের গতিরোধ হইল না। সিপাহীদিগের উত্তেজনায় দেখিতে দেখিতে জৌনপুর ও এলাহাবাদে ভয়ঙ্কর ঘটনার আবির্ভাব হইল।

জৌনপুর বারাণসীর ৩৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রান্ত-ভাগ দিয়া গোমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে জৌনপুর ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়। সেই সময় হইতে ইঙ্গরেজেরা এই স্থানে আপনাদের প্রাধান্য বদ্ধমূল করেন। জৌনপুরে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরময় দুর্গ ছিল। এই দুর্গে কয়েদীগণ অবরুদ্ধ থাকিত। নগরের পূর্ব্বদিকে সৈনিক নিবাস ছিল। উপস্থিত সময়ে লুধিয়ানায় ১৬৯ জন শিখ সৈন্য সৈনিকনিবাসে অবস্থিতি করিতেছিল। মরানামক একজনমাত্র ইউরোপীয় অফিসর এই সৈনিকদলে অধ্যক্ষতা করিতেন।

* এই পত্র বিলাতের টাইম্‌স্‌নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

৪ঠা জুন বারাণসীর ৩৭ গণিত সিপাহীদিগের ন্যায় শিখ সৈনিকেরাও কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিল। সেনাপতি যদি এই সময়ে ধীরতার বশবর্ত্তী হইতেন, এবং সদ্বিবেচনাসহকারে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে শিখেরা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইত না। একজনের উত্তেজনার পরিচয় পাইয়া, দলস্থ সকলকে উত্তেজিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। বারাণসীর কাওয়াজের ক্ষেত্রে যখন এক জন শিখ সৈনিক আপনাদের অধিনায়ককে গুলি করিল, তখন সেই দলের বিশ্বস্ত হাবিলদার চূড়া সিংহ আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও স্বীয় বাহু দ্বারা সেই গুলির আঘাত হইতে অধিনায়ককে রক্ষা করিতে যত্নশীল হইল। প্রভুভক্ত হাবিলদারের বাহুতে গুলি প্রবিষ্ট হইল, তাহাদের অধিনায়ক নিরাপদ হইলেন; অপরাপর শিখ সৈন্য ধীরভাবে ইহা চাহিয়া দেখিল। আর কেহই উত্তেজনার চিহ্ন দেখাইল না, এবং কেহই আপনাদের বন্দুক সজ্জিত করিয়া ইউরোপীয়দিগের প্রতি গুলিনিক্ষেপ করিল না। যদি এই সময়ে অধিনায়কগণ সমগ্র শিখ সৈন্যের বিশ্বস্ততার উপর সন্দিহান না হইতেন, একজনকে উত্তেজিত দেখিয়াই যদি সমগ্র দলকে আপনাদের বিপক্ষশ্রেণীতে সমাবেশিত না করিতেন এবং যদি ধীরভাবে ঐ সৈনিকদলকে কর্ত্তব্যকার্য্যসম্পাদনে মনোযোগী হইতে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে শিখসৈন্য বিদ্বেষবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিত না। কিন্তু সে সময়ে এরূপ ধীরতা প্রদর্শিত হয় নাই। সেনাপতিদিগের বিচারদোষে বাঙ্গালার সিপাহিদিগের ন্যায়, শিখ সৈন্যদিগেরও বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কোম্পানি ভারতবর্ষের সমগ্র জাতিকে অবিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন, এবং সকলকেই একবিধ দণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বারাণসীতে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ যদি জৌনপুরের ইউরোপীয় সেনাপতির নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সেনাপতি তত্রত্য শিখসৈন্যদিগকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া শান্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সময়ে বিশিষ্ট সত্বরতাসহকারে এক সৈনিকনিবাস হইতে আর এক সৈনিকনিবাসে সংবাদ প্রেরিত হইত না। একদিকে বাজার গুজবসকল যেন বাতাসের উপর ভর করিয়া, চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িত। এক সেনানিবাসের সেনাপতি অপর সেনানিবাসের বিবরণ জানিয়া সাবধান হইতে না হইতেই তাঁহার অধীন সৈন্যগণ বাজারগুজব শুনিয়া অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠিত। ৪ঠা জুন জৌনপুরে গুজব উঠিল যে, আজিমগড়ের সৈন্যগণ কোম্পানির বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তৎপরদিন বারাণসীর ৩৭ গণিত সিপাহীসৈন্যদলের কথা জৌনপুরবাসীরা জানিতে পারিল। জৌনপুরের শিখসৈনিকেরা এ সংবাদে কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ করিল না। তাহারা সেই পলায়িত ও ইতস্ততঃ ধাবিত সিপাহীদিগের আক্রমণ হইতে জৌনপুরের ইউরোপীয়দিগকে রক্ষা করিতে সজ্জিত হইয়া রহিল।

ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীগণ, উক্ত সিপাহীদিগের ভয়ে, কাছারিগৃহে আশ্রয় লইল। শিখসৈনিকেরা অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখভাগে সজ্জিত থাকিল। বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় সংবাদ আসিল যে ৩৭ গণিত সিপাহীরা নিকটবর্ত্তী কুঠী লুঠ করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। জৌনপুরের ইউরোপীয়গণ এই সংবাদে আশ্বস্ত হইয়া ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু বিপদ অন্তর্হিত হইল না, জৌনপুরের শিখসৈন্য ৩৭গণিত সিপাহীদিগের পলায়নসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদিগের স্বদেশীয় শিখদিগের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ অবগত হইল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয়দিগের হস্তে বারাণসীর শিখদিগের নিধনের সংবাদে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কোম্পানি হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও পুরুবিয়া, সকল সৈনিক পুরুষকেই সমূলে বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই বিশ্বাস ক্রমে গভীর হইয়া তাহাদের হৃদয়ে গভীরতর মনোবেদনার সঞ্চার করিল। তাহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া যে অস্ত্রে ইউরোপীয়দিগকে নিরাপদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই অস্ত্রেই তাঁহাদের শোণিতপাতে উদ্যত হইল।

সেনানায়ক মরা যখন কাছারির বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন সহসা বন্দুকের শব্দ হইল। বারণ্ডাস্থিত আর এক জন ইউরোপীয়, এই শব্দে চমকিত হইয়া, চাহিয়া দেখিলেন, সেনানায়ক বারণ্ডায় পড়িয়াগিয়াছেন। তাঁহার দেহ হইতে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; বন্দুকের গুলি তদীয় বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। শিখ সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গুলিতেই যে, সেনানায়ক

সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছেন, ইহা ইউরোপীয়েরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তাঁহারা শশব্যস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বসংহারক কালের বিকট ছায়া এখন তাঁহাদের সম্মুখে প্রসারিত হইল। তাঁহারা এই ভয়ঙ্করী ছায়ায় হতবুদ্ধি হইয়া প্রতিক্ষণেই আপনাদের প্রাণনাশ হইল বলিয়া, ভয়ে অভিভূত হইলেন, এবং কেহ কেহ অন্তিমসময়ে অন্তর্যামী ভগবানের নিকটে কুশলপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে জৌনপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কারাগৃহে যাইবার পথে নিহত হইলেন। উত্তেজিত শিখসৈন্য অতঃপর ধনাগারবিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। ধনাগারে দুই লক্ষ যাটি হাজার টাকা ছিল, সিপাহীরা সমস্ত বিলুণ্ঠিত করিল। জৌনপুরে ইঙ্গরেজের ক্ষমতা বা প্রাধান্যের কোন চিহ্ন রহিল না। সমস্তই উচ্ছৃঙ্খল, সমস্তই গোলযোগপূর্ণ ও সমস্তই অরাজকতার নিদর্শনজ্ঞাপক হইয়া উঠিল। কাছারি গৃহের ইউরোপীয়েরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। সেনানায়ক মরা এ সময়েও জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোন আশা ছিলনা; গুলির আঘাতজনিত ক্ষত মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। পলায়নোদ্যত ইউরোপীয়েরা আপনাদিগের প্রাণ লইয়াই বিব্রত ছিলেন। তাঁহারা আসন্নমৃত্যু সেনানায়ককে পথে ফেলিয়া কেহ পদব্রজে, কেহ অশ্বে, কেহবা শকটারোহণে পলাইতে লাগিলেন; পথে হতভাগ্য মরার মৃত্যু হইল। তদীয় পত্নীও কিয়দ্দূর যাইয়া, সন্ন্যাসরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পলাতকগণ গোমতী উত্তীর্ণ হইয়া, নিরাপদে কারাকটনামক স্থানে আসিলেন। পথে কেহই তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিল না। এই সময়ে তাঁহাদের ভারত-বাসী ভৃত্যেরা যথোচিত প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা বিপন্ন-দিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে ত্রুটি করে নাই। কারাকটে লালা হিঙ্গন লালনামক একজন সম্ভ্রান্ত ও বর্ষীয়ান্ রাজপুতের বাস ছিল। এই পরহিতৈষী ও সদাশয় রাজপুত বিপন্ন ইউরোপীয় ও তাঁহাদের স্ত্রী কন্যাদিগকে, আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন। তিনি বিপন্নদিগকে রক্ষা করিতে, যত্নশীলতার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। হিঙ্গন লাল ইউরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকাগণকে আপনার অন্তঃপুরে রাখিলেন। তাঁহার আদেশে এই বিপন্ন

অতিথিদিগের জন্য খাদ্য সামগ্রীর যথোচিত আয়োজন হইতে লাগিল। তাঁহার পরিচারকগণ ইঁহাদের রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র মার্জ্জিত করিয়া বিপক্ষগণের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তুত রহিল। উত্তেজিত সিপাহিরা তিন বার কারাকট লুণ্ঠন করিল, কিন্তু তাহারা হিঙ্গন লালের গৃহ আক্রমণ করিল না। ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজপুতের আবাসস্থান তাহাদের নিকটে পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। অধিকন্তু, হিঙ্গনলালের গৃহ আক্রমণ করিলে, পাছে অযোধ্যার তেজস্বী রাজপুতগণ তাহাদের সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত হয়েন, তাহারা এইরূপ আশঙ্কা করিতেছিল, সুতরাং পলায়িত ইউরোপীয়েরা বর্ষীয়ান্ হিঙ্গন লালের গৃহে নিরাপদে রহিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাদের আশ্রয়স্থান আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। বারাণসীর কমিশনর সাহেব এই বিষয় অবগত হইয়া পলায়িতদিগের আনয়ন জন্য কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক পাঠাইয়া দিলেন। পলাতকেরা এই সৈনিকদলের সাহায্যে বারাণসীতে উপনীত হইলেন।

গবর্ণমেণ্ট অতঃপর হিঙ্গনলালের এই সৎ কার্য্যের পুরস্কার করিয়াছিলেন। হিঙ্গন লাল সম্মানসূচক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পদবীর অধিকারী হইয়া যাবজ্জীবন মাসিক একশত টাকা বৃত্তিলাভ করেন। তিনি বৃদ্ধ ছিলেন বলিয়া, ঐ বৃত্তি তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীকে দিবার বন্দোবস্ত হয়।

হিন্দুর চিরপবিত্র তীর্থ বারাণসী হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে, আর একটি পবিত্র তীর্থ আছে। এই তীর্থস্থান ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণের মধ্যে প্রয়াগনামে প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ ইহা এলাহাবাদনামে পরিচিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতা ও সুদৃশ্য সৌধমালার অভাব প্রযুক্ত ইহা এক সময়ে দরিদ্রভাবের পরিচয়সূচক ফকীরাবাদ নামে কথিত হইত। ভারতের দুইটি প্রধান নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া, এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে। এই সরিৎসঙ্গম অতি প্রাচীন কাল হইতে, সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ যেমন পরম পবিত্র বলিয়া উহাতে অবগাহন করেন, অতীতদর্শী ঐতিহাসিকগণ যেমন অতীত সময়ের বহুবিধ ঘটনার সাক্ষীভূত বলিয়া, উহাকে মহীয়ান্ করিয়া তুলেন, ভাবুক কবিগণও সেইরূপ উহার চিত্তবিমোহিনী শোভার বর্ণনা করিয়া, আপনাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও ভাবুকতার

পরিচয় দিয়া থাকেন*। ফলতঃ এলাহাবাদের সরিৎ-সঙ্গম গম্ভীরভাবের উদ্দীপক। যুক্তবেণী জাহ্নবীর শ্বেতবর্ণ সলিলরাশির সহিত কালিন্দীর সুনীল জলপ্রবাহের সংযোগ দেখিলে অপরিসীম প্রীতিলাভ হয়।

স্মরণাতীত কালে এই স্থানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। যযাতি এই স্থানে আধিপত্য করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। পুরু এই স্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার পবিত্রতর কার্য্যে মহিমান্বিত হইয়াছিলেন, এবং দুষ্যন্তপ্রমুখ পৌরবগণ এই স্থানে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া পুণ্যতর অবদানপরম্পরায় সমগ্র আর্য্যভূমি গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ভারতে যখন মুসলমান আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ইউরোপীয় বণিকগণ যখন বাণিজ্যব্যবসায়ের প্রসঙ্গে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করে নাই, তখনও এই রাজধানী হিন্দুদিগের মধ্যে পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ এই স্থানে আসিয়া আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ বোধ করিতেন, এবং ইহার পাদদেশপ্রবাহিত পবিত্র সরিৎ-সঙ্গমে অবগাহন করিয়া চরিতার্থ হইতেন। মুসলমানদিগের আধিপত্য সময়েও এই স্থান অপ্রসিদ্ধ ছিল না।

* মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ,
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানাম্
ইন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং
কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥

ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসীতমোভিঃ
ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

"গঙ্গার জল শুক্লবর্ণ; যমুনার জল নীলবর্ণ; উভয় জলপ্রবাহ সম্মিলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন মুক্তাহারের মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ সম্মিলিত বারিরাশি, স্থানস্থলে শুক্ল ও নীলপদ্মে গ্রথিত হারের ন্যায়; স্থলান্তরে কাদম্ববিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ হংসকুলের ন্যায়; কোথাও বা শ্বেতচন্দন রচিত পত্রলেখার মধ্যস্থিত কালাগুরু লিখিত পত্রাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; কোনস্থানে তরুচ্ছায়ার অন্তরালবর্ত্তী শরৎকালীন চন্দ্র কিরণের ন্যায়, স্থানান্তরে শরৎকালের শ্বেত অভ্রমালার অন্তর্লক্ষ্য নীলবর্ণ নভস্তলের ন্যায়, কোথাও বা কৃষ্ণসর্প বিভূষিত মহেশ্বরের ন্যায় বোধ হইতেছে।"

দিল্লীর প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ এই স্থানের রমণীয়তা দেখিয়া পুলকিত হয়েন। তিনি পশ্চিমদিকে আপনার সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য আটকে যেরূপ সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূর্ব্বদিকে বিশাল সাম্রাজ্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য ইহার অতি প্রাচীন ও ভগ্নাবশিষ্ট হিন্দুনির্ম্মিত দুর্গই সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়া এই স্থানের নাম এলাহাবাদ রাখেন। ইঙ্গরেজের আধিপত্যসময়ে উক্ত দুর্গ অনেকাংশে সংস্কৃত ও সুদৃঢ় হয়। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে উহার রমণীয়তা দর্শকের অধিকতর হৃদয়াকর্ষক হইয়া থাকে। এলাহাবাদের অস্ত্রাগার যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ ছিল। কথিত আছে, ইহার রাজকীয় কোষাগারে উপস্থিত সময়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল। যখন মিরাটের সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তখন ঐ প্রসিদ্ধ স্থলে কোন ইউরোপীয় সৈনিক ছিল না। উহার প্রসিদ্ধ দুর্গে ও দুর্গের চারি মাইল দূরবর্ত্তী সৈনিকনিবাসে ৬গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক দল, একদল এতদ্দেশীয় কামানরক্ষক এবং একদল শিখ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল।

দুর্গের বহির্ভাগস্থিত সৈনিকনিবাসে যে ৬ গণিত সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল, অযোধ্যা ও বিহারপ্রদেশীয় লোক লইয়া, সেই দল সংগঠিত হইয়াছিল। ইঙ্গরেজ যে সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভারতে আপনাদের অধিকারস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সকল যুদ্ধেই এই সৈনিকদল তাঁহাদের সহায় হইয়াছিল। ইহারা রণক্ষেত্রে ইঙ্গরেজের পার্শ্বে সুকৌশলে রণনৈপুণ্য দেখাইয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, এবং প্রকৃত যুদ্ধবীরের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইহাদের প্রভুভক্তি কখনও বিচলিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বে ইহাদিগকে কখনও সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া দেখেন নাই। ইহারা উপস্থিত সময়ে কোষাগাররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। দুইজন লোক ইহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাওয়াতে ইহারা তাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পিত করে, এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন জন্য দিল্লীতে যাইতে উদ্যত হয়। এইজন্য ভারতের গবর্ণর জেনেরল ইহাদের প্রভুভক্তির প্রশংসাবাদে বিমুখ হয়েন

নাই। কিন্তু শেষে ঘটনাবৈগুণ্যে ইহাদের বুদ্ধিবৈগুণ্য ঘটে। যে সাহস ইহাদিগকে এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের অধিকাররক্ষায় উত্তেজিত করিয়াছিল, সেই সাহসই পরে ইহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনে উত্তেজিত করিয়া তুলে। গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বতন রাজনীতির দোষে ইহাদের সামরিক রীতি পর্য্যুদস্ত হয় এবং ইহাদের প্রভুভক্তি ভয়াবহ বিপ্লবের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায়। ইহারা সহসা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র জনপদে গভীর আশঙ্কা ও আতঙ্কের রাজ্য বিস্তার করে। ইহাদের আক্রমণে ইঙ্গরেজগণ নিহত হয়েন, ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়। অবশেষে ইহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে।

উক্ত সৈনিকদল ব্যতীত আর একদল সৈনিকপুরুষ এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা দীর্ঘকায়, দীর্ঘশ্মশ্রু, সাহসী ও প্রভূত-বীরত্বসম্পন্ন ছিল। লর্ড ডালহৌসী বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া পঞ্চসরিৎ-বিধৌত যে রমণীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনাধীন করেন, এই সকল সৈনিক পুরুষ সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, অপূর্ব্ববীরত্বের বিস্ফুরণক্ষেত্র রাজ্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। নয় বৎসর পূর্ব্বে ইহারা স্বদেশের স্বাধীনতা-র্থে ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া আপনাদের শূরত্বের একশেষ দেখা-ইয়াছিল। ইহাদের পরাক্রমে, ইহাদের রণনৈপুণ্যে ও ইহাদের অসীম সাহসে চিলিয়ানবল, ফিরোজসহর, সোব্রাওঁ ও চিনিয়াবালা যুদ্ধক্ষেত্রের কাহিনী পবিত্র ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। অবশেষে পরাজিত হইয়া এই সকল বীরপুরুষ ব্রিটিশ পতাকার আশ্রয়ে সজ্জিত হয়। একসময় ইহারা যাহাদের পরাক্রম বিনষ্ট করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল, পরিবর্ত্তনশীল সময়ের অনন্ত মহিমায় এখন তাহাদের পক্ষসমর্থনজন্যই আপনাদের জীবন উৎসর্গ করে।

১১ই মে উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে যখন মিরাটে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ নিরুদ্বেগে প্রচণ্ড নিদাঘের সুদীর্ঘ দিনের সায়ন্তন সময়ে শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। কেহ কেহ রমণীয় বৃক্ষবাটিকায় প্রণয়িনী বা প্রিয়জন সমভিব্যাহারে বেড়াইতেছিলেন। কেহ কেহ এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষদিগের শ্রুতিসুখকর

বাদ্য শুনিয়া আপনাদের আমোদে আপনারাই পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কেহ কেহ বা সমবয়স্কদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। সিপাহীদিগের সমুত্থানে মিরাটের ইউরোপীয়গণ যখন প্রাণের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতেছিলেন, অনেকে বা নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে নিহত হইতেছিলেন, তখন এই স্থানের ইউরোপীয়েরা আনন্দতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া সুখের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকেও যে, মিরাটপ্রবাসী ইঙ্গরেজদিগের দশাগ্রস্ত হইতে হইবে, এবং তাঁহাদের মস্তকের উপরে যে, অশনিপাত হইয়া ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপত্তি করিবে, তখন তাঁহারা স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই।

১১ই মে এইরূপে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। ১২ই মে তাড়িতবার্ত্তাবহ মিরাটের বার্ত্তা মুহূর্ত্ত মধ্যে আনিয়া দিল। ১৪ই তারিখে ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়গণ বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিধ্বংসের বিভীষিকায় চমকিত হইতে লাগিলেন। বাজারে, পল্লীতে, সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রত্যেকেই প্রত্যেক প্রতিবাসীর সহিত এই অশুভ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাস সকলকেই সমভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ইউরোপীয়গণ যেমন প্রতিক্ষণে আপনাদের সম্মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন, জনসাধারণও তেমনি আপনাদের জাতিনাশ, ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতিক্ষণে ভয়াবহ নরকের বিকটমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। ইহাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কোম্পানি সকলকেই আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অবশেষে প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধারণের বিশ্বাস দূর করিতে চেষ্টা পাইলেন। কোম্পানি যে, কখন কাহারও জাতি বা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না, সকলেই যে, কোম্পানির রাজ্যে নির্ব্বিবাদে আপনাদের ধর্ম্মের অনুশাসন রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহা ঐ ঘোষণাপত্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইল।

১৫ই মে সাধারণের উদ্বেগ ও আশঙ্কা এবং তৎপ্রযুক্ত গভীর উত্তেজনা

কিয়দংশে কমিয়া গেল। কিন্তু সহসা বাজারে শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে আশঙ্কা আবার বাড়িয়া উঠিল। ১৮ই তারিখে দিল্লীর সংবাদে জনসাধারণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মিরাটের সিপাহীগণ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। দিল্লীর বাহাদুরশাহ সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানীতে আবার মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষগণ ইঙ্গরেজদিগকে দূরীভূত করিয়া আবার মোগল সম্রাটের মহামহিমাময় খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত করিতেছে। বাজারে বাজারে যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল, পল্লীতে পল্লীতে যখন এই কথা লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল, তখন আর সাধারণে স্থির থাকিতে পারিল না। সিপাহীরাও চিন্তার আবর্ত্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। তাহারা সকলেই গভীর উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া উঠিল। এদিকে এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আর কোন বিষয়েই তাঁহাদের মনোযোগ রহিল না। কিরূপে দুর্গ নিরাপদ থাকিবে, কিরূপে ধনাগার রক্ষা পাইবে, আপনারা কিরূপে ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণে অক্ষত থাকিবেন, এখন ইহাই তাঁহাদের ভাবনার প্রধান বিষয় হইল।

প্রতিদিন দিল্লী হইতে নানা দুঃসংবাদ পঁহুছিতে লাগিল। ঐ দুঃসংবাদে নগরবাসী ইউরোপীয়গণ প্রতিদিন অধিকতর ভীত ও অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ধনাগারের সমুদয় অর্থ দুর্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু কেহ কেহ ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে অবশেষে উহা পরিত্যক্ত হইল। যে হেতু, দুর্গে টাকা রাখিলেই উত্তেজিত সিপাহীগণ সর্ব্বপ্রথম ঐ টাকার লোভে দুর্গ অধিকার করিতে দলবদ্ধ হইবে। স্থানীয় ইউরোপীয়গণ সখের সৈনিক দলভুক্ত হইয়া নগর রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার পূর্ব্বাবস্থায় ছিল। সুতরাং নানা স্থান হইতে নানা সংবাদ যথাসময়ে পঁহুছিতে লাগিল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সংবাদ বড়ই আশঙ্কাজনক হইয়াছিল। এদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতার সংবাদ কিছুই ছিল না।

আশঙ্কায়, উদ্বেগে মে মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। জুন মাসের প্রথম কয়েকদিন যে সংবাদ আসিল, তাহাতে ইউরোপীয়দিগের উৎকণ্ঠা অধিকতর বাড়িয়া উঠিল। ৪ঠা জুন হইতে টেলিগ্রাফের তার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। আর তাহা হইতে কোন সংবাদ আসিল না। ঐ দিন অপরাহ্ণে কতিপয় বার্ত্তাবহ দ্রুতগতি আসিয়া ইউরোপীয়দিগকে সংবাদ দিল যে, বারাণসীর সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া আপনাদের সেনাপতিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ সকল সিপাহী এক্ষণে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে। এখন স্থানীয় ইউরোপীয়দিগের সমক্ষে সঙ্কটময় কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল। সকলে মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব না করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল। নগরে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাহারা ৫ই জুন দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইল।

বারাণসী হইতে গঙ্গার অপর তট দিয়া এলাহাবাদ যাইবার পথ। এলাহাবাদে আসিতে হইলে, নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী দারাগঞ্জের সম্মুখে একটি নৌসেতু পার হইতে হয়। এলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনুরোধে, ৬গণিত সিপাহীদলের কতিপয় সৈনিক পুরুষ দুইটি কামান সহ ঐ সেতু রক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে অযোধ্যার কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য, সেতু ও সৈনিক নিবাসের মধ্যভাগে অবস্থিতি করে। এই সকল সিপাহী এ পর্য্যন্ত কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন প্রকাশ করে নাই। মে মাসে যখন মিরাটের সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়, এবং দিল্লীতে গমন করিয়া বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সমগ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করে, তখনও ইহাদের বাহ্যভঙ্গীতে কোনরূপ বিকারের লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই। সেসময়ে ইহারা কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ করিবার পরামর্শ বা ষড়যন্ত্র করে নাই, এবং সে সময়ে ইহাদের প্রভুভক্তির বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যখন মিরাট ও দিল্লীর সংবাদ এলাহাবাদে উপস্থিত হয়, তখনও সেনাপতিগণ ইহাদিগকে সর্ব্বাংশে বিশ্বস্ত ও সর্ব্বাংশে প্রভুভক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এলাহাবাদের সিপাহীরা বাহিরে কোনরূপ অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করে নাই, কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, তাহাদের বারাণসীস্থিত স্বদেশীয়-

। ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, ইউরোপীয় সৈন্ত
াহাদের অনেককে নিরস্ত্র ও নিহত করিয়াছে, তখন তাহাদের হৃদয় তরঙ্গায়িত
ইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল সেনাপতি নীল বারাণসীতে যাহা করিয়া-
েন, এলাহাবাদে আসিয়া তাহাই করিবেন। বারাণসীর সিপাহীরা যেমন
ালের হস্তে নিগৃহীত, নিপীড়িত ও নিহত হইয়াছে, এখানে তাহারাও সেই
প দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। হয়ত, ইউরোপীয়দিগের সঙ্গীনে অথবা গুলিতে
াহাদের ঐহিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এইরূপ দুশ্চিন্তায় তাহাদের
রতা অন্তর্হিত হইল। তাহারা ৬ই জুন সায়ংকালে এলাহাবাদের
উরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল। তাহারা
বিয়াছিল যে, তাহাদের বারাণসীস্থিত স্বদেশীয়গণ সম্ভবতঃ তাহাদের
কট উপস্থিত হইবে। সুতরাং তাহাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে।
ইরূপে বারাণসীর ন্যায় এলাহাবাদেও সিপাহীরা ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে
ত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং এইরূপে ৬ই জুন তাহারা ফিরিঙ্গীর
াণিতে আপনাদের সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কার চিহ্ন প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিতে
াবদ্ধ হইতে লাগিল।

সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হইল। এসময়েও উক্ত সিপাহীদল আপনাদের
ধস্ততা ও প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে কাতর হইল না। মে মাসের
ষাংশে যখন মিরাটের উত্তেজিত সিপাহীগণ দিল্লীর বাদশাহের নিকট
স্থিত হয়, এবং ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত করিয়া, বৃদ্ধ মোগলকে
গ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া সম্মানিত করে, তখন ইহারা একাগ্রতার
িত দিল্লীস্থিত বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-
ন। অবিলম্বে এই বিষয় তারে কলিকাতায় লর্ড কানিঙ্গকে জানান
। গবর্ণর জেনেরল আবার তারে উক্ত সিপাহীদিগের প্রভুভক্তির
গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। এলাহাবাদের সৈন্যাধ্যক্ষ-
৬ই জুন সূর্য্যাস্ত সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে উক্ত সিপাহী-
কে সমবেত করিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদের কথা জানাইতে ইচ্ছা
লেন। এজন্য যথাসময়ে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সিপাহীরা
বেত হইল। এ সময়ে তাহাদের ধীরতা ও প্রশান্তভাবের কোনরূপ

বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। তাহাদের ধীরতা দেখিয়া সেনাপতিগ[ণ]
সন্তুষ্ট হইলেন। অবিলম্বে তাহাদের সম্মুখে গবর্ণর জেনেরলের ধন্যবাদলিপি
পঠিত হইল। এলাহাবাদের কমিশনর সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষের অনুরোধে
এস্থলে উপস্থিত হইয়া হিন্দুস্থানীতে সিপাহীদিগের গভীর রাজভক্তি
ও অটল বিশ্বস্ততার প্রশংসা করিলেন। সিপাহীরা এই বক্তৃতায় অধিকতর
প্রীত হইল এবং প্রীতিসহকারে আনন্দধ্বনি করিয়া বক্তার বক্তৃতার
মর্য্যাদারক্ষা করিল। বক্তৃতা শেষ হইল। সিপাহীরা স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত
হইতে লাগিল। ইউরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাহাদের ধীরতা ও
বিশ্বস্ততার চিহ্ন দর্শনে সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইয়া, কেহ অশ্বারোহণে কেহ বা
পদব্রজে ভোজনগৃহে যাইতে লাগিলেন। এই স্থানে আহারের জন্য
সকলে একত্র হইয়া ৬গণিত সিপাহীদলের ব্যবহারে সন্তোষপ্রকাশ
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন নৌসেতুর সম্মুখবর্ত্তী কামানদ্বয়
দুর্গে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল না।
অবিলম্বে কামান দুইটি দুর্গে লইয়া যাইবার আদেশ প্রচারিত হইল।

সৈনিক কর্ম্মচারীরা ভোজনগৃহে সমবেত হইয়া নিরুদ্বেগে ভোজনে
প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েকটি অতি তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ বালক ৬ গণিত সিপাহী
দলের মধ্যে সামরিক কার্য্য শিখিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, ইহারাও নিরুদ্বেগে
অফিসরদিগের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। ইহাদের কিশোর বয়সের
উৎফুল্ল ভাব আবার জাগিয়া উঠিল। ইহারা গরীয়সী জন্মভূমিতে স্নেহময়ী জননী
পার্শ্বে থাকিয়া যে রূপ শান্তিসুখ অনুভব করিত, উপস্থিত সময়েও সেই রূপ
শান্তিসুখে সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উপবিষ্ট রহিল। এই রূপে বালক,
বৃদ্ধ, যুবক, সকলেই প্রশান্তভাবে সেই প্রশান্ত রজনীর স্নিগ্ধ সমীরসঞ্চালনে
প্রফুল্ল হইয়া ভোজনের সঙ্গে নানারূপ আলাপ করিতে লাগিল। সিবিল
কর্ম্মচারীরাও ইহাদের ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, এবং
নিরুদ্বেগে ভোজনস্থলে আসনপরিগ্রহ করিলেন। এই রূপে ৬ই জুন
রজনীসমাগমে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্রশান্ত
ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। যাহারা পূর্ব্ব রাত্রিতে দুর্গে যাইয়া নিদ্রিত
হইয়াছিল, তাহারা ৬ই জুন গৃহে প্রত্যাগত হইল। মিরাট ও দিল্লী

সংবাদপ্রাপ্তির পর আর কোন দিন সায়ংকালে এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ এরূপ শান্তিসুখভোগ করেন নাই। কিন্তু রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময়ে সহসা এই শান্তিসুখ তিরোহিত হইল। সহসা আশঙ্কাসূচক ভেরীধ্বনিতে এলাহাবাদের সমগ্র ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেনাপতি সসম্ভ্রমে বাসগৃহে প্রত্যাগত হইয়া অশ্বারোহণে সৈনিকনিবাসে গমন করিলেন। অপরাপর ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষও ভেরীধ্বনিতে তাড়াতাড়ি এই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ৬গণিত বিশ্বস্ত সিপাহী-দলের সঙ্কল্প এত ক্ষণে কার্য্যে পরিস্ফুট হইল। যাহারা ক্ষণস্থায়ী বিশ্বস্ততায় সেনাপতির প্রীতির উৎপাদন করিয়াছিল, তাহারাই কর্ত্তৃপক্ষের বিচারদোষে বলবতী আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, এতক্ষণে আপনাদের বৈরনির্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য অস্ত্রপরিগ্রহ করিল।

যে সকল সিপাহী নৌসেতুরক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারাই সর্ব্বপ্রথম উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের নিকটে দুইটি কামান ছিল, কর্ত্তৃপক্ষ যখন ঐ দুইটি কামান দুর্গে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন, তখন তাহারা উহা সহজে ছাড়িয়া দিল না। বারাণসীতে কামানের গোলায় তাহাদের স্বদেশীয়দিগের কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, তাহা তাহাদের অবিদিত ছিল না। কামান স্থানান্তরিত হইলে হয় ত, তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা বিচলিত হইয়া উঠিল। গভীর আশঙ্কায়, বলবতী উত্তেজনায় তাহাদের আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিল না, তাহারা অধীরভাবে কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষকে আক্রমণ করিল। কামানরক্ষক অবিলম্বে আক্রমণকারী সিপাহী-দিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, অযোধ্যার অনিয়মিত সিপাহীদিগের অধ্যক্ষের সাহায্যপ্রার্থনা করিল। অধ্যক্ষ সাহায্যদানে বিলম্ব করিলেন না। তিনি আপনার সৈন্যকে কামানরক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। সিপাহীরা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই আদেশপালনে উদ্যত হইল। ইহার মধ্যে কামানরক্ষক দুর্গে সংবাদ পাঠাইলেন। এই সময়ে সিপাহীদিগের ভয়ঙ্কর কোলাহল, বন্দুকের গভীর শব্দ, সৈনিকনিবাস হইতে স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইতেছিল। কামানরক্ষক ও অযোধ্যার সৈনিকদলের অধিনায়ক যখন

অশ্বারোহণে যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন অযোধ্যার সিপাহীদিগের তিন জন মাত্র তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই ৬গণিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই সময়ে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কর-জালে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া, সেই কৌমুদীবিধৌত প্রশান্ত রজনীতে ইউরোপীয়দিগের শোণিত-পাতে অগ্রসর হইল। তাহাদের গুলির আঘাতে অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিক-দলের অধিনায়ক নিহত হইলেন। কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ প্রাণে প্রাণে পলায়ন করিল। এই ভয়ঙ্কর সময়ে অযোধ্যার কতিপয় সিপাহী আপনাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে কাতর হয় নাই। তাহাদের স্বদেশীয়গণ যখন ফিরিঙ্গীর বিনাশে দলবদ্ধ হইয়াছিল, তখনও তাহারা বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের ধীরতা ও প্রভুপরায়ণতা তখনও অটল ছিল; তাহারা নিহত অধিনায়কের দেহ স্বদেশীয়দিগের করাল আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিয়া, নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে অপরাপর সিপাহীদিগে উত্তেজনা নিবারিত হইল না। উত্তেজিত সিপাহীরা আপনাদের অভ্যুত্থান সংবাদ জানাইবার জন্য সহযোগীদিগের নিকটে দুইজন লোক পাঠাইয়া দিল কথিত আছে, তাহারা এই বার্ত্তাবিজ্ঞাপনের জন্য ব্যোমধ্বনি করিয়াছিল এইরূপে সংবাদ দিয়া, তাহারা কামান লইয়া বিপুলবিক্রমে সৈনিকনিবাসে অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের অধিনায়ক যখন অশ্বারূ হইয়া কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে আসিলেন, তখন সমগ্র সিপাহীদল প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইল।

কর্ণেল সিম্‌সন্ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সিপাহীদিগের মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। এ সময়ে কর্ত্তা কর্ত্তৃত্বপ্রকাশে সমর্থ হইলেন না পরিচালক আপনার অধীন লোকের পরিচালনে কৃতকার্য্য হইলেন না। অনুগ লোকে পরিচালকের আনুগত্যস্বীকারে ইচ্ছা করিল না। কর্ত্তার কর্ত্তৃ অনুগতের আনুগত্য, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপী অধিনায়কেরা আপনাদের অধীন সৈনিক পুরুষদিগকে, যে আদেশ দিতে লাগিলেন, সৈনিক পুরুষেরা সে আদেশপালনে যত্নপ্রকাশ করিল না সেনাপতি সিম্‌সন্ কাওয়াজের ভূমিতে কামান আনিবার কারণজিজ্ঞা

করিলেন। দুইজন সিপাহী তাঁহার দিকে গুলি চালাইয়া, এই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিল। শিষ্টাচারে বা মিষ্ট কথায়, ক্ষমতায় বা সদুপদেশে, সিপাহী-দিগকে এখন বশীভূত করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। উত্তেজনায় অধীর হইয়া সিপাহীরা প্রতি কথায় গুলি চালাইতে লাগিল, এবং আপনাদের অধিনায়কদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রশায়ী করিবার জন্য যুদ্ধের অয়োজন করিল। সেনাপতি হতাশ হইলেন, আত্মপ্রাধান্যরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি আর এক দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। এই স্থানের কতিপয় সিপাহী সেনাপতির প্রতি সৌজন্যপ্রকাশে বিমুখ হইল না। তাহারা অস্ত্রপরিত্যাগ পূর্ব্বক সিম্‌সনের অধিষ্ঠিত অশ্বের চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে প্রাণরক্ষার জন্য দুর্গে যাইতে কহিল। সেনাপতি আর একটি সৈনিক পুরুষের সহিত ধনাগার রক্ষার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু ধনাগারে যাইবার পথও সাতিশয় বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। সেনাপতি যেদিকে গমন করেন, সেই দিকেই অনবরত গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই রূপে চতুর্দ্দিকে গুলিবৃষ্টির মধ্যে সেনাপতি আপনার প্রাণ লইয়া বিব্রত হইলেন। বন্দুকের একটি গুলি তাঁহার টুপির পার্শ্বভাগ দিয়া চলিয়া গেল, সেনাপতি দুর্গের দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। সিপাহীরা এই সময়েও তাঁহার দিকে গুলিবৃষ্টি করিতে নিরস্ত থাকিল না। ক্রমান্বয়ে কয়েকটি গুলিতে তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব আহত হইল। তেজস্বী বাহন এইরূপে আহত হইয়াও, আরোহীকে লইয়া, প্রবলবেগে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইল। সেনাপতি অধিষ্ঠিত অশ্বের দেহনিঃসৃত শোণিতে রঞ্জিত হইয়া, নিরাপদে দুর্গে আশ্রয়-গ্রহণ করিলেন। তদীয় বাহন অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত আরোহীর জীবন-রক্ষা করিয়াই দুর্গদ্বারে গতাসু হইল।

সেনাপতি সিমসন্ দুর্গে পলায়ন করিলেও, সিপাহীরা নিরস্ত হইলনা। তাহারা যে সকল ইউরোপীয়কে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকেই আক্রমণ করিতে লাগিল। অনেকে তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে বিমুক্ত হইল, অনেকে পলায়ন করিতে না পারিয়া, তাহাদের ভীষণ অস্ত্রাঘাতে চিরনিদ্রিত হইয়া পড়িল। যে ৮টি বালক সমরবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য এতদ্দেশে আসিয়াছিল, তাহাদের ৭টি সিপাহীদিগের হস্তে নিহত হইল। অপরটি

সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও নিকটবর্ত্তী একটি গর্ত্তের মধ্যে আত্মগোপন করিল। এই সময়ে ইহার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক ছিল না। ষোড়শ-বর্ষীয় বালক নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া, চারি দিন সেই অপকৃষ্ট স্থানে লুকায়িত রহিল। তাহাদের স্বদেশীয়দিগের কেহই তাহার রক্ষার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল না। যে সকল ইউরোপীয় দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্গের বাহিরে কি হইতেছে, কিছুই জানিতেন না। আক্রমণকারী সিপাহীদিগের ভয়ে, তাঁহাদের কেহই বহির্ভাগে যাইতে সাহসী হইতেন না। আহত বালক এই রূপ অসহায় অবস্থায় চারি দিন সেই অনাবৃত স্থানে পড়িয়া রহিল। আহার্য্য ও পানীয়ের অভাবে তাহার কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপময় দিন ও সুশীতল রাত্রি তাহার মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। পঞ্চম দিবসে সিপাহীরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া সরাইতে লইয়া আসিল। এই স্থানে আরও কতিপয় খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বন্দী ছিল। গোপীনাথনামক এক জন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, আহত বালককে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় নিরতিশয় কাতর দেখিয়া, আহার্য্য ও পানীয় দিলেন। বালক উহা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু তাহার শান্তিলাভ হইল না। তাহার ক্ষত স্থান নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কতিপয় উত্তেজিত মুসলমান আসিয়া গোপী-নাথকে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মপরিগ্রহ করিতে কহিল। বালক ইহা শুনিতে পাইল এবং যাতনায় কাতর হইয়াও তেজস্বিতার সহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "পাদ্‌রি! পাদ্‌রি! আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিওনা।" এই তেজস্বী বালক পরিশেষে সিপাহীদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত ও দুর্গে নীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার জীবনরক্ষা হয় নাই। অনাহারে ও অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকাতে, তাহার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয়। বালক ১৬ই জুন এলাহাবাদের দুর্গে প্রাণত্যাগ করে।

দুর্গে ৬ গণিত সিপাহীদিগের এক দল এবং অন্য এক দল শিখসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। যখন ইহারা দুর্গের বাহিরে মুহুর্মুহুঃ বন্দুকধ্বনি শুনিতে পাইল, তখন ভাবিল, বারাণসীর সিপাহীরা সৈনিকনিবাসে আসিয়াছে, এবং তাহাদের স্বদেশীয়েরা ঐ সকল সিপাহীর সহিত সম্মিলিত

হইয়াছে। কিন্তু যখন সেনাপতি সিম্‌সন্‌ অধিষ্ঠিত অশ্বের শোণিতে রঞ্জিত হইয়া দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন তাহাদের ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন তাহারা বারাণসীর সিপাহীদিগের উপস্থিতির সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, দুর্গের বহিঃস্থ স্বদেশীয়দিগের পরিণামচিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে সেনাপতি দুর্গে প্রবেশ করিয়াই ষষ্ঠ দলের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। শিখদিগের অধিনায়কের উপর নিরস্ত্রীকরণের ভার সমর্পিত হইল। এই অধিনায়ক পঞ্জাবের যুদ্ধে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শিখদিগকে এই অপ্রীতিকর কার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিতে বিমুখ হইলেন না। এই সময়ে সিপাহীরা দুর্গের সদর দ্বাররক্ষা করিতেছিল, যখন সৈনিকনিবাসের দিকে বারংবার বন্দুকের শব্দ হয়, তখন ইহারা আপনাদের বন্দুক গুলিপূর্ণ করিয়া বিপক্ষদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। যদি শিখসৈন্য ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা সহসা এই সম্মিলিত সৈন্যের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। অধিকন্তু যদি ধনাগারের অর্থরাশি দুর্গে আনীত হইত, তাহা হইলেও সৈনিকনিবাসের উত্তেজিত সিপাহী ও নগরের দুর্বৃত্ত জনসাধারণ সম্ভবতঃ দুর্গ আক্রমণ করিত, এরূপ হইলেও দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দিগের ক্ষমতা বিনষ্ট হইত। হয় ত এলাহাবাদ ইঙ্গরেজের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িত। কিন্তু দুর্গস্থিত পঞ্জাবী সৈনিক পুরুষেরা হিন্দুস্থানী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত সম্মিলিত হইল না। ধনাগারের অর্থ দুর্গে সমানীত হইয়া, প্রলুব্ধ জনসাধারণকে দুর্গাক্রমণে উত্তেজিত করিল না। দুর্গের যেস্থানে সিপাহীরা গুলিপূর্ণ বন্দুক হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, সেই স্থানে সশস্ত্র শিখেরা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পুরোভাগে চুনার হইতে আগত কামান স্থাপিত হইল। অদূরে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদলের ইউরোপীয় সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, সন্নিবেশিত রহিল। কামানরক্ষক ইঙ্গরেজ সৈনিকপুরুষেরা প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া কামানের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্গের হিন্দুস্থানী সিপাহীরা সে সময়ে কোনরূপ অবাধ্যতা বা কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন দেখাইল না। তাহারা অধিনায়কের

আদেশে ক্ষুব্ধহৃদয়ে অস্ত্রপরিত্যাগ পূর্ব্বক স্তূপাকৃতি করিয়া রাখিল, এবং দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইল।

এলাহাবাদের দুর্গে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল, যদি দুর্গ ইঙ্গরেজের অধিকারচ্যুত হইত, তাহা হইলে ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র সিপাহীদিগের হস্তগত হইয়া, নিঃসন্দেহ তাহাদের বলবৃদ্ধি করিত। একটি কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ ইহা ভাবিয়া, দুর্গের বারুদাগারে অগ্নিসংযোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। কাপ্তেন উইলোবি, যেরূপে দিল্লীর প্রকাণ্ড বারুদাগার নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা এই সৈনিকপুরুষের অবিদিত ছিল না। গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইলে, উক্ত সৈনিক পুরুষ উইলোবির প্রবর্ত্তিত পথের অনুসরণ পূর্ব্বক, দুর্গের বারুদাগারের সহিত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করে। কিন্তু বিনা গোলযোগে সিপাহীরা নিরস্ত্রীকৃত ও দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইল, দুর্গে ইঙ্গরেজের পতাকা পূর্ব্ববৎ উড়িতে লাগিল, কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ যে দুষ্কর কার্য্যসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে কার্য্য আর অনুষ্ঠিত হইল না। দুর্গের বারুদাগার, অস্ত্রাগার, সমস্তই পূর্ব্ববৎ রহিল।

এলাহাবাদের ষষ্ঠ দলের সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানের ইতিহাস এইরূপ। এই ইতিহাসে সিপাহীদিগের একতা ও পরস্পর একীভূতভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। যখন নৌসেতুর সম্মুখে সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হয়, এবং কামানসহ সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়া, ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগকে আক্রমণ করে, তখন দুর্গস্থিত সিপাহীরা তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে কোন বিষয় সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা অদূরে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভাবিতেছিল, বারাণসীর সিপাহীরা প্রবলপরাক্রমে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কার্য্য করিবার জন্য একীভূত হয় নাই। দুর্গের বাহিরে তাহাদের স্বদেশীয়গণও তাহাদিগকে একসময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য কোনরূপ সঙ্কেত করে নাই। যখন সেনাপতি সিমসন্ রক্তাক্তদেহে দুর্গে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহারা উদ্বেগে উদ্‌ভ্রান্ত হইল। সেনাপতি দুর্গে উপস্থি

ইয়াই, তাহাদিগকে নিরস্ত্রীকৃত করিবার প্রস্তাব করিলেন।
ই প্রস্তাব যখন কার্য্যে পরিণত হয়, তখন শিখেরা নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীদিগের
ক্ষসমর্থনে উদ্যত হয় নাই। যদি একসময়ে দুর্গের বহিঃস্থ সিপাহীরা
সনিকনিবাসে ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিত, এবং দুর্গস্থিত সিপাহী ও
শিখেরা পরস্পরসম্মিলিত হইয়া, দুর্গের ইউরোপীয়দিগের ক্ষমতাবিনাশে
দ্যত হইত, তাহা হইলে এলাহাবাদে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের গতিরোধ
রা, ইঙ্গরেজের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। হয় ত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ দুর্গ
সিপাহীদিগের হস্তগত হইত, এবং গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে সিপাহীদিগের
প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিত। এইরূপে সুদক্ষ পরিচালক ও সুশৃঙ্খল
কার্য্যপ্রণালীর অভাবে, এলাহাবাদে সিপাহীদিগের সমুত্থান গোলযোগপূর্ণ
ইয়াছে। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের প্রায় সকল স্থানেই এইরূপ গোলযোগ
দখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সামরিক নীতির অংশে সিপাহীযুদ্ধের
তিহাসে এলাহাবাদের সিপাহীদিগের এইরূপ বিশৃঙ্খল সমুত্থানই
অধিক প্রসিদ্ধ। যেহেতু, এই সমুত্থানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনাও
তদ্রূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। মূল বিষয় যেরূপ শৃঙ্খলার অভাবে ব্যর্থ
য়, তৎপ্রসূত ঘটনাবলীও সেইরূপ শৃঙ্খলার অভাবে বিফল হইয়া যায়।
সিপাহীদিগের সমুত্থানের অব্যবহিত পরেই, প্রায় সমগ্র নগর কোম্পানির
বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে। নগরের প্রান্তবর্ত্তী ভূভাগেও ঐরূপ উত্তেজনার
প্রতিবিস্তার হয়। দেখিতে দেখিতে সুদূরবর্ত্তী কৃষকপল্লীসমূহও সংক্ষুব্ধ
হইয়া উঠে। যদি এই সার্ব্বজনীন সমুত্থানের কার্য্যপ্রণালী বিশিষ্ট যোগ্যতা
সহকারে অবধারিত ও বিশিষ্ট নৈপুণ্যসহকারে পরিচালিত হইত, এবং যদি
সমগ্র জনসাধারণ একবিধ মন্ত্রণায় সম্বদ্ধ হইয়া, একবিধ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য
একীভূতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, ইঙ্গরেজ
সহসা এই সমুত্থান নিবারিত করিতে সমর্থ হইতেন না, এবং সহসা আপনাদের
প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। কিন্তু এই সর্ব্বব্যাপী
অভ্যুত্থানের কোন অংশেও একতা বা শৃঙ্খলার চিহ্ন রহিল না। প্রত্যেকেই
স্বাধীন হইয়া অসঙ্কুচিতভাবে স্বাধীনতার অপব্যবহারে উদ্যত হইল। কেহ
কাহারও মতানুবর্ত্তী হইল না। কেহ কাহারও প্রাধান্যস্বীকারে ইচ্ছা

করিল না। কেহ কাহারও সহিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির মন্ত্রণা করিতে আগ্রহ দেখাইল না। সকলেই স্বপ্রধান, সকলেই স্বমতানুবর্ত্তী ও সকলেই স্বাভীষ্ট-সিদ্ধিপরায়ণ হইয়া, অবিচ্ছেদে ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। কোথাও শৃঙ্খলা, প্রাধান্য বা কর্ত্তৃত্বের সম্মান রহিল না। সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলার অভাব ও স্বেচ্ছাচারের প্রবলতা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরের মধ্যে এলাহাবাদের ন্যায় কোন নগরই বিভিন্ন জাতির জনগণে অধ্যুষিত ছিল না। এই স্থানে যেরূপ হিন্দুর প্রাধান্য ছিল, সেইরূপ মুসলমানেরও ক্ষমতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। এলাহাবাদের বহুসংখ্য মুসলমান এক সময়ে দিল্লীর মোগল সম্রাটের প্রতিপালিত ও অনুগৃহীত ছিলেন। ইহাদের পূর্ব্বতন সুখসৌভাগ্যের বিষয় এখনও ইহাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতির সময়ে ইহারা যেরূপ ক্ষমতাশালী ও সৌভাগ্যশালী ছিলেন, সেই রূপ ক্ষমতা ও সেইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে এখনও ইহাদের বলবতী বাসনা ছিল। সুতরাং ইহারা ইঙ্গরেজের প্রাধান্যে তাদৃশ সন্তুষ্ট ছিলেন না। যখন এলাহাবাদে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন ইহারাও সেই উত্তেজনার তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, আপনাদের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরাবির্ভাব হইল বলিয়া মনে করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও শৃঙ্খলা বা কার্য্যপ্রণালীর একতা রহিল না। ইহারা মোহিনী কল্পনায় বিমুগ্ধ হইয়া, আপনাদের মানসপটে যে সুখময় চিত্র অঙ্কিত করিতে ছিলেন, সেই চিত্রের সম্মোহন ভাবে ইহাদের ধীরতার বিপর্য্যয় ঘটিল। ইহারা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খল কার্য্য-পরম্পরায় সমবেদনা দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। ইউরোপীয়েরা যখন দুর্গে আত্মরক্ষায় তৎপর ছিলেন, তখন সমগ্র নগরে ও নগরের উপকণ্ঠ-বর্ত্তী সমগ্র ভূখণ্ডে বিষম গোলযোগের সূত্রপাত হইল। ৬ই জুনের সমস্ত রাত্রি, অবিচ্ছেদে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কারাগারের দ্বার ভগ্ন হইল, কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীগণ আপনাদের সেই অপূর্ব্ব আভরণ উন্মোচিত না করিয়াই, লুণ্ঠনাশায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। উত্তেজিত জন-

াধারণের অধিকাংশই, ইউরোপীয়দিগের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। পথে তাহারা যে ইউরোপীয় বা ইউরেশীয়কে দেখিতে পাইল, তাহার প্রতিই অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের গৃহ বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল। গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা দূর হইতে এই অগ্নিশিখা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের মনোরম্য আবাসগৃহসকল অবিলম্বে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের দোকান সকল বিলুণ্ঠিত হইল। রেলওয়ের কারখানা বিনষ্ট ও টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইয়া গেল। দুর্গের বাহিরে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাহাদের প্রায় কেহই নিষ্কৃতিলাভে সমর্থ হইল না। উত্তেজিত লোকে সম্পত্তিলুণ্ঠনে ও ফিরিঙ্গীহননে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। তাহারা এখন সর্ব্বান্তঃকরণে সেই প্রতিজ্ঞা-পালন করিতে লাগিল। সিপাহীরা এক দিন পূর্ব্বে যাহাদের প্রাধান্য-রক্ষার প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিল, এখন তাহারাই সেই প্রাধান্যনাশে উদ্যত হইল। কোম্পানির সৈনিকদলের যে সকল সিপাহী পেন্‌সন্‌ভোগী হইয়া জীবনের শেষভাগ শান্তিসুখে অতিবাহিত করিতেছিল, কথিত আছে, তাহারাও এই সময়ে তাহাদের উত্তেজিত স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইতে বিমুখ হয় নাই *। তাহাদের যৌবনের কার্য্যপটুতা অন্তর্হিত হইয়াছিল, বার্দ্ধক্যের আবির্ভাবে বল ও বিক্রম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা উত্তেজনার গতিবিস্তারে বিমুখ হইল না। তাহাদের পরামর্শে অনেকে ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। এইরূপে বৃদ্ধের পরামর্শে, যুবকের পরাক্রমে, সমগ্র এলাহাবাদ ভীষণভাবের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল। রাজকীয় শাসন কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত হইল; অরাজকতা কিছুকালের জন্য পূর্ণভাবে বিকাশ পাইল; এবং অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত সবুজ পতাকা কিছুকালের জন্য কোতোয়ালীতে উড্ডীন হইয়া, মোগলের প্রাধান্যঘোষণা করিতে লাগিল।

উত্তেজিত লোকে কেবল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। এলাহাবাদের অনেক বাঙ্গালী শান্তভাবে কালাতিপাত করিতে-

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 257, Note.*

ছিলেন, পবিত্র প্রয়াগে, পবিত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে, বাস করিয়া, ইহারা পুণ্যসঞ্চয় ও শারীরিক স্বাস্থ্যবর্দ্ধনের আশা করিতেছিলেন। দূরাগত অনেক বাঙ্গালীও স্রোতস্বতীসঙ্গমে অবগাহন করিবার জন্য, এই স্থানে আসিয়াছিলেন। উত্তেজিত জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোনরূপ সমবেদনা ছিল না। কোম্পানির রাজ্যবিনাশার্থেও ইহারা কাহারও পরামর্শে পরিচালিত হইতেন না। ইহারা নিরীহভাবে আপনাদের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং কোম্পানির অধিকারে আপনাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ রহিয়াছে ভাবিয়া, নিরুদ্বেগে ধর্ম্মাচরণে মনোনিবেশ করিতেন। নগরের দুর্বৃত্ত লোকে এখন এই শান্তস্বভাব অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, বাঙ্গালীরা চারিদিকে বিধ্বংসের বিকট ভাব দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সম্পত্তি অধিকৃত হইল, তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং তাঁহাদের আবাসগৃহে মুহুর্মুহুঃ ভয়াবহ কোলাহল ও কাতরকণ্ঠনিঃসৃত করুণরোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বাঙ্গালীগণ অবশেষে উত্তেজিত জনসাধারণের প্রাধান্যস্বীকার করিয়া, এবং শপথপূর্ব্বক আপনাদিগকে বৃদ্ধ মোগলের অধীন বলিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইলেন। এইরূপে আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, তাঁহারা আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা দুর্গস্থিত ইঙ্গরেজদিগের সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন, সে সময়ে ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে লইয়াই বিব্রত ছিলেন, এবং আপনাদের জীবনের জন্যই অপরের নিকট সাহায্যের আশা করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা কোনরূপ সাহায্যদানে সমর্থ হইলেন না। বাঙ্গালীরা অতঃপর এক জন সমৃদ্ধিপন্ন হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র সৈনিকদল সংগঠিত করিলেন।

ধনাগারবিলুণ্ঠন, উত্তেজিত সিপাহীদিগের ও জনসাধারণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ৬ই জুন ইহারা ধনাগারের অর্থরাশি স্পর্শ করে নাই। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিল যে, এই অর্থ সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য দিল্লীতে লইয়া গিয়া বৃদ্ধ মোগলকে দেওয়া হইবে। স্বাধীনতামূলক জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কেহই সে সময়ে ধনাগারের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করে নাই। সমস্তই কোম্পানির শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদরূপ

দিল্লীর মোগল সম্রাটের নামে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ৭ই জুন প্রাতঃকালে গণিত সিপাহীদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া, এই প্রস্তাবের রুদ্ধে মতপ্রকাশ করিল। অনন্তর ঐ দিন বেলা দুই প্রহরের পর াহারা ধনাগারে উপস্থিত হইল, সবলে দ্বার উদ্ঘাটিত করিল, এবং মুদ্রাপূর্ণ লিয়াসকল সংগ্রহ করিতে লাগিল। সিপাহীদিগের যে যত পারিল, সেই ত থলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। অবশিষ্ট অর্থ দুর্বৃত্ত লোকে লুঠিয়া লইল। থিত আছে, এইসময়ে এলাহাবাদের ধনাগারে ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল। সিপা-ারা প্রত্যেকে ৩। ৪ টি থলিয়া লইয়া যায়। প্রতি থলিয়ায় এক এক হাজার াকা ছিল। সিপাহীরা এই রূপ অর্থলাভে সন্তুষ্ট হইয়া, আপনাদের াবাসপল্লীতে গমন করিল, কিন্তু নগর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান নিরুপদ্রব ইল না। কোম্পানির মুল্লুক বিনষ্ট হইল ভাবিয়া, ধনলুব্ধ দুর্বৃত্ত লোকে বাধে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। শ্বেত পুরুষদিগকে লায়িত দেখিয়া, তাহাদের সাহস অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। তাহারা বর্দ্ধিত-াহসে ও অসঙ্কুচিতভাবে অরাজকতার প্রশ্রয়বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

নগরের বিপ্লব দেখিতে দেখিতে সুদূরবর্ত্তী পল্লীসমূহে সংক্রান্ত হইল। । সকল তালুকদার ইঙ্গরেজের আদালতে আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এসময়ে নিরীহ কৃষাণদিগকে উত্তেজিত রিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে মুসলমান স্বামিগণেরই প্রাধান্য ছিল। ইহারা ভারতের ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তার পদে ৰ মোগলকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে অনিচ্ছু ছিলেন না। গঙ্গাযমুনার পার্শ্ববর্ত্তী ানসমূহে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব ছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কেহ কেহ পস্থিত বিপ্লবে কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। কোম্পানির ক্ষমতা-শের জন্য উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে ইহাদের ছা হইল না। ইহারা কোন পক্ষের সমর্থন না করিয়া, আত্মরক্ষার উপায় খিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা ইঙ্গরেজের প্রাধান্যনাশের সহিত াপনাদের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিয়া, আপনারাই বিমুগ্ধ হইতে গিলেন। সুতরাং চিরপ্রসিদ্ধ গঙ্গাযমুনার দোয়াবের অনেকস্থলে াম্পানির শাসনপ্রণালী, কোম্পানির বিধিব্যবস্থা ও কোম্পানির

প্রাধান্য কিছু দিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। কিছু দিন পরে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের কার্য্য শেষ হইল। দুর্বৃত্ত জনসাধারণ বলবতী লালসার আর কোন বিষয় না পাইয়া, কিছু দিন পরে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতেও অরাজকতার শান্তি হইল না। ভয়াবহ বিপ্লবের উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যাবলী এখন প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে ও ধারাবাহিকরূপে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। জনসাধারণের হৃদয় যখন উত্তেজিত হয়, আত্মক্ষমতা, আত্মপ্রভুত্ব বা আত্মধর্ম্মের প্রাধান্যস্থাপনের ইচ্ছা, যখন সাধারণের মধ্যে বলবতী হইয়া উঠে, বিপ্লব যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভীষণভাব পরিগ্রহ করিয়া, সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন সাধারণকে অধিকতর উত্তেজিত করিবার, সাধারণের হৃদয়গত অভিলাষ অধিকতর প্রবল করিবার বা সর্ব্বব্যাপী বিপ্লব অধিকতর ভীষণভাবে পরিণত করিবার জন্য লোকের অভাব হয় না। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ লোকের আবির্ভাবে বিলম্ব হইল না। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে একটি মুসলমানপল্লীতে একজন মৌলবী ছিলেন। ইনি এলাহাবাদের খসরুবাগে আসিয়া বাস করেন। এই উদ্যান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও কতিপয় সমাধিস্থানের জন্য মুসলমানদিগের মধ্যে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। মৌলবী এই পবিত্র উদ্যানে বাস করিয়া আপনাকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাধু পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অনেক কৌতূহলপর মুসলমান তাঁহার শিষ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইল। বিপ্লবের সময়ে মৌলবী যখন উত্তেজিত জনসাধারণের মধ্যে গম্ভীর স্বরে দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া, ঘোষণা করিলেন, তখন সকলে আগ্রহসহকারে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। মৌলবীর তদানীন্তন উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায়, মুসলমানেরা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত করিবার মানসে দলবদ্ধ হইল। মৌলবীর কথায় তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইঙ্গরেজশাসনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মোগল সম্রাট্ পুনর্ব্বার সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেন। দিল্লীতে তাঁহার প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। এলাহাবাদে তাঁহার অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা উড্ডীন হইতেছে। দিল্লীতে ফিরিঙ্গীরা নিহত

হইয়াছে। এলাহাবাদেরও কেহ কেহ নিহত হইয়াছে,কেহ কেহ বা দুর্গমস্থানে আত্মগোপন করিয়াছে। সুতরাং মোগলের সর্ব্বব্যাপী আধিপত্য অবিসংবাদিতরূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। উত্তেজিত মুসলমানসম্প্রদায় এইরূপে আপনাদের কল্পনায় আপনারাই বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। তাহাদের মৌলবী এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এলাহাবাদের শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার নাম ও গুণাবলী মহম্মদের শিষ্যবর্গের মুখে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাঁহার কথায় মুসলমানদিগের হৃদয়ে ফিরিঙ্গীবিদ্বেষ অধিকতর প্রবল হইল। তাঁহার মন্ত্রণায় মুসলমানেরা, সকলকেই ফিরিঙ্গীবিদ্বেষী করিয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহার আদেশে মুসলমানদিগের কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষে শ্বেত পুরুষের আর কোন চিহ্ন থাকিবে না। সর্ব্বত্র মুসলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও মুসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইবে। এই বলিয়া তিনি সকলকে দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে উত্তেজিত লোকে দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। ইঙ্গরেজের কামানে আক্রমণকারীদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইল। সরিৎসঙ্গমের তটবর্ত্তী বিশাল দুর্গে পূর্ব্ববৎ ইঙ্গরেজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল। এলাহাবাদের এই মৌলবীর নাম লিয়াকৎ আলি। ইনি জাতিতে তাঁতী ও ব্যবসায়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। নিরতিশয় আত্মশুদ্ধি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য বাসগ্রামে ইহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল ছিল। বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় চেলনামক পরগণার মুসলমান ভূস্বামিগণ ইহাকে আপনাদের অধিনেতা করিয়া এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। অতঃপর ইনি এলাহাবাদবিভাগের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষিত হয়েন এবং দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতির নামে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করেন।

এলাহাবাদে মৌলবীর এইরূপ প্রাধান্য দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণভাবে থাকিল না। মহম্মদের শিষ্যেরা দীর্ঘকাল এলাহাবাদে আপনাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিতে পারিল না। ইঙ্গরেজের প্রভুত্ব আবার এলাহাবাদে

বদ্ধমূল হইল। যখন সিপাহীরা যুদ্ধোন্মুখ হয়, নগরের পর নগরে যখন তাহাদের আক্রমণে ইঙ্গরেজেরা প্রাণত্যাগ বা পলায়ন করিতে থাকেন, তখন এলাহাবাদের দিকে সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ আউট্রাম এই স্থান হস্তগত রাখিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে কহিয়াছিলেন। রাজনীতিকুশল হেন্‌রি লরেন্স এই স্থানে আপনাদের আধিপত্যরক্ষা করিবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে এলাহাবাদে ইঙ্গরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এলাহাবাদের বিশাল দুর্গে ইঙ্গরেজের পতাকা পূর্ব্ববৎ উড়িতে লাগিল। যদি দুর্গ ইঙ্গরেজের অধিকারচ্যুত হইত, তাহা হইলে কাণপুর ও লক্ষ্ণৌ অধিকার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। হয় ত ভারতে ইঙ্গরেজের বিশাল সাম্রাজ্য বিপ্লবের ভয়াবহ অভিঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত *। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারিতা বা মানুষের ক্ষমতা এস্থলে পরিস্ফুট হউক বা নাই হউক, ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় ইচ্ছায় এলাহাবাদের দুর্গে ইঙ্গরেজের বিজয়পতাকা অক্ষুণ্ণ রহিল। বারাণসীতে শিখসৈন্য ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিয়াছিল। এলাহাবাদের শিখসৈন্য হিন্দুস্থানী সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে ইঙ্গরেজের আদেশানুবর্ত্তী হইল। যদি এলাহাবাদের সামরিক রঙ্গভূমিতে বারাণসী-ব্যাপারের অভিনয় হইত, তাহা হইলে ঘটনাচক্র বোধ হয়, অন্যদিকে আবর্ত্তিত হইত। যাহা হউক, অনতিবিলম্বে এলাহাবাদের দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। যে সাহসী, সুদক্ষ, স্বজাতিহিতৈষী অথচ কঠোরহৃদয় বীরপুরুষ বারাণসীরক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সৈনিকদল সহ এলাহাবাদের দুর্গে প্রবেশ করিয়া, তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের হৃদয় আশ্বস্ত করিলেন।

সেনাপতি নীল ১১ই জুন এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। তিনি যখন বারাণসী হইতে যাত্রা করেন, তখন এলাহাবাদে কি হইতেছে, কিছুই জানিতে পারেন নাই। টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সেই মুহূর্ত্তে কোন সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক,

* *Russell, Diary in India, Vol I. p. 155.*

তেজস্বী সেনাপতি বিশিষ্ট সত্বরতাসহকারে, এলাহাবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রচণ্ড নিদাঘের নিদারুণ আতপে তাঁহার বা দেশীয় সৈন্যের গতিরোধ হইল না। সেনাপতি সমস্ত বিঘ্নবিপত্তিতে উপেক্ষা করিয়া, ত্বরিতগতিতে গঙ্গার তটদেশে উপস্থিত হইলেন। দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা তাঁহার আগমনসংবাদ জানিতে পারেন নাই, এজন্য সেনাপতির পার হওয়ার জন্য নৌকা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এই অন্তরায় মাত্র বিদূরিত হইল। কার্য্যকুশল নীল এতদ্দেশীয় কতিপয় পোতবাহককে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিলেন। তাহারা একখানি নৌকা আনিয়া দিল, সেনাপতি কতিপয় সৈনিক পুরুষের সহিত ঐ নৌকায় অপর তটে উপস্থিত হইলেন। এদিকে দুর্গস্থিত ইঙ্গরেজেরা সংবাদ পাইয়া, নৌকাসংগ্রহ করিয়া দিলেন। এইরূপে সেনাপতি নীলের সমগ্র সৈনিকদল নদী উত্তীর্ণ হইল। সেনাপতি এই সৈন্যসমভিব্যাহারে ঘর্ম্মাক্তকলেবরেও নিরতিশয় অবিশ্রান্তভাবে দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। পথে তিনি অরাজকতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কোথাও ইউরোপীয়দিগের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। সকল স্থানেই অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলভাবের বিকাশ হইয়াছিল। সেনাপতি এলাহাবাদে আসিয়াও সমস্তই গোলযোগপূর্ণ দেখিতে পাইলেন। এস্থলেও জনসাধারণের বলবতী প্রতিহিংসার পরিচয়সূচক চিহ্নের অভাব ছিল না। ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহাবলী, বিপণিশ্রেণী ও কার্য্যালয়সমূহ বিপ্লবের বিকটভাব বিকাশ করিয়া দিতেছিল। সার্ব্বজনীন উত্তেজনার সময়ে শৃঙ্খলার মর্য্যাদা থাকে না। ইউরোপের চিরপ্রসিদ্ধ বালক্লাবানামক স্থানে * যে ভীষণ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে সভ্যতাসম্পন্ন সৈনিকপুরুষেরা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয় নাই†। এলাহাবাদের নিরক্ষর জনসাধারণ যে, উত্তেজনায় অধীর ও কুমন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া, বিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করিবে, তাহা কোন অংশে

* *Russell, Diary in India. Vol I. p. 156.*

† বালক্লাবা ক্রীমিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত। সিবাষ্টোপল হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী। ক্রীমিয়ার যুদ্ধে (এক পক্ষে রুশিয়া অপর পক্ষে ইঙ্গরেজ ও ফরাসী, তুরস্ক ও সার্দ্দিনিয়াবাসী) এইস্থলে ইঙ্গরেজদিগের রণতরী সকল ছিল।

বিচিত্র নহে। যাহা হউক, সেনাপতি নীল এলাহাবাদের দুর্গ এখনও ইঙ্গরেজের হস্তে রহিয়াছে দেখিয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। দুর্গস্থিত শিখসৈন্য যে, এরূপ অবস্থাতেও দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করে নাই, ইহাই তাঁহার অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় হইল। দুর্গের প্রায় চতুর্দ্দিক উত্তেজিত জনসাধারণে পরিব্যাপ্ত ছিল। যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীরাও প্রতিমুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনের সুযোগপ্রতীক্ষা করিতেছিল। ইউরোপীয়েরা দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইতেছিলেন। সেনাপতি ইহা দেখিয়া ভাবিলেন ঈশ্বরের অসীম করুণায় দুর্গ হস্তগত রহিয়াছে। সেনাপতির উপস্থিতির পূর্ব্বে দুর্গে কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিল না। দুর্গের বহির্ভাগে জনসাধারণ যেরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরাও উত্তেজনায় তদপেক্ষা অধিকতর অধীর হইয়া, অবাধে গর্হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল। এই সময়ে কেহ কাহারও অধীনতাস্বীকারে সম্মত হয় নাই; কেহ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদিগকে আত্মবশে রাখিয়া আপনার তেজস্বিতার পরিচয় দিতে উদ্যত হয় নাই। যে সকল ইউরোপীয় আপন ইচ্ছায় সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের নিকট সুনীতি বা সুশৃঙ্খলার আদর ছিল না। অনিয়মিত সুরাপান ও যথেচ্ছ-ব্যবহারে তাহারা সমুদায় বিষয়ই বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিতেছিল। বিলুণ্ঠন বিধ্বংস ও বিরুদ্ধাচার তখন তাহাদের নিকট দোষ বলিয়া পরিগণি[illegible] ছিল না। তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইলেও আপনাদিগকে যুদ্ধবীরের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, নিরীহ লোকের শোণিত পাতপূর্ব্বক আত্মগর্ব্বের পরিচয় দিতেছিল। তাহাদের এক ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া শিখসৈন্যের অধ্যক্ষকে গুলি করিবার জন্য পিস্তল গ্রহ[illegible] করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। তাহারা শিখদিগের সহিত দুর্গস্থ দ্রব্যাদি বিলুণ্ঠনেও কাতর ছিল না। দুর্গের বহুমূল্য কাষ্ঠময় দ্রব্যসকল বিচূর্ণ [illegible] বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মালগুদামের দ্রব্যাদি অস্বামিক দ্রব্যের ন্যা[illegible] সকলের হস্তগত হইতেছিল। শিখসৈন্য সুরাপূর্ণ বোতল সকল বিলুণ্ঠি[illegible] করিয়া ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষদিগের নিকট অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে[illegible] কুণ্ঠিত হয় নাই। এইরূপে মদিরাস্রোত অবাধে প্রবাহিত হইতেছিল।

উরোপীয়েরা নদীতটের সন্নিহিত গুদাম বিলুণ্ঠিত করিয়াছিল। ইহাদের ইরূপ যথেচ্ছাচার দেখিয়া শিখেরাও বিলুণ্ঠনব্যাপারে নিরস্ত থাকে নাই। র্গের কার্য্যপ্রণালী এরূপ বিশৃঙ্খল ছিল যে, এক ব্যক্তি দুর্গরক্ষার জন্য মস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার স্ত্রীপুত্র মস্ত দিন অনাহারে ছিল। একজন সদাশয় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক তাহার রবস্থায় দুঃখিত হইয়া, সেনাপতি সিমসন্‌কে উক্ত বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। নাপতি অনেক কষ্টে তাহাকে দুর্গে লইয়া যান এবং আহারের জন্য এক ানি রুটী দেন। কিন্তু মালগুদামের এক ব্যক্তি এই হতভাগ্যের স্ত্রী ও ন্তানদিগকে খাদ্য সামগ্রী দিতে অসম্মত হয়; যেহেতু তাহারা দুর্গরক্ষার ন্য যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। এইরূপ অপূর্ব্ব হেতুবাদ দেখাইয়া তখন কলেই সর্ব্ববিধ অপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল। যুদ্ধবীর সেনাপতির াসনেও এই যথেচ্ছাচারস্রোত নিরুদ্ধ হয় নাই। দুর্গস্থিত ইউরোপীয় ও খসৈন্য এলাহাবাদের উত্তেজিত জনসাধারণের ন্যায় উগ্রভাবের পরিচয় তেছিল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জনগণ যখন কাহারও বশ্যতাস্বীকার না রিয়া, স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন বলবতী উত্তেজনায় াহারা সহজেই ভয়ঙ্করভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদের ঈদৃশ ভাব স্ময়কর নহে। কিন্তু, দূরদর্শী, সভ্যতাভিমানী ও সুদক্ষ সেনাপতির সনে যখন সর্ব্ববিধ্বংসকর যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয়বৃদ্ধি হয়, তখন কেহই হার জন্য গভীর ক্ষোভপ্রকাশ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। জস্বী বীরপুরুষের অধীন শিক্ষিত সৈনিকদলের এইরূপ পশুবৎ ব্যবহার তহাসে সর্ব্বদা নিন্দনীয় হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে এলাহাবাদের রোপীয়দিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য এইরূপ নিন্দনীয় হইয়াছে। সেনাপতি ল এই বিশৃঙ্খল কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া, আপনাদের প্রাধান্য সর্ব্বতো- বে অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত যথেচ্ছাচারী রোপীয়দিগের শাসনে মনোনিবেশ করেন।

সেনাপতি নীল সর্ব্বপ্রথম এলাহাবাদের দুর্গ সুরক্ষিত ও নিরাপদ রতে উদ্যত হইলেন। দারাগঞ্জ নামক স্থান, নগরের উচ্ছৃঙ্খল ও যুদ্ধোন্মত্ত াকে পরিপূর্ণ ছিল। উহাদের দূরীকরণ জন্য সেনাপতি ১২ই জুন প্রাতঃ-

কালে আপনার সমভিব্যাহারী একদল সৈন্য ও কতিপয় শিখকে পাঠাইয়া দিলেন। প্রেরিত সৈন্য দারাগঞ্জ হইতে উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগকে দূরীভূত করিল, একটি পল্লী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, এবং নৌসেতু আপনাদের অধিকারে আনিল। নীল অতঃপর ঐ সেতু সংস্কৃত করিয়া উহার রক্ষার জন্য কতিপয় শিখ সৈন্য রাখিয়া দিলেন। শিখেরা এ পর্য্যন্ত দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা হিন্দুস্থানী সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে সবিশেষ কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়াছিল। ইহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদলভুক্ত ইউরোপীয়দিগের ন্যায়, দুর্গে থাকিয়াই, স্বেচ্ছাচারিতাসহকারে সুরাপানে ও গবর্ণমেণ্টের মালগুদামের দ্রব্যগ্রহণে আমোদিত থাকিবে। কিন্তু সেনাপতি নীল ইহাদের ব্যবহারে সন্দিহান হইলেন। যাহারা যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীদিগকে দুর্গাক্রমণে বাধা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া, প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইয়াছিল, তাহারাই একণে দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু শিখেরা সহসা এই আদেশপালনে সম্মত হইল না। সেনাপতি নীল ক্লাইবের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি আপনার সঙ্কল্প সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই সময়ে দুর্গে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না, সৈনিকদলের মধ্যে পানদো[ষ] প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শিখেরা গুদামের উৎকৃষ্ট সুরাপূর্ণ বোতল সক[ল] সংগ্রহপূর্ব্বক, ঐ সুরাপানে নিরন্তর পরিতৃপ্ত হইতেছিল। সেনাপতি নী[ল] শিখদিগকে প্রার্থনানুরূপ মূল্য দিয়া, ঐ সুরা গুদামে রাখিতে গুদামে[র] কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশে শিখসৈন্য সন্ত[ুষ্ট] হইল। এ দিকে তাহাদের অধিনায়কও তাহাদিগকে দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে, অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা অতঃপর কোনরূ[প] আপত্তি না করিয়া দুর্গের বহিঃস্থিত বাটীতে যাইয়া বাস করিতে লাগি[ল]। কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইল না। তাহা[রা] ইউরোপীয়দিগের দ্রব্যাদির বিলুণ্ঠনে নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু দুর্গের বহির্ভাগে পল্লীসমূহ বিলুণ্ঠিত ও বিদগ্ধ করিতে বিরত থাকিল না। তাহারা মূষি[ক] দলের ন্যায় বিশৃঙ্খলভাবে চারি দিকে প্রধাবিত হইত এবং পল্লীবাসীদিগে[র] যে সকল দ্রব্য দেখিত, তৎসমুদয়ই লুঠিয়া আনিত। তাহাদের গন্তব্য প[থে]

মবরুদ্ধ হইল, তথাপি তাহারা বিলুণ্ঠনের আশায় জলাঞ্জলি দিল না। তাহা-
দের অধিনায়ক তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে একান্ত অসমর্থ হইলেন।
শিখদিগের ন্যায় ইউরোপীয় সৈনিকদলও অধিনেতাদের আদেশপালনে
াগ্রহপ্রকাশ করিত না। এই সময়ে দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার নিমিত্ত
রুর গাড়ী সাতিশয় আবশ্যক হইয়াছিল, অনেক স্থলে গাড়ী বা বলদ,
কছুই পাওয়া যাইত না। সুতরাং ইউরোপীয় যোদ্ধার ন্যায় বলদও অতি
য়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ইউরোপীয় সৈনিকদল
রূপ উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল যে, তাহারা এইরূপ অতি প্রয়োজনীয়
ীবের প্রতি গুলি নিক্ষেপকরিতেও সঙ্কুচিত হইত না। তাহাদের ঈদৃশী
চ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া, সেনাপতি নীল তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন
রিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা সুব্যবস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের
য়েক জনকে বন্দুকের গুলিতে বা ফাঁসীকাষ্ঠে বধ করা হইবে।

শিখদিগকে দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া, সেনাপতি নীল বিপক্ষদিগকে
তাড়িত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ১৫ই ও ১৭ই জুন আপনাদের
লকবালিকা ও কুলনারীদিগকে দুই খানি জাহাজে কলিকাতায় পাঠাইয়া
লেন। জাহাজের নাবিকেরা মুসলমান ছিল। তাহাদের প্রতি সর্ব্বাংশে
শ্বাস না থাকাতে, ১৭ জন বিশ্বস্ত রক্ষক যাত্রীদিগের সমভিব্যাহারে গমন
রিলেন। ইহাদের মধ্যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়নামক এক জন খ্রীষ্ট-
াবলম্বী রক্ষক ছিলেন, ইনি উক্ত কুলনারী ও বালকবালিকাদিগের প্রতি
থাচিত যত্নপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, কর্ণেল নীল
দিকে যমুনার বামতটবর্ত্তী কিদগঞ্জ এবং মূলগঞ্জ নামক পল্লীস্থিত বিপক্ষ-
গকে আক্রমণ করেন। বিপক্ষেরা পল্লী হইতে দূরীভূত হয়। সেনানায়ক
ল অতঃপর জলপথ নিরাপদ রাখিবার জন্য একখানি জাহাজে একটি
মান সহ কতিপয় সৈনিক পুরুষকে পাঠাইয়া দেন। ইহারা
মান লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়, এবং জাহাজের দক্ষিণে ও বামে,
য় দিকেই গুলিনিক্ষেপ করিয়া, বিপক্ষদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে।
পথে কতিপয় পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরিত হয়। পদাতি-
গের মধ্যে এক দল শিখ ছিল; ইহারা অগ্রসর হইলে, বিপক্ষেরা প্রবল-

বেগে ইহাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু শেষে শিখদিগের পরাক্রমে তাহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয়। তাহারা রাত্রিসমাগমে কামান ও বন্দীদিগকে ফেলিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করে। এই বন্দীদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ বর্ষীয় সৈনিক বালক ছিল।

সেনাপতি নীল এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া, এইরূপে একে একে নানা স্থানে আপনাদের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৭ই জুন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোতোয়ালীতে উপস্থিত হয়েন। বিপক্ষেরা পূর্ব্বেই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট্ বিনা বাধায় আপনার কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিবেশিত করেন। এই সময়ে ইঙ্গরেজের কামানের গোলায় অচিরাৎ সমগ্র নগর বিধ্বস্ত হইবে বলিয়া জনরব প্রচারিত হয়। এই জনরবের উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ভীতগ্রস্ত ব্যক্তির কল্পনায় অথবা যাহারা ইঙ্গরেজের বিপক্ষদিগকে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাদের মন্ত্রণায় ইহার প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু জনরব যে স্থান হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, উহা সুনিপুণ ঐন্দ্রজালিকের মোহিনী শক্তির ন্যায় দেখিতে দেখিতে সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়াছিল। নগরবাসিগণ ঐ জনরবে সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। মৌলবী ও তাহার সহকারিগণ সাধারণের ভয় নিবারণের অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। নগরবাসিগণ ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, চারি দিকে পলাইতে লাগিল। সেই দিন নগরের কোন গৃহেই একটি মানুষ রহিল না। সায়ংকালে নগরের কোনস্থানেও একটি আলোক পরিদৃষ্ট হইল না। লিয়াকৎ আলি অধীরহৃদয়ে ও দুঃসহমনোদুঃখে কাণপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন*। তাঁহার দুইজন সহকারী ইতঃপূর্ব্বে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

* মৌলবী এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"কতিপয় দুষ্ট লোক "অভিশাপগ্রস্তদিগের" পা অবলম্বন পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াছিল যে, ইঙ্গরেজেরা নগরধ্বংসের জন্য দুর্গস্থিত কামানসমূহ প্রস্তুত করিতেছে। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাহারা নগরে গোলাবৃষ্টি করিবে সে যথাকারিগণ আপনাদের বাক্যের দৃঢ়তাস্থাপনজন্য গৃহ ও সম্পত্তিরক্ষার ভার ইহাদে হস্তে সমর্পিত করিয়া অনুচরগণের সহিত প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। এই আশঙ্কাজনক সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও, নগরবাসিগণ পরিজন দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করিতে থাকে"।

একটি সুদৃশ্যপরিচ্ছদধারী, সুন্দর যুবক শিখদিগের অধিনায়কের নিকট বন্দীভাবে আনীত হয়েন। ইঁহার হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। ইনি সেনানায়কের নিকটে মৌলবীর ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত হয়েন। সৈন্যাধ্যক্ষ ইঁহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই কারাগারে আবদ্ধ করিতে আদেশ দেন। যখন শিখ সৈন্য অধিনায়কের আদেশে ইঁহাকে কারাগারে লইয়া যায়, তখন ইনি সহসা বলপূর্ব্বক হস্তদ্বয়ের বন্ধনচ্ছেদ পূর্ব্বক প্রবলপরাক্রমে আপনার বন্ধনকারীদিগের এক জনকে আঘাত করেন। সেনানায়ক ইহা দেখিয়াই বিদ্যুদ্বেগে নিকটে উপস্থিত হয়েন, এবং ইঁহার হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া, সবেগে ইঁহাকে ভূতলে পাতিত করেন। শিখেরা এই অবসরে আপনাদের পদস্থিত অনুপদীনাদ্বারা ইঁহার মস্তক এরূপ মর্দ্দিত করে যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে ইঁহার মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন ও বহির্গত হয়। অতঃপর ইঁহার শব বহির্ভাগে প্রক্ষিপ্ত হয় *।

১৮ই জুন সেনাপতি নীল সমগ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হয়েন। তিনি একদল সৈন্য দরিয়াবাদ, সৈদরবাদ ও রসুলপুরনামক পল্লী আক্রমণ জন্য প্রেরণ করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যসহ নগরে অগ্রসর হয়েন। নগর এখন নীরব ও নির্জ্জন ছিল। উত্তেজিত অধিবাসিগণ আবাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিল। বাতাবর্ত্তের পর প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধভাব ধারণ করে, সৈনিকনিবাস ও কাওয়াজের ক্ষেত্র সেইরূপ নিস্তব্ধ ভাবে ছিল। সেনাপতি পরিত্যক্ত সৈনিকনিবাসে পুনর্ব্বার সৈনিকদল নিবেশিত করিলেন। শাসনবিভাগের রাজকর্ম্মচারিগণ পুনর্ব্বার আপনাদের কার্য্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন। কাওয়াজের ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার ব্রিটিশ কোম্পানির অনুরক্ত সৈনিক পুরুষদিগের সমাগম হইতে লাগিল। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে পুনর্ব্বার ইঙ্গরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। এলাহাবাদে যুদ্ধ শেষ হইল। কিন্তু, ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের বলবতী প্রতিহিংসার অবসান হইল না। উত্তেজিত জনসাধারণ যেরূপ নিষ্ঠুরতাসহকারে ফিরিঙ্গীহত্যা করিয়াছিল, রাজপুরুষগণ এখন জনসাধারণের হত্যায় তদপেক্ষা অধিকতর

* *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 299.*

নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহারা নগর হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আশ্রয় দুর্গ চারি দিকে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের আবাসগৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের আত্মীয়গণ যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদিগের হস্তে, নিপীড়িত, নিগৃহীত বা নিহত হইয়াছিল। দুই সপ্তাহ পরে যখন তাঁহারা উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও তাঁহাদের অধ্যুষিত নগর যখন পুনরধিকৃত হইল, তখন তাঁহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে নিরক্ষর ও প্রধানতঃ নিরীহ অধিবাসীদিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইলেন। বিপ্লবের প্রতিঘাতে আবার ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইল। উদারতা ও ন্যায়পরতাসহকৃত দয়া, যে স্থলে শান্তির রাজ্য অব্যাহত ও পবিত্রতায় পরিশোভিত রাখিতে পারিত, সে স্থলে ঘোরতর প্রতিহিংসাসহকৃত পাপময় কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

ইঙ্গরেজ যখন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আপনাদের জীবনরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তখন কলিকাতার মন্ত্রিসভা বিপক্ষদিগকে কঠোর শাস্তি দিবার জন্য কঠোরতর আইনপ্রচার করেন। এই আইনের বলে জনসাধারণের অমূল্য জীবন বিচারপতিদিগের হস্তে ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠে। এলাহাবাদ বিভাগে এখন এই কঠোরতর আইন প্রচারিত হইল। কেবল সেনাপতি নীল এই আইনে বিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করেন নাই। সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত বিচারাধ্যক্ষ, তাঁহার সহকারী, এমন কি, বিচারবিভাগের বহির্ভূত লোকের হস্তেও এই আইনপরিচালনের ভার সমর্পিত হইল। বিভাগের কমিশনর, জজ, সহকারী মাজিষ্ট্রেট, সিবিল সার্জন, সকলেই উপস্থিত আইনের মহিমায়, মানবের অমূল্য জীবনের বিধাতা পুরুষ হইয়া উঠিলেন। এই সকল বিচারক উত্তেজিত জনসাধারণের আক্রমণে আপনার গৃহ সকল বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া ছিলেন, আপনাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ব্যস্ততার সহিত দুর্গে আনিবার কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিহিংসা ইহাদের হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। ইহারা সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ লোককেই ঘোরতর শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা এইরূপ শাত্রববুদ্ধিতে বিচলিত হইয়া বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে উন্মুখ ছিলেন,

এখন তাঁহারাই জনসাধারণের জীবনরক্ষণ বা হরণের জন্য বিচারকের পবিত্র আসনে সমাসীন হইলেন।

উপস্থিত সময়ে ঐ সকল ব্যক্তির হস্তে উক্তরূপ কঠোরতম শক্তির পরিচালনের ভারসমর্পণ করা, গবর্ণমেণ্টের উচিত হয় নাই। যাহারা সর্ব্বত্র বিপ্লবের বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু, এইরূপ শাস্তিপ্রদানের সময়ে সুবিচারের সম্মানরক্ষা করাও কর্ত্তব্য। শত অপরাধীর বিমুক্তি হয়, তাহাও ভাল, তথাপি একটি নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড সন্নীতির অনুমোদিত নহে। গবর্ণমেণ্ট এ সময়ে যে উদ্দেশ্যে উপস্থিত আইনপ্রচার করিয়া ছিলেন, যদি দূরদর্শী, উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উহার পরিচালনভার থাকিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হইত। কিন্তু সদ্বিবেচনা ও ধীরতার অভাবে তাহা হয় নাই। যে বিধি দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন ও রক্ষণের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল, বিচারের দোষে তাহা শিষ্টের প্রাণহরণেরও প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে। প্রতিদিন বহুসংখ্য ব্যক্তির অমূল্য জীবনবিনাশ হইতে থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ঘোষণা করিয়া ছিলেন যে, গবর্ণরজেনেরলের বিনা অনুমতিতে প্রাণদণ্ড হইবে না। কিন্তু সেনাপতি নীল এই ঘোষণায় মনোযোগ দেন নাই। এই সময়ে পরলোকগত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি নির্ভীকচিত্তে গভীর ঘৃণা ও বিরাগের সহিত আপনার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে ঐ বিষয়-সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন, "যদি গবর্ণর জেনেরল গ্রাণ্ট্ সাহেবের (উঃ পঃ প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর) আদেশরক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও স্থানান্তরিত করা উচিত। যদি এতদ্দেশীয়দিগকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি নীলের বৈরনির্য্যাতনপ্রণালী অনুসারে কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে লর্ড কানিঙ্গ্ ও তাঁহার সদস্যগণ যেন কতিপয় কসাইর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া এদেশ হইতে শীঘ্র প্রস্থান করেন। কিন্তু যদি তাঁহারা এখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজমুকুটের মণিস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহা হইলে করুণাদেবতা, যুদ্ধদেবতার স্থান অধিকার করিয়া উত্তর

পশ্চিমপ্রদেশের লোকদিগকে সর্ব্বধ্বংস হইতে রক্ষা করুন"*। স্বদেশহিতৈষী, রাজনীতিজ্ঞ, লেখকশ্রেষ্ঠের আবেগময়ী লেখনী হইতে একসময়ে এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী বাক্য নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে সেনাপতি নীল ব্যতীত আরও অনেকে সর্ব্ববিধ্বংসের বিকটভাববিস্তার করিয়া, স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা, সকলকেই সমভাবে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন†। ঘোরতর প্রতিহিংসায় তাঁহাদের বিবেক বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং গভীর উত্তেজনার ভয়াবহ তরঙ্গে তাঁহাদের ন্যায়পরতা, সমদর্শিতা ও উদারতা ভাসিয়া গিয়াছিল।

বিচারবিভাগের বহির্ভূত যে তিন জনের হস্তে সামরিক আইন পরিচালনের ভার ছিল, তাহাদের এক জন ৬০ জনের, আর একজন ৬৪ জনের এবং সিবিল সার্জ্জন ৫৪ জনের ফাঁসীর আদেশ দেন। এই সকল লোকের অপরাধের বিবরণ এবং সাক্ষীদিগের জবানবন্দী কোন কাগজপত্রে রক্ষিত হয় নাই। এক ব্যক্তির নিকটে এক থলিয়া নূতন পয়সা ছিল বলিয়া, তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। বিচারক মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, অথবা সিপাহীরা পয়সা ফেলিয়া টাকা লইবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে, উক্ত ব্যক্তি ঐ পয়সার থলিয়া কুড়াইয়া লইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার এক মাসেরও অধিক কাল পরে, এক দিন পনর জনকে তৎপর দিন ২৮ জনকে বিদ্রোহ ও ধনাগারলুণ্ঠন অপরাধে ফাঁসী দেওয়া

* শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল সান্যাল প্রণীত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী, ১২ পৃষ্ঠা।

† ১৭ই জুন সেনাপতি নীল আপনার দৈনন্দিন লিপিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন:— "বিদ্রোহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার অপরাধে সৈয়দ ইসুআলি নামক এক সোয়ার আমার সমক্ষে বিচারার্থ আনীত হয়। এ ব্যক্তি কুড়ি বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টে কর্ম্ম করিয়াছিল। আমি অবিলম্বে উহাকে ফাঁসী দিবার আদেশ দিই। এই ব্যক্তিকে লইয়া আমি ছয় জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছি। আমাকে যে এরূপ কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি কখন ভাবি নাই। ঈশ্বর দেখিবেন, আমি ন্যায়পরতার সহিত কার্য্য করিয়াছি। আমি জানি যে, আমাকে বিশেষ কঠোরতার পরিচয় দিতে হইয়াছে কিন্তু সমস্ত বিষয় দেখিলে আমার অপরাধ মার্জ্জনীয় হইবে, স্বদেশের মঙ্গল এবং স্বদেশের ক্ষমতা ও প্রাধান্যরক্ষার নিমিত্ত আমাকে এরূপ করিতে হইয়াছে। ইত্যাদি।" কে সাহেব এই লিপি উদ্ধৃত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেনাপতি নীলের ধর্ম্মভয় ও দায়িত্ব বোধ ছিল। সেনাপতি বহুসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ড করেন নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস অন্যরূপ। *Kaye, Sepoy War Vol. II. p. 269, note.*

র। কিন্তু ইহারা যে, বিপক্ষ সিপাহী, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ঐ অপরাধে আর এক দিন ১৩ জনের ফাঁসী হয়।

উত্তেজিত সিপাহীদিগকে নদী পার করিয়া দিবার অপরাধে বিচারকের আদেশে ছয় জন ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে। উপস্থিত সময়ে ফাঁসীই প্রত্যেক অপরাধীর একমাত্র শাস্তি ছিল। প্রত্যেক অপরাধীর বিচারসময়ে যদি তাহার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, এবং যথোপযুক্ত প্রমাণাদি লইয়া যথোচিত দণ্ড বিহিত হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু সময়ে উক্তরূপ কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করা হয় নাই। বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, বোধ হয়, আপনার হৃদয়গত বেদনা উদ্দীপ্ত প্রতিহিংসার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। বিপ্লবের ছয় মাস পরে জজের আদেশে ১০০ জন এবং মাজিষ্ট্রেটের আদেশে ৫০ জনের ফাঁসীর আদেশ হয়। উপস্থিত স্থানে এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য নগরে একটি বৃহৎ ফাঁসীকাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ ভীষণ বধ্যভূমিতে উপনীত হইয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ দলে দলে ফাঁসীকাষ্ঠে লম্বমান হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত বিচারকদিগের একজন এই সময়ে লিখিয়াছিলেন, "যে সকল পল্লীর অধিবাসী আমাদের বিপক্ষতা করিয়াছে, আমরা সেই সকল পল্লীর অধিবাসীদিগকে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়াছি। এই রূপে আমরাও আমাদের প্রতিহিংসার তৃপ্তি করিয়াছি। যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ ও গবর্ণমেণ্টের অনুগত ব্যক্তিদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, আমি তাহাদের বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। আমরা প্রতিদিন ৮।১০ জনের ফাঁসী দিয়াছি। প্রাণরক্ষণ ও প্রাণহরণের ভার আমাদের হস্তে আসিয়াছে। আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে, অপরাধীদিগের কাহারও জীবনরক্ষা করা হইবে না। সরাসরির বিচারে প্রত্যেক অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতেছে। দণ্ডিত ব্যক্তির গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে গাছের নীচে গাড়ীর উপর দণ্ডায়মান রাখা হয়; শেষে গাড়ী চালাইয়া দিলে সে ফাঁসবদ্ধ হইয়া ঝুলিতে থাকে*।" সুযোগ্য বিচারক আপনার

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 301.*

প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত করিয়া, এই রূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সৈনি কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা দেওয়ানী কর্ম্মচারিগণই সর্ব্বধ্বংসের পরাকা দেখাইয়াছিলেন। জল্লাদ ও মুদ্দফরাসদিগের বেতন কমাইয়া দেও হইয়াছিল। এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার সময়ে, মাজিষ্ট্রে এই হেতুবাদ দেখাইয়া ছিলেন যে, এতদ্দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফাঁ দিতে দশ টাকা করিয়া বাঁচিয়া যাইবে। ব্যয়সংক্ষেপের সহিত এইরূপে লোকসংক্ষেপ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে একজন বাঙ্গালী মুন্‌সেফ বিশিষ্ট সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দেন। ইনি আপনার তত্ত্বাবধানে সৈনিকদল সংগঠিত করেন, তাহাদিগকে সুনিয়মে পরিচালিত করিতে উদ্যত হয়েন, এবং বিপক্ষের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া আপনার বীরত্বকীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত হইয়া উঠেন। ইহার নাম প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয়সূচক "যুদ্ধকারী মুন্‌সেফ" বলিয়া অভিহিত হয়েন। বাবু প্যারীমোহন উত্তরপাড়ার ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে তৎপরে কলিকাতাস্থিত হিন্দুকলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। সিপাহীযুদ্ধের সমকালে ইনি এলাহাবাদের মুন্‌সে ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাকে জায়গীর দিয়া, এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট করিয় ইহার সাহস ও পরাক্রমের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন*।

কলিকাতা রিবিউ নামক সাময়িক পত্রের একজন সদাশয় লেখ এই "যুদ্ধকারী মুন্‌সেফের" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দেওয়ানী আদালতে এতদ্দেশীয় বিচারক, এক জন বাঙ্গালী বাবু, এসময়ে আপনার ক্ষমতা সাহসে সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ সুপরিচিত হয়েন যে, তিনি 'যুদ্ধকারী মুন্‌সেফ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। তিনি কেবল সাহসসহকারে আপনাদের অধ্যুষিত স্থানরক্ষা করেন নাই, অধিকন্তু আক্রমণের প্রণালী অবধারিত করিয়াছেন, পল্লীসমূহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইঙ্গরেজী ঘটনার বিবরণ সহ স্বাভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া, অধীন ব্যক্তিদিগকে ধন্যবা

* *A Hindu, Mutinies and the People, p. 141.*

দিয়াছেন এবং শাসনকার্য্যে ক্ষমতা ও আপনাদের প্রসিদ্ধ জাতীয় গুণ—বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দেখাইয়াছেন *।” উপস্থিত সময়ে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের রাজকীয় কার্য্যালয়সমূহে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক ছিল। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে এই প্রদেশের কোন স্থলেই ইঁহাদের বিপক্ষতাচরণের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয় নাই। ইঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের চিরন্তন রাজভক্তির সম্মানরক্ষা করিয়া ছিলেন†।

সুসভ্য ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ এইরূপ বিধ্বংসব্যাপারে আপনাদের সভ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিপক্ষগণ তাঁহাদের ন্যায় সভ্যতাগৌরবে উন্নত ছিল না, তাঁহাদের ন্যায় হিতাহিতনির্দ্ধারণে পারদর্শী ছিল না, তাঁহাদের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ও সহায়সম্পন্ন ছিল না। তাহাদের স্বাধীনতাস্পৃহা থাকিতে পারে, দেশহিতৈষিতার জন্য একাগ্রতা থাকিতে পারে, স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য একপ্রাণতা থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা যে, অনেক সময়ে গভীর উত্তেজনায় সভ্যতার চিহ্নসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তাহারা বলবতী প্রতিহিংসায় ইউরোপীয়দিগকে যারপর নাই দুরবস্থান্বিত করিয়াছিল; চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়প্রভৃতি ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল; বিদেশিনী কুলকন্যা ও বিদেশী শিশু সন্তানগুলিকে তরবারির আঘাতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে যে স্থান সর্ব্বদা শ্রীসম্পন্ন থাকিত, শান্তির মহিমায় যে স্থানে লোকে নিরাপদে বাস করিত, সভ্যতার গৌরবে যে স্থান সর্ব্বদা সভ্যসমাজে পরিকীর্ত্তিত হইত, তাহাদের আক্রমণে সে স্থানের শৃঙ্খলা ও শান্তি বিলুপ্ত হয়, এবং সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু কেবল ভারতের ইতিহাসেই ভয়াবহ বিপ্লবের এইরূপ লোমহর্ষণ চিত্র পরিদৃষ্ট হয় না। এগুলি বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল। বিভিন্নদেশের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা দেখা যায়। বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায়, নরনারী বালকবালিকা হত্যার বর্ণনা রহিয়াছে। সভ্যতাসম্পন্ন রোমসাম্রাজ্যেও

* *Calcutta Review. Vol. XXXI. p. 69.*

† *Ibid p. 68.*

যে, এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইঙ্গলণ্ডের ভূপতি প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায় যে রূপ ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া, ইঙ্গলণ্ডের ইতিহাসপাঠক আজ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া থাকেন *। সুসভ্য দেশে বিপ্লবের সংঘাতে যখন অবাধে এইরূপ ভয়াবহ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, নিরপরাধা কুলনারী ও নিরীহ শিশুসন্তান পর্য্যন্ত যখন উত্তেজিত লোকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখন ভারতের যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদল ও উত্তেজিত জনসাধারণ যে,আপনাদের চিরন্তন ধর্ম্ম, আপনাদের চিরমান্য আচার ও আপনাদের চিরাগত সম্পত্তিরক্ষার জন্য ফিরিঙ্গীদিগের হত্যায় উদ্যত হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাহারা নিত্যসন্দিগ্ধ ও নিত্যকৌতূহলপর। ভূয়োদর্শিতায় তাহাদের অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয় নাই, কার্য্যকারণের পরিজ্ঞানে তাহাদের চিত্ত সুব্যবস্থিত হইয়া উঠে নাই, বা ধীরতায় ও সদ্বিবেচনায় তাহাদের হৃদয় প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে নাই। তাহারা ইঙ্গরেজের দুরবগাহ রাজনীতির মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, বিভীষিকাময়ী কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ ইঙ্গরেজের কার্য্যপ্রণালীর দোষে আপনাদের সর্ব্বনাশ হইবে মনে করিয়া, সংহারকার্য্যে উদ্যত হইয়াছিল, কেহ কেহ ক্ষমতাচ্যুত বা সম্পত্তিচ্যুত লোকের উত্তেজনায় অসিপরিগ্রহ করিয়াছিল, কেহ কেহ ইচ্ছা না থাকিলেও,আপনাদের সম্পত্তিনাশের আশঙ্কায় উন্মত্ত লোকের সহিত মিশিয়া ছিল, কেহ কেহ সম্পত্তিলুণ্ঠনে আপনাদিগকে সহসা সমৃদ্ধ করিবার আশায়, কেহ কেহ বা আত্মীয়দিগের প্ররোচনায় বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হইয়াছিল। যখন প্রধান প্রধান নগরে সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিতেছিল, ইউরোপীয় সৈন্য যখন যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিল, তখন এই জনসাধারণ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, উত্তেজনার স্রোতে ভাসমান হইয়াছিল।

* *Calcutta Review. Vol. XXXI, p. 80.*

রোমকগণ ব্রিটিশ দ্বীপ পরিত্যাগ করিলে ব্রিটন্‌দিগের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, উপস্থিত সময়ে উক্ত জনসাধারণও সেইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল*। ইহাদের কোন সৎপরামর্শদাতা ছিল না, কোন উদ্ধারকর্ত্তা ছিল না, সম্পত্তি ও সম্মানরক্ষার কোনরূপ অবলম্বন ছিল না। ইহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশ্যম্ভাবী ঘটনার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। শেষে ইঙ্গরেজের হস্তে ইহাদের সর্ব্বনাশ হয়। ইহারা যে পরিজনবর্গের রক্ষার জন্য, সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইয়াছিল, যে সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার আশায়, সিপাহীদিগের কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিল, ইহাদের সেই পরিজনবর্গ শেষে উৎসন্ন এবং সেই সম্পত্তি শেষে পরহস্তগত বা ভস্মীভূত হয়। ইহারাও শেষে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইতে থাকে। ইঙ্গরেজ ইহাদের সম্বন্ধে কোন অংশে দয়াপ্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা যুবক, বৃদ্ধ, সকলকেই সমভাবে মৃত্যুমুখে পাতিত করেন। পল্লীদাহে নিরাশ্রয় বালকবালিকা পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইঙ্গরেজ তখন এই বলিয়া গর্ব্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "নিগার্ নেটিবদিগের" সমূলে বিধ্বংস করা তাঁহাদের একটি আমোদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা হৃষ্টান্তঃকরণে এই আমোদ উপভোগ করিয়াছেন†। অস্মদ্দেশের একজন গ্রন্থকার তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পথপার্শ্বে ও বাজারে যে সকল ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের শব গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত আট খানি গাড়ি নিয়োজিত হয়। তিন মাস এই [illegible]তে প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ঐ সকল শব লইয়া যাওয়া [illegible]। সরাসরি বিচারে ছয় হাজার লোকের জীবন এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল‡ যুদ্ধের অবসানে ইঙ্গরেজ এইরূপে প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। বিলুণ্ঠন ও বিপ্লবের বিনিময়ে এইরূপে সর্ব্বধ্বংসব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। উত্তেজনার পরিবর্ত্তে এইরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রচণ্ডভাব প্রদর্শিত

* *Calcutta Review*, *Vol. XXXI*, *p. 84*.

† *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 270.*

‡ *Bholanath Chunder*, *Travels of a Hindu* [illegible], *II. p. 324-325*

হইয়াছিল, এবং লোকপালনী শক্তির পরিবর্ত্তে এইরূপে সর্ব্বসংহারিণী শক্তি আবির্ভূত হইয়া, করুণার সম্মোহন ভাব অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

এলাহাবাদবিভাগের সিপাহীযুদ্ধের সম্বন্ধে একজন সদাশয় সুলেখকের একটি প্রবন্ধ উপস্থিত যুদ্ধের অবসানসময়ে কলিকাতা রিবিউ নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধোক্ত কোন কোন বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রবন্ধের উপসংহারভাগে লেখক, এলাহাবাদ-বিভাগের লোকহত্যার সম্বন্ধে এই ভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন :— "প্রত্যেক ইঙ্গরেজ কেবল স্বাধীন মানব নহেন, প্রত্যুত স্বাধীনতার প্রচারক। তাহারা যথেচ্ছাচার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইলেও, এই বলিয়া সান্ত্বনালাভ করেন যে, গবর্ণমেণ্ট পিতৃভাবে প্রজাপালন করিয়া থাকেন। 'রাজনৈতিক বিষয়ে কোন অপরাধ এ স্থানে পরিদৃষ্ট হয় না, এবং প্রকৃতিবর্গও আপনাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট,' আর এই সকল কথা যেন প্রচারিত না হয়। যে নরশোণিতপাত হইয়াছে, তাহা ভাগীরথীর জলপ্রবাহে বিধৌত হইবে না। অনন্ত কালস্রোতেও ১৮৫৭ অব্দ স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। এই সময়ে শত শত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করা হইয়াছে। আমরা চারি দিকে পরিবেষ্টিত, আক্রান্ত, অপমানিত ও নিহত হইয়াছি; ইহার বিনিময়ে আমরাও আসুরিক বলে ঐ সকল আক্রমণকারী, অবমাননাকারী ও হত্যা-কারীকে বিদলিত করিয়াছি। আমরা তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে সম্মি-লিত হইবার ও তাহাদের নিকটে বন্ধুভাবে অভিনন্দিত হইবার আশা করিতে পারি নাই। তাহাদের মধ্যে তাহাদের সন্তানবর্গের পিতৃস্বরূপেও অবস্থিতি করিতে পারি নাই। তাহারা যেমন আমাদের শোণিতপাত করিয়াছে, আমরাও সেইরূপ তাহাদের শোণিতপাত করিয়াছি। আমরা তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছি, তাহারাও আমাদের প্রতি এরূপ ঘৃণা দেখাই-য়াছে, যে, আমাদের মৃত্যু হইলেই যেন তাহারা সন্তুষ্ট হয়।

"খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত এতদ্দেশীয়দিগের এইরূপ যুদ্ধে, করুণা, সমবেদনা ও খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুশাসন সমূলে উৎপাটিত করিবার কল্পনা করা বড় ভয়ানক। যাঁহারা সম্প্রতি ইঙ্গলণ্ড হইতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা করুণাময়ী

দেবাঙ্গনাস্বরূপ সদয়প্রকৃতি নারীদিগের মুখে যখন সর্ব্বজাতির, সর্ব্বশ্রেণীর ধ্বংসকাহিনী শুনিয়াছেন; তাহাদের প্রতি কিরূপ প্রতিহিংসা প্রদর্শিত ও তাহারা কিরূপে দলে দলে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়াছে, যখন তাহার বিবরণ জানিয়াছেন, তখন তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। মনুষ্যত্বের বিশ্বজনীন ধর্ম্ম আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা এই সকল ব্যক্তিকে আরণ্য পশু বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। কিন্তু এই পশুদিগের মধ্যেই আমাদের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা ইহাদের হস্ত হইতেই খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের কার্য্যে, ইহারা আর আমাদের হত্যাকারী না হইলেই ভাল।

* * * * * *

"যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, কিংবা আমাদের ক্ষমতায় পরাজিত হইয়াছিল, অথবা, আমাদের তরবারিতে, কামানে ও ফাঁসীকাষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অনুসন্ধান বা কোনরূপ বিচার করি নাই। তাহাদের অনেকেই স্পার্টাবাসীদিগের ন্যায়, স্পর্দ্ধাসহকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, এবং জয়োল্লাসে আপনাদের অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। তাহারা কিরূপ শক্তিসম্পন্ন, তাহা কেবল সেই অন্তর্যামী প্রধান পুরুষই জানিতেন। তাহাদের কেহই জীবনভিক্ষা করে নাই, কিংবা কোন বিষয়ের বিনিময়ে জীবনরক্ষা করিতে যত্নবান্ হয় নাই। তাহারা অপরের জীবন যেমন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াছিল, আপনাদের জীবনও সেইরূপ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, যেহেতু, তাহাদের অবলম্বনের আর কোন পথ ছিল না, আত্মরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না, এবং কোন স্থলে করুণার কোমলভাবের বিকাশ ছিল না।

"আমাদের শাসকবর্গ ভাবিয়া দেখুন, তাঁহারা অনুন্নত ও অসভ্য জনগণের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। বহুসংখ্য সমৃদ্ধ নগর ও অসংখ্য পল্লী তাহাদের আবাস স্থল। তাহারা কার্য্যে চতুর, আচারব্যবহারে ভদ্র, যুদ্ধে সাহসসম্পন্ন, মৃত্যুতে নির্ভয় এবং ধর্ম্মানুগত বিশ্বাসে অনমনীয়। হইতে পারে যে, তাহারা ন্যায়ানুগত বিরাগের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অব-

লঙ্ঘন করিয়াছিল। যেহেতু, তাহাদের ধারণা ও আমাদের ধারণা এক নহে। তাহাদের দেবতা ও আমাদের দেবতা এক নহেন, তাহারা যে ভাবে ন্যায়া-ন্যায়ের বিচার করে, আমরা সে ভাবে ন্যায়ান্যায়ের বিচার করি না। আমরা এই সকল লোককে সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের স্থানে ইঙ্গরেজ-দিগকে উপনিবিষ্ট করিতে পারি না। আমরা সমগ্র ভারতবর্ষ জনশূন্য করিয়া, উহাকে শান্তিময় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পারি না। অতএব আমরা যে, নিরতিশয় অপকার্য্য করিয়াছি, তাহা অবশ্য স্বীকার করা উচিত। বিশ্বনিয়ন্তার হস্তই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে এবং এখনও রক্ষা করিতেছে। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই অপরাধের শাস্তি দিতেছেন এবং আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমাদের ক্ষমতা, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, আমাদের মন্ত্রি-গণের অভিজ্ঞতা, আমাদের বহুসংখ্য সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র থাকিলেও, দুর্ব্বল, নিরক্ষর, বিভ্রান্ত, বিদ্রোহী বলিয়া কথিত এই সকল ব্যক্তির প্রতি দয়া ও ক্ষমাপ্রদর্শন করা উচিত*।”

উদারপ্রকৃতি, সহৃদয় লেখক এলাহাবাদবিভাগে এতদ্দেশীয়দিগের হত্যাকাণ্ডসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যত দিন ন্যায়পরতার সম্মান থাকিবে, দয়া ও উদারতা যতদিন লোকসমাজে চিরন্তন স্নিগ্ধভাবের পরিচয় দিবে, এবং সাধুতা ও সন্নীতি যত দিন পাপের প্ররোচনায় বিমুগ্ধ না হইয়া সর্ব্বক্ষণ অটলভাবে রহিবে, তত দিন উক্ত লেখকের লেখনীবিনিঃসৃত বাক্যা-বলী উপেক্ষিত হইবে না।

সেনাপতি নীল যখন এলাহাবাদে ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, তখন তিনি কাণপুর ও লক্ষ্ণৌস্থিত স্বদেশীয়দিগের অবশ্যম্ভাবী বিপদের বিষয় ভাবিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েন। তিনি ঐ দুই স্থলে সাহায্যকারী সৈনিকদল পাঠাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে, এ বিষয়ে বিশিষ্ট সত্বরতাসহকারে কার্য্য করিবার সুবিধা ছিল না। লোকের অভাব না হইলেও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির

* *Calcutta Review. Vol. XXXI,—A district during a Rebellion, pp. 82,83,84.*

বড় অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সৈন্যদিগের জন্য যথোচিত খাদ্য সামগ্রী রক্ষিত ছিল না। এতদ্ব্যতীত অভিযানসময়ে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তৎসমুদয়ও সংগৃহীত ছিল না। রসদবিভাগের কার্য্যের জন্য অনেক বলদ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই তৎসমুদয় উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তগত হয়। এইরূপে গাড়ি ও গরুর সংগ্রহে অনেক বিলম্ব হইল। যুদ্ধের গোলযোগে সৈন্যের ব্যবহারোপযোগী তাম্বু সকলও হস্তান্তরিত ও স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে এক দিন যেমন সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবী বিদগ্ধ হইত, অপর দিন হয় ত, নিরন্তর বৃষ্টিপাতে চারি দিক ভাসিয়া যাইত, সুতরাং প্রচণ্ড উত্তাপ ও অবিরল বৃষ্টিসম্পাতের মধ্যে সৈনিকপুরুষদিগকে অগ্রসর হইতে হইত। এরূপ অবস্থায় দ্রব্যাদি সংগৃহীত না হইলে, তাহারা সত্বরতা সহকারে নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু এলাবাদের যুদ্ধে সম্পত্তি সকল বিনষ্ট হইয়াছিল, শ্রমজীবিগণ আতঙ্কে অধীর হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছিল, ব্যবসায়িগণ আপনাদের ব্যবসায়ে যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর যুদ্ধের অবসানে কর্ত্তৃপক্ষ যে সর্ব্ববিধ্বংসকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, তাহাতে অনেকে ভীত হইয়া স্থানান্তরে আত্মগোপন করিয়াছিল। সুতরাং রসদবিভাগের কর্ম্মচারিগণ শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিবার জন্য লোক পাইলেন না, আবশ্যক দ্রব্যসংগ্রহ করিতেও সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা দ্রব্যাদির সংগ্রহ জন্য যে সকল ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বে চুক্তি করিয়াছিলেন; লোকসংহারে ইঙ্গরেজের তৎপরতা দেখিয়া, তাহারাও ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। এই সকল কারণে সাহায্যকারী সৈন্যের অভিযানে বিলম্ব হইতে লাগিল।

এই সময়ে আবার একটি অপ্রতিবিধেয় বিপদের সূত্রপাত হইল। সেনাপতি নীল যখন আবশ্যক দ্রব্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন, তখন দুরন্ত বিসূচিকা রোগ তাঁহার সৈনিকদলে প্রবেশ করিল। প্রচণ্ড উত্তাপে অবস্থিতি, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও উত্তেজক সুরাপান, এই কারণসমষ্টিতে দুরন্ত রোগের ভয়ঙ্করভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক রাত্রিতে ২০ জন একসঙ্গে সমাহিত হইল। চিকিৎসালয় ওলাউঠা রোগীতে

পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেনাপতি এই আকস্মিক বিপৎপাতে নিরতিশ
বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্য ভিন্ন কো
কার্য্য করিবার সুবিধা ছিল না। রোগীদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ডুলী
একান্ত অভাব হইয়াছিল। ডুলী পাওয়া গেলেও বাহক পাওয়া যাই
না। এদিকে প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদন জন্য সৈনিককর্ম্মচারীদিগের অনুচ
ও ভৃত্যসংগ্রহ করা সাতিশয় দুর্ঘট হইয়াছিল। ইঙ্গরেজের বলবতী প্রতিহিং
দেখিয়া কেহই তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে সাহসী হইত না। বিভীষিকা
রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে ইউরোপীয়ের হ
আপনাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা করিতেছিল। এই সময়ে একজন রেলও
কর্ম্মচারী লিখিয়াছিলেন, "সেনাপতি নীল আমাদের সকল সিবি
কর্ম্মচারীকে দুর্গের বহির্দ্দেশে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই আদে
অতি কঠোর হইলেও এতদ্দ্বারা আমাদের সমূহ কষ্টের অবসান হইয়াছিল।
রাত্রিকালে আমরা দুর্গের ঢালু স্থানে কামানের পার্শ্বে নিদ্রিত থাকিতাম।
পুরুষেরা পর্য্যায়ক্রমে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের রক্ষার জন্য
সান্ত্রীর কার্য্য করিত। এতদ্দেশীয়দিগের যে কেহ, আমাদের দৃষ্টিপথে পতি
হইত, আমরা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাকেই গুলি করি
তাম। সৈনিকদল যদিও অতিশ্রমপ্রযুক্ত হাঁটিতে অসমর্থ ছিল, তথাপি
সেনাপতি নীলের আদেশে তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি দুর্গ হইতে বহির্গত
হইয়া, আমাদের ভস্মাবশিষ্ট বাঙ্গলার নিকটবর্ত্তী সমস্ত পল্লী দ
করিয়াছিল, এবং যাহাকে ধরিতে পারিয়াছিল, তাহাকেই পথের উভ
পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের শাখায় ফাঁসী দিয়াছিল। আর একদল সৈ
সহরের যে অংশে এতদ্দেশীয়েরা বাস করিত, সেই অংশস্থিত সক
গৃহেই আগুন দিয়াছিল। গৃহ হইতে যাহারা পলাইতে উদ্যত
হইয়াছিল, তাহাদের উপর গুলির পর গুলিবৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক ঘণ্টা
মধ্যেই আমরা এরূপ ভয়গ্রস্ত হইয়াছিলাম যে, নিরাপদ হইবার জন্য
রেলওয়ে ষ্টেসনে যাওয়াই উচিত মনে করিয়াছিলাম। আমরা
অস্ত্রশস্ত্রশূন্য হইয়া ঐ স্থানে গিয়াছিলাম, যে সকল এতদ্দেশীয় আমাদে
কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে এক একখানি পাশ দেওয়া হইয়াছিল।

যাহারা পাশ দেখাইতে পারে নাই তাহারা নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে ফাঁসবদ্ধ হইয়াছিল *।”

এইরূপ বিধ্বংসব্যাপারে এতদ্দেশীয়েরা নিরতিশয় ভীত হইয়াছিল, এবং কম্পিত হৃদয়ে ইউরোপীয়দিগকে সর্ব্বক্ষণেই আপনাদের সর্ব্বনাশে সমুদ্যত ভাবিয়াছিল সুতরাং তাহারা ইউরোপীয়দিগের নিকটে আসিয়া তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছা করে নাই। এজন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহিত প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদকেরও একান্ত অভাব হইয়াছিল। উপস্থিত যুদ্ধের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক কে সাহেব এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্য ব্যতীত আমাদের কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য ছিল না, এরূপ হইলেও আমরা ইহাদিগকে আমাদের তাম্বুর বহুদূরে তাড়াইয়া দিতে যারপরনাই চেষ্টা করিয়াছিলাম †। ইঙ্গরেজ উপস্থিত সময়ে কিরূপে অনিষ্টকর নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা এই ইতিহাসলেখকের বাক্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এইরূপ গোলযোগে সেনাপতি নীলকে জুন মাসের শেষদিন পর্য্যন্ত এলাহাবাদে থাকিতে হইয়াছিল। কোন ইউরোপীয় সৈন্য এ পর্য্যন্ত কাণপুরের উদ্ধারে প্রেরিত হয় নাই। ঐ দিন অপরাহ্নে মেজর রেণডের তত্ত্বাবধানে ৪০০ শত ইউরোপীয় সৈন্য, ৩০০ শত শিখ, ১০০ শত অশ্বারোহী ও ২টি কামান কাণপুরের অভিমুখে যাইতে উদ্যত হয়। সেনানায়ক রেণডকে যাহা যাহা করিতে হইবে, কর্ণেল নীল তৎসমুদয় লিখিয়া দেন। তিনি এই আদেশলিপিতে লিখিয়াছিলেন, পথের নিকটবর্ত্তী বিপক্ষদিগের অধ্যুষিত সমস্ত স্থানই আক্রমণ ও ধ্বংস করিতে হইবে। কিন্তু অপর কাহারও দেহ যেন স্পর্শকরা না হয়। অধিবাসীদিগকে আপনাদের বাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য উৎসাহ দিতে হইবে, ব্রিটিশ ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। এই সূত্রে অপরাধী ব্যক্তিদিগের অধ্যুষিত কতিপয় পল্লী ধ্বংসকরিবার জন্য দেখাইয়া দেওয়া হয়।

* *Martin, Indian Empire, Vol. II., p. 220.*

† *Kaye, Sepoy War, Vol. II., p. 274, note.*

সেই সকল পল্লীবাসীদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে বলা হয়। এতদ্ব্যতীত আদেশলিপিতে নির্দ্দেশ থাকে, যে সকল সিপাহী আপনাদের সম্বন্ধে সন্তোষজনক বিবরণ দিতে না পারিবে, তাহাদের সকলকেই ফাঁসী দিতে হইবে। ফতেহপুর নগরের অধিবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হই য়াছে, অতএব ঐ নগর আক্রমণ এবং উহার পাঠানপল্লী সমগ্র অধিবাসী সহিত ধ্বংস করিতে হইবে। ফতেহপুরের সমস্ত বিপক্ষকে ফাঁসী দিতে হইবে। যদি তথাকার ডেপুটী কলেক্টরকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেও ফাঁসী দিয়া তদীয় মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, এবং ঐ ছিন্ন মস্তক নগরের কোন প্রধান (মুসলমানের অধিকৃত) বাড়ীতে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। এইরূপ ভয়ঙ্কর আদেশলিপি লইয়া, সেনানায়ক রেণড সৈনিকদল সহ কাণপুরের অভিমুখে স্থলপথে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে জলপথে রেণডের সহকারিতা এবং কাণপুরের বিপদাপন্ন ইউরোপীয়দিগের উদ্ধার জন্য একখানি জাহাজে কাপ্তেন স্পার্জ্জেননামক একজন সেনানায়কের তত্ত্বাবধানে আর একদল সৈন্য যাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিল।

যে দিন কাণপুরের উদ্ধারার্থ সৈন্য প্রেরিত হয়, সেই দিন একজন উচ্চ-পদস্থ সৈনিক পুরুষ কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। ইহার উপস্থিতিতে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের হৃদয় অধিকতর প্রফুল্ল ও অধিকতর আশ্বস্ত হয়। ইনি মহারাণীর সৈনিকদলের একজন সাহসিক বীর-পুরুষ। অনেক স্থানের অনেক যুদ্ধে ইহার সাহস ও ইহার পরাক্রম পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইনি ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, মধ্যভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রসৈন্যের অবস্থা জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং শূরত্বসম্পন্ন শিখদিগেরও সাহস ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। সমরে বিজয়শ্রীলাভ করাই ইহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইনি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত কোনরূপ দুর্গতিতে কাতর হইয়া পড়িতেন না। ইহার দৃঢ়তা, ইহার কার্য্যতৎপরতা ও ইহার অধ্যবসায় সর্ব্বক্ষণ অটল ও অনমনীয় থাকিত।

কর্ণেল হাবেলক সিপাহীযুদ্ধের প্রারম্ভে বোম্বাইতে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। বোম্বাই হইতে তিনি মাদ্রাজে উপনীত হয়েন। এই সময়ে গবর্ণর

নেরল লর্ড কানিঙ্গ, মাদ্রাজের প্রধান সেনাপতি স্যার পাট্রিক গ্রাণ্টকে ত প্রধান সেনাপতি আন্‌সনের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ার পাট্রিক গ্রাণ্ট এজন্য কলিকাতায় যাইতে উদ্যত হয়েন। এদিকে র্ণেল হাবেলকও মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়েন। এইরূপে হসী সৈনিক পুরুষদ্বয় একসঙ্গে মাদ্রাজ হইতে যাত্রা করিয়া, ১৭ই জুন লিকাতায় পদার্পণ করেন। গবর্ণর জেনেরল ইঁহাদের আগমনে যেরূপ সন্তুষ্ট, সেইরূপ আশ্বস্ত হইলেন। এখন কোন বিষয়ে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। বিপদ প্রতিমুহূর্ত্তে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল। অল্পমাত্র বিলম্ব বা অল্পমাত্র গোলযোগ হইলেই বিপদের গতিরোধ দুঃসাধ্য হইত। সুতরাং দূরদর্শী লর্ড কানিঙ্গ আর কালবিলম্ব করিলেন না। স্যার পাট্রিক গ্রাণ্ট প্রধান সেনাপতির পদগ্রহণ করিলেন, কর্ণেল হাবেলক্ অবিলম্বে সৈনিকদলসহ এলাহাবাদে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। এই সময়ে সংবাদ আসিয়াছিল যে, বারাণসীতে গোলযোগের শান্তি হইয়াছে, কিন্তু এলাহাবাদ এখনও উপদ্রবশূন্য হয় নাই, এবং কাণপুর ও লক্ষ্ণৌ সাতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াছে। এজন্য হাবেলকের প্রতি আদেশ দেওয়া হইল যে, তিনি এলাহাবাদের উপদ্রবনিবারণ করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, কাণপুর ও লক্ষ্ণৌ যাইবেন, এবং সেই স্থানের বিপক্ষদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিবেন। হাবেলক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, চারি দল পদাতিক, এক দল অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যসহ যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন। অশ্ব ও কামানের অভাব প্রযুক্ত তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। অধিকন্তু পর্য্যাপ্তপরিমাণে টোটা না থাকাতেও তাঁহার মনোমধ্যে দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইল। কিন্তু হাবেলক এই সকল অভাবের জন্য সময় অতিবাহিত করিলেন না, তিনি গবর্ণরজেনেরল ও প্রধান সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া ২৫ শে জুন আশ্বস্তহৃদয়ে ও সাহসসহকারে আপনার সৈনিকদল সহ এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন।

৩০ শে জুন হাবেলক ও নীল যখন এলাহাবাদে একত্র হয়েন, তখন নীল স্বকৃত কার্য্যের বিবরণ হাবেলককে জানাইলেন। তিনি কাণপুর ও লক্ষ্ণৌর উদ্ধার জন্য যে ভাবে সৈন্যপ্রেরণের আদেশ দিয়াছেন, তাহা সেনাপতি

হাবেলকের অনুমোদিত হইল। এই বিচক্ষণ ও কার্য্যতৎপর সৈনিক পুরুষদ্বয়ের মধ্যে স্থির হইল যে, সেনানায়ক রেণড্ ঐ দিনই সৈনিকদলসহ স্থলপথে যাত্রা করিবেন। জলপথে সৈন্য প্রেরণের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তদনুসারে সেনানায়ক রেণডের যাত্রার সমকালে জাহাজ ছাড়া হইবে না যেহেতু, স্থলপথগামী সৈনিকদল অপেক্ষা জাহাজ অধিকতর সত্বরতাসহকারে অগ্রসর হইবে। এজন্য সেনানায়ক রেণডের যাত্রার কিছুকাল পরে কাপ্তেন স্পার্জ্জেনের অধীন সৈনিকদল যাত্রা করে।

এই রূপে ৩০শে জুন সায়ংকালে কাণপুরের ইউরোপীয়দিগের উদ্ধার জন্য সৈনিকদল স্থলপথে যাত্রা করিল। কিন্তু উপস্থিত সময়ে সকল বিষয়েই অযথা বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি এক সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে অভিযানে বিলম্ব করিতেন, অন্য সময়ে বলবতী প্রতিহিংসার পরিতর্পণ জন্য বিপদাক্রান্ত স্থানে সত্বর অগ্রসর হইতে নিরস্ত থাকিতেন। কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বসংহারিণী নীতির দোষে এলাহাবাদে শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কার্য্যসম্পাদন জন্য অনুচর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এখন অগ্রগামী সৈনিকদলের অধিনায়কের জিঘাংসার দোষে পথে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। কাণপুরের উদ্ধারকারী সৈন্য তিন দিনে যতদূর অগ্রসর হইল, ততদূর কেবল ভস্মস্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ তাহাদের বলবতী প্রতিহিংসার পরিচয় দিতে লাগিল। সেনানায়ক কিছুমাত্র বিচারবিতর্ক না করিয়া, গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অধিবাসীদিগকে বৃক্ষশাখায় ফাঁসী দিতে লাগিলেন। সেই বৃক্ষশাখাবিলম্বিত শবরাশিতে কাণপুরে যাইবার পথ নিরতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। দুই দিনে এইরূপে বিয়াল্লিশ জনের প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তাহাদের শব পথবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় ঝুলিতে লাগিল, এতদ্ব্যতীত বার জনকে বধ করা হইল। যেহেতু যখন ইঙ্গরেজ সৈন্য কাণপুরের পথে অগ্রসর হয়, তখন ইহারা বিপক্ষদিগের দিকে যাইতেছিল। সৈনিকদল যেস্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল, সেই স্থানের পুরোভাগের সমস্ত পল্লী ভস্মরাশিতে পরিণত হইতে লাগিল। অফিসরগণ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, সেনানায়ককে কহিলেন, যদি তিনি এই ভাবে সমস্ত পল্লী উৎসন্ন করেন, তাহা হইলে সৈন্যের খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিবে।

কাণপুরের হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে ইঙ্গরেজ সেনাপতির আদেশে এইরূপ পল্লীদাহ ও নরহত্যা হইয়াছিল *। সুতরাং ঐ হত্যার প্রতিশোধ জন্য কাণপুরের পথবর্ত্তী পল্লী জনশূন্য করা হয় নাই। এস্থলে সেনানায়ক কেবল বিদ্বেষের পরিতৃপ্তির জন্য নরশোণিতপাত করিতেছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে, তাঁহাদেরই অনিষ্ট ঘটিতেছিল, তদ্বিষয় তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। সর্ব্বসংহারিণী প্রবৃত্তি তাঁহাকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিতে দেয় নাই। তিনি যখন অবাধে নরহত্যা ও পল্লীদাহ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন (৩রা জুলাই) লক্ষ্ণৌ হইতে স্যার হেন্‌রি লরেন্সের প্রেরিত একজন এতদ্দেশীয় চর তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়া কহিল যে, কাণপুররক্ষার জন্য সমস্ত আশাভরসার অবসান হইয়াছে। নগর শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়াছে, সেনাপতি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং সেনাপতি সহ তথাকার সমগ্র ইউরোপীয় নিহত হইয়াছেন।

অবিলম্বে এই দুঃসংবাদ এলাহাবাদে পঁহুছিল। সেনাপতি নীল ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এই সংবাদ নিঃসন্দেহ শত্রু-পক্ষ হইতে প্রচারিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহে বিলম্ব হইলেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কাণপুরের ইউরোপীয়েরা সহসা শত্রুহস্তে নিহত ও নিপীড়িত হইবে না, এবং তথায় ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন সহসা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। এই বিলম্বেই যে, কাণপুরে সর্ব্বনাশ ঘটিবে, নীল তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেনাপতি হাবেলক উপস্থিত দুঃসংবাদের সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন না। দুই জন চর এলাহাবাদে উপনীত হইল, দুই জনকেই উপস্থিত সংবাদের বিষয় পৃথক পৃথক জিজ্ঞাসা করা হইল; দুইজনেই এক কথা কহিল। কোন বিষয়ে কাহারও সহিত কাহারও অনৈক্য ঘটিল না। কাণপুরে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্যের অধঃ-পতন ও তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের নিধনের সংবাদ যে, সেনানায়ক রেণডের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দুই জনেই একবাক্যে স্বীকার করিল। নীল এবিষয়ে আর কোন কথা কহিলেন না। বিষণ্ণতাসহকৃত অনুশোচনার

*Russell, Diary in India. comp. Kaye Sepoy War. Vol. II., p 294, note

চিহ্ন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কাণপুরে উদ্ধার জন্য এলাহাবাদ হইতে সৈন্য পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। এখন নীল, যত শীঘ্র সম্ভব, রেণড্‌কে কাণপুরে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিতে আগ্রহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেনাপতি হাবেলক্ তাঁহার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। তিনি কহিলেন, যদি কাণপুর অধিকারচ্যুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আক্রমণকারী বিপক্ষদল অন্য স্থান আক্রমণ ও অবরোধ করিতে প্রধাবিত হইবে, এবং ইহারা নিশ্চিতই এলাহাবাদ হইতে কাণপুরের উদ্ধারের জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইবে। কিন্তু কাণপুর যে, সর্ব্বাংশে শত্রুর হস্তগত হইয়াছে, নীল এখনও তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইতেছিলেন, এবং এখনও উপস্থিত দুঃসংবাদ বিপক্ষের কল্পনাসম্ভূত বলিয়া মনে করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি কাণপুরের উদ্ধারকারী সৈনিকদলের যাত্রা বন্ধ রাখিতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। সেনাপতি হাবেলক এ দিকে রেণডকে সমভিব্যাহারী সৈনিকদল সহ অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। এই রণকুশল বীরপুরুষদ্বয়ের নির্দ্দিষ্ট উভয়বিধ কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে, কোনটি অধিকতর সঙ্গত ও সময়োপযোগী হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনায় জানা যাইবে। কাণপুর ইঙ্গরেজের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইউরোপীয় সৈন্যের প্রায় সকলেই বিপক্ষের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিরূপে কাণপুর ইঙ্গরেজের হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রের শেষ পেশবা পরাক্রান্ত বাজীরাওর উত্তরাধিকারী কিরূপে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়েন, ইঙ্গরেজ আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ সাহস ও বীরত্বপ্রদর্শন করেন, এবং শেষে কিরূপে শত্রুহস্তে নিপতিত ও নিহত হয়েন, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে। উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে এই ঘটনা যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী, সেই রূপ ভয়ঙ্কর ভাবের উদ্দীপক। ইহার এক দিকে যেমন করুণার কাতরতা আছে, অপর দিকে সেই রূপে বীরত্ব ও সহিষ্ণুতার অটলতা রহিয়াছে, এক দিকে যেমন কার্য্য-তৎপরতা ও একপ্রাণতার নিদর্শন আছে, অপরদিকে সেই রূপ হঠকারিতা বা অদূরদর্শিতার চিহ্ন পরিস্ফুট রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

কাণপুর—স্যার হিউ হুইলর—ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা—সিপাহীদিগের উত্তেজনা—মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত স্থান—নানা সাহেব—সিপাহীদিগের সমুত্থান—তাহাদের আক্রমণ—ইঙ্গরেজদিগের আত্মরক্ষার চেষ্টা—তাঁহাদের আত্মসমর্পণ—গঙ্গার ঘাটে হত্যা—হতাবশিষ্টদিগের পলায়ন—বিবিঘর।

কাণপুর গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। বারাণসী ও এলাহাবাদের ন্যায় ইহা ভারতের পুরাবৃত্তে চিরমান্য বা চিরপ্রসিদ্ধ নহে। ইহাতে কোনরূপ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষ নাই। ইহার সহিত কোনরূপ প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব নাই, বা ইহার মধ্যে কোন পুরাতন মহাপুরুষের কোনরূপ অলোকসামান্য কার্য্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব নাই। হিন্দুর ভূবৃত্তান্তে এই নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর শাহ ইহার নামনির্দ্দেশ করেন নাই, বা আইন আকবরীতেও ইহার সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত হয় নাই। ভারতে যখন ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্যের সূত্রপাত হয়, তখন কাণপুরের নাম ইতিহাসে স্থানপরিগ্রহ করে। কোম্পানি ১৭৭৫ অব্দে অযোধ্যার নবাবের জন্য এই স্থানে কতকগুলি সৈন্য রাখিতেন। ১৮০১ অব্দের সন্ধি অনুসারে নবাব এই স্থান, অন্যান্য স্থানের সহিত কোম্পানির হস্তে সমর্পিত করেন। তদবধি কাণপুর ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে ঠগীপ্রভৃতি দস্যুদিগের বসতি ছিল*। ক্রমে ইহা লোকালয়ে পরিবেষ্টিত, সৈনিকনিবাসে সুরক্ষিত ও বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে কাণপুরের নাম পরিদৃষ্ট না হইলেও, বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাসে কাণপুর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ইঙ্গরেজের নবাধিকৃত অযোধ্যারাজ্য। দক্ষিণপূর্ব্বে এলাহাবাদ। কলিকাতা হইতে এই সীমায় সৈনিক-

* *Asiatic Researches. Vol. XIII., p. 290*

দলের আগমনের প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিমে আগরা ও দিল্লী
এই সীমার পার্শ্বভাগ দিয়া পঞ্জাব হইতে সৈনিকদলের আগমনের উৎকৃ
পথ আছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে যে সকল পথ আছে, তৎসমুদয় দিয়া,
মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইতে সৈনিকদল সহজে আসিতে পারে। এই সকল
কারণেই বোধ হয়, কাণপুর কোম্পানির সময়ে, সৈনিকদলের একটি প্রধান
আবাসস্থান হইয়া উঠে।

কাণপুর চামড়ার জিনিষের কারবারের জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ।
এই স্থানে বিভিন্ন প্রকার চর্ম্মপাদুকা ও ঘোড়ার সাজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।
অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কাণপুরে এই সকল দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে
পাওয়া যায়। নগরের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীর তটদেশে দণ্ডায়মান হইলে
বাণিজ্যপ্রসঙ্গে লোকের শ্রমশীলতা, উৎসাহ ও উদ্যমের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়।
ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারেব নৌকা, বিবিধ বাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া
জাহ্নবীবক্ষে ভাসমান রহিয়াছে। কেহ কেহ দ্রব্যাদি নৌকায় লইয়া যাই
তেছে, কেহ কেহ বা নৌকা হইতে দ্রব্যজাত তীরে উঠাইতেছে। সকলেই
আপন আপন কার্য্যে শশব্যস্ত রহিয়াছে, এবং সকলেই আপনাদের কর্ত্তব্য
সম্পাদনে একাগ্রতার পরিচয় দিতেছে। এইরূপে বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী
বিভিন্নজাতীয় লোকের সম্মিলনে গঙ্গার তটের দৃশ্য বৈচিত্র্যজনক হইয়া
উঠে। কিন্তু নগরের মধ্যে এইরূপ বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয় না। একসঙ্গে বহু
সংখ্য লোকের এরূপ কার্য্যকারিতার ক্ষেত্রও প্রত্যক্ষীভূত হয় না।
উপস্থিত সময়ে কাণপুরে ষাটি হাজার লোকের বসতি ছিল। ইহার সৈনিক
নিবাসে ১, ৫৪ ও ৫৬গণিত পদাতিক সিপাহী ২গণিত অশ্বারোহী সিপাহী,
সর্ব্ব সমেত তিন হাজার এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল।
পক্ষান্তরে ষাটিজন ইউরোপীয় গোলন্দাজ সৈন্য, এবং বারাণসী হইতে প্রেরিত
কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ছিল। এতদ্ব্যতীত পদাতিক ও অশ্বারোহী
সিপাহীদলে ৬৭ জন ইঙ্গরেজ অধিনায়ক ছিলেন *।

* মোব্রে টম্‌সন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সর্ব্বসমেত ৩০০ তিন শত ইউরোপীয় সৈনিক
পুরুষ কাণপুরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার মধ্যে ৩২গণিত দলের দুর্ব্বল ও রুগ্নের সংখ্

সেনাপতি স্যার হিউ হুইলর কাণপুরের সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। সৈনিক কার্য্যে স্যার হিউ হুইলারের যেরূপ অভিজ্ঞতা, সেইরূপ দূরদর্শিতা ছিল। সেনাপতি হুইলর, চুয়ান্ন বৎসর কাল, সিপাহীদলে অবস্থিতি করিয়া, তাহাদের রীতি, নীতি ও চরিত্রবিষয়ে, অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেনাপতি লর্ড লেকের তত্ত্বাবধানে সিপাহীদিগকে তাহাদের স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিয়াছিলেন, আফ্‌গানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহাদের সাহায্যে দুরন্ত আফ্‌গানদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে তাহাদিগকে রণপণ্ডিত শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে অর্দ্ধ শতাব্দেরও অধিক কাল, ভারতের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে, তিনি আপনার প্রিয়তম ও বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের অধিনেতা হইয়া, সাহস ও পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। অধীন সৈনিকদলের প্রতি তাঁহার অটল অনুরাগ ছিল। সেনাপতি এতদ্দেশীয় একটি ইউরেশীয় নারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, এতদ্দেশেই জীবিতকালের উৎকৃষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সপ্ততি বর্ষ অতিক্রম করিলেও তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। যখন মিরাট ও দিল্লীর সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কাণপুরে ঐরূপ বিপৎপাত অসম্ভব নহে। এই সময়ে কাণপুরে ইউরোপীয় সৈন্য অধিক ছিল না। ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারবৃদ্ধির কুফল এক্ষণে তাঁহার সম্মুখে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কোম্পানি নিরন্তর আপনাদের অধিকারবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল অধিকার সুরক্ষিত রাখিতে হইলে, কিরূপ সৈনিকবলের সাহায্যগ্রহণ করিতে হইবে, তদ্বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই। যে ইউরোপীয় সৈন্য কাণপুররক্ষার জন্য থাকিতে পারিত, তাহা নববিজিত অযোধ্যারক্ষার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। মে মাসে যখন সিপাহীদিগের মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল, নগরে নগরে ইউরোপীয়েরা যখন আপনাদের প্রাণের ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, তাড়িতবার্ত্তাবহ যখন প্রতিদিন নানা স্থানের দুঃসংবাদ আনিয়া দিতে লাগিল, তখন হুইলর

৭৪ (কাহারও মতে ৭০) ছিল।—*Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, p. 23. Comp. Kaye, Sepoy War. Vol II, p. 289, note.*

কাণপুরে সৈনিক বলের অল্পতা দেখিয়া নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কাণপুরের বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট অট্টালিকা, ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের স্ত্রী পুত্রকন্যাপ্রভৃতিতে পূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী বণিকদিগের পরিবারবর্গ নগরের স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসালয়ে ৩২গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদলের কতিপয় পীড়িত সৈনিকপুরুষ ছিল। এখন এই সকল অসহায় ও অসমর্থ জীবের রক্ষার ভার হুইলরের উপর পড়িল। বর্ষীয়ান সেনাপতির সম্মুখে এখন যেরূপ উৎকট কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল যে, সেনাপতি অর্দ্ধশতাব্দকাল কোম্পানির সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত থাকিলেও কখনও তাদৃশ উৎকট কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন নাই।

এই সময়ে সিপাহীদের মধ্যে জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশসম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল। মে মাসের মধ্যভাগে কয়েকখানি আটা বোঝাই নৌকা কাণপুরে উপনীত হয়। বাজারে ঐ আটা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রীত হইতে থাকে। উপস্থিত আটা অতি পুরাতন ও ময়লা ছিল। রুটী প্রস্তুত হইলেই উহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইত। জনরব উঠিল, ফিরিঙ্গীরা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য উক্ত আটায় গরু ও শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে। এই জনরব বিদ্যুদ্‌বেগে সিপাহীদিগের আবাসভূমিতে প্রচারিত হইল। সিপাহীরা সকলেই আপনাদের জাতি ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। ইহার পর আবার বসামিশ্রিত টোটার কথা লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। কয়েকজন সিপাহী অভিনব টোটার প্রয়োগ-প্রণালী শিখিবার জন্য অম্বালার সৈনিকশিক্ষালয়ে গিয়াছিল; তাহারা কাণপুরে প্রত্যাগত হইলে, তাহাদের সজাতীয় সিপাহীরা তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করিতে উদ্যত হইল না, বা তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতেও সঙ্কোচপ্রকাশ করিলনা *। ৫৩ গণিত দলের মানখাঁ-নামক একজন মুসলমান সিপাহী কতকগুলি নূতন টোটা সঙ্গে

* *J. W. Shepherd, Personal Narrative of the outbreak and Massacre of Cawnpur, p. 25.*

আনিয়াছিল; সে ঐ টোটা সহযোগীদিগকে দেখাইয়া কহিল যে, উহাতে প্রাণিবিশেষের বসা নাই *। মানখাঁ সহযোগীদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই অভিনব টোটার নমুনা দলস্থিত সিপাহীদিগকে দেখাইয়াছিল; কিন্তু তাহার কথায় তদীয় সহযোগিগণ বিশ্বাসস্থাপন করে নাই। অভিনব টোটা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হইত যে, উহা ফিরিঙ্গী, হিন্দু ও মুসলমান, সকলেরই সমভাবে অপ্রীতিকর হইয়াছিল †। সিপাহীরা নিরতিশয় কৌতূহলপর ও সন্দিগ্ধ। অভিনব টোটার সম্বন্ধে যখন বাজারে বাজারে, সৈনিকনিবাসে সৈনিকনিবাসে, নানা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন সিপাহীরা কৌতূহলের আবেগে উহা শুনিয়া, আপনাদের মধ্যে নানা বিতর্ক করিতে লাগিল। ইহার পর যখন তাহারা অভিনব টোটা সম্মুখে পাইয়া উহার বিষম দুর্গন্ধ অনুভব করিল, তখন তাহাদের হৃদয়ে সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাহারা ধর্ম্মনাশের গভীর আশঙ্কায় ফিরিঙ্গী-দিগকে বিশ্বাসঘাতক ও আপনাদের পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সময়ে কল্পনাপর লোকের অভাব ছিলনা। যখন সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে কোন বিষয়ে সন্দেহ ও আশঙ্কার সঞ্চার হয়, তখন কল্পনাপর লোকে নানা ভয়ঙ্কর বিষয়ের কল্পনা করিয়া, অনেকস্থলে সেই আশঙ্কা ও সন্দেহের গতিবিস্তারে চেষ্টা করিয়া থাকে। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। যখন সিপাহীরা আশঙ্কায় অধীর ও সন্দেহে বিচলিত হইল, তখন তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইল যে, কাওয়াজের ক্ষেত্রে ভূগর্ভে বারুদ রাখা হইয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদিগকে এক দিন ঐ স্থানে সমবেত করিয়া, ভূগর্ভস্থিত প্রজ্বালিত বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইবে ‡।

* *Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, p. 25.*

† *Ibid. p. 25.*

‡ ৬গণিত দলের খাঁ মহমুদ নামক একজন সিপাহী প্রচার করে যে, সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে, এবং তাহাদিগকে বেতন দিবার ছলে একত্র করিয়া ভূগর্ভনিহিত বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। অশ্বারোহী সৈনিকদল খাঁ মহমুদের কথায় সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয় অবগত হইয়া উক্ত সিপাহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখেন।—*Trivilyan, Cawnpur, p. 79.*

সিপাহীরা এইরূপ বিভীষিকাময়ী বিবিধ উপকথায় বিচলিত হইতে লাগিল। তাহারা এতদিন বিশ্বস্ততাসহকারে ব্রিটিশ কোম্পানির পক্ষসমর্থন করিতেছিল, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহকারে ভিন্নজাতীয় সেনাপতির আদেশপালনে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত ছিল। এখন নানাজনরবে তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল। চিরভক্তিভাজন সেনাপতির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিলুপ্ত হইল; চিরমান্য কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে তাহাদের একাগ্রতা ও যত্নশীলতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

সেনাপতি হুইলর সৈনিকদলের অধিনায়কদিগের মুখে সিপাহীদিগের চিত্তচাঞ্চল্যের বিবরণ শুনিয়া, উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কিছুদিনের মধ্যে ঐরূপ চাঞ্চল্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু কাণপুরে মিরাট ও দিল্লীর সংবাদ পহুঁছিলে সিপাহীরা অধিকতর চঞ্চল ও অধিকতর উত্তেজিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কাণপুরের ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী, সকলেই সমভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দিল্লীর কারাগার ভগ্ন হইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত কয়েদীরা বিমুক্ত হইয়া পরস্ব বিলুণ্ঠন জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কাণপুর হইতে দিল্লী ও আগ্রায় যাইবার প্রশস্ত পথ গুজ্জরনামক বহুসংখ্য দস্যুদলে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এদিকে কাণপুরের সিপাহীদিগের উত্তেজনা প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। এজন্য কাণপুরবাসী ইউরোপীয়গণ প্রতিমুহূর্ত্তে গুরুতর বিপদের আবির্ভাব হইবে বলিয়া ভয়ে অভিভূত হইতেছিলেন। তাঁহারা এক দিন শুনিতেন, গুজ্জরেরা দলবদ্ধ হইয়া নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আর এক দিন রাজকীয় কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীদিগকে ইতস্ততঃ প্রধাবিত দেখিয়া ভাবিতেন, সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, অন্য এক দিন আপনাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যের নিকটে কোন একটি সামান্য কথা শুনিয়াই মনে করিতেন, উত্তেজিত সিপাহীরা সশস্ত্র হইয়া তাঁহাদের হত্যার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে প্রতিদিনই তাঁহারা ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। রাত্রিতেও তাঁহাদের শান্তি ছিলনা। একদা গভীর নিশীথে কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য কামানসহ কাণপুরে আসিতেছিল। ইউরোপীয়গণ অদূরে ইহাদের অধিষ্ঠিত অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা অমনি শশব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিলেন, শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা

ৰিতে লাগিলেন, অশ্বারোহী সিপাহীরা তাঁহাদের বিনাশার্থ দলে দলে
াসিতেছে। শেষে যখন প্রকৃত বিষয় তাঁহাদের গোচর হইল, তখন
াহারা বিশ্বপালক ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করি-
ান। কোন সময়েই তাঁহাদের আশঙ্কার বিরাম ছিলনা। দিবারাত্রি
াহারা আপনাদের সম্মুখে সংহারমূর্ত্তির বিকট ভাব দেখিতেছিলেন। কাহা-
েও কোনও অংশে শঙ্কিত বা কোনস্থানে ধাবমান দেখিলেই, তাঁহারা
াপনাদের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করিতেন। সিপাহীগণ এই সময়ে
াহাদের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ অগ্রসর না হইলেও তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই যেন
াপনাদিগকে মহাপ্রলয়ের করাল কবলে নিপতিতপ্রায় মনে করিতেন।
াহাদের কেহ কেহ বিশ্বস্ত পরিচারিকার সাহায্যে হিন্দুস্তানীদিগের পরিচ্ছদ
প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিলেন; বিপদ উপস্থিত হইলে, স্ত্রী, কন্যা ও আত্মীয়দিগকে
ই সকল পরিচ্ছদ পরাইয়া, নিরাপদ স্থানে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন *।
াহারা এরূপ ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের স্বদেশীয়গণের কেহ যদি
কান বিষয়ে ব্যস্ত হইতেন, অথবা তাঁহাদের ভৃত্যগণ যদি গোপনে
কান বিষয়ে আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিত, অমনি তাঁহারা তাড়াতাড়ি
রিবারবর্গের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। এসময়ে কারণনির্দ্ধারণে
াহাদের অবসর থাকিত না। কেহ কাহারও কোন কথার প্রকৃত উত্তর
িতে পারিত না। কেহ ঘটনার সত্যতানিরূপণের প্রতীক্ষা করিত না। অথচ
কলেই উদ্ভ্রান্ত, সকলেই শশব্যস্ত, ও সকলেই দিশাহারা হইয়া পড়িত।
ে যাহা সম্মুখে পাইত, সে তাহাই লইয়া, আত্মীয়গণের সহিত গাড়িতে উঠিত,
বং কম্পিতহৃদয়ে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসে যাইয়া উপস্থিত হইত।
াহারা তাড়াতাড়ি গাড়ি না পাইত, তাহারা দ্রুতপদে যাইতে যাইতে

* সেফার্ড নামক একজন ইঙ্গরেজ এই সময়ে কাণপুরে রসদবিভাগে কার্য্য করিতেন।
াহার ঠাকুরাণী নামে একটি হিন্দু পরিচারিকা ছিল। সেফার্ড সাহেব এই বিশ্বস্তা পরি-
রিকা দ্বারা এতদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণীর মহিলাদিগের ব্যবহারোপযোগী অতি মোটা কাপড়
িয়া আনেন। বিপদের সময়ে তাঁহার কন্যাগণ ঐ পরিচ্ছদ পরিয়া, ছদ্মবেশে
াইতে ইচ্ছা করিয়াছিল।—*Shepherd, Cawnpur, p. 13.*

পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তেই আপনাদিগকে কালান্ত
কের হস্তগত মনে করিত *।

কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি ইউরোপীয়দিগকে এইরূপ সন্ত্রস্ত দেখি
তাঁহাদের রক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। যাবৎ স্থানান্তর হইতে
তাঁহাদের সাহায্যার্থ ইউরোপীয় সৈন্য না আইসে, তাবৎ তিনি আপনাদে
বালকবালিকা ও কুলনারীদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সমবে
করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই কার্য্য অনায়াসে সম্পাদনীয় ছিল না
এদিকে সময়ও সঙ্কীর্ণ ছিল, সুতরাং সেনাপতি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আ

* সেকার্ড সাহেব ২১শে মে, বেলা ১০ ঘটিকার সময় আপনার কার্য্যালয়ে যাইয়া দেখে
বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা সভয়ে গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছেন। তিনি শুনিলেন, তাঁহা
উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর স্ত্রী, শিশুসন্তান লইয়া আয়ার সহিত তাড়াতাড়ি গৃহপরিত্যাগ পূর্ব
পদব্রজে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের অভিমুখে গিয়াছেন উক্ত প্রধান কর্ম্মচারীও, তাঁহা
দিগকে, যত শীঘ্র সম্ভব, গাড়ি পাঠাইতে কহিয়া, স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছেন। সেকা
সাহেব বেহারাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বেহারা কহিল, সে কিছুই জানে না
মেমসাহেবের নিকট একখানি পত্র আসিয়াছিল। মেমসাহেব উহা পড়িয়াই ভয়ে চীৎকা
করিয়া উঠিলেন এবং তিলার্দ্ধমাত্র বিলম্ব না করিয়া শিশু সন্তান লইয়া আয়ার সহিত গৃ
পরিত্যাগ করিলেন সেকার্ড সাহেব, বিপদের আশঙ্কা করিয়া, হে নামক অন্য একজ
সাহেবের নিকট সবিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরি
আসিয়া কহিল, "সাহেব ছাউনিতে গেলেন, আপনাকেও তাড়াতাড়ি ছাউনিতে যাইতে কহি
লেন। অনেক সাহেব বিবি, সন্তান লইয়া, দ্রুতগতি বারিকে যাইতেছে।" সেকার্ড সাহেব ই
শুনিয়াই উপরিতন কর্ম্মচারীর নামে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া সত্বরপদে গৃহে আসি
পরিবারবর্গকে বড় ব্যস্ত দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি তাড়াতাড়ি আবশ্যক দ্রব্য
গাড়ীতে উঠাইয়া, পরিবারবর্গের সহিত বারিকে উপস্থিত হইলেন। বারিক এই স
সাহেব বিবি ও তাহাদের সন্তানগণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কি জন্য তাহারা তাড়াত
আবাস গৃহ হইতে সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়াছিল, কেহই জানিত না; অথচ সকলে
শশব্যস্ত হইয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করিতেছিল। ছাউনিতে আসিবার সময় পথে কতি
পরিচিত ব্যক্তির সহিত সেকার্ডের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইঁহারাও তাড়াতাড়ি বারি
যাইতেছিলেন। ইঁহারা সেকার্ডকে সহসা এইরূপ পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে
সেকার্ড নিজেই কিছু জানিতেন না, সুতরাং ইঁহাদের কথার কোন সদুত্তর দিতে পারি
না। শেষে কারণ অনুসন্ধানের সময় কেহ কেহ কহিল, [illegible]
[illegible] করিতে দিতেছে না, কেহ কেহ কহিল, সিপাহীরা [illegible]
[illegible]। এবং কেহ বা কহিল, অশ্বারোহী সৈন্য দিল্লী হইতে আসিতেছে। [illegible]
[illegible] কথা কহিতে লাগিল।—Shepherd Cawnpore, p. 26.

ার বন্দোবস্ত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। আত্মরক্ষার স্থলের ধ্য, অস্ত্রাগারই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হইত। া গঙ্গার তটদেশে অবস্থিত ও চারি দিকে উচ্চ পাকাপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত ল। উহার মধ্যে কামান বারুদ প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে রক্ষিত ছিল, ং উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে বাসোপযোগী অনেক গুলি বড় বড় গৃহ নির্ম্মিত য়াছিল। অধিকন্তু, উহা কারাগার ও ধনাগারের নিকটবর্ত্তী ছিল। ক অস্ত্রাগার সৈনিকনিবাসের প্রায় ছয় মাইল দূরে ছিল। কিন্তু নাপতি ঐ স্থান মনোনীত করিলেন না। উহার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে, নিকনিবাসের অনতিদূরে, বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সৈনিকদিগের টি বৃহৎ চিকিৎসালয় ছিল। উহার একটি পাকা ও আর একটি পাকা াচীরের উপর খড়ের চালে আচ্ছাদিত। দুইটিই একতল, এবং দুইটিই রিদিকে বারান্দায় পরিবেষ্টিত। এতদ্ব্যতীত উহার নিকটে প্রয়োজনীয় র্য্য সাধনোপযোগী কয়েক খানি ছোট ছোট ঘর ছিল। গঙ্গা উহার ছু দূরে প্রবাহিত হইতেছিল। সেনাপতি হুইলর আত্মরক্ষার জন্য ঐ স্থান নানীত করিলেন। অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানের চারি দিকে প্রাচীর নির্ম্মিত তে লাগিল। অনেক কষ্টে চতুর্দ্দিকে কিঞ্চিদধিক চারিফুট উচ্চ মৃন্ময় াচীর প্রস্তুত হইল। উপস্থিত সময়ে সূর্য্যের নিদারুণ উত্তাপে মৃত্তিকা মন শুষ্ক ও কঠিন হইয়া গিয়াছিল যে, উহা খনন করিবার তাদৃশ সুবিধা ল না। এদিকে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি যাহা খনিত ল, তাহা দ্বারাই উপস্থিত প্রাচীর প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই প্রাচীর দৃশ সুদৃঢ় হইল না। যেহেতু, গুলির আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙ্গিয়া ইত। যাহা হউক, উক্ত স্থান এইরূপে প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইলে, নাপতি তথায় খাদ্য দ্রব্যাদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত করিবার ব্যবস্থা রতে লাগিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থাও তাদৃশ ফলোপধায়িনী হইল না। ারা দ্রব্যসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা দ্রব্যাদি উপযুক্ত রমাণে আনিয়া দিতে পারিল না। সেনাপতি পঁচিশ দিনের উপযোগী দ্যদ্রব্যসংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন, যাহারা দ্রব্যসংগ্রহের ভার লইয়া-, তাহাদের দোষেই হউক, অথবা সেনাপতি, কেবল সৈন্যের জন্য

খাদ্য সংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন, এই জন্যই হউক, লোকসংখ্যানুসা খাদ্য দ্রব্য অল্প পরিমাণে সংগৃহীত হইল *।

সেনাপতি আত্মরক্ষার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, অনেকে মতে সে স্থান আত্মরক্ষার উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। ইঁহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সেনাপতি অস্ত্রাগারে সকলকে সমবেত করি আত্মরক্ষা করিলে তাঁহার প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হইত। যেহেতু, অস্ত্রা গার অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। গঙ্গা উহার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গ যে সকল গৃহ ছিল, তৎসমুদয়ে ইউরোপীয়েরা পরিবারবর্গের সহিত বি কষ্টে ও বিনা গোলযোগে বাস করিতে পারিত। ঐ স্থান মনোনীত হইলে অসহায় বালকবালিকা বা কুলকামিনীরা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতি হইত না, এবং অসমর্থ ইউরোপীয়েরাও সিপাহীদিগের আক্রমণে সহ নিপীড়িত হইয়া পড়িত না। অধিকন্তু অস্ত্রাগারের নিকটে ধনাগা কারাগার ও অন্যান্য কার্য্যালয় ছিল। সমস্তই একসঙ্গে রক্ষিত হইত যাঁহারা কাণপুরের উপস্থিত ভয়ঙ্কর ঘটনার বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহাদে মধ্যে অনেকেই আত্মরক্ষার উপযোগী স্থানের সম্বন্ধে অস্ত্রাগারই প্রশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন† । রণনিপুণ, অভিজ্ঞ সৈনিক কর্ম্মচারীও এঅং অস্ত্রাগারের সম্যক্ উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। সেনাপতি হুইলর স্থান ছাড়িয়া গঙ্গা হইতে বহু দূরে, বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের কিয়দংশ মৃৎপ্রাচী পরিবেষ্টিত করিয়া আত্মরক্ষায় উদ্যত হইযাছিলেন। এজন্য বৃদ্ধ সেনাপতি দূরদর্শিতা ও সমীক্ষ্যকারিতার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে‡। সমরবিদ্যা

* *Thomson, Story of Cawnpur, p 31.*

† *Trevilyan, Cawnpur p, 82 Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. II. p.* 29

‡ সেনাপতি নীল অস্ত্রাগারের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"ইহা চারিদিকে বন্দুকে গুলির অভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার ভূমির পরিমাণ নয় বিঘারও অধিক। ইহা সৈনিকদিগের বাসোপযোগী গৃহ অনেক রহিয়াছে। ইহা গঙ্গার তটবর্ত্তী। ইহা সিপাহী দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইত। নানা সাহেব বা সিপাহী, কেহই তাঁহাদে (ইঙ্গরেজদিগের) নিকটে আসিতে পারিত না। তাঁহারা কামান লইয়া সিপাহীদিগ আক্রমণ করিতে পারিতেন এবং কেবল আপনাদিগকে নয়, নগররক্ষা করিতেও স

শারদ পুরুষেরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, হুইলরের ন্যায় এক জন বৃদ্ধ ও
াচক্ষণ সেনাপতি যে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এরূপ বোধ হয় না।
স্ত্রাগার সৈনিকনিবাস হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে ছিল। সেনাপতি
রূপ দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিলে সিপাহীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে
ারিতেন না, সৈনিকনিবাসে সিপাহীদিগের মধ্যে কি হইতেছে, তাহাও
ম্যরূপে জানিতে সমর্থ হইতেন না। সিপাহীরা উত্তেজিত হইলেও এপর্য্যন্ত
ান্তভাবে ছিল। তাহারা এপর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে
মুত্থিত হয় নাই। সুতরাং সেনাপতি এসময়ে সিপাহীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন
ইতে সমর্থ ছিলেন না। তাঁহাকে অস্ত্রাগারে যাইতে হইলে সিপাহী-
গকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত, কিন্তু এরূপ চেষ্টায় গুরুতর বিপৎ-
াতের সম্ভাবনা ছিল। সেনাপতি যদি ইউরোপীয় সৈন্য ও কামান
ই অস্ত্রাগারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেন, তাঁহাদের বালকবালিকা
কুলকামিনীরা যদি দলে দলে অস্ত্রাগারে যাইত, সিপাহীদিগকে যদি
ানিকনিবাস পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইত, তাহা হইলে
াধ হয়, সিপাহীরা স্থির থাকিতে পারিত না। তাহারা ভাবিত, ফিরিঙ্গীরা
াহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। অবিলম্বে অস্ত্রাগারের অস্ত্ররাশিতে
াহাদিগকে সমূলে বিধ্বস্ত হইতে হইবে, এইরূপ ভাবিয়া, তাহারা
উরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিত, কিন্তু এসময়ে তাহাদের প্রবল
াক্রমণ নিরস্ত করিবার সুবিধা ছিল না। ইউরোপীয় সৈন্য এত
ল্প ছিল যে, সিপাহীদিগের আক্রমণে তাহারা নির্ম্মূল হইয়া যাইত।
বীয়ান সেনাপতি এই সকল বিপত্তির বিষয় ভাবিয়াই, বোধ হয়, দূরবর্ত্তী
স্ত্রাগারে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন*। তিনি যে স্থান নির্দ্দিষ্ট
রিয়াছিলেন, সেস্থান যে বিপদসঙ্কুল ও আত্মরক্ষার অযোগ্য ছিল, তাহা
াহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ঘটনায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে

তেন। ** সেনাপতি হুইলরের একবারে এখানে যাওয়া উচিত ছিল। কেহই
হাকে নিবারিত করিতে পারিত না। তাঁহারা সমস্ত বিষয়ই রক্ষা করিতে পারিতেন।

** *Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 295, note.*

* *The Mutiny of the Bengal Army. By one who has served under Sir Charles Napier, p 125. Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 294.*

ঐ স্থানে থাকিতে হইয়াছিল। সিপাহীদিগের প্রবল আক্রমণে সমূলে উৎখাত হওয়া অপেক্ষা সাহায্যকারী সৈন্যের আগমন পর্য্যন্ত, তিনি ঐ স্থানে থাকিয়া আত্মরক্ষাকরাই শ্রেয়স্কর বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে সকল সংবাদ উপস্থিত হইতেছিল, তৎসমুদয়ে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করিয়া একবারে দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইবে। ইহার মধ্যে কলিকাতা হইতে সৈন্য আসিতে পারে। তিনি ইহাদের সাহায্যে সহজেই কাণপুরের ইউরোপীয়দিগকে লইয়া এলাহাবাদে পঁহুছিতে পারিবেন। বৃদ্ধ সেনাপতি যাহা আশা করিয়াছিলেন, নিয়তির বিচিত্র লীলায় তাহা সম্পন্ন হয় নাই। সেনাপতি ইচ্ছা করিয়া, আপনাদের নিরীহ শিশুদিগকে মৃত্যুহস্তে সমর্পিত করেন নাই, বা ইচ্ছা করিয়াও আপনাদের অমূল্য জীবনবিনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলেন নাই। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা না ঘটিলেও, তাঁহার বিশ্বাস যে,নিতান্ত অমূলক ছিল না, পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে।

সেনাপতি আত্মরক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, আত্মবলবৃদ্ধি করিতে উদাসীন রহিলেন না। তিনি অবিলম্বে লক্ষ্ণৌতে স্যার হেন্‌রি লরেন্সের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ঐ সময়ে অযোধ্যাতেও সিপাহীদিগের উত্তেজনা দেখা যাইতেছিল। স্যার হেনরি লরেন্সের তত্ত্বাবধানে যে সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা অযোধ্যারক্ষার পক্ষেই পর্য্যাপ্ত ছিল না। তথাপি স্যার হেনরি লরেন্স কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতির সাহায্য করিতে উদাসীন থাকিলেন না। তিনি অবিলম্বে দ্বাত্রিংশ ইউরোপীয় সৈনিকদলের ৮৪ জন পদাতিক ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া কাণপুরে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত অযোধ্যার গোলন্দাজ সৈন্য সহ লেপ্টেনাণ্ট আসেনামক সৈনিক পুরুষের তত্ত্বাবধানে দুইটি কামান প্রেরিত হইল। কাণপুরের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য স্যার হেন্‌রি লরেন্স আপনার সেক্রেটরিকেও পাঠাইয়া দিলেন। এই সৈনিকদল সেনাপতি হুইলরের নির্দ্দিষ্ট, মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত আত্মরক্ষার স্থানে উপস্থিত হইল। হেন্‌রি লরেন্সের সুদক্ষ সেক্রেটরিও যথাসময়ে আসিয়া আশঙ্কিত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়বিধানে ব্যাপৃত হইলেন।

কাণপুরের ইঙ্গরেজ কর্ত্তৃপক্ষ যখন স্যার হেন্‌রি লরেন্সের সাহায্যপ্রার্থনা করেন, তখন আপনাদিগকে অধিকতর নিরাপদ করিবার জন্য কাণপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরের আর এক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির নিকটেও সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। এই ক্ষমতাশালী পুরুষ, কাণপুরবাসী ইঙ্গরেজদিগের সহিত দীর্ঘকাল সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে সম্প্রীত করিয়া আসিতে-ছিলেন, এবং দীর্ঘকাল, আপনার বহুমূল্য দ্রব্যাদি তাঁহাদের পরিতোষার্থে বিনিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। কাণপুরের ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ সেই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্মরণ করিয়া ঘোরতর বিপত্তিকালে ইঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

মহারাষ্ট্রের শেষ পেশবা বাজীরাওর উত্তরাধিকারী ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের বিষয় উপস্থিত ইতিহাসের প্রথম ভাগে বর্ণিত হইয়াছে। পরাক্রান্ত বাজীরাও কিরূপে পুনার সিংহাসন হইতে অপসারিত হয়েন, কিরূপে তিনি কাণপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরনামক স্থানে আসিয়া বাস করেন, কিরূপে তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেব পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হয়েন, এবং শেষে কিরূপে ঐ দত্তক, বিলাতে একজন মুসলমান দূত পাঠাইয়াও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুবিচার লাভে হতাশ হইয়া পড়েন, তাহা এই ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। নানা সাহেব আপনার অভীষ্টসিদ্ধিতে অকৃতকার্য্য হইলেও, ইঙ্গরেজের সহিত সদ্ভাব রাখিতে উদাসীন থাকেন নাই। বাজীরাওর ৮০০০ সশস্ত্র অনুচর ছিল, তাঁহার জীবদ্দশায় ইহারা কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দেয় নাই। যখন নানা সাহেব পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করেন, বিঠুরের রমণীয় প্রাসাদ, বহুসংখ্য সশস্ত্র অনুচর, বাজীরাওর সঞ্চিত অর্থরাশি, যখন তাঁহার অধিকৃত হয়, তখনও তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন নাই। ইঙ্গরেজ প্রায়ই তাঁহার বিস্তৃত প্রাসাদে আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। নানা সাহেব অতিথির সম্মানরক্ষায় উদাসীন থাকিতেন না। ইঙ্গরেজ তাঁহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তদীয় আতিথেয়তার গৌরবঘোষণা করিতেন। তাঁহারা বিঠুরে আসিয়া নানা সাহেবের পৈতৃক বৃত্তির সম্বন্ধে ব্রিটিশ কোম্পানির অন্যায়া-চরণের কথা শুনিতেন। নানা সাহেবও বোধ হয় ভাবিতেন যে, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রনষ্ট অধিকারের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিবেন*।

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 249.*

মর্য্যাদাশালী ইঙ্গরেজ অতিথি স্বদেশে যাউন, তদীয় অভীষ্টসিদ্ধির বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা করুন, বা না করুন, নানা সাহেবের বিস্তৃত প্রাসাদ অতিথিশূন্য থাকিত না। তদীয় প্রাসাদের পরিদর্শকদিগের খাতা খুলিলে শত শত ইঙ্গরেজের নাম পাওয়া যাইত। ইহারা অনেকদিন নানা সাহেবের গৃহে অবস্থিতি করিয়া, নানারূপ সুখাদ্য দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইতেন। একজন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী একদা নানা সাহেবের একখানি শকটে বিঠুরে উপনীত হয়েন। তিনি উক্ত শকটের সবিশেষ প্রশংসা করিলে, নানা সাহেব তাঁহাকে কহেন,—"অধিকদিন অতীত হয় নাই, আমার ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট গাড়িঘোড়া ছিল, কিন্তু আমি ঐ গাড়ি দগ্ধ করিয়াছি, ঘোড়াও মারিয়া ফেলিয়াছি।" উক্ত কর্ম্মচারী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, নানা সাহেব কহিলেন, "কাণপুরের এক জন সাহেবের একটি শিশু সন্তান সাতিশয় পীড়িত হইয়াছিল, সাহেব ও মেমসাহেব বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সন্তানটিকে লইয়া, বিঠুরে আসিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য আমার উক্ত গাড়ি পাঠাইয়াছিলাম। পথে গাড়ীতে সন্তানটির মৃত্যু হইল। গাড়িতে মৃত শিশু থাকাতে এবং গাড়ির সহিত ঘোড়ার সংস্পর্শ হওয়াতে, আমি উক্ত গাড়ি ও ঘোড়া কখনও ব্যবহার করি নাই।" কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়া আপনার কোন খ্রীষ্টীয় বা মুসলমান বন্ধুকে ব্যবহার করিতে দিলেন না কেন?" নানা সাহেব উত্তর করিলেন, "না, আমি এইরূপ করিলে এ বিষয় সাহেবের গোচর হইত, সাহেব আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়া দুঃখিত হইতেন।" ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া শেষে লিখিয়াছেন, "বিঠুরের এইরূপ প্রকৃতির মহারাজা সাধারণতঃ নানা-সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আমাদের সমক্ষে ক্ষমতাপন্ন বলিয়াও পরিগণিত হইতেন না, কিংবা নির্ব্বোধ বলিয়াও প্রতিপন্ন ছিলেন না *"।

উপস্থিত সময়ে নানাসাহেবের বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। যৌবনের কার্য্যপটুতা ও আলস্যশূন্যতা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। তিনি কার্য্যপটু ও অনলস হইলেও তাদৃশ দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন না। অপরের

* *Martin, Indian Empire, Vol. II., p. 249-250.*

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীর সঙ্গতি বা অসঙ্গতির পরিজ্ঞানে তাঁহার বুদ্ধি ছিলনা, বা অপরের অবলম্বিত কর্ত্তব্যপথের শুভাশুভফলনির্দ্ধারণে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি যে পথে অগ্রসর হইতেন, যে কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত থাকিতেন বা যে বিষয় অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করিতেন, তৎসমুদয়ই অপরের পরামর্শে নির্দ্ধারিত হইত। একজন সুশ্রী ও সৌখীন মুসলমান তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ইঁহারই পরামর্শে পরিচালিত হইতেন।

আজিমউল্লা খাঁর বিষয় পূর্ব্বে একবার লিখিত হইয়াছে। আজিমউল্লা নবীন বয়সে ইঙ্গরেজ রাজপুরুষের খানা যোগাইবার ভার গ্রহণ করুন, বা কাণপুরের বিদ্যালয়ে দশ বৎসর শিক্ষা করিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরে একজন ইঙ্গরেজ সৈনিক কর্ম্মচারীর মুন্সীই হউন, * তিনি সৌন্দর্য্যময়ী আকৃতি ও প্রীতিপ্রদ আলাপের গুণে ইঙ্গলণ্ডের বিলাসিনীসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। তিনি অনর্গল ইঙ্গরেজী বলিতে পারিতেন, ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষাতেও কথাবার্ত্তা কহিতেন। নানা সাহেব এজন্য তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি বিলাতে যাইয়া প্রভুর কার্য্যসাধনে সমর্থ হন নাই। বিলাতের কর্তৃপক্ষ যখন তাঁহার প্রার্থনাপূরণে অগ্রসর হইলেন না, তখন তিনি আত্মপরিতোষসাধন জন্য অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রভুর প্রদত্ত প্রচুর অর্থ ছিল, তাঁহার বাক্‌পটুতা ও স্বরমাধুর্য্য ছিল, সর্ব্বোপরি তাঁহার দেহের অসামান্য সৌন্দর্য্যগৌরব ছিল। তিনি এই সকলের সাহায্যে বিলাসসাগরে ভাসমান হইলেন। বিলাসিনীদিগের অনুগ্রহে ও আদরে তাঁহার যৌবনকান্তি অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। তিনি ইঙ্গলণ্ড হইতে তুরস্কের রাজধানীতে উপনীত হইলেন, এই সময়ে ক্রীমিয়ার যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ আন্দোলিত হইতেছিল। কৌতূহলপর মুসলমান দূত ইউরোপের বীরপুরুষদিগের বীরত্বদর্শন জন্য সমরভূমির নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি ইঙ্গরেজের প্রতি

* *Kaye, Sepoy War, p. 312. Shepherd, Cawnpur, p. 9.*

ফরাসীর বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিলেন, রুশিয়াবাসীদিগের কামানের গোলায় ইঙ্গরেজদিগকে বিশৃঙ্খল হইতে দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। আজিমউল্লা যাঁহাদের নিকট ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন, যাঁহাদের বিচারে আপনার প্রতিপালক প্রভুকে পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত দেখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগকে ইউরোপের সমরভূমিতে ইউরোপীয় বীরেন্দ্রবৃন্দ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিলেন*। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি স্বদেশে আসিয়া ইঁহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে পারিবেন। আজিমউল্লা স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন বিশ্বাস অপনীত হইল না। তিনি বিঠুরে আসিয়া নানা সাহেবকে আপনার ভূয়োদর্শিতার ফল জানাইলেন। পৈতৃক বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে নানা সাহেব গভীর মনোবেদনায় অস্থির হইয়াছিলেন। তদীয় দূত যখন অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন,তখন তাঁহার অধীরতা বর্দ্ধিত হইল। তিনি ইঙ্গরেজ কর্তৃপক্ষের উপর জাতক্রোধ হইলেন। লর্ড ডালহৌসীর অবৈধকার্য্যের ফল এখন পরিস্ফুট হইল। এদিকে আজিমউল্লা ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া, যে ভূয়োদর্শিতাসংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি স্বীয় প্রভুকে বিচলিত করিয়া তুলিলেন। নানা সাহেব তত্বজ্ঞ বা দূরদর্শী ছিলেন না, সুতরাং তিনি স্বীয় দূতের অর্জ্জিত জ্ঞান যথার্থ কি না, ভাবিয়া দেখিলেন না। মর্ম্মান্তিক মনোবেদনায়, ও আজিমউল্লার হৃদয়গ্রাহিনী কথায়, তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। কাণপুরের ইতিহাস শোণিতাক্ষরে রঞ্জিত হইবার সূচনা হইল।

বিঠুরের রাজপ্রাসাদে নানা সাহেবের আরও কয়েক জন সহচর ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বালরাও ও বাবাভট্ট ঐ স্থানে থাকিতেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব তদীয় আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেন,

* ক্রীমিয়ায় ১৮৫৪-৫৫ অব্দে রুশিয়ার সহিত ফ্রান্স, ইঙ্গলণ্ড, তুরুষ্ক ও সার্ডিনিয়ার সম্মিলিত সৈন্যের যুদ্ধ হয়। ১৮ই জুন শিবাস্তোপোল নামক স্থানের যুদ্ধে সম্মিলিত সৈন্য তাড়িত হয়। এই সময়ে আজিমউল্লা কনস্তান্তিনোপোলে ছিলেন। সংবাদপত্রে বিখ্যাত লেখক রাসেল সাহেবও এই সময়ে ঐ নগরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আজিমউল্লার সাক্ষাৎ হয়। আজিমউল্লা তাঁহাকে কহেন, "বিখ্যাত ক্রীমিয়া নগর ও যে সকল পরাক্রান্ত

এবং তাঁহার বাল্যক্রীড়াসঙ্গী তাঁতিয়াতোপী ঐস্থানে প্রিয়বয়স্যের সমৃদ্ধিভোগে পরিতৃপ্ত থাকিতেন। আজিমউল্লার ন্যায় তাঁতিয়াতোপীও নানা সাহেবের মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠেন। এইরূপে এক দিকে মুসলমান, অপর দিকে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মন্ত্রণায় বিঠুরের মহারাজের কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হইত। কাণপুরের ভয়াবহ বিপ্লবের সময়ে প্রধানতঃ ইঁহারই নানা সাহেবের মন্ত্রণাদাতা হইয়াছিলেন।

কাণপুরের ইঙ্গরেজকর্ত্তৃপক্ষ যখন ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হয়েন, অসহায় বালকবালিকা ও অবলা কুলনারীদিগের রক্ষার জন্য যখন তাঁহারা আলস্যশূন্য হইয়া আত্মরক্ষার স্থান সুরক্ষিত করিতে থাকেন, তখন ধনাগারের অর্থরাশির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। এই সময়ে কাণপুরের ধনাগারে দশ বার লক্ষ টাকা ছিল। মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হিলর্স্ডন সাহেব নানা সাহেবের সাহায্যে ঐ টাকা রক্ষা করিতে উদ্যত হয়েন। নানা সাহেবের সদ্ব্যবহারে, ও আতিথেয়তায়, কলেক্টর সাহেব পরিতুষ্ট ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, বিপদ উপস্থিত হইলে, একমাত্র নানা সাহেবের সাহায্যেই তিনি পরিবারবর্গের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিরক্ষায় সমর্থ হইবেন। এ সম্বন্ধে বিবি হিলর্স্ডন্ একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"এস্থলে সহসা বিপৎপাতের সম্ভাবনা। যদি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা হয় সৈনিকনিবাসে, নচেৎ কাণপুরের প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বিঠুরনামক স্থানে যাইব। এই স্থানে পেশবার উত্তরাধিকারী অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সাহেবের পরম বন্ধু এবং বহুসম্পত্তির অধিপতি ও প্রভূত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। তিনি সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছেন যে, তাঁহারা বিঠুরে সর্ব্বাংশে নিরাপদে থাকিবেন। আমি অপরাপর কুলনারীর সহিত সৈনিকনিবাসে থাকাই ভাল বোধ

সম্প্রতি) রুশিয়াবাসী, ফরাসী ও ইঙ্গরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে যাবার বড় ইচ্ছা হইতেছে।" আজিমউল্লা কলিকাতায় আসিতেছিলেন। মাল্টায় থাকিলে তিনি ইঙ্গরেজের পরাজয়সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অমনি যুদ্ধস্থল দেখিবার জন্য সেবাস্তিপোলে গমন করেন।—*Russell, Diary in India. Vol. I. p. 165-166.*

করিতেছি, কিন্তু সাহেব আমাকে অমূল্য সন্তানরত্নের সহিত বিঠুরে রাখাই শ্রেয়স্কর মনে করিতেছেন" * ।

নানা সাহেবের প্রতি কাণপুরের কলেক্টর সাহেবের এইরূপ অটল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। এই বিশ্বাস ও প্রীতি প্রযুক্তই তিনি ধনাগার-রক্ষার ভার নানা সাহেবের হস্তে সমর্পিত করিতে উদ্যত হয়েন। কথিত আছে, নানা সাহেব যখন লক্ষ্ণৌ নগরে উপনীত হয়েন, তখন তত্রত্য রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারীরা তাঁহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসস্থাপনে উন্মুখ হয়েন নাই। নানা সাহেব সহসা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রস্থান করিলে অযোধ্যার রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারীর মনে গভীর সন্দেহ জন্মে। এজন্য, উক্ত কর্ম্মচারী কাণপুরের ইঙ্গরেজ সেনাপতিকেও সাবধান হইতে কহেন। এবিষয় অযোধ্যার প্রধান কমিশনর স্যার হেন্‌রি লরেন্সেরও অনুমোদিত হয়। † যাহা হউক, হিলর্‌স্‌ডন সাহেব অবশ্য নানা সাহেবের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নানা সাহেবের সদাচারে পরিতোষলাভ করিয়াছিলেন, এবং নানা সাহেবের সদনুষ্ঠানে তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাজীরাও লোকান্তরিত হইলে, নানা সাহেব যখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়েন, তখন তিনি কাণপুরের রাজপুরুষদিগের সমক্ষে কোন অংশে অবিনয় বা অসৌজন্যের পরিচয় দেন নাই। লর্ড ডাল্‌হৌসীর সংকীর্ণ রাজনীতিতে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এক সময়ে তাঁহার প্রণষ্ট অধিকারের পুনরুদ্ধার হইবে। তিনি, যাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন, যাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে নিরন্তর প্রয়াস পাইতেছেন, এবং যাঁহাদের সমক্ষে সৌজন্যের একশেষ দেখাইতেছেন, তাঁহারা অবশ্য এক সময়ে তদীয় ন্যায়ানুগত স্বত্বরক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। তিনি ইহা ভাবিয়াই বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট ও ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহান্বিত ছিলেন। তাঁহার অনভিজ্ঞ ও কৌতূহলপর মুসলমান মন্ত্রী ক্রীমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া, যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানের মোহিনী শক্তিতে

* *Martin, Empire in India, Vol. II, p. 251.*

† *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 32.*

যদি তিনি আকৃষ্ট না হইতেন, বা তাঁহার বাল্যক্রীড়াসহচরের মন্ত্রণায় যদি তদীয় মতিভ্রংশ না ঘটিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, তিনি পূর্ব্বতন সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হইতেন না। কাণপুরের বিস্তৃত ক্ষেত্রও বোধ হয়, ইউরোপীয়ের শোণিতে রঞ্জিত হইত না, এবং কাণপুরের প্রান্তবাহিনী পবিত্রসলিলা জাহ্নবীও বোধ হয়, নিঃসহায় বালকবালিকা ও নিরপরাধা কুলকামিনীদিগের দেহনিঃসৃত শোণিতস্রোতে কলুষিত হইয়া উঠিতেন না।

নানা সাহেব যথোচিত শিষ্টতা দেখাইয়া কাণপুরের ইঙ্গরেজ কর্তৃপক্ষের সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ কি জন্য সহসা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কি জন্য তাঁহাকে এই সঙ্কটকালে, আপনাদের প্রধান অবলম্বস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন, এই স্থলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। দেওয়ানী ও সৈনিক কর্ম্মচারিগণ এ সময়ে ধনাগারের অর্থরাশি সুরক্ষিত করিতে নিরতিশয় চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা যে স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিয়া, আত্মরক্ষার্থ সজ্জিত হইতেছিলেন, সেই স্থানে ধনাগারের মুদ্রা আনিয়া রাখিলে উহা উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িত। কিন্তু এসময়ে যে সকল সিপাহী ধনাগাররক্ষা করিতেছিল, তাহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির উল্লেখ করিয়া কহিল, "আমরা ধনাগাররক্ষা করিতে যথাশক্তি যত্ন করিব। টাকা স্থানান্তরে অপসারিত হইলে, আমাদের রাজভক্তিতে কলঙ্কস্পর্শ হইবে, আমাদের বিশ্বস্ততারও অবমাননা ঘটিবে। আমরা উপস্থিত থাকিতে বিপক্ষদিগের কেহই ধনাগার বিলুণ্ঠিত করিতে পারিবে না। আমাদের হস্তে ইহা নিরাপদে রহিয়াছে।" কর্তৃপক্ষ ধনাগাররক্ষকদিগের এই কথার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এসময় তাহাদের প্রতি কোন বিষয়ে অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখাইলে বা তাহাদের কথার কোন অংশে প্রতিবাদ করিলে, তাহারা হয় ত প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইত, এবং কর্তৃপক্ষের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, প্রকাশ্যভাবে আপনাদের রক্ষণীয় দ্রব্য আপনারাই আত্মসাৎ করিত। বৃদ্ধ সেনাপতি, ইহা ভাবিয়া ধনাগাররক্ষকদিগের মতের

বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলেন না। বিপুল অর্থ পূর্ব্ববৎ ধনাগারেই রহিল। কিন্তু বিপদের সময়ে ধনাগাররক্ষক সিপাহীদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসস্থাপন করা, অনুচিত মনে করিয়া, কর্তৃপক্ষ কতিপয় সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ ধনাগারের নিকটে রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। কাণপুরের কলেক্টর হিলর্‌সডন সাহেবের সহিত নানা সাহেবের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। কলেক্টর সাহেব এজন্য নানা সাহেবের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। নানা সাহেবও সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। ধনাগার বিঠুরে যাইবার পথের কিয়দ্দূরে ছিল। অবিলম্বে নানা সাহেবের দুই শত সশস্ত্র অনুচর দুইটি কামান লইয়া ধনাগার ও অস্ত্রাগারের নিকটবর্ত্তী নবাবগঞ্জনামক স্থানে উপস্থিত হইল। এইরূপে কাণপুরের কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ কোম্পানির অর্থরক্ষার উপায়বিধান করিলেন। এই উপায়েই পরিশেষ সিপাহী দিগের অদৃষ্ট অধিকতর প্রসন্ন হইয়া উঠিল। নানা সাহেবের নিকটে কলেক্টর সাহেবের সাহায্যপ্রার্থনাকরার সম্বন্ধে নানার সহচর তাঁতিয়া তোপী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—"১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে কাণপুরের কলেক্টর সাহেব বিঠুরে নানা সাহেবের নিকটে এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লিখিত থাকে যে, "আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ইঙ্গলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।" নানা সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। চারি দিবস পরে কলেক্টর সাহেব আবার নানা সাহেবকে সৈন্য ও কামানসহ কাণপুরে আসিতে লিখেন। নানা সাহেব তিন শত সৈন্য ও দুইটি কামান লইয়া কাণপুরে গমন করেন। আমিও সেই সঙ্গে কাণপুরে যাই। কলেক্টর সাহেব এই সময়ে তাঁহার বাটীতে ছিলেন না, প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে বলিয়া পাঠান। আমরা তদনুসারে তাঁহার বাটীতে সেই রাত্রি অতিবাহিত করি। প্রাতঃকালে কলেক্টর সাহেব আসিয়া নানা সাহেবকে তাঁহার নিজের গৃহে অবস্থিতি করিতে কহিলেন। ঐ বাটী কাণপুরে ছিল। আমরা তদনুসারে ঐ বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। এইরূপে চারি দিন অতিবাহিত করিলাম। কলেক্টর সাহেব কহিলেন, সিপাহীরা কথার যেরূপ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য যে, নানা

সাহেব তাঁহাদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অনুচরগণের খরচপত্রের বিষয় সেনাপতিকে বলিবেন। কলেক্টর সাহেব আপনার কথারক্ষা করিলেন। সেনাপতিও ঐ বিষয় আগ্রায় লিখিয়া পাঠাইলেন। সে স্থান হইতে উত্তর আসিল যে, নানা সাহেবের অনুচরদিগের ব্যয়নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করা হইবে" *। এইরূপে ২২শে মে নানা সাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

যে দিন নানা সাহেবের হস্তে ধনাগাররক্ষার ভার সমর্পিত হয়, তাহার পূর্ব্ব দিন লক্ষ্ণৌ হইতে সাহায্যকারী সৈনিকদল কাণপুরে পঁহুছে। এ দিকে সেনাপতির আদেশে ইউরোপীয় কুলকামিনী, বালকবালিকা ও রোগাতুরগণ প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করে। এই সময়ে গোলযোগের একশেষ হয়। বগী, পালকী, গাড়ি প্রভৃতি বিবিধ যান ক্রমান্বয়ে আশ্রয়স্থানের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকে। শিশুদিগের রোদন-ধ্বনিতে, কুলকামিনীদিগের আর্ত্তনাদে, ইতস্ততঃ ধাবমান লোকের উচ্চৈঃস্বরে ও যানসমূহের ঘর্ঘর শব্দে, সমগ্র সৈনিকনিবাস সমাকুল হইয়া উঠে। এই সময়ে সকলেই শশব্যস্ত, সকলেই আসন্ন বিপদে সন্ত্রস্ত, সকলেই আপনাদের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার জন্য বিহ্বলচিত্ত হইয়া, ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। ছোট বড়, ভদ্র ইতর, উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষ ও নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী, সকলেই সমভাবে একক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া একবিধ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। সকলের মুখই গভীর আশঙ্কায় মলিন ও সকলের হৃদয়ই অবশ্যম্ভাবী বিপদে অবসন্ন হইয়া উঠে। ২২ শে তারিখ বাজারের সমস্ত দোকান ৪।৫ বার বন্ধ হয়। ঐ দিন সেনাপতির নিকটে নিরন্তর নানারূপ অসম্বদ্ধ ও ভয়ঙ্কর সংবাদ উপস্থিত হইতে থাকে। এক ব্যক্তি যে সংবাদ লইয়া আইসে, ১০ মিনিট পরে অপর ব্যক্তি সেই সংবাদ মিথ্যা বলিয়া তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রচার করে। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়। তৎপর দিনও ঐরূপ নানা ভয়ঙ্কর জনরব প্রচারিত হয়। এই সময়ে বৃদ্ধ সেনাপতির প্রশান্তভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেনাপতির আবাসগৃহের দ্বার ও গবাক্ষ সকল সমস্ত

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 300, note.*

রাত্রি উন্মুক্ত থাকিত। সেনাপতি স্বয়ং স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা করেন নাই, পরিবারবর্গকেও স্থানান্তরিত করিতে সম্মত হয়েন নাই। সেনাপতি ব্যতীত কাণপুরের আর কতিপয় রাজপুরুষও এই সময় আপনাদের গৃহে রাত্রি-যাপন করিতেন।

ইঙ্গরেজেরা যখন আত্মরক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন, সৈনিক-চিকিৎসালয়ের বিস্তৃত ক্ষেত্র যখন মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের স্থানে স্থানে যখন কামানসকল স্থাপিত হইতেছিল, তখন সিপাহীরা নানা লোকের কথায় ও নানাস্থানের সংবাদে অধিকতর উত্তেজিত ও অশান্ত হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলই সর্ব্বপ্রথম বিপক্ষতাচরণে আগ্রহপ্রকাশ করে। ইহারা ক্রমে আপনাদের পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি স্থানান্তরে প্রেরণ করে। আপনাদের চিরসহচর ও চিরপবিত্র লোটা ব্যতীত, ইহারা আর কিছুই আপনাদের গৃহে রাখে নাই। এই দলে অনেক মুসলমান সৈনিকপুরুষ ছিল। ইহারাও সমভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদেরও আশঙ্কার অবধি ছিল না। ইহারা মসজিদে সমবেত হইয়া, উপস্থিত বিষয়ে আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিত। ২৪ শে মে ইহাদের প্রসিদ্ধ পর্ব্ব ইদের দিন ছিল। এজন্য ইউরোপীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে, ঐ দিন ইহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। কিন্তু ঐ দিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। মুসলমান সৈনিকপুরুষেরা উত্তেজিত হইলেও, ঐ দিন শান্তিভঙ্গ করিল না। তাহারা প্রশান্তভাবে আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য সম্পন্ন করিল, এবং প্রশান্তভাবে ও সন্তোষসহকারে আপনাদের অধ্যক্ষদিগকে অভিবাদন ও অভিনন্দন করিয়া, যথোচিত বিনীতভাবের পরিচয় দিল। তাহাদের অধিনায়কগণও তাহাদিগকে প্রত্যভিনন্দিত করিলেন।

কিন্তু ইহাতেও সেনানায়ক ও সিপাহীদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল না। সিপাহীরাও উত্তেজনা ও আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না। কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিকার্য্যেই তাহাদের উত্তেজনা পরিবর্দ্ধিত ও আশঙ্কা বলবতী হইতে লাগিল। তাহারা দেখিল, ইঙ্গরেজেরা তাহাদিগকে নিরন্তর সন্দিগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আত্মরক্ষার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রাচীরে পরিবেষ্টিত

করিয়াছেন। স্থানান্তর হইতে কামান সকল আনীত হইতেছে। ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষেরা অস্ত্রপরিগ্রহ পুর্ব্বক আত্মরক্ষার উপায়বিধান করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল, হয় ত ঐ সকল সজ্জিত কামানে এক সময়ে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহার উপর বসাযুক্ত টোটা ও অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দার কথা তাহাদের নিদারুণ অন্তর্দ্দাহের কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা আবার ভাবিতে লাগিল, ফিরিঙ্গীর অধিকারে, ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে, তাহাদের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের সহিত প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিবে। যে দিন গোলন্দাজ সৈন্য কামান লইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরে উপস্থিত হয়, সে দিন এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষেরা এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, তাহারা আপনাদের পিস্তল গুলিপূর্ণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে থাকে। ঐ কামান কি জন্য তাহাদের আবাসভূমির অভিমুখে আসিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। সহসা কামানের আবির্ভাব ও তৎপার্শ্বে ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগের সমাবেশ দেখিয়া, তাহারা আশঙ্কায় অধীর হয়। তাহারা ভাবিতে থাকে, ঐ কামানে এই মুহূর্ত্তেই তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে। এইরূপ দুর্ভাবনায় তাহাদের মানসিক শান্তি তিরোহিত হয়। তাহারা তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, আপনাদের অশ্ব সকল সজ্জিত করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে গোলন্দাজ সৈন্য কামান লইয়া তাহাদের আবাসগৃহ অতিক্রম পুর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের হৃদয় আশ্বস্ত হইল না। কামান চলিয়া গেলে জনসাধারণের অনেকে আপনাদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কারণ জানিবার জন্য কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। কয়েকজন সিপাহীও আসিয়া তাহাদের সহিত মিশিল। গোলযোগ দেখিয়া রসদ-বিভাগের একজন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সিপাহীদিগের কথোপকথনে তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কামান সকল চলিয়া যাওয়াতে, তাহাদের আশঙ্কা দূর হইয়াছে। তাহারা এতক্ষণ আপনাদের সর্ব্বনাশের চিন্তায় অস্থির ছিল। তাহাদের সে অস্থিরতা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা অতঃপর আপনাদের মধ্যে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। এই অবসরে উক্ত ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী তাহাদের নিকটবর্ত্তী

হইয়া কহিলেন, "অযোধ্যা হইতে যে সকল অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ এ
সকল কামানের সঙ্গে আসিতেছিল, তাহারা পূর্ব্বে কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রকা
করে নাই। রাজভক্তির অবমাননা করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি দেখা যা
নাই। কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ভাল ভাবিয়াই ফতেগড়ে পাঠাইয়া ছিলেন*
কি জন্য তাহারা রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হইল, এবং কি জন্যই বা আপনাদে
অধিনায়কদিগকে নিহত করিল?" তাঁহার এই বাক্যে সিপাহীরা উত্তেজনা
সহকারে নানা ভাবে নানা কথা কহিতে লাগিল। এক জন বলিল, "অধি
নায়কেরাই যে, বিশ্বাসঘাতক হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সকল
অধিনায়ক,সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র ও তাহাদের অশ্বসকল তাহাদিগহইতে ছিনাইয়া
লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবিষয়ে অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহারা,
উহাদিগকে বেতন লইবার জন্য যুদ্ধবেশ ও যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্ত্তে সামান্যবেশে এই
স্থানে আসিতে আদেশ দেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বক্তা ঘাড় নাড়িয়া পুনর্ব্বার
গম্ভীরভাবে কহিল, "কিন্তু সিপাহীরা সেরূপ পাত্র নহে; তাহারা সহজে
এই স্থানে আসিবার লোক নয়।" আর এক ব্যক্তি কহিল, "আফিসর-
গণ যদি বিশ্বাসঘাতক না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা কিজন্য
আবাসস্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিতেছেন? তাঁহারা যদি পূর্ব্বের ন্যায়
আমাদের সহিত ভালব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমরাও কখনও
কোন অংশে তাঁহাদের অনিষ্ট করিব না। কিন্তু এখন সেই ভাল
ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তাঁহারা বিবিধ কৌশলে আমাদের জাতিনাশ
করিবার ইচ্ছা করিতেছেন।" বক্তা অতঃপর তাহার সহযোগীদিগের
প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিল, "দেখ, আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ গুরুতর
ষড়যন্ত্রের অনুষ্ঠান হইতেছে। তাহারা জানে যে, আমরা কখনও নূতন
টোটাগ্রহণ করিব না, এজন্য আমাদিগকে জাতিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে
গাভী ও শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত ময়দা রুড়কি হইতে প্রেরিত হইতেছে।"
তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, আমাদের উপর
অফিসরদিগের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তাঁহারা অস্ত্রাগার ও ধনাগাররক্ষ

* ফতেগড়ের বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

সিপাহীদিগকে অপসারিত করিয়া সেই স্থলে ইউরোপীয়দিগকে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিপাহীরা, এতদিন বিশ্বস্ত ছিল, এখন সহসা তাহারা অবিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।” সিপাহীদিগের মধ্যে যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন সিপাহীরা রসদবিভাগের উক্ত কর্ম্মচারীর চারিদিকে দাঁড়াইয়াছিল। ঐ কর্ম্মচারী তাহাদিগকে শান্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই শান্ত হইল না। তিনি তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য যতই বুঝাইতে লাগিলেন, তাহারা ততই গভীর আশঙ্কা ও তন্মূলক অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা মিরাটের ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিল, “তথাকার সিপাহীরা দশ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছে, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া গুরুতর পরিশ্রমসহকারে পথ প্রস্তুত করিবার কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। যেহেতু, তাহারা নূতন টোটা দাঁতে কাটিতে অসম্মত হইয়াছিল। কাণপুরে ইউরোপীয় সৈনিকদল উপস্থিত হইলেই আমাদেরও সেই দশা ঘটিবে। আমরা সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব না, আমাদের অধোগতির একশেষ হইয়াছে। এই সেই রাত্রিতে এক জন আফিসর আমাদের দলের কতিপয় সাম্ত্রীর দিকে গুলি নিক্ষেপ করিল। বিচারক তাহাকে পাগল বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন *। আমরা যদি কোন ইউরোপীয়ের দিকে গুলিনিক্ষেপ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের ফাঁসী হইত।” সিপাহীদিগকে এইরূপ উত্তেজিত ও অধীর দেখিয়া, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী কহিলেন, “তোমরা আপনাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিতেছ। ব্রিটিশ কোম্পানি ব্যতীত আর কাহার নিকট এরূপ উচ্চ ও সম্মানিত কর্ম্ম পাইবে?” একজন সিপাহী তিলার্দ্ধ মাত্র বিলম্ব না করিয়া এই কথার উত্তরে বলিল, “আমরা মুসলমান।

* সিপাহীর এই কথা অমূলক নহে। একদা রাত্রিকালে অশ্বারোহী সৈনিকদলের একজন সিপাহী পাহারা দিতেছিল। এমন সময়ে একটি ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ আপনার বাঙ্গলা হইতে বাহির হইয়া, মদ্যপান প্রযুক্ত মত্ততাতেই হউক, অথবা ভয়েই হউক, ঐ সান্ত্রীর প্রতি গুলিনিক্ষেপ করে। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সিপাহী উক্ত সৈনিক পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত করে। এই বিষয়ের বিচার জন্য সামরিক বিচারালয়ের অধিবেশন হয়। মত্ততাপ্রযুক্ত অভিযুক্ত সৈনিকের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, এই হেতুতে বিচারক তাহাকে দণ্ডিত না করিয়া ছাড়িয়া দেন।—*Trevelyan, Cawnpur, p. 92-93.*

আমরা সজাতীয় ভূপতির কর্ম্ম করিব, সজাতীয়ের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা অবশ্যই তাঁহার বিদিত আছে।" আর একজন সিপাহী আপনার শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া সাতিশয় উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। রসদবিভাগের পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী তাহাকে নিরতিশয় উত্তেজিত দেখিয়া কহিলেন, "যদি তোমরা এই সকল কার্য্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তাহা হইলে বণিক, কেরাণী প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির সহিত তোমাদের কোনরূপ সংশ্রব নাই, তাহাদের অনিষ্টসাধনে কেন প্রবৃত্ত হইবে?" তাঁহার এই কথায় পূর্ব্বোক্ত সিপাহী দৃঢ়তার সহিত কহিল, "ওঃ! তোমরা সকলেই এক। তোমাদের সকলের জাতিই এক। তোমরা খলসর্প। তোমাদের কেহই রক্ষা পাইবে না।" এই সময়ে একজন হাবিলদার বা নায়ক ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীর সম্মুখে আসিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি এই নির্ব্বোধের কথায় কর্ণপাত করিবেন না, আপনার কার্য্যে গমন করুন; আমাদের মধ্যে আর আসিবেন না।" হাবিলদার যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন আরও কতিপয় ব্যক্তি ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীকে সে স্থান হইতে শীঘ্র শীঘ্র যাইতে বলিল। কর্ম্মচারী সিপাহীদিগকে নিরতিশয় উত্তেজিত দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। চারি দিকে ঐ উত্তেজিত সিপাহীগণে পরিবেষ্টিত হওয়াতে তাঁহার আশঙ্কা বলবতী হইয়াছিল, সুতরাং তিনি তথায় অধিকক্ষণ থাকিলেন না। পূর্ব্বোক্ত হাবিলদারের কথায় তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি যখন যাইতে লাগিলেন, তখন এক ব্যক্তি উপহাসপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "তোমার কোন ভয় নাই। তুমি শীঘ্র যাইয়া মুসলমানের বেশপরিগ্রহ কর, স্থূল ও দৃঢ় যষ্টি হস্তে লও এবং গোঁপে তা দিতে দিতে "আল্‌হাম্‌দ্‌-লিল্‌লা রব্‌বেল্‌ আল্‌মিন্‌" (মুসলমানদিগের উপাসনাবাক্যের একটি অংশ) এই কথা বলিয়া বেড়াও, তুমি নিরাপদ থাকিবে।" এই বাক্যে উপস্থিত ব্যক্তিগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী উহাতে কর্ণপাত করিলেন না, আপনার প্রাণ লইয়া সত্বরপদে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন*।

* *Shepherd, Cawnpur Massacre, p., 17-19*

এইরূপে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়েরা অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যতই আয়োজন করিতে লাগিলেন, সিপাহীরা ততই সন্দিগ্ধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহারা বৃদ্ধ সেনাপতিকে আত্মরক্ষার স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিতে দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারে নাই। ইহার পর যখন তাহারা দেখিল, ইউরোপীয়গণ দলে দলে এই স্থানে সমবেত হইতেছে, কামান সকল স্থানান্তর হইতে আনীত হইতেছে, বর্ষীয়ান্ সেনাপতি দিবারাত্র এই স্থানে সামরিক কার্য্যের সুব্যবস্থায় মনোযোগী হইতেছেন, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ সন্ত্রাসে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া এই স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করি-তেছে, তখন তাহাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস ও প্রভুর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট হইল। বর্ষীয়ান্ সেনাপতি আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে মৃণ্ময় প্রাচীর নির্ম্মিত করিলেন, সে প্রাচীর তাঁহাদের রক্ষার উপযোগী হইল না। অথচ, ঐ প্রাচীর সিপাহীদিগকে সন্দেহাকুল করিয়া তুলিল। অধিকন্তু সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের ভীতিব্যাকুলতা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এই ব্যাকুলতা দর্শনে তাহাদের উদ্‌বোধ হইল যে, তাহারা এতদিন যাহা-দিগকে সাহসী, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সর্ব্বাংশে কার্য্যকুশল মনে করিতেছিল, তাহারাও আশঙ্কায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং আপনাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে অবলম্বশূন্য ভাবিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মহারা ও দিশাহারা হইতে থাকে। এরূপ বিপত্তিবিচলিত ব্যক্তিদিগের পরাজয় অসাধ্য নহে। এইরূপ ভাবিয়া সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতে লাগিল। শেষে যখন কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষেরা, আপনাদের কামান সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল, এবং সমর্থ ইউরোপীয়গণ অস্ত্রপরিগ্রহ করিতে লাগিল, তখন সিপাহী ও তাহাদের অধিনায়কদিগের মধ্যে বিশ্বাস, অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর কোন বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা রহিল না। সৌহার্দ্দ ও বিশ্বস্ততার স্থলে বিষম শক্রতা ও ঘোরতর অবিশ্বাসের আবির্ভাব হইল। ইঙ্গরেজ, সিপাহীকে আততায়ী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, সিপাহীও ইঙ্গরেজের প্রতিকার্য্যে আশঙ্কা ও শক্রতার চিহ্ন দেখিতে লাগিল।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে চারি দিকে আশঙ্কা ও উদ্বেগের নিদর্শন প্রত্যক্ষীভূত হইলেও কোনরূপ শান্তিভঙ্গ হইল না। মহারাণীর জন্ম দিনে ইঙ্গরেজ সেনাপতি সিপাহীদিগের উত্তেজনাবৃদ্ধির আশঙ্কায় তোপধ্বনি করিতে বিরত থাকিলেন। ঐ দিনে কাণপুরের কাওয়াজের ক্ষেত্রে সৈনিক পুরুষের সমাগম হইল না, কেহ সৈনিক পদ্ধতি অনুসারে কোনরূপ উৎসব সম্পন্ন করিল না। সমগ্র সৈনিকনিবাস প্রশান্তভাবে রহিল, সমগ্র সৈনিক পুরুষ নীরবে আপনাদের অধীশ্বরীর জন্মদিন অতিবাহিত করিল। ত্রিপঞ্চাশ দলের একটি ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষের স্ত্রী বাজারে যাইয়া আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিতেছিল, এমন সময়ে একজন সামরিকপরিচ্ছদশূন্য সিপাহী সেই স্থলে তাহাকে কহিল,—"তোমরা আর ঘন ঘন এখানে আসিও না, তোমরা আর এক সপ্তাহও জীবিত থাকিবে না।" সৈনিক পুরুষের স্ত্রী সৈনিকনিবাসে যাইয়া এই কথা সকলকে জানাইল। কিন্তু সে সময় উহা তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। ইহার পূর্ব্বে, একদা রাত্রিকালে এতদ্দেশীয় প্রথম পদাতিদিগের গৃহে আগুন লাগিয়াছিল; ইউরোপীয়দিগের অনেকে উহা বিপক্ষতাচরণের পূর্ব্বসূচনা মনে করিয়া, ছয়টি কামান সেই স্থলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সিপাহীরা অগ্নিনির্ব্বাণে আদিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা এই আদেশপালনে উদাসীন থাকে নাই। অবিলম্বে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। শেষে উহা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে ইঙ্গরেজ প্রায় প্রতি বিষয়েই বিপদের আবির্ভাব দেখিতেছিলেন। এদিকে ইঙ্গরেজের বিদ্বেষ্টা মিষ্টভাষী আজিমউল্লাও ইঙ্গরেজের অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়া উপহাসের সহিত আত্ম-বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থলের চতুর্দ্দিকে যখন মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন আজিম উল্লার সহিত তাঁহার একজন সুপরিচিত,তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের (লেপ্টনাণ্ট দানিয়াল) সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে মিরাটের সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানসংবাদ কাণপুরে পঁহুছিয়াছিল। আজিমউল্লা মৃৎপ্রাচীর দেখা-ইয়া লেপ্টেনাণ্ট দানিয়ালকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারা সমতল প্রান্তরে যে স্থান প্রস্তুত করিতেছেন, উহা কি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"

নিয়াল কহিলেন, "আমি জানিনা।" এই কথা শুনিয়া আজিমউল্লা বলিয়া উঠিলেন, "উহা নিরাশাদুর্গ বলিয়া অভিহিত করা উচিত।" অমনি ইঙ্গরেজ সেনানায়ক উত্তর করিলেন, "না না। আমরা উহা বিজয়দুর্গ বলিব।" আজিমউল্লা এই কথার উত্তরে আর কিছু বলিলেন না। কেবল, "আহা! আহা!" বলিয়া ইঙ্গরেজ সেনানায়কের প্রতি তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাবপ্রকাশ করিলেন *। লেপ্‌টেনাণ্ট দানিয়াল নানা সাহেবের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। নানা একদা মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ক আপনার অঙ্গুলি হইতে উন্মোচিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

এই সময়ে কাণপুরে নানকচাঁদনামক একজন উকিল ছিলেন। পেশবা বাজীরাওয়ের এক জন ভ্রাতুষ্পুত্র, খুল্লতাতের সম্পত্তির অংশ পাইবার জন্য নানা সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উত্থাপিত করেন। পেশবার ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার ভার নানকচাঁদের উপর সমর্পিত হয়। নানকচাঁদ নানা সাহেবের বিরোধী ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আপনার রোজনামচায় ১৫ই মে হইতে কাণপুরের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। যে সকল সিপাহী ধনাগাররক্ষার ভার গ্রহণ করিযাছিল, তাহারাও যে, এসময়ে কোম্পানির রাজনীতির উপর দোষারোপ করিয়াছিল, তাহা নানকচাঁদ স্বীকার করিয়াছেন †। যাহা হউক, মে মাসে নানারূপ ঘটনার আবির্ভাব ও নানারূপ সংবাদ প্রচারিত হইলেও উক্ত মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। সেনাপতি হুইলর ইহাতে ভাবিলেন, বিপদ অন্তর্হিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্যার হেন্‌রি লরেন্সের সাহায্যার্থ লক্ষ্ণৌতে সৈন্য পাঠাইতে সমর্থ হইবেন, ইহা ভাবিয়া কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি ১লা জুন গবর্ণর জেনেরলকে লিখিলেন. "এলাহাবাদ হইতে ইউরোপীয় সৈন্য আনিবার জন্য আমি অদ্য ৮০ খানি গরুর গাড়ি

* *Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, p. 57. Comp. Trevelyan, Cawnpur, p. 83.*

† *Trevelyan, Cawnpur, p. 78-79.* ধনাগাররক্ষক ত্রিপঞ্চাশ দলের সিপাহীরা রাজভক্ত ও বিশ্বস্ত ছিল।

পাঠাইলাম। আমার বিশ্বাস, অতি অল্পদিনের মধ্যেই কাণপুর নিরাপদ হইবে। কেবল ইহাই নয়, আবশ্যক হইলে আমি লক্ষ্ণৌতেও সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইতে পারিব। আমি এখন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে সন্নিবেশিত তাম্বুতে অবস্থিতি করিতেছি। যাবৎ সাধারণে শান্তভাব অবলম্বন না করে, তাবৎ এই তাম্বুতেই থাকিবার ইচ্ছা আছে। গ্রীষ্ম ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু উত্তেজনা ও অবিশ্বাস এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, সরলতা ও সাবধানতা-সহকারে যে কোন বিষয়েরই অনুষ্ঠান হউক না কেন, সমস্ত বিষয়েই সাধারণের মধ্যে অর্থান্তর ও ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে * *। বর্ত্তমান সময়ে অবিবেচনাপূর্ব্বক সামান্য একটি কার্য্য করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে, এরূপ সঙ্কটকালে আমার সহিত সমগ্র সৈনিক দলের বিশিষ্ট পরিচয় আছে * *। আমি ৫২ বৎসর কাল, তাহাদের মধ্যে কার্য্য করিয়া, তাহাদের স্বত্বরক্ষা করিয়া আসিতেছি। আমার এই আত্মপ্রশংসা মার্জ্জনা করিবেন, কাণপুরের ন্যায় স্থানে শান্তি-রক্ষায় আমার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে, আমি কেবল তজ্জন্যই এবিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। লোকে কহিতেছে যে, আমি তাহাদের মধ্যে থাকাতে তাহারা অপরের দৃষ্টান্তের অনুসরণের নিরস্ত রহিয়াছে *"। এইরূপ বিশ্বাসে ও এইরূপ আত্মপ্রসাদে বৃদ্ধ সেনাপতি লক্ষ্ণৌতে সাহায্যকারী সৈন্য পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। ৮৪গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদলের কতিপয় সৈনিক পুরুষ বারাণসী হইতে মে মাসের শেষ সপ্তাহে কাণপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহারা ৩রা জুন লক্ষ্ণৌতে প্রেরিত হইল। এ সম্বন্ধে সেনাপতি গবর্ণর জেনেরেলের নিকট তারে এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইলেন, "স্যার হেনরি লরেন্স উদ্বেগ প্রকাশ করাতে আমি এই মাত্র আমার ক্ষুদ্র দল হইতে মহারাণীর ৮৪গণিত পদাতিদলের ৫০ জন সৈনিক ও ২জন অধিনায়ককে ডাক গাড়িতে লক্ষ্ণৌ পাঠাইলাম। অধিক গাড়ি পাওয়া গেল না। এই সৈন্য পাঠাইয়া দেওয়াতে

* *Kaye, Sepoy War. Vol II, p. 304.*

আমার কিয়দংশে বলহ্রাস হইল বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, অপর ইউ-রোপীয় সৈনিকদলের আগমন পর্য্যন্ত আমি এই স্থানে আত্মরক্ষা করিতে পারিব।” উক্ত ক্ষুদ্র সৈনিকদল কাণপুরের সৈনিকনিবাস হইতে যাত্রা করিল। তাহারা যখন নৌসেতু উত্তীর্ণ হইয়া, অযোধ্যার রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন উত্তেজিত সিপাহীরা কাণপুরস্থিত ইঙ্গরেজের বলহ্রাস হইল দেখিয়া, মনে মনে আনন্দিত হইল, এবং আত্ম-পক্ষের বল-বহুলতায় স্বাভীষ্টসাধনে অধিকতর সাহসসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনাদিগকে ফিরিঙ্গীর হস্ত হইতে বিমুক্ত ও দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের অধিকারে সর্ব্বসম্পত্তির অধিকারী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইতে লাগিল।

জুন মাসের প্রারম্ভে সিপাহীরা আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিল না। তাহারা আপনাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে অশ্বারোহিদলই সমধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহারা পদাতিদলকেও আপনাদের ন্যায় উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত থাকিল না। বাজারে, সৈনিকনিবাসে, নানারূপ ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। বিঠুররাজের অনুচরবর্গ নবাবগঞ্জে অবস্থিতি করিতেছিল, রাজা স্বয়ংও ঐ স্থলে ছিলেন। কথিত আছে, ষড়যন্ত্রকারিগণ তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতেও কুণ্ঠিত হইল না। এই স্থানে অস্ত্রাগার, ধনাগার ও কারাগার ছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণ তৎসমুদয় আপনাদের পুরোভাগে দেখিয়া অভিনব আশায় উদ্যমসম্পন্ন হইতে লাগিল। তাহারা ধনাগারের নিকটে অস্ত্রাগার ও ও অস্ত্রাগারের পার্শ্বে কারাগার দেখিয়া, উহা অধিকার করা অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহাদের উৎসাহদাতার অভাব ছিলনা, তাহাদের বলবৃদ্ধির উপকরণও দূরবর্ত্তী ছিলনা। জোবালা-প্রসাদ নামে নানা সাহেবের একজন অনুজীবী ছিল। মহম্মদ আলি নামক এক জন মুসলমান নানা সাহেবের চাকরি ছাড়িয়া ঘোড়ার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা এখন সিপাহীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের সুবাদার টীকা সিংহ আপনার ক্ষমতায়, কার্য্যনৈপুণ্যে ও

ইঙ্গরেজের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষবুদ্ধিতে সহযোগীদিগের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। এখন সুবাদার টীকা সিংহের সহিত জোবালা প্রসাদের পরামর্শ হইতে লাগিল। এই সময়ে আজিমউল্লাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ইনি নানা সাহেবকে আপনার মতানুসারে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ কোথায় কি ভাবে পরামর্শে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্যসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এ সম্বন্ধে অনেকে নানা কথা বলিয়াছেন, অনেকেই নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল মতের পরস্পর সামঞ্জস্য নাই*। শিবচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছে, "অশ্বারোহি-দলের সমুত্থানের তিন কি চারি দিবস পরে, সুবাদার টীকাসিংহ নানা সাহে-বের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কহেন, "আপনি ইঙ্গরেজের অস্ত্রাগার ও ধনাগাররক্ষার জন্য এখানে আসিয়াছেন। আমরা, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই আমাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হইয়াছি। বাঙ্গালার সমগ্র সিপাহী-দলই এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছে, আপনি এ সম্বন্ধে কি বলেন?" নানা সাহেব উত্তর করেন "আমিও সৈনিক-দলের হাতে রহিয়াছি †।" আর একজন নির্দ্দেশ করিয়াছে, "জুন মাসে এক দিন সন্ধ্যা অতীত হইলে মহারাজ নানা সাহেব তাঁহার ভ্রাতা বালরাও ও মন্ত্রী আজিমউল্লার সহিত গঙ্গার ঘাটে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার গুপ্তচরগণ টীকাসিংহ ও তদীয় সহযোগীদিগকে আনয়ন করে। সকলে নৌকায় বসিয়া, দুই ঘণ্টাকাল পরামর্শ করেন ‡।" এইরূপ বিসংবাদী বিবরণ হইতে সত্যনির্ণয় অনায়াসসাধ্য নহে। ষড়যন্ত্র-

* উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পুলিশকমিশনর কর্ণেল উইলিয়মস্ এবিষয়ে অনেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তিনিও অনেকের শুনা কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 306, note.*

† *Kaye, Sepoy War. Vol. II p., 306. note, Comp. Trevelyan, Cawnpur p, 89.*

‡ *Trevelyan., Cawnpur, p. 89*

কারিগণ, আপনাদের বক্তৃতার মোহিনীশক্তিতে নানা সাহেবকে বিমুগ্ধ করুক, বা না করুক, নৌকায় আত্মগোপন করিয়া কার্য্যপ্রণালীর অবধারণে উদ্যত হউক, বা না হউক, তাহাদের কেহ কল্পনার সম্মোহনভাবে ও আশার তৃপ্তিদায়ক মন্ত্রে প্রফুল্ল হইয়া বিলাসিনী প্রণয়িনীর নিকটে আত্মগৌরব প্রকাশ করুক, বা নাই করুক, জুন মাসের প্রথম চারি দিন যে, অশ্বারোহিদলের উত্তেজিত সিপাহীগণ আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিল, তদ্বিষয় ইতিহাসে নির্দ্দিষ্ট আছে *। নানা সাহেবের অনুচরগণ ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। হয়ত, ইহারা এই অনুচরদিগের মুখেই শুনিয়াছিল যে, বিঠুররাজ তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তাঁহার অর্থরাশি ও তাঁহার সৈনিকদল, সমস্তই তাহাদের সাহায্যার্থ রাখিয়াছেন। অনুচরদিগের এইরূপ কথায় ইহারা উৎসাহান্বিত হইয়াছিল, এবং কালবিলম্ব না করিয়া আপনাদের অধিনায়কদিগের সমক্ষেই আপনাদিগকে স্বাধীনতার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

সেনাপতি হুইলর দীর্ঘকাল বাঙ্গালার সিপাহীদিগের মধ্যে অবস্থিতি করাতে, তাহাদের ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকারলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন হিন্দুস্থানীতে কথা কহিতেন, তখন তাঁহার স্বর, উচ্চারণপ্রণালী ও বাক্যবিন্যাসে বোধ হইত যেন, হিন্দুস্থানী লোকের মুখ হইতে হিন্দুস্থানী ভাষা বহির্গত হইতেছে। বৃদ্ধ সেনাপতি সিপাহীদিগের আবাসভূমিতে যাইয়া, স্নেহসহকারে তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিতে উপদেশ দিতেন। উত্তেজিত সিপাহীরা উদাসীনভাবে তাঁহার কথা শুনিত। শেষে এই উপদেশে কোন ফল হইল না, গভীর উত্তেজনায়, নিরন্তর শাত্রববুদ্ধিতে ও বিদ্বেষপর লোকের কুপরামর্শে সিপাহীরা সেনাপতির বাক্যলঙ্ঘন করিয়া ফিরিঙ্গীর অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ এ বিষয়ে কালবিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিল না। কেহ কেহ বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া,

* কথিত আছে, আজিজননামে একটি বারবিলাসিনী দ্বিতীয়দলের অশ্বারোহীদিগের প্রিয়পাত্রী ছিল। সমস উদ্দীন নামক একজন সোয়ার তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহে, দুই এক দিনের মধ্যেই নানা সাহেব সর্ব্বময় কর্তা হইবেন। আমরাও তোমার গৃহ মোহরে পরিপূর্ণ করিয়া দিব।—*Trevelyan*, *Cawnpur*, *p. 89.*

সহযোগীদিগকে আপাততঃ নিরস্ত থাকিতে বলিল। এইরূপে তাহারা তাহাদের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রথম গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবে, স্থির করিতে না পারিয়া, কয়েকদিন আপনাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করিল। অশ্বারোহী সৈনিক-দলের একজন এতদ্দেশীয় আফিসর একদিন উক্ত সৈনিকদলকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিল। এই উদ্দেশে ঐ অধিনায়ক সঙ্কেত করিবার জন্য ভেরী গ্রহণ করিল, কিন্তু আর একজন অধিনায়ক উক্ত ভেরী তাহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইল *। এইরূপে সিপাহীরা সঙ্কল্পিত কার্য্যসাধনে প্রথমে দোলায়মানচিত্ত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিদল ৩রা জুন, রাত্রিতে কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহাদের সুবাদার ভবানীসিংহের চেষ্টায় সেই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সুবাদার ভবানীসিংহ ইঙ্গরেজ সেনাপতির যে রূপ অনুরক্ত; সেইরূপ বিশ্বস্ত ছিলেন। বয়সের পরিপক্কতায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি ৩রা জুন স্বীয় দলের সিপাহীদিগকে শান্তভাবে রাখিলেন। সিপাহীরা সেই রাত্রিতে কোনরূপ গোলযোগ করিল না, তাহার পরদিনও তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের চিহ্ন অভিব্যক্ত হইল না। তাহারা পূর্ব্ববৎ দোলায়মানচিত্তে ঐ দিন অতিবাহিত করিল †। শেষে রাত্রিকালে তাহাদের পূর্ব্বতন সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তাহারা মদিরামত্ত ইউরোপীয় আফিসরকে সৈনিক বিচারালয়ে দোষভার হইতে বিমুক্ত দেখিয়া কহিয়াছিল যে, একদিন তাহাদের পিস্তল হইতেও সহসা গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে ‡। এখন তাহাদের সেই কথা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিল। তাহারা আপনাদের বৃদ্ধ সুবাদারের আদেশানুবর্ত্তী হইল না; ইঙ্গরেজ আফিসর বা বৃদ্ধসেনাপতির দিকে দৃক্‌পাত করিল না। ৪ঠা জুন রাত্রিতে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল কোম্পানির

* *Kaye, Sepoy War,. Vol. II., p. 305, note.*

† *Shepherd, Cawnpur Massacre, p. 22.*

‡ এই বিষয়ে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। যে আফিসর সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া গুলি করিয়াছিল বিচারালয়ে সে মুক্তিলাভ করাতে সিপাহীরা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, এইকথা বলিয়াছিল।

বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল *। বৃদ্ধ সুবাদার বৃথা তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিতে কহিলেন, বৃথা রাজভক্তির সম্মানরক্ষার উপদেশ দিলেন, বৃথা পরিণামে ঘোরতর বিপদের ভয় দেখাইলেন। তাহাদের চিত্তবৃত্তির আর পরিবর্ত্তন হইল না। তাহারা বৃদ্ধ সুবাদারকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে,—নচেৎ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে কহিল। বর্ষীয়ান বীরপুরুষ প্রশান্ত ও গম্ভীর স্বরে তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিলেন এবং নির্ভয়ে আপন দলের পতাকা ও সৈনিকনিবাসস্থ গবর্ণমেণ্টের টাকারক্ষার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হইল না। উত্তেজিত অশ্বারোহি-দলের কতিপয় ব্যক্তি, তাঁহাকে তরবারির দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিল। নিদারুণ আঘাতে তিনি মৃতপ্রায় ও ভূপতিত হইলেন। সিপা-হীরা তাঁহাকে তদবস্থ রাখিয়া, টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল। এদিকে তাহাদের দলের দুই জন অশ্বারোহী প্রথম পদাতিদলে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আমাদের সুবাদার প্রথম দলের সুবা-দারকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া ঐ দলের বিলম্বের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অশ্বারোহিদল আবাসগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্তব্যপথে সজ্জিত হইয়াছে।" কিন্তু তাহারা আপনাদের যে সুবাদারের নামে প্রথম পদাতিদলের সুবাদারকে সাদর সম্ভাষণ করিল, সেই সুবাদার যে, রক্তাক্তদেহে ভূপতিত রহিয়াছিলেন, তাহা প্রথম পদাতিদল জানিতে পারিল না। অশ্বারোহী সৈনিক দলের কথায় প্রথম পদাতিদলও তাড়াতাড়ি অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের দ্রব্যাদি লইয়া উক্ত অশ্বা-রোহিদলের প্রস্থানের দুই এক ঘণ্টা পরে তাহাদের অনুগমন করিল। ইহাদের অধিনায়ক অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, ইহাদিগকে হিন্দুস্থানীতে কহিলেন, "বাবালোক! বাবালোক! তোমাদের এরূপ ব্যবহার সঙ্গত নয়, তোমরা কখনও এরূপ ঘোরতর অপকর্ম্ম করিও

* টম্‌সন সাহেব লিখিয়াছেন, অশ্বারোহিদল ৬ই জুন রাত্রিতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল।—*Story of Cawnpur*, *p*. 38. কিন্তু কে সাহেবের মতে ৪ঠা জুন রাত্রিতে উহারা সমুত্থিত হয়।—*Kaye Sepoy War. II*, *p*, 306.

না” কিন্তু তাঁহার এই কথায় কোন ফল হইল না। পদাতিদলের সকলেই অশ্বারোহিদলের অনুসরণপূর্ব্বক নগরের উত্তরপশ্চিম দিক্‌বর্ত্তী নবাবগঞ্জনামক স্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিল। ঐ স্থানে ধনাগার, কারাগার ও অস্ত্রাগার ছিল। দিল্লীতে যাইবার পথ ঐ স্থান দিয়াই ছিল। সুতরাং উত্তেজিত সিপাহীগণ আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ স্থানে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা পথবর্ত্তী গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। দ্রব্যাদি লুঠিয়া লইল। তাহাদের পথের সমুদয় স্থলে সর্ব্ব-বিধ্বংসের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের আফিসরগণ অক্ষত-শরীরে থাকিলেন। অন্যান্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীও নিরাপদে রহিল। ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচারী সিপাহীরা সে সময়ে ইঙ্গরেজের শোণিতপাতে আগ্রহপ্রকাশ না করিয়া, ত্বরিতগতিতে অভীষ্ট স্থানে যাইতে লাগিল।

দুই দল সিপাহী নবাবগঞ্জের সমীপবর্ত্তী হইলে নানা সাহেবের অনুচরেরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের কার্য্যের অনুমোদন করিল, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের সাহায্য করিতে যত্নবান্ হইয়া উঠিল। ত্রিপঞ্চাশ দলের কতিপয় সিপাহী এ সময়ে ধনাগাররক্ষা করিতেছিল। এই সৈনিকদল চিরন্তন রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। ইউরোপীয়েরা দূর হইতে ইহাদের বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু সেনাপতি ইহাদের সাহায্য জন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দিলেন না *। ধনাগাররক্ষক বিশ্বস্ত সিপাহীরা অল্পসংখ্যক ছিল। তাহারা আক্রমণকারীদিগের ক্ষমতানাশে সমর্থ হইল না। ধনা-গারের ধনরাশি বিলুণ্ঠিত হইল; কারাগারের কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল; রাজকীয় কার্য্যালয়ের কাগজপত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল। অস্ত্রাগারের বারুদ-কামানপ্রভৃতি উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তগত হইল। সিপাহীরা অবিলম্বে সমস্ত টাকা হাতীতে ও গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিল, এবং সত্বরতাসহকারে মোগলের রাজধানী দিল্লীগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল।

সেনাপতি নীল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কাণপুরের অস্ত্রাগারে কি কি দ্রব্য

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 40.*

ছিল, তাহা সেনাপতি হুইলর জানিতেন না। এইরূপ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত পরিশেষে বিষম অনর্থের উৎপত্তি হয়। নীল এ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই, সেনাপতি হুইলরের এইরূপ অমূলক বিশ্বাস ছিল যে, নানা সাহেব তাঁহার সাহায্য করিবেন। বিপক্ষ সিপাহী-দিগের সকলেই দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। নানা সাহেব তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন। সেনাপতি হুইলর আপনাকে সমগ্র বিপক্ষদলে পরিবেষ্টিত দেখেন। তাঁহাদের তোপখানার তোপসকল হইতে চারিদিকে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ হয়। আপনাদের তোপখানার ঐ সকল তোপের অস্তিত্ব সেনাপতি হুইলর বা তদীয় সহযোগীদিগের বিদিত ছিল না। কিছুকাল পূর্ব্বে অস্ত্রাগারপরিদর্শন ও তথায় কি কি দ্রব্য রহিয়াছে, তাহার বিজ্ঞাপন জন্য কতিপয় আফিসর প্রেরিত হয়েন। ইঁহারা তাম্বু প্রভৃতি সামান্য দ্রব্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। কামানরক্ষার স্থান পরিদর্শন বা অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেন নাই। ফল কথা, এই সকল বিষয় ইঁহাদের মনেই উদিত হয় নাই। ইঁহারা সেনাপতিকে বিজ্ঞাপিত করেন যে, অস্ত্রাগারে কিছুই নাই। কিন্তু কে সাহেব স্বীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, অস্ত্রাগারের দ্রব্যাদি কাণপুরের গোলন্দাজ সৈনিকপুরুষদিগের অবিদিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না। যুদ্ধের প্রারম্ভে সেনাপতি ও তাঁহার সহযোগিগণ অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পুলিশ কমিশনর কর্ণেল উইলিয়মস্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, রিলেনামক এক ব্যক্তি অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অস্ত্রাগাররক্ষক সিপাহীরা তাঁহাকে উক্ত কার্য্য করিতে দেয় নাই *।

দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল এবং প্রথম পদাতিকদল ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্তও হইলে, অন্য দুই দল সহসা তাহাদের অনুসরণ করিল না। প্রথম দুই দল নবাবগঞ্জে উপস্থিত হইয়া, যখন অপর দুই দলকে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইতে দেখিল না, তখন তাহাদের মনে সন্দেহের

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 308, note.*

আবির্ভাব হইল। এদিকে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ত্রিপঞ্চাশ ও ষট্‌পঞ্চাশ সিপাহীদল, অপর দুই দলের সহিত সম্মিলিত হইবার কোন উদ্‌যোগ করিল না। ইহাদের আফিসরেরা সমস্ত রাত্রি ইহাদের সহিত অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি ২টা হইতে তৎপর দিন পর্য্যন্ত ইহারা কাওয়াজের ক্ষেত্রে সজ্জিত থাকিল। প্রত্যেক আফিসরই আপনাদের নির্দ্দিষ্ট দলের পুরোভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ষট্‌পঞ্চাশদলের অধিনায়ক আপনার সৈনিকদল, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের আবাসগৃহাভিমুখে পরিচালিত করিলেন। অশ্বারোহীরা এই স্থানে যে সকল অশ্ব ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তৎসমুদয় সংগৃহীত হইল। অনন্তর অধিনায়কগণ উক্ত দুই দলের সিপাহীদিগকে তাহাদের আবাসগৃহে যাইতে আদেশ দিয়া, আপনারা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে গমন করিলেন। সিপাহীরা সামরিক পরিচ্ছদ উন্মোচিত করিয়া আপনাদের খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল। এই অবসরে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের লোক আসিয়া, তাহাদিগকে নবাবগঞ্জে যাইতে অনুরোধ করিল। উক্ত চর সৈনিকনিবাসে আসিয়া ত্রিপঞ্চাশ পদাতিদলের সিপাহীদিগকে কহিল যে, তাহাদের দলের যে সকল লোক ধনাগারে রহিয়াছে, তাহারা, যাবৎ স্বীয় দলের লোক আসিয়া আপনাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ না করে, তাবৎ কাহাকেও টাকা ভাগ করিতে দিতেছে না *। এই দলের সুবাদার ও জমাদারগণ, ব্রিটিশ কোম্পানির একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে, ইঙ্গরেজের শোণিতপাত করিতে বা সম্পাত্ত লুঠিয়া লইতে ইহাদের ইচ্ছা ছিল না। এই সময়ে ইঙ্গরেজ অধিনায়কেরা যদি সৈনিকনিবাসে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ইহারা সমগ্র সৈনিকদল সুব্যবস্থিত রাখিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু সেনানায়কগণ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সৈনিকদল পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত আবাসস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিকদল, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের

* কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, ইহারা সর্ব্বপ্রথম ধনাগাররক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধ হয়, কোনরূপ সাহায্য না পাওয়াতে শেষে উত্তেজিত সিপাহীদিগের কথায় সম্মত হয়।

লোকের কথায় সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। অনেকে, সরকারী তহবিল যে স্থলে থাকে, সেই স্থলে গমন করে। অনেকে পতাকা ও অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করিতে উদ্যত হয়। ঐ দলের সুবাদার সরকারী টাকা রক্ষার জন্য নির্ভয়ে ও অটলসাহসে স্বীয় দলের উত্তেজিত সিপাহীদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েন। কিন্তু বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক হওয়াতে ধনরক্ষক রাজভক্ত সুবাদারের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয়। উত্তেজিত সিপাহীরা টাকা ও অস্ত্রাদি অধিকার করে এবং কালবিলম্ব না করিয়া, নবাবগঞ্জের অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু এই দলের অনেকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে উদ্যত ছিল। ইহারা কোন সময়ে আপনাদের প্রভুভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহাদের হৃদয় কোন সময়ে ফিরিঙ্গীবিদ্বেষে বিচলিত হয় নাই। ইহারা আপনাদের ইচ্ছায় অধিনায়কের আদেশানুসারে কার্য্য করিবার জন্য কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। ত্রিপঞ্চাশ পদাতিদলও কোম্পানির অনুরক্ত ছিল। ইহারা অপরাপর দলের ন্যায় সহসা ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই, এবং সহসা আবাসগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নবাবগঞ্জে যাইয়া কোম্পানির অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করে নাই। ইহাদের রাজভক্তি এ সময়েও অকলঙ্কিতভাবে ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতির বুদ্ধির দোষে শেষে ইহাদের অনেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নবাবগঞ্জস্থিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহারা যখন নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাদের আহারীয় প্রস্তুত করিতেছিল, এবং কোন অংশে উত্তেজনার চিহ্ন না দেখাইয়া আপনাদের প্রশান্তভাবেরই পরিচয় দিতেছিল, তখন সেনাপতি হুইলর অমূলক আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া, ইহাদের প্রতি কামানের গোলাবৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। তিনি সিপাহীদিগের সকলকেই সমভাবে অবিশ্বস্ত, সমুত্তেজিত ও ইঙ্গরেজের সর্ব্বনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাবিয়াছিলেন। ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিদলের অনেকে যে, তাঁহাদের পক্ষসমর্থনে কৃতসঙ্কল্প ছিল, তাহা তিনি মনে করেন নাই। ত্রিপঞ্চাশদলও যে, রাজভক্তির পরিচয় দিতেছিল, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে যেস্থলে আত্মবলের বৃদ্ধি হইত, সে স্থলে হঠকারিতার দোষে অনুরক্ত ব্যক্তিগণও বিরক্ত ও বিপক্ষ হইয়া উঠে।

এই সময়ে প্রধান প্রধান নগরে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল না। সংখ্যার অল্পতাপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজেরা প্রায় সকল স্থলেই সিপাহীগণ অপেক্ষা হীনবল ছিলেন। কাণপুরের সেনাপতি যদি, অমূলক আতঙ্কে অধীর হইয়া, উক্ত সিপাহীদিগকে সৈনিকনিবাস হইতে নিষ্কাশিত না করিতেন, তাহা হইলে উহারা, অসময়ে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া উঠিত। কিন্তু সেনাপতি সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া, আপনার বলহ্রাস করিলেন। তাঁহার আদেশে অনুরক্ত সিপাহীদিগের প্রতি কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সিপাহীরা সামরিক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিতেছিল. অকস্মাৎ কামানের গোলায় তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের সেনাপতি যে, সহসা এইরূপ কঠোরতাপ্রকাশ করিবেন, এবং দয়ায় ও সদাশয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাহাদিগকে বন্য পশুর ন্যায় বধ করিতে উদ্যত হইবেন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম তাহাদের বিশ্বাসস্থাপনে প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা আপনাদিগকে নির্দোষ বলিয়া জানিত। এখন সেনাপতি কি জন্য তাহাদিগকে কোম্পানির কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। এদিকে গোলাবৃষ্টির বিরাম হইল না। এক বার, দুই বার, তিন বার, যখন প্রজ্বলিত পিণ্ড সকল তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তাহাদের পূর্ব্বতন বিশ্বাস দূরীভূত হইল। তাহারা খাদ্যসামগ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পলাইতে লাগিল। কেহ কেহ নবাবগঞ্জে যাইয়া তত্রত্য সিপাহীদিগের সহিত মিশিল। কিন্তু সকলে এই পথের অনুসরণ করিল না। তাহাদের দল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু অনেকেই এরূপ অবস্থাতেও রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হইল না। তাহারা কামানের গোলার বিরাম না হওয়া পর্য্যন্ত, নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে আত্মগোপন করিয়া রহিল, শেষে আপনাদের প্রভুর কার্য্যসাধনজন্য তাঁহাদের প্রাচীরবেষ্টিত আত্মরক্ষার স্থানে গমন করিল এবং অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততা দেখাইয়া বৃদ্ধ সেনাপতিকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। তাহারা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত এই বিশ্বস্ততার সম্মানরক্ষা করিয়াছিল। কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি যদি এসময়ে দূরদর্শিতার সহিত কার্য্য করিতেন, তাহা

হইলে, ঐ দলের সকল সিপাহীই প্রাণান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত।

কাণপুরের সিপাহীরা এইরূপে নবাবগঞ্জে যাইয়া, দিল্লীস্থিত সিপাহী-দিগের সহিত সম্মিলিত হইবার ইচ্ছা করিল। তাহারা শুনিয়াছিল, সিপাহীরা ফিরিঙ্গীদিগকে দিল্লী হইতে বহিস্কৃত করিয়াছে। দিল্লীতে বৃদ্ধ মোগলের ক্ষমতা ও প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক সময়ে তাহাদের স্বদেশীয়গণ মোগলের সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়া, যেরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইত, এখন দিল্লীস্থিত সিপাহীরা মোগলের সরকারে সেইরূপ সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কাণপুরের সিপাহীরা স্বদেশের ও সজাতীয়ের গৌরবের স্থল, বৃদ্ধ মোগলের রাজধানীতে যাইতে উদ্যত হইল। তাহারা ধনাগার বিলুণ্ঠিত করিয়া, অনেক অর্থ পাইয়াছিল। অস্ত্রাগার অধিকার করিয়া, যুদ্ধসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রচুরপরিমাণে হস্তগত করিয়াছিল, এখন তাহারা বিলম্ব না করিয়া মোগল সম্রাটের অধিকার সুরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইল। কথিত আছে, নানা সাহেব নবাবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন শুনিয়া, তাহাদের কেহ কেহ তথায় উপস্থিত হইয়া, নানা সাহেবকে কহিয়াছিল, "মহারাজ! যদি আপনি আমাদের সহিত মিলিত হয়েন, তাহা হইলে এই রাজ্য আপনার হইবে। আপনি আমাদের শত্রুদলে মিশিলে আপনাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।" ইহা শুনিয়া নানা সাহেব উত্তর করিয়াছিলেন, "ইঙ্গরেজদের পক্ষে থাকিয়া কি করিব? আমি সর্ব্বাংশে তোমাদের পক্ষে রহিয়াছি।" সিপাহীরা অতঃপর তাঁহাকে তাহাদের সহিত দিল্লীতে যাইতে অনুরোধ করিল। নানা সাহেব সম্মতিপ্রকাশ করিলেন এবং সিপাহীদিগের যে কয়েক জন দূত স্বরূপ হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যে-কের মস্তকে হস্ত দিয়া জাতীয় গৌরবরক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর তাহারা ধনাগারের দশ লক্ষ টাকা হস্তগত করিল। কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ একটি হাতীর উপর বিজয়পতাকা তুলিয়া, চারিদিক প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নৌসেতু ভগ্ন করিল। নিকটে ইউ-রোপীয়দিগের যে সকল গৃহ ছিল, তৎসমুদয় ভস্মীভূত হইল। এইরূপে

তাহারা টাকা বোঝাই গরুর গাড়ি সঙ্গে লইয়া, আপনাদের মহিলাদিগকে অন্যান্য গরুর গাড়িতে তুলিয়া, জয়োল্লাসে দিল্লী যাইবার পথে কল্যাণপুর-নামক স্থানে উপনীত হইল *। এই সময়ে নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রণাদাতা ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় নানা সাহেবের মত পরিবর্ত্তিত হইল। তৎসঙ্গে উত্তেজিত সিপাহীদিগের নির্দ্ধারিত কার্য্য-প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

আজিম উল্লা খাঁ নানা সাহেবকে বুঝাইতে লাগিলেন, যদি তিনি সিপাহী-দিগের সহিত দিল্লীতে গমন করেন, তাহা হইলে মোগলের দরবারে তাঁহার কিছুমাত্র প্রাধান্য থাকিবে না। দিল্লীতে তাঁহাকে সম্রাটের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। দরবারের অনুচিত আধিপত্যপ্রিয় ও ঈর্ষ্যাপর মুসলমান-দিগের কৌশলে হয়ত তিনি, আপনার ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন। এরূপ অবস্থায় সিপাহীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, সম্রাট্ও তাঁহাকে তিরস্কৃত ও অপদস্থ করিতে পারেন। কিন্তু কাণপুরে থাকিলে তাঁহার কোনরূপ লাঞ্ছনা হইবার সম্ভাবনা নাই। এ সময়ে কাণপুরের ইঙ্গরেজেরা সর্ব্বাংশে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কাণপুরে থাকিলে সমগ্র কাণপুর ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে তাঁহার আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা হইবে। ইঙ্গরেজের ক্ষমতা ও ইঙ্গরেজের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইবে। তিনি বহুসংখ্য সৈন্যের অধিনায়ক ও বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া, সুখে রাজত্ব করিতে পারিবেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে ইঙ্গরেজেরা ঠিক এই সময়ে, পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিয়াছিল। কাণপুরে তিনিও ঐরূপে আপনার সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইবেন। অন্ধকূপে তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। এখন তিনিও প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে কাণপুরে অন্ধকূপের ব্যাপারসম্পাদনে সমর্থ হইবেন। যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মাক্রান্ত কুকুর পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়কে অপদস্থ ও রাজবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণকে প্রতারিত করিয়াছে, এইরূপে তিনি তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিবেন।

* *Trevelyan, Cawnpur, p. 104-105.*

মুসলমান মন্ত্রীর এইরূপ অপূর্ব্ব যুক্তিতে ও উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় নানা সাহেবের হৃদয় আকৃষ্ট হইল। নানা সাহেব কাণপুরে ইঙ্গরেজদিগের অবস্থার বিষয় জানিতেন। ইঙ্গরেজেরা লক্ষ্ণৌতে যে, বিপদাপন্ন হইয়াছেন, ইহাও তাঁহার বিদিত ছিল। সুতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরস্থিত ইঙ্গরেজদিগের সহসা সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নাই। গঙ্গা ও যমুনার তটবর্ত্তী বারাণসী, এলাহাবাদ, বা আগ্রা হইতেও সাহায্যকারী সৈন্য আসিতে পারিবে না। স্যার হিউ হুইলর নগরান্তরের সৈন্যে আত্মবলবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। এদিকে চারি দল সুশিক্ষিত সিপাহী ও বিঠুরের অনুচরবর্গ তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতেছে। কামান, বারুদ ও লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁহার অধিকারে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তিনি সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, গৌরবান্বিত পেশবা পদ অধিকার করিতেও অসমর্থ হইবেন না। মন্ত্রিবর আজিমউল্লা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতাহ্রাস হইতেছে, এখন তিনি দেখিলেন যে, ভারতবর্ষেও ইঙ্গরেজেরা ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। যে যে স্থলে সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতেছে, সেই সেই স্থলেই তাঁহাদের সৈনিকদলের অল্পতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তাঁহারা সিপাহীদিগের ভয়ে চারি দিকে পলায়ন করিতেছেন। ইহাতে নানা সাহেবের আশা বলবতী হইল। তিনি আজিম উল্লার মন্ত্রণায় বিমুগ্ধ হইয়া, সম্মুখে আত্মসৌভাগ্যের হৃদয়রঞ্জক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির দোষে তিনি যে, ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক ছিল। তিনি ইঙ্গরেজের প্রতি সমুচিত সৌজন্য দেখাইলেও ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না। যাঁহাদের বিচারে তাঁহার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে তিনি ন্যায়পর ও ও সমদর্শী বলিয়া মনে করিতেন না। সুতরাং কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় উত্তেজিত হওয়া বিচিত্র নহে। বিঠুরের লোক ও উত্তেজিত সিপাহীরা, আপনাদের মধ্যে যেরূপ কার্য্যপ্রণালী অবধারিত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সাধারণতঃ উক্তরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইঙ্গরেজের লিখিত ইতিহাসেও ঐরূপ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু নানা সাহেবের বাল্যকালের

সহচর তাঁতিয়া তোপী এ সম্বন্ধে অন্যরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সিপাহীরা নানা সাহেবকে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের অভিমত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "দুই দিন পরে তিন দল পদাতি ও দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল ধনাগারে আসিয়া, নানা সাহেব ও আমাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ করে এবং ধনাগার ও অস্ত্রাগারের যাবতীয় দ্রব্য লুঠিয়া লয়। সিপাহীরা দুই লক্ষ এগার হাজার টাকা নানা সাহেবের হস্তে সমর্পিত করিয়া, আপনাদের লোককে উক্ত ধনাগার-রক্ষায় নিযুক্ত করে। নানা সাহেব এই সকল সাস্ত্রীর তত্ত্বাবধায়ক হয়েন। আমাদিগের নিকট যে সকল সিপাহী ছিল, তাহারা আগন্তুক সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহার পর সিপাহীরা আমাকে, নানা সাহেবকে ও আমাদের সমস্ত অনুচরকে সঙ্গে লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে। কাণপুর হইতে তিন ক্রোশ গেলে নানা সাহেব সিপাহীদিগকে কহেন, 'অদ্য দিবস প্রায় শেষ হইয়াছে, অতএব অদ্য এই স্থানেই অবস্থিতি করা যাউক। আগামী কল্য পুনর্ব্বার যাত্রা করা যাইবে।' সিপাহীরা ইহাতে সম্মত হয়, পর দিন প্রাতঃকালে সিপাহীরা নানা সাহেবকে তাহাদের সহিত দিল্লীতে যাইতে কহে। নানা সাহেব অসম্মত হয়েন। ইহাতে সিপাহীরা কহে,"আমাদের সহিত কাণপুরে আসিয়া যুদ্ধ করুন।" নানা সাহেব এ প্রস্তাবেও আপত্তি-প্রকাশ করেন। কিন্তু সিপাহীরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে বন্দী করে, এবং কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে উদ্যত হয়*।" তাঁতিয়া তোপীর এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নানা সাহেব সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, যুদ্ধ করিতে সম্মতিপ্রকাশ করেন নাই। সিপাহীরা এই জন্যই তাঁহাকে বন্দী করিয়া, কাণপুরে উপস্থিত হয়। নানা সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া, ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি যে, অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরিপোষক হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত উভয় বিবরণেই প্রতিপন্ন হইতেছে। আজিম উল্লা তাঁহাকে পরামর্শ না দিলে উত্তেজিত সিপাহীরা হয়ত দিল্লীর অভিমুখে গমন করিত।

* *Kaye, Sepoy War. Vol II., 310, note.*

কাণপুরের ইউরোপীয়েরাও নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিতেন। আর তাঁতিয়া তোপী যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে সিপাহীরা নানা সাহেবকে বন্দী না করিলে, নানা সাহেব কখনও তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতেন না। সুতরাং উভয় দিকেই নানা সাহেবকে বলপূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে টানিয়া আনা হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া, নানা সাহেব নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

আজিম উল্লার মন্ত্রণায় ও সিপাহীদিগের উত্তেজনায় নানা সাহেব, তাঁহার ভ্রাতা বালরাও ও বাবাভট্টকে সঙ্গে লইয়া, সিপাহীদিগের পক্ষাবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া সম্মানিত করিল। কথিত আছে, রাজা সিপাহীদিগকে একএকটি সোণার তাগা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এখন এই রাজার নামেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। উত্তেজিত সিপাহীরা আপনাদের এই রাজার নামে ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। রাজার নামে ভিন্ন দলের অধিনায়কগণ নির্ব্বাচিত হইলেন, এবং তাঁহারা এই রাজার নামেই স্ব স্ব দলের পরিচালনে ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন। সুবাদার টীকা সিংহ পূর্ব্বাবধি উত্তেজিত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি সেনাপতি হইয়া, অশ্বারোহিদলের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। জমাদার দোলরঞ্জন সিংহ ও সুবাদার গঙ্গাদীন যথাক্রমে ত্রিপঞ্চাশ ও ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিদলের অধিনায়ক হইলেন। যে তিন জন অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু, এজন্য কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধোদ্যত, উত্তেজিত সিপাহীদিগের মধ্যে হিন্দুগণই অধিকতর বিদ্বেষবুদ্ধি ও শত্রুতার পরিচয় দিয়াছিল, মুসলমানগণ নহে*। কিন্তু এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই ধীরতা অন্তর্হিত হইয়াছিল। দুর্বৃত্ত লোকে হিন্দুর আরাধ্য গাভী ও মুসলমানের অস্পৃশ্য

* *Trevelyan, Cawnpur, p. 107. Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 15. note.*

শূকরের উল্লেখ করিয়া, উভয়কেই সমভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। কাণপুরের অশ্বারোহিদল সর্ব্বপ্রথম ইঙ্গরেজের বিপক্ষে সমুত্থিত হয়। ইহারা প্রধানতঃ মুসলমান। যাহা হউক, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহারাজ নানা সাহেবের নামে সেনানায়কগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, নানা সাহেবের প্রীতির জন্য হিন্দুদিগের হস্তে অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইয়াছিল।

৬ই জুন শনিবার প্রাতঃকালে নানা সাহেবের নামে সেনাপতি হুইলরের নিকট পত্র আসিল *। উহাতে লিখিত ছিল, নানা সাহেব শীঘ্রই তাঁহাদের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণ করিবেন। উত্তেজিত সিপাহীরা যখন দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে, তখন সেনাপতি ও তদীয় সহযোগিগণ ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবেন। কিন্তু এখন তাহাদের সে আশা অন্তর্হিত হইল। উন্মত্ত সিপাহীদল কাণপুরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। তাহাদের অভিনব অধিনায়কেরা তাহাদিগকে ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে অধিকতর উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী এক উদ্দেশ্যসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, প্রবলবেগে ইঙ্গরেজদিগের আত্মরক্ষার স্থানের দিকে আসিতে লাগিল। সহসা এইরূপ বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হওয়াতে বৃদ্ধ সেনাপতি দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সিবিল কর্ম্মচারী ও সৈনিকদলের অধিনায়কেরাও এই আকস্মিক ঘটনায় স্তম্ভিত হইলেন। এখন আর বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। অধিনায়কদিগের অনেকে সিপাহীদিগের আবাসস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, রাত্রিতেও সেই স্থলে শয়ন করিয়া থাকিতেন। শেষে তাঁহারা আপনাদের বাঙ্গলায় গিয়াছিলেন। সেনাপতির আদেশে এই সকল অধিনায়ক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের আত্মরক্ষার স্থান সামান্য মৃৎপ্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উহার নিকটে

* মোব্রে টমসন সাহেব লিখিয়াছেন, ৭ই জুন রবিবার সিপাহীরা ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করে —*Story of Cawnpur, p. 61.* কিন্তু কর্ণেল উইলিয়মসের সংগৃহীত বিবরণে প্রমাণ হইয়াছে, সিপাহীরা ৬ই জুন কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ঐ দিনই তাহারা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান আক্রমণ করে।—*Kaye, p. 313, note. Comp. Trevelyan, Cawnpur, p. 114,*

অস্ত্রাগার ছিল না। কারাগার ও ধনাগার দূরবর্ত্তী ছিল। গঙ্গাও দূরে প্রবাহিত হইতেছিল। সমতলক্ষেত্রে যে মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দুর্ভেদ্য ছিল না। এসম্বন্ধে মানক চাঁদ উল্লেখ করিয়াছেন, সাহেবেরা অনভিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা নগরের বহির্ভাগে সমতল ক্ষেত্রে প্রাচীর নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। যদি সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহারা যে, সহজে প্রাচীরের চারি দিক বেষ্টিত করিতে পারিবে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। অস্ত্রাগার ও ধনাগার অরক্ষিত অবস্থায় থাকাতে, সিপাহীগণ কামান ও টাকার সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। যেরূপ প্রবাদ আছে, সাহেবেরাও সেইরূপ শত্রুর হস্তে তরবারি দিয়া আপনাদের মাথা বাড়াইতে দিয়াছিলেন *। যাহা হউক, ইঙ্গরেজেরা এখন এইরূপ অযোগ্যস্থানরক্ষার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যভার সমর্পিত হইল। প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইযা উঠিল।

ইউরোপীয়েরা যখন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন সিপাহীরা দলে দলে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহারা ধনাগারের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিযাছিল। অস্ত্রাগারের কামান সকলও তাহাদিগকে বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা পথে যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকে নিহত করিয়া, ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণে উদ্যত হইল। নানা সাহেবের পত্র বৃদ্ধ ইঙ্গরেজ সেনাপতির হস্তগত হইলে, ইউরোপীয়েরা প্রতি মুহূর্ত্তে আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশঙ্কায় ও উদ্বেগে প্রাতঃকাল অতিবাহিত হইল। দিনমণি ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিত্যাগ করিয়া, পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখনও আক্রমণের লক্ষণ গোচর হইল না। অবশেষে মধ্যাহ্নে কামানের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ইউরোপীয়েরা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ

* *Trevelyan, Cawnpur, p. 106-107.*

আপনাদের সঙ্কল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। অবিলম্বে বংশীধ্বনি হইল। ধ্বনি শুনিবা মাত্র সকলে সজ্জিত হইয়া, আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থলে দাঁড়াইল। এদিকে বিপক্ষগণ হইতে মুহুর্মুহুঃ কামানের গোলা আসিয়া ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থানে পড়িতে লাগিল। বিপন্ন ইউরোপীয় মহিলা ও নিরীহ বালকবালিকারা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। ইঙ্গরেজ এখন এই অসহায় জীবগণের রক্ষার জন্য আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও আপনাদের স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। তাঁহাদের সাহস ও একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইল, তাঁহারা প্রশান্তভাবে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আত্ম-রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই সময়ে কিরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, আপনাদের বালকবালিকা ও মহিলাকুলের কাতরতায় প্রতিক্ষণে কিরূপে গভীর বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং আপনাদের ক্ষুদ্র দলের অনেককে মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিয়া, বিষম অন্তর্দ্দাহে কিরূপ নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী বিবরণে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই বিবরণের প্রতিস্থলেই করুণার কাতরতা, বিষাদের মলিনতা ও বীরত্বের একাগ্রতার সমাবেশ রহিয়াছে।

উত্তেজিত সিপাহীগণ মহারাজ নানা সাহেবের নামে ৬ই হইতে ২৬শে জুন পর্য্যন্ত উদ্যম ও উৎসাহসহকারে অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি করে। ইহাদের আক্রমণে ইঙ্গরেজদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। ইঙ্গরেজেরা যেরূপ অসহনীয় কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন সমর-ভূমিতে কোন আক্রান্ত সৈনিকদল, বোধ হয় সেরূপ কষ্টভোগ করে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড তপন যেন তাঁহাদের মস্তকের উপর অনলময় চন্দ্রা-তপ বিস্তার করিয়াছিল। নিদারুণ বায়ুপ্রবাহ যেন প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহা-দিগকে প্রজ্বলিত চুল্লীর উত্তাপে বিদগ্ধ করিতেছিল। বন্দুক ও কামান যেন স্পর্শে স্পর্শে অগ্নিতপ্ত লৌহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। এদেশে যে সময়ে ইঙ্গরেজদিগের অবসাদ উপস্থিত হয়, উদ্যম ও উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়ে, সামরিক কার্য্যে ঔদাসীন্য জন্মে; যে সময়ে তাঁহাদের মহিলা ও বালকবালিকারা সুচ্ছায়তরুরাজিপরিবৃত শীতল স্থানে বা সুস্নিগ্ধ

পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করে, এবং তাঁহারা নিজেও উক্ত সময়ে ঐরূপ স্থানে বিবিধ আমোদে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখে থাকিয়া, দুঃসাধ্য কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগের কষ্টের অবধি ছিল না। মহিলারা এসময়ে প্রাতঃকালে ও বৈকালে গাত্রমার্জ্জন ও সর্ব্বদা পবিচ্ছদপরিবর্ত্তন করিতেন। ভৃত্যেরা সর্ব্বদা তাঁহাদের কষ্টশান্তির জন্য বাতাস দিতে বা শীতল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকিত। এখন তাঁহাদের তৃপ্তিকর উক্তরূপ কার্য্য বন্ধ হইল। তাঁহারা অস্নাত অবস্থায় এক পরিচ্ছদে সময় অতিবাহিত কবিতে লাগিলেন। তাঁহাদেব শিশুসন্তানগুলি পানীয় জল ও খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে শত্রু পক্ষ হইতে গোলার পব গোলা আসিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। আহতদিগের নিদারুণ আর্ত্তনাদে, নিহতগণের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে, প্রতিদিনই তাঁহারা অবসন্ন ও হতাশ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের রক্ষার আর কোনরূপ উপায় রহিল না। প্রাণের দায়ে ও প্রাণাধিক সন্তানগুলির শোচনীয়ভাবে, তাঁহারা কামিনীজনোচিত কমনীয়তা ও শালীনতা হইতে বিচ্যুত হইলেন। তাঁহাদের বেশপারিপাট্য অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া, অনেক সময়ে অনাবৃতদেহে সেই ভীষণ স্থলে কালযাপন কবিতে লাগিলেন।

আক্রান্ত ইঙ্গরেজগণ প্রতিদিনই আপনাদের মহিলাদের ও বালক-বালিকাগণের উক্তরূপ শোচনীয় দশা দেখিতে লাগিলেন, এবং প্রতিদিনই ঐরূপ শোচনীয় দৃশ্যের মধ্যে বহুসংখ্য আক্রমণকারীর সম্মুখে আত্ম-রক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃৎপ্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কামান সকল স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতি কামানের পনর পদ অন্তরে পদাতিগণ দণ্ডায়মান ছিল। যাহারা সৈনিকদল ভুক্ত নয়, তাহারাও পদাতিশ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সেনাপতি হুইলরের আদেশে সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। প্রত্যক পদাতির পার্শ্বে গুলিভরা ও সঙ্গীনযুক্ত তিনটি করিয়া বন্দুক ছিল। শিক্ষিত

সৈনিক পুরুষেরা প্রত্যেকে সাত আটটি বন্দুক লইয়াছিল। কামান সকল অনাবৃত স্থানে থাকাতে গোলন্দাজ সৈনিক পুরুষদিগকে সর্ব্বক্ষণ শত্রুপক্ষের বন্দুকের সম্মুখে থাকিতে হইয়াছিল। এদিকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বালক-বালিকা ব্যতীত অনেকেই পীড়িত অবস্থায় ছিল। ইহাদেরও নিয়মিতরূপে শুশ্রূষার উপায় ছিল না। কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি এইরূপ নানা অসুবিধার মধ্যে সিপাহীদিগের আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি আত্ম-রক্ষাকারীদিগকে যে যে স্থলে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিনানু-মতিতে কেহই সেই সেই স্থল পরিত্যাগ করিতে পারিত না। কাণপুরের উপস্থিত ঘটনার বিবরণলেখক মৌব্রে টম্‌সন্ সাহেব নিদারুণ গ্রীষ্মে নিপীড়িত হইয়া ব্রিগেডিয়ার জাকের নিকট কাফিপানের জন্য মুহূর্ত্তকাল স্থানান্তরে যাই-বার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতির আদেশানুসারে ব্রিগেডিয়ার তাহার প্রার্থনাপূরণে সম্মত হয়েন নাই। এইরূপে নিরন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়গণ বিপক্ষের প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টির মধ্যে আপনাদের অধিষ্ঠিত স্থানরক্ষা করিতে লাগিল। কামানের ভয়ঙ্কর শব্দে, সিদ্ধিপান-প্রমত্ত সিপাহীদিগের ভৈরব নিনাদে, প্রথম দিন প্রাচীরের মধ্যস্থিত কুলকামিনী ও বালকবালিকারা করুণকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। শেষে প্রতিদিনই ঐরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে শুনিতে ও বিকট দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, তাহারা উহাতে অভ্যস্ত হইয়া রোদনসংবরণ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের যাতনার নিবৃত্তি হইল না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই নূতন নূতন কষ্ট আসিয়া তাহাদিগকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিতে লাগিল।

এ দিকে সিপাহীদিগের অধিনায়কগণ, আপনাদের কার্য্যে উদাসীন ছিলেন না। টীকা সিংহ শনিবার সমস্তদিন অস্ত্রাগার হইতে, কামান সকল যথাস্থানে পাঠাইয়া দেন। এক একটি কামান যেমন উপস্থিত হয়, অমনি উহা ইঙ্গরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের পুরোভাগে স্থাপিত হইতে থাকে। রবিবার প্রাতঃকালে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। উহা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিতরিত হইতে থাকে। ঐ ঘোষণাপত্রে হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে, আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ

করা হয়। দূরদর্শী হিন্দু ও মুসলমান, ঐ ঘোষণাপত্রে বিচলিত না হইলেও, নগরের অনভিজ্ঞ ও উত্তেজিত জনসাধারণ ইঙ্গরেজের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার আশায়, সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। এই বিপ্লবে প্রধানতঃ জনসাধারণই সিপাহীদিগের দল পরিপুষ্ট করিয়াছিল। অধিকন্তু, যে সকল ভূস্বামী আপনাদের চিরন্তন অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বিপ্লবের গতিবিস্তার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। যদি কেবল সিপাহীগণ হইতে এই বিপ্লবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজ সহজে উহার গতিরোধে সমর্থ হইতেন। যে হেতু, অনেক সিপাহী আপনাদের রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইঙ্গরেজ সেনাপতি অনেক সময়ে তাহাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন না করিলেও তাহারা প্রাণপণে আপনাদের বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু ভারতের অধিকার-ভ্রষ্ট ভূস্বামী ও জনসাধারণের উপর প্রভুত্বস্থাপন, ইঙ্গরেজের সুসাধ্য ছিল না। ইহারা যখন দলে দলে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মিশিতে লাগিল, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, যখন ইহাদের উচ্ছৃঙ্খলভাবের পূর্ণ বিকাশ হইতে লাগিল, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যখন ইহাদের আক্রমণে দেহত্যাগ করিতে লাগিল, তখন সকল স্থানে এক সময়ে শান্তিস্থাপন একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। অধিকারচ্যুত ভূস্বামী ও জনসাধারণ উত্তেজিত না হইলে এই বিপ্লব তাড়িতবেগে সর্ব্বস্থানে প্রসারিত হইত না, এবং সিপাহীদিগের সহিত ঐ সকল ব্যক্তির সম্মিলন না হইলে, উহা অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত না। ফলতঃ, এইরূপ গভীর উত্তেজনাপ্রযুক্তই সিপাহীযুদ্ধে ইঙ্গরেজের সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণান্ত ঘটিয়াছে*।

ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে উত্তেজিত মুসলমানেরা ফিরিঙ্গীর শোণিত-পাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। পর দিন অর্থাৎ ৮ই জুন সোমবার গঙ্গার

* কেহ কেহ যেমন মনে করিয়া থাকেন, উপস্থিত বিপ্লব যদি সেইরূপ কেবল সৈনিকদিগের সমুত্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, অধিকারচ্যুত রাজারা এবং দেশের কৃষিজীবী, পল্লী-বাসী রাইয়তগণ যদি সিপাহীদিগের সহিত এক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইয়া না উঠিত, তাহা হইলে সিপাহীদিগের অতি অল্প সংখ্যকই ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিত।—*Red Pamphlet. Comp. Kaye, Vol, II., p, 290, note. Indian Empire, II. p. 240*

খালের দক্ষিণে মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত সবুজ পতাকা উড্ডীন হইল। মুসলমানের সম্মানিত পুরোহিত ঐ পতাকার নিম্নভাগে উপবিষ্ট হইয়া, বিধর্ম্মীর পরাক্রমনাশের জন্য, বিজয়িনী শক্তির উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের প্রণয়িনী আজিজন যুদ্ধ-বেশে বিভূষিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে লইয়া, উক্ত আরাধনাস্থলে যাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই*।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইঙ্গরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে অল্পমাত্র সৈনিকপুরুষ ছিল। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকপুরুষের সংখ্যাও অধিক ছিল না। এতদ্ব্যতীত অনেক কুলকামিনী ও বালকবালিকা ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক ছিল†।

* *Trevelyan, Cawnpur, p, 137.* আজিজন মুসলমান বারবিলাসিনী, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের মুসলমান সিপাহীদিগের পরমপ্রিয়পাত্রী বলিয়া কথিত ছিল। পূর্ব্বে এবিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে।

† প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ২১০টি ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক শত অফিসর ছিলেন। বাণিজ্যব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক লইয়া সর্ব্বসমেত ৪৫০ জন ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বালক বালিকা ও কুলকামিনীর সংখ্যা ৩৩০ ছিল।—*Mutiny of the Bengal Army, By one who has served under Sir Charle Napier, p. 130.* রসদবিভাগের কর্ম্মচারী সেফার্ড সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিতরূপে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়দিগের সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন :—

ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ	... ...	২১০
এতদ্দেশীয় সৈনিক দলের এতদ্দেশীয় বাদ্যকারক	.. ...	৪৪
অধিনায়ক প্রায়	... ...	১০০
সৈনিক দলের বহির্ভূত লোক প্রায়	...	১০১
স্ত্রীলোক ও শিশুসন্তান প্রায় ...	...	৫৪৬
		১০০০

এতদ্ব্যতীত ২৫।৩০ জন এতদ্দেশীয় ভৃত্য ও কতিপয় প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত সিপাহী ও আফিসর ছিল।—*Shepherd, Cawnpur massacre, p. 26 27.* হলমেস্ সাহেব ভৃত্যের সংখ্যা ৫০ এবং বিশ্বস্ত সিপাহী ও আফিসরের সংখ্যা ২০ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—*Holmes, Indian Mutiny, p. 239, note.* ট্রিবিলিয়ান সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন সর্ব্বসমেত ১০০০ লোক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ছিল।—*Trevelyan., Cawnpur, p. 118.*

বিপক্ষ সিপাহীদিগের সংখ্যা সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। এক দল অশ্বারোহী ও দুই দল পদাতি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরে অন্য পদাতিদলের (৫৩ গণিত দলের) কেহ

উত্তেজিত জনসাধারণও এসময়ে তাহাদের দলে মিশিয়া আক্রান্ত ইউ-রোপীয়দিগকে বিপদ্গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সিপাহীরা পর্য্যায়ক্রমে বিশ্রাম ও গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু আত্মরক্ষাকারীদিগের বিশ্রাম করিবার সময় রহিল না। আক্রান্ত ইউরোপীয় সৈন্য কামানের পার্শ্বে থাকিয়া বা বন্দুক হস্তে করিয়া, সিপাহীদিগের গোলার আঘাতে যখন একে একে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল, তখন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্য আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। ইহারা আপনাদের সম্মান, আপনাদের জীবন ও জীবনাধিক শিশুসন্তানদিগের রক্ষার জন্য বিপক্ষের সম্মুখীন হইতে কাতর হইল না। এ সময়ে ইঙ্গরেজ বীরপুরুষগণ যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিযাছিলেন, আত্মজীবনে উপেক্ষা করিয়া, যেরূপ দুঃসাধ্যকার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং অবিশ্রাম গোলাবৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও শিশুসন্তান ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের

কেহ ইহাদের সহিত মিলিত হয়। ইহাদের অধিকাংশ আফিসর (সুবাদার বা জমাদার) ইঙ্গরেজের পক্ষে ছিলেন। অশ্বারোহিদল (রেজিমেণ্ট) ছয় ভাগে (ট্রুপে) (এখন ৮ ভাগে) বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে এতদ্দেশীয় লোক আছে :—

আফিসর	...	...	১৩
অধস্তন আফিসর	...	...	৫৪
ভিস্তি	...	...	৬
ভেরীবাদক	...	...	৬
সৈনিকপুরুষ	...	...	৫০৪

পদাতিদল (রেজিমেণ্ট) ৮ ভাগে (কোম্পানিতে) বিভক্ত। সমগ্র দলে এই সকল লোক আছে :—

সুবাদার	...	...	১×৮=৮
জমাদার	...	...	১×৮=৮
হাবিলদার	...	...	৬×৮=৪৮
নায়ক	...	...	৬×৮=৪৮
ভেরীবাদক	...	...	১×৮=৮
সৈনিকপুরুষ	...	...	৮০×৮=৬৪০

(১ম ভাগ জন্মভূমিতে প্রকাশিত "আমার জীবনচরিত" হইতে উদ্ধৃত। জন্মভূমি, ৫৬৭ ও ৫৭২ পৃষ্ঠা।)

উল্লিখিত হিসাবে বিপক্ষ সিপাহীদিগের সংখ্যা কিয়দংশে অনুমিত হইবে। এতদ্ব্যতীত নানা সাহেবের অনুচর, কাণপুর ও অযোধ্যার অনেক লোক সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

শুশ্রূষায় যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। আক্রমণকারী সিপাহীরা প্রতিদিন উদ্যম ও উৎসাহসহকারে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রতিদিনই আক্রান্তগণ অধিকতর নিপীড়িত হইতে লাগিল। সিপাহীরা দিবসে অবিশ্রান্তভাবে কামানের গোলাবৃষ্টি করিত। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকল সময়েই প্রজ্বলিত পিণ্ডসকল প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে নিপতিত হইত। উহার প্রচণ্ড আঘাতে প্রতিদিনই কেহ নিহত কেহ বা সাংঘাতিকরূপে আহত হইত, এবং উহার জ্বালাময়ী শিখায় আক্রান্তদিগের অধ্যুষিত স্থানের কোন কোন অংশ দগ্ধীভূত হইয়া যাইত। রাত্রিকালে আক্রমণকারিগণ অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মৃৎপ্রাচীরের সম্মুখে আসিত, এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বন্দুকের গুলিবৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয়-দিগকে নিপীড়িত করিত। সুতরাং ইউরোপীয়েরা দিবসে ও রাত্রিতে, সকল সময়েই আত্মরক্ষায় প্রস্তুত থাকিত। একদা কামানের প্রজ্বলিত গোলায় বারুদ রাখিবার একখানি গাড়ির ছাদ উড়িয়া গেল এবং বারুদ ইত্যাদি রাখিবার স্থানের নিকটে গাড়ির কাঠে আগুন ধরিল। ডিলা-ফোসীনামক একজন তরুণবয়স্ক সৈনিক পুরুষ ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। অচিরাৎ অগ্নিনির্ব্বাণ না হইলে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং বীরযুবক মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রজ্বলিত গাড়ির নিকটে গেল, যে কাঠে আগুন ধরিয়াছিল, তাহা নিজ হাতে টানিয়া ফেলিয়া দিল, এবং জলের অভাবে কঠিন মৃত্তিকা বহ্নিশিখার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

শিক্ষিত সৈনিকদলের মধ্যেই কেবল এইরূপ সাহস ও বীরত্বের নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। যাহারা ইতঃপূর্ব্বে সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হয়েন নাই, যথানিয়মে সামরিক কার্য্য শিক্ষা করেন নাই, রণস্থলের করাল দৃশ্য ও কঠোর নিয়মের সহিত পরিচিত হইয়া উঠেন নাই, তাঁহারাও এ সময়ে অবিচলিতভাবে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষ ব্যতীত অন্যব্যবসায়ী ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষার স্থলে আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রেলওয়ের কতিপয় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন, ইঁহারা বন্দুক হস্তে করিয়া, অটলসাহসে বিপক্ষদিগকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বিপক্ষের গুলির আঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েন। গুলি মুখে লাগাতে তিনি মুখ তুলিতে পারিতেন না। ইঁহাকে দুঃসহ যাতনায় নিরন্তর অধোমুখে থাকিতে হইত। শেষে এই আঘাতেই ইঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। ধর্ম্মপ্রচারকও এসময়ে উদাসীন রহিলেন না। তিনি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র পরিগ্রহ করিলেন না, বা শত্রুর পুরোভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সাহসের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন না। অন্য কার্য্যে তাঁহার একাগ্রতা ও শ্রমশীলতাপ্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, পীড়িতদিগকে ধর্ম্মোপদেশে বলীয়ান্ করিয়া তুলিতে লাগিলেন এবং অবসন্ন আত্মরক্ষাকারিগণ ও ভয়ব্যাকুলা কুল-কামিনীদিগের সমক্ষে ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন করিয়া, তাহাদের হৃদয় শান্ত, কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্দীপ্ত ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

যখন ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হয়, জীবন ও সম্পত্তি যখন প্রতিমুহূর্ত্তেই ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে, স্বাধীনতা ও সার্ব্বজনীন আধিপত্য যখন সংশয়দোলায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন বীরত্বপ্রসিদ্ধ জাতির সকল শ্রেণীর মধ্যেই একাগ্রতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। কার্থেজের বীরজননী রমণীগণ এক সময়ে স্বদেশের জন্য আপনাদের সৌন্দর্য্যের প্রধান অঙ্গ কেশসমূহের ছেদন করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় ভারতের মহিলাকুলও পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষা করিতে অবলীলায় বহুমূল্য আভরণরাশি যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন*। কাণপুরের অবরুদ্ধ ইউরোপীয় কামিনীরাও এসময়ে

* রোমীয়েরা কার্থেজ আক্রমণে উদ্যত হইলে ধনুর ছিলা প্রস্তুত করিবার জন্য কার্থেজ বীররমণীরা আপনাদের কেশচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। যখন সুলতান মহমুদ চতুর্থবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন লাহোরের ভূপতি অনঙ্গপাল আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। এই সময়ে হিন্দু মহিলারা যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য আপনাদের অলঙ্কার উন্মোচিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

পরাক্রান্ত ও সহায়সম্পন্ন শত্রুর সম্মুখে আত্মবলবৃদ্ধির উপায়বিধানে উদাসীন থাকেন নাই। প্রতিদিন ভয়ঙ্কর কাণ্ড দৃষ্টিগোচর হওয়াতে, তাঁহাদের সাহসবৃদ্ধি হইয়াছিল। আত্মপক্ষের ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিন বীরত্বের পরিচয়সূচক দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে উদ্যত দেখাতে, তাঁহাদেরও তেজস্বিতার বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায়, ভয়ে সর্ব্বদা অভিভূত থাকেন নাই, এবং পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, চারিদিক অন্ধকারময় বোধ করেন নাই। কিরূপে শত্রু পরাজিত হইবে, কিরূপে প্রাণাধিক শিশুসন্তানগুলি আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে, কিরূপে আপনারা নিরাপদে ও অক্ষতশরীরে আত্মীয়স্বজনের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবেন, এখন তাঁহারা ইহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। সিপাহীদিগের নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতে, কামানে ছিদ্র হওয়াতে বড় অসুবিধা ঘটিয়াছিল। বীরাঙ্গনারা এজন্য আপনাদের পায়ের মোজা সকল অকাতরে দিতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহাদের অঙ্গচ্ছদ অধিক ছিল না, তথাপি তাঁহারা আপনাদের চিরব্যবহার্য্য ও লজ্জাসম্ভ্রম রক্ষার চিরাবলম্বন দ্রব্যগুলি দিতে বিমুখ হইলেন না। তাঁহাদের প্রদত্ত মোজায় ছিদ্র সকল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আবার ঐ সকল কামান হইতে আক্রমণকারী সিপাহীদিগের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কয়েকজন সিপাহী প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে অবরুদ্ধ ছিল*। একটি সৈনিক পুরুষের স্ত্রী সাহসসহকারে নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে করিয়া, তাহাদের পাহারা দিতে লাগিলেন। যাবৎ এই মহিলা সম্মুখে ছিলেন, তাবৎ অবরুদ্ধগণ পলাইতে সমর্থ হয় নাই। শেষে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাদের পাহারার ভার গ্রহণ করিলে তাহারা কোন সুযোগে পলায়ন করে। কিন্তু এইরূপ স্বার্থত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিলেও মহিলাদিগের যাতনার পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদের

* খাঁ মহম্মদ নামক যে সিপাহী সহযোগীদিগকে উত্তেজিত করিবার অপরাধে অবরুদ্ধ হয়, সে ইহাদের মধ্যে ছিল।

কেহ কেহ আসন্নপ্রসবা ছিলেন। তাঁহারা অবরোধের সেই ভয়ঙ্কর সময়ে, সেই কোলাহলময় বিপত্তিপূর্ণ স্থানে সন্তান প্রসব করিলেন। এ সময়ে তাঁহাদের শুশ্রূষার লোক ছিল না। তাঁহারা প্রসবযাতনায় যেরূপ কাতর হইলেন, নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর কাতরতাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশ্বপালক ভগবান ব্যতীত এসময়ে তাঁহাদের আর কোন রক্ষক ছিলেন না। তাঁহারা নীরবে ও কাতরনয়নে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। অনেকে আপনাদের শিশুসন্তানগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া দিনে দিনে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহারা পরম আদরে যাহাদের লালনপালন করিতেছিলেন, স্তন্য দিয়া যাহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিলেন, এবং যাহাদের সহাস্য বদনে আধ আধ কথা শুনিয়া, আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিতেছিলেন, সেই বাৎসল্যের ধন, প্রীতির পুত্তলী, স্নেহের অবলম্ব সন্তানরত্ন সকল তাঁহাদের বক্ষঃস্থল হইতে অপহৃত হইতে লাগিল। কোন সৈনিক পুরুষের স্ত্রী দুইটি সন্তান দুই বাহুতে লইয়া স্বামীর সহিত বেড়াইতেছিলেন, সহসা একটি গুলি আসিয়া, তাহার স্বামীর দেহভেদ পূর্ব্বক তদীয় বাহুযুগল ভগ্ন করিয়া ফেলিল। স্বামী তৎক্ষণাৎ ভূপতিত ও গতাসু হইলেন। তাঁহার প্রিয়তমা বনিতাও মৃতস্বামীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। সন্তানদ্বয়ের একটি সাংঘাতিকরূপে আহত হইল। অভাগিনী বিধবা অতঃপর গৃহে নীত হইলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং শিশু দুইটিকে কোলে লইবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি যাতনায় কাতর হইয়া শয্যায় শুইয়া রহিলেন। শিশু দুইটি তাঁহার বুকের উভয় পার্শ্বে থাকিয়া, স্তন্যপান করিতে লাগিল; কিন্তু মাতার হাত তুলিবার শক্তি রহিল না। কল্পনায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় দৃশ্য অঙ্কিত হইতে পারে না, উদ্ভাবনায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর করুণ-রসোদ্দীপক চিত্র উদ্ভূত হইতে পারে না। এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার প্রতিদিনই অবরুদ্ধদিগের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতে লাগিল। একদা অপর এক জন সৈনিকের স্ত্রীর হাতের কনুইতে বন্দুকের গুলি প্রবিষ্ট হইল। সৈনিক পুরুষ ইতঃপূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন। অবিলম্বে সাংঘাতিক

আঘাতজনিত প্রচণ্ড জ্বরে তাঁহার স্ত্রীও লোকান্তরিত হইলেন। এইরূপে প্রায় প্রতিদিনই অবলাগণের প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। যে সকল শিশু হাঁটিতে পারিত, বালসুলভ চাপল্য প্রযুক্ত তাহারা এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিত না। তাহারা কিরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিত না। গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই যে, তাহাদের প্রাণ যাইবে, তাহা তাহারা জানিত না। অবোধ শিশুগণ এ দুঃসময়েও পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ সহকারে খেলার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিত। তাহারা খেলা করিতে সহসা প্রাঙ্গনে আসিলেই নিরন্তর গুলিবৃষ্টিতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত। এইরূপে নিরীহস্বভাব, সদানন্দময় শিশুগুলিও অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল।

এদিকে সেনাপতি হুইলর প্রতি মুহূর্ত্তেই স্থানান্তর হইতে সাহায্যকারী সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, পঞ্জাব হইতে স্যার জন লরেন্স সৈন্য পাঠাইবেন। এলাহাবাদ হইতে সেনাপতি নীল তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইবেন। লক্ষ্ণৌ হইতে স্যার হেনরি লরেন্সও তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এসময়ে কোন স্থান হইতেই সাহায্যকারী সৈনিক পুরুষের সমাগম হইল না। পঞ্জাব হইতে স্যার জন লরেন্সের পত্র আসিল। তিনি লিখিলেন, পঞ্জাবরক্ষার জন্য সৈন্যসংখ্যাই পর্য্যাপ্ত নহে, সুতরাং তিনি কাহাকেও এ সময়ে পাঠাইতে পারেন না। বৃদ্ধ সেনাপতির আশা ছিল, সেনাপতি নীল ১৪ই জুন কাণপুরে উপস্থিত হইবেন, কিন্তু ১৪ই জুন ধীরে ধীরে অতীত হইতে লাগিল, সেনাপতি হতাশ্বাস হইয়া, সন্ধ্যাকালে লক্ষ্ণৌতে বিচারপতি গাবিন্স্ সাহেবের নিকট পত্র পাঠাইলেন। পত্রের শেষাংশে লিখিত হইল,—"নগরের সমগ্র খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আমাদিগের নিকটে রহিয়াছে। মহত্ত্বসহকারে ও আশ্চর্য্যরূপে আমাদের আত্মরক্ষা হইতেছে। আমরা সাহায্য, সাহায্য, সাহায্যের ভিখারী। এখন যদি সাহায্যকারী দুই শত লোক প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া, আপনাদেরও সাহায্য করিতে পারি।" কিন্তু এই দুই শত লোকও লক্ষ্ণৌ হইতে আসিল না। বর্ষীয়ান্ সেনাপতি ধীরভাবে অদৃষ্টের নিকট অবনতমস্তক হইলেন। তাঁহার সহযোগীরাও ধীরভাবে আপনাদের দশাবিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন। একে একে

তাঁহাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল। সুতরাং তাঁহারা শেষে আপনাদের সাহস, পরাক্রম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সর্ব্বোপরি আত্মত্যাগের উপর নির্ভর করিলেন। তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ এখন পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল। তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য ধীরভাবে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইল, এক সপ্তাহ কাল ইউরোপীয়েরা প্রবল শত্রুর সম্মুখে, অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টির মধ্যে, আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থান রক্ষা করিল। সপ্তাহান্তে আক্রান্তগণ আর এক ঘোরতর বিপদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের দুইটি বড় গৃহের একটিতে খড়ের চাল ছিল। দুইটি গৃহই রুগ্ন, অসমর্থ, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণে পরিপূর্ণ ছিল। খড়ের চাল টালি বা ইট দ্বারা আচ্ছাদিত করিবার সবিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে চাল সর্ব্বাংশে আচ্ছাদিত হয় নাই। এক দিন অপরাহ্নে সহসা খড়ের চাল জ্বলিয়া উঠিল। অসমর্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ ঐ গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে তাহারা সাতিশয় বিপদাপন্ন হইল। এদিকে আক্রমণকারিগণ ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ প্রচণ্ড অনলের জ্বালাময়ী শিখায় পরিব্যাপ্ত দেখিয়া, অধিকতর উৎসাহসহকারে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্করী রাত্রিতে অনলস্তূপ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া, আক্রান্ত ক্ষুদ্র সৈনিক দলকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। আহত ও রুগ্নগণের আত্মরক্ষার কোন সামর্থ্য ছিল না। ইউরোপীয়েরা এখন এই সকল অসমর্থ জীবের রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহারা বিপদে দিশাহারা না হইয়া, প্রাণপণে উহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। এ দিকে খড়ের চাল দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইল। দুইটি গোলন্দাজ সৈনিক পুরুষ প্রজ্বলিত অনলের মধ্যে দেহত্যাগ করিল। কিন্তু আক্রান্তগণ গৃহদাহে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইল। স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের আর আশ্রয়স্থান রহিল না। তাহারা এখন গৃহশূন্য হইয়া অনাবৃতস্থানে, অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কানবিশ ও মদের বাক্সের আচ্ছাদন চট মাত্র, এখন তাহাদের দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিম হইতে

রক্ষার প্রধান সম্বল হইল। কিন্তু বিপক্ষের নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতে ঐ আচ্ছাদনও অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। গৃহদাহে কেবল বালকবালিকা ও রোগার্ত্তেরা আশ্রয়শূন্য হইল না। আহত ও পীড়িতদিগের যাতনাশান্তির উপকরণগুলিও ভস্মীভূত হইয়া গেল। ঔষধাদি, অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রাদি কিছুই রক্ষা পাইল না। যাহারা আহত হইতে লাগিল, অস্ত্রাভাবে তাহাদের ক্ষত স্থান হইতে গুলি বহিষ্কৃত করিবার উপায় রহিল না। যাহারা রোগে শয্যাশায়ী হইল, ঔষধাদির অভাবে তাহাদের রোগশান্তির সুবিধা ঘটিল না। অসহনীয় যাতনা, অকালমৃত্যু, প্রতিদিনই এই সকল অসহায় জীবের উপর পরাক্রমপ্রকাশ করিতে লাগিল। ইহারা যাতনার কঠোরতা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকেই পরম সুহৃদ্ বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

গৃহদাহে যাহারা আশ্রয়শূন্য হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ত্রিপঞ্চাশ পদাতিদলের কতিপয় সিপাহী ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের সুবাদার ভবানীসিংহ আপনার অধীন সৈনিকদলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। উক্ত সৈনিকদল ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন। এজন্য বৃদ্ধ সুবাদার উত্তেজিত অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তাঁহাকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ভবানীসিংহ আহত হইয়াও আপনার প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সেই ভয়ঙ্কর সময়ে, বিপদাপন্ন স্থানে প্রভুর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অবরোধের প্রথমাবস্থায় বিপক্ষের কামানের গোলার আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই রূপে প্রভুভক্ত বর্ষীয়ান্, বীরপুরুষ প্রভুর কার্য্যসাধন জন্য প্রভুর নিকটেই প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে ত্রিপঞ্চাশ পদাতিদলের প্রভুভক্ত সিপাহীরা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহারাও এতদিন স্বশ্রেণীর ও স্বধর্ম্মের লোকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থন করিতেছিল। শেষে গৃহদাহ হইলে সেনাপতি ইহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ দেন। যেহেতু, ইহাদের আশ্রয়স্থান ছিল না। খাদ্য সামগ্রীরও অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দলের ভোলাখাঁ নামক সিপাহী এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছে, "আমরা ৫ই হইতে ৯ই কি ১০ই জুন

পর্য্যন্ত আমাদের গৃহরক্ষা করি। বিপক্ষের গোলার আগুনে উহা দগ্ধ হইলে আমাদিগকে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার বোধ হয়, গোলায় কোন দাহ্য পদার্থ জড়ান ছিল, ঐ পদার্থের সহিত খড়ের চালের সংযোগ হওয়াতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়।” রামবক্স্ নামক উক্ত দলের আর একব্যক্তিও এসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রকাশ করে। ইহার মতে ৯ই কি ১০ই জুন অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে ঘরে আগুন লাগে *। যাহা হউক অনুমান ৮০ কি ১০০ জন সিপাহী ছিল। এতদ্ব্যতীত ইহাদের সহিত দশ জন এতদ্দেশীয় অধিনায়ক অবস্থিতি করিতেছিলেন †। ইহারা সকলেই অবরোধের স্থান পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলেন। আফিসরেরা বিষণ্ণ-বদনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সিপাহীরা কাতরভাবে স্থানান্তরে যাইতে প্রস্তুত হইল। মেজর হিলর্সডন্ সাহেব (কলেক্টর হিলর্সডন্ সাহেবের ভ্রাতা) সকলকেই কয়েকটি টাকা ও বিশ্বস্ততার নিদর্শনজ্ঞাপক এক খানি প্রশংসাপত্র দিলেন। সিপাহীরা উহা লইয়া আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কেহ কেহ পথে বিনষ্ট হইল। কেহ কেহ অক্ষতশরীরে আবাসপল্লীতে গমন করিল। ইহাদের কেহই কখনও প্রভুভক্তি হইতে স্খলিত হয় নাই। কেহই উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করে নাই। ইহারা বিদেশী ও বিজাতি প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য স্বদেশীয় ও সজাতীয়দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, প্রভুর আদেশে ঘোরতর বিপত্তিকালেও স্বদেশীয়গণের পক্ষাবলম্বন না করিয়া, স্থানান্তরে গিয়াছিল, এবং আত্মীয়স্বজনশূন্য হইয়া পথে অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল, তথাপি আপনাদিগকে “নিমক-হারাম” বলিয়া পরিচিত করিতে উদ্যত হয় নাই। কাণপুরের বৃদ্ধ সেনা-পতি যদি ইহাদিগকে কোনরূপে আপনার নিকটে রাখিতেন, তাহা হইলে ইহাদের দ্বারা সমূহ উপকার হইত। ইহারা স্বার্থত্যাগে কাতর ছিল না, অসহনীয় কষ্টস্বীকারেও পরাঙ্মুখ ছিল না, অসময়ে প্রভুর পক্ষ-

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 325, note.*
† *Ibid*

সমর্থনেও অনিচ্ছু ছিল না। ইহাদের সাহস, পরাক্রম ও আত্মত্যাগ, ইহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ বিপদে অনমনীয়, যাতনায় অটল ও দুর্দ্দশায় অবিচলিত রাখিয়াছিল। ইহারা উপস্থিত সময়ে, ইঙ্গরেজের পার্শ্বে থাকিলে নিঃসন্দেহ তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইত।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রতিদিনই আক্রান্ত সৈনিকদলের বলহ্রাস ও আক্রমণকারী সিপাহীদিগের গোলাবৃষ্টি অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ইউরোপীয়েরা কিরূপ অম্লানভাবে দুঃসহ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন. ইউরোপীয় কুলকামিনীরা বিপদে কিরূপ অবসন্ন হইয়াছিলেন, ইউরোপীয় বালকবালিকারা কিরূপ যাতনায় ঈষদুদ্ভিন্ন, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় পরিম্লান হইয়াছিল, তাহার করুণ-রসাত্মক মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ হতাবশিষ্টদিগের মধ্যে এক জন প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন *। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে জেলার যে রাজপুরুষের আদেশে সকলে মস্তক অবনত করিত, যে সেনাপতির ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র সৈনিকপুরুষ পরিচালিত হইত, যে ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীর প্রভুত্বে ভৃত্যগণ সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত, এখন সিপাহীদিগের গোলার আঘাতে তাঁহাদের কাহারও হস্তদ্বয় ভগ্ন হইল, কাহারও পদদ্বয় বিকল হইয়া পড়িল, কাহারও বা মুখ বিকৃতভাব ধারণ করিল। একে একে অনেকেই ক্রমে ক্ষমতাশূন্য হইতে লাগি-লেন। একে একে অনেকেরই প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা বড় সাহেবকে এইরূপে নিগৃহীত ও নিপীড়িত দেখিয়া, বিস্ময়সহকারে আপনাদের মধ্যে ঐ বিষয় লইয়া আলাপ করিতে লাগিল। অমনি তাহাদের সম্মানিত আর একজন সাহেব আহত হওয়াতে তাহাদের আলাপ বন্ধ হইল; পর মুহূর্ত্তে আবার তাহারা, সবিস্ময়ে আর একজন সাহেবকে গুলির আঘাতে ভূপতিত দেখিল। প্রতিক্ষণেই এইরূপ ঘটনার আবির্ভাব হইতে লাগিল। মৃত্যু যেন সুপরিচিত বান্ধবের ন্যায় প্রতিক্ষণেই যাতনার শান্তির জন্য সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। কলেক্টর হিলর্সডন্ সাহেব গৃহের বারেন্দায় দাঁড়াইয়া নানা সাহেবের

* *Capt. Mowbray Thomson, Story of Cawnpur.*

সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার যুবতী ভার্য্যা তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। অমনি কলেক্টর সাহেব গোলার আঘাতে প্রিয়তমার পদতলে পতিত ও গতাসু হইলেন। কয়েক দিন পরে গোলার আঘাতে দেয়ালের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া হিলর্সডন্ সাহেবের পত্নীর মাথায় পড়িল। ঐ আঘাতে হতভাগিনী বিধবারও সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হইল। সেনাপতি স্যার হিউ হুইলরের পুত্র লেপ্‌টেনাণ্ট হুইলর আহত হইয়া একটি গৃহে শয়ান ছিলেন। তাঁহার পিতা, মাতা, ভগিনীগণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একটি ভগিনী পদপ্রান্তে বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছিলেন। সহসা কামানের গোলা সেই স্থলে পতিত হওয়াতে সেনাপতির আহত পুত্রের মাথা উড়িয়া গেল। পুত্রবৎসল বর্ষীয়ান্ পিতা, স্নেহময়ী বর্ষীয়সী জননী ও প্রীতিময়ী ভগিনী বাষ্পাকুল-নেত্রে এই শোচনীয় ঘটনা চাহিয়া দেখিলেন। লিণ্ড্‌সে নামক একটি সৈনিক পুরুষের মুখ গোলার আঘাতে বিকৃত হইল। নেত্রদ্বয় নষ্ট হইয়া গেল। হতভাগ্য সৈনিক পুরুষ অন্ধ হইয়া কিয়ৎকাল জীবিত রহিল, পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহার কষ্টের পরিসমাপ্তি করিল। আর এক জন সৈনিকের গুলির আঘাতজনিত ক্ষত স্থান মারাত্মক হইয়া উঠিল। শেষে সন্ন্যাসরোগে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার স্ত্রী ও কন্যাগুলি অসহায় অবস্থায় সেই ভয়ঙ্কর স্থানে পড়িয়া রহিল। কিয়দ্দিনের মধ্যে গুলির আঘাতে অভাগিনী বিধবার মৃত্যু হইল। তাহার একটি কন্যাও আহত হইল। কাপ্তেন হালিডেনামক আর এক সৈনিক পুরুষ তাঁহার নির্জীব ও ক্ষুধার্ত্ত স্ত্রীর জন্য একবাটি ঘোড়ার মাংসের ঝোল লইয়া যাইতেছিলেন। সহসা গুলির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে অবরুদ্ধ সৈনিকেরা বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে কিরূপে নিপীড়িত হইয়াছিল, কাপ্তেন টমসন্ সাহেব তাহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন, "এক জন সৈনিক আর এক জন আহত সৈনিককে দেখিতে গিয়াছিল, সে যখন ঐ ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিল, তখন উরুদেশে আহত হইয়া ভূপতিত হইল। আমি তাহার কাঁধে হাত দিয়া কোমর ধরিয়া তুলিলাম। যখন এইরূপ অবস্থায় অনাবৃত স্থল দিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতেছিলাম, তখন আমার দক্ষিণ

স্কন্ধে একটি গুলি লাগাতে আমরা উভয়েই ভূতলশায়ী হইলাম। আর দুই ব্যক্তি আসিয়া, আমাদিগকে টানিয়া ঘরে লইয়া গেল। আমি যখন গুলির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পড়িয়া রহিলাম, তখন এক জন সৈনিক আমার শুশ্রূষার জন্য সেই স্থানে আসিল। সহসা একটি গুলি তাহার স্কন্ধ ভেদ করিল। সেই আঘাতেই হতভাগ্যের মৃত্যু হইল*।" এক দলের তিন জন অফিসর এক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। উপর্য্যুপরি গোলার আঘাতে তিন জনেরই মাথা উড়িয়া গেল। আর এক ব্যক্তি গুলির বৃষ্টির মধ্যে অনাবৃত স্থল দিয়া যাইতেছিল, অমনি গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতির সহযোগিগণ এইরূপে প্রতিদিনই অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল। সেনাপতি আপনার বলক্ষয়ে সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। কেহ কেহ অধ্যুষিত স্থান রক্ষার সময়ে নিহত হইল। কেহ কেহ পীড়িতের শুশ্রূষা করিতে যাইয়া চিরনিদ্রিত হইল। কেহ কেহ বা তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় ও ক্ষুধার্ত্তকে আহারীয় দিবার সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। প্রাচীরের বহির্ভাগে একটি কূপ ছিল। শবরাশি ঐ কূপে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। প্রতি রাত্রিতেই বিপক্ষের আক্রমণভয়ে এইরূপে তাড়াতাড়ি সমাধি হইতে লাগিল। অবরুদ্ধদিগের অন্তর্দ্দাহের বিরাম ছিল না। দিবসে তাহাদের মস্তকের উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড নিরন্তর অনলকণা বিকীর্ণ করিত। রাত্রিতেও শত্রুর নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিময় পিণ্ডসকল আসিয়া তাহাদিগকে বিদগ্ধ করিয়া তুলিত। তাহাদের জীবনাধিক সন্তান, প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও প্রীতিভাজন আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহ প্রতিদিন একটি বিশুষ্ক কূপে নিক্ষিপ্ত হইত। তাহারা এইরূপ শোচনীয় অবস্থায়, এইরূপ শোচনীয় দৃশ্যে দিন দিন বিশীর্ণ ও বিষণ্ণ হইতে লাগিল।

এদিকে ইউরোপীয়দিগের কামানের গোলায় আক্রমণকারীদিগের অনেকে নিহত হইলেও তাহাদের একবারে বলহ্রাস হয় নাই। স্থানান্তর হইতে অনেকে আসিয়া তাহাদের সহিত মিশিতে থাকে। আজিমগড়ের সপ্তদশ পদাতিদলের সিপাহীরা তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কাণ-

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 106-107.*

পুরের অনতিদূরে চৌবেপুরনামক পল্লীতে লক্ষ্ণৌর সিপাহীদলস্থিত কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতি অবস্থিতি করিতেছিল। কথিত আছে, ইহারাও কাণপুরের সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। এতদ্ব্যতীত বারাণসী ও এলাহাবাদের সিপাহীদিগেরও অনেকে কাণপুরে আইসে। মির নবাব নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভূস্বামী দুইদল সৈন্যের সহিত নানা সাহেবের সাহায্যার্থ সমাগত হয়েন। লর্ড ডালহৌসীর পরবাজ্যাধিকারের সময়ে তিনি এই সৈন্যসংগ্রহ করেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার হৃদয়গত বিদ্বেষা-নলের বিকাশ হয় নাই। এখন সুযোগ বুঝিয়া তিনি ডালহৌসীর কার্য্যের প্রতিশোধ দিতে উদ্যত হয়েন। এইরূপে অনেক স্থান হইতে অনেকে আসিয়া আক্রমণকারীদিগের দলবৃদ্ধি করে।

আক্রমণকারিগণ যত্নপূর্ব্বক আপনাদের ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মৃৎ প্রাচী-রের উত্তরদিকে ইঙ্গরেজদিগের ক্রীড়াগৃহের নিকটে কামান স্থাপিত হইয়াছিল। ননী নবাব নামক একজন ধনী মুসলমান এই স্থানের অধ্যক্ষতাগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দু সিপাহীরা ইঁহার ও বাকর আলীনামক আর একজন মুসলমানের গৃহ বিলুণ্ঠিত করে। ননী নবাব ও বাকর আলী উভয়েই কারারুদ্ধ হয়েন। মুসলমান সিপাহীরা এজন্য বিরক্ত হওয়াতে উভয়েই মুক্তি-লাভপূর্ব্বক নানাসাহেবের সমান সম্মানলাভ করেন। এই অবধি ইঁহারা উত্তে-জিত সিপাহীদিগের পরিপোষক হয়েন। কথিত আছে, আজিজন অস্ত্র-পরিগ্রহপূর্ব্বক এই স্থানে কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্বারোহী-দিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। প্রাচীরের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে মীর নবাব আপনার কামান স্থাপিত করিয়া, নিরন্তর গোলাবৃষ্টি করিতেছিলেন। পূর্ব্ব-দিকে বাকর আলী সন্নিবেশিত কামানের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। ইঙ্গরেজেরা উহা "সাবে-ডার হাউস" নামে অভিহিত করিতেন। ক্রমে সাধারণের মধ্যে উহা "সবেদা কুঠী" নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইঙ্গরেজের ক্রীড়াগৃহের দিকে যেমন মুসলমানেরা প্রবল ছিল। সবেদা কুঠীর দিকে সেইরূপ হিন্দুর প্রাধান্য ছিল। এই কুঠীতে নানাসাহেব পারিষদবর্গসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেনাপতি টীকাসিংহের শিবির এই স্থানে ছিল। সেনাপতি এই স্থানের

কামানসমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁতীয়া তোপীপ্রভৃতি এই স্থানে ফিরিঙ্গীদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য আপনাদের কূটমন্ত্রণাজাল বিস্তার করিতেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান একসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থান অবরুদ্ধ করিয়াছিল। আর নানা সাহেব ইহাদের ভয়েই ইহাদের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক নামেমাত্র সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন।

শান্তিরক্ষণ ও বিচারকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নানা সাহেবের নামে বিভিন্ন ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। হুলাস সিংহনামক এক ব্যক্তি প্রধান শান্তিরক্ষক হইয়াছিলেন। বাবাভট্ট প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজিমুল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদপ্রভৃতিও প্রাড়্‌বিবাকের কার্য্য করিতেছিলেন। কিন্তু ইঁহারা উত্তেজিত জনসাধারণ বা উদ্ধত সিপাহীদিগের উচ্ছৃঙ্খলতানিবারণে সমর্থ হয়েন নাই। ইঁহাদের মতের বিরুদ্ধে নানাসাহেবের কিছুই করিবার সামর্থ্য ছিল না। ইঁহারা নানা সাহেবের নামে যথেচ্ছভাবে সমুদয় কার্য্য করিতেছিলেন।

২১শে জুন অযোধ্যার উত্তেজিত অধিবাসিগণ আক্রমণকারীদের নিকটে উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা ঐ দিন বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করে। ২৩ শে জুন আক্রমণকারিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহসহকারে যুদ্ধের আয়োজন করে। এক শতাব্দ পূর্ব্বে লর্ড ক্লাইব এই সময়ে পলাশীর আম্রকাননে আপনাদের আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শত বৎসর পরে সিপাহীরা সেই আধিপত্যভিত্তি বিপর্য্যস্ত করিবার মানসে বদ্ধপরিকর হইল। লর্ড ক্লাইব যেরূপে বাঙ্গালার নবাবকে পদানত করিয়াছিলেন, সিপাহীরা ফিরিঙ্গীদিগকেও সেইরূপে আপনাদের পদানত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অশ্বারোহী ও পদাতিরা দলবদ্ধ হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা সম্মুখভাগে কার্পাসের বড় বড় বস্তা-সকল গড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজদিগের গির্জ্জা তাহাদের এক পার্শ্বে ছিল। অপর পার্শ্বে অসম্পূর্ণ নূতন সৈনিকালয় রহিয়াছিল। উভয় দিকে এইরূপ গৃহ থাকাতে তাহাদের আক্রমণের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছিল। তথাপি তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহারা প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের

সহযোগিগণ সাধারণতঃ রণপারদর্শী ছিল না। তাহারা সাময়িক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয় নাই। অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান্ হইয়া উঠে নাই, বা রণকৌশলেও অভিজ্ঞতালাভ করে নাই। সুতরাং তাহারা সহজেই চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। দলভঙ্গ হওয়াতে সিপাহীরাও হটিয়া গেল। ইঙ্গরেজ আপনাদের অধ্যুষিত স্থানরক্ষা করিলেন, কিন্তু আর এক বিপদে তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিপীড়িত ও অধিকতর বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে অবরুদ্ধগণ দুই তিন বার সাহায্যলাভের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ২৪শে জুন একজন ফিরিঙ্গী সৈনিক ছদ্মবেশে, এলাহাবাদ হইতে সাহায্যকারী সৈন্যের প্রত্যাশায়, প্রাচীরবেষ্টিত স্থান পরিত্যাগ করে। শেষে অকৃতকার্য্য হইয়া, ফিরিয়া আইসে। ঐ দিন রসদবিভাগের সেফার্ডসাহেব বদলু নামধারণ পূর্ব্বক বাবুর্চ্চির বেশে যাত্রা করেন। সিপাহীরা তাঁহাকে অবরুদ্ধ করে। হতভাগ্য বদলুর প্রতি তিন বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হয়*। এইরূপে হতভাগ্য অবরুদ্ধগণ আপনাদের প্রতিচেষ্টাতেই হতাশ হইয়া পড়ে। মানুষ বিপত্তিকালে বারংবার হতাশ হইলেও তাহার আশার বিরাম হয় না। মরুভূবিহারী, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক প্রতিমুহূর্ত্তে মায়াবিনী মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত হইলেও আবার দূরে শ্যামল তৃণসমাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী জলাশয় তাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়। পথিক আবার আশ্বস্তহৃদয়ে সেই জলাশয়ের অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে। সে যতই অগ্রসর হয়, জলাশয় তাহাকে প্রতারিত করিবার জন্যই যেন দূরে—অতিদূরে সরিয়া যাইতে থাকে। তথাপি হতভাগ্যের আশার নিবৃত্তি হয় না। হতভাগ্য অবরুদ্ধগণও বারংবার এলাহাবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাহায্যকারী সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু এলাহাবাদ হইতে কেহই আসিল না; হতভাগ্যেরা একবার হতাশ হইয়াও আবার আশান্বিতহৃদয়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এদিকে

* জুলাই মাসে সেনাপতি হাবেলক কাণপুরে আসিলে সেফার্ড সাহেব মুক্তিলাভ করেন। ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিদলের খোদাবক্‌স নামক একজন জমাদার ইঙ্গরেজের পক্ষে ছিলেন। তিনিও বিপক্ষকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। হাবেলকের আগমনে তাঁহার মুক্তিলাভ হয়। খোদাবক্‌স শেষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হন।

তাহাদের খাদ্যসামগ্রী অল্প হইয়া আসিল। এতদ্দেশীয়গণ তাহাদিগকে খাদ্যসামগ্রী দিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিল। অবরোধকারী সিপাহীদিগের জন্য তাহাদের চেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। একজন রুটী-ওয়ালা একঝুড়ি রুটী লইয়া, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে যাইতেছিল। পথে সিপাহীগণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া অবরুদ্ধ করিল। জহুরীনামক আবকারী বিভাগের একজন কর্ম্মচারী সুযোগক্রমে রুটী, ডিম, দুগ্ধ ও ঘৃত পাঠাইয়া দিতেছিল। ১৪ই জুন রাত্রিতে দ্রব্যবাহক পনর ব্যক্তি ধৃত হয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক ছিল। হতভাগ্যেরা সিপাহীদিগের কামানের মুখে আত্মবিসর্জ্জন করিল, তথাপি জহুরীর নাম প্রকাশ করিল না*। বিশ্বস্ত এতদ্দেশীয়গণ পরের জন্য এইরূপ অম্লানভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছিল। এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা এই দুঃসময়ে আত্মজীবনে উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয়-দিগের পার্শ্বে থাকিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ইহাদের অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। একদা একটি গোলায় তিন জন জীবনবিসর্জ্জন করে। আর একজন প্রভুর জন্য গৃহান্তরে খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাইতেছিল, সহসা গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়†। একটি আয়া শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছিল, সহসা কামানের গোলায় তাহার পদদ্বয় ভগ্ন হইয়া যায়। এইরূপ বিপদের সময়েও প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ আপনাদের প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। অবরুদ্ধগণ এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্যেও যখন খাদ্যদ্রব্য পাইল না, তখন নিদারুণ দুর্ভিক্ষে তাহাদের যাতনার একশেষ হইতে লাগিল। এ সময়ে যে কোন জীব তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইত, তাহারা তাহারই মাংসে জঠরানলশান্তি করিতে সচেষ্ট হইত। একদা গ্রামের একটি কুক্কুর তাহাদের সম্মুখে আসিল, তাহারা অমনি উহা বধ করিয়া ঝোল প্রস্তুত করিল। এই অপূর্ব্ব ঝোল তাহারা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল। অশ্বারোহীদলের একটি বৃদ্ধ অশ্ব অন্য সময়ে

* *Trevilyan Cawnpur, p. 173.*

† *Thomson Story of Cawnpur, p. 111.*

তাহাদের খাদ্যের জন্য সমানীত হইল। একদা একটি ধর্ম্মের ষাঁড় চরিতে চরিতে তাহাদের প্রাচীরের নিকটে আসিল। তাহারা নিদারুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উহার পবিত্রতার মর্য্যাদারক্ষা করিল না। অবধ্য ষাঁড় তাহাদের গুলিতে গতাসু হইল। তাহারা আপনাদের ঐ আদরণীয় খাদ্য প্রাচীরের অভ্যন্তরে আনিতে যত্নশীল হইল। আট দশজন দড়ী লইয়া প্রাচীরের বাহিরে আসিল এবং ষাঁড়ের শৃঙ্গে ও পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়ে রজ্জুবদ্ধ করিয়া প্রাচীরের অভ্যন্তরে টানিয়া আনিল। সিপাহীদিগের গুলিতে কেহ কেহ আহত হইল, তথাপি কেহই পরম প্রীতিকর খাদ্য হস্তচ্যুত করিল না। অবরুদ্ধগণ এইরূপে যাহা নিকটে পাইতে লাগিল, তাহাই উদরসাৎ করিতে লাগিল। শেষে এইরূপ পশুও আর তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল না। তাহারা প্রতিদিন যে পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী পাইত, জুন মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতিদিন তাহার অর্দ্ধাংশ করিয়া পাইতে লাগিল*। খাদ্যের অভাব অপেক্ষা জলের অভাবই তাহাদের নিরতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে একটি মাত্র কূপ ছিল। কূপের ৬০।৭০ ফীট নীচে জল পাওয়া যাইত। এই কূপও আক্রমণকারী সিপাহীদিগের লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল না। নিরন্তর গুলিবৃষ্টিতে কূপের দেয়াল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহারা জল তুলিতে যাইত, সিপাহীরা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া গোলাবৃষ্টি করিত। এইরূপে ভিস্তিগণ জীবনবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের নিদারুণ উত্তাপে জলের অভাবে সকলের অসহনীয় কষ্ট উপস্থিত হইল। অপেক্ষাকৃত সবল ব্যক্তিগণ নীরবে যাতনাভোগ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু স্ত্রীলোক, শিশু সন্তান ও পীড়িতগণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের হৃদয়বিদারক কাতরস্বরে সমগ্র সৈনিকনিবাস পরিপূর্ণ হইল। অনেকে মর্ম্মান্তিক যাতনায় উন্মত্ত হইল। একটি মহিলা অনশনে ও পিপাসায় নিপীড়িত হইয়া, আপনার দুইটি শিশু সন্তান দুই বাহুতে লইয়া, যে স্থানে নিরন্তর গুলিবৃষ্টি

* যখন আত্মসমর্পণের প্রস্তাব চলিতেছিল, তখন প্রতিদিন এইরূপ আধপেটা করিয়া খাইলেও খাদ্যদ্রব্য চারি দিনের অধিক যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। —*Story of Cawnpur*, *p*, 134.

হইতেছিল, সেইস্থানে উপস্থিত হইল। অভাগিনী অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য গুলির আঘাতে শিশু সন্তানের সহিত আত্মবিসর্জ্জনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, কিন্তু একজন সৈনিক অভাগিনীকে আত্মহত্যা করিতে দিল না। অভাগিনী তীব্র যাতনানলে নিরন্তর বিদগ্ধ হইয়া জীবনপরিত্যাগের জন্য সেই স্থান হইতে অপসারিত হইল*। রাত্রিতেও কূপ হইতে জল তুলিবার সুবিধা ছিল না। জল তোলার শব্দ শুনিলেই আক্রমণকারিগণ সেই দিকে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিত। ভিস্তিগণ যখন নিহত হইল, তখন জন্ ম্যাক্‌ফিলপ্ নামক একজন, সিবিল কর্ম্মচারী জল তুলিবার ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে গুলির আঘাতে হতভাগ্য কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইল। তিনি বহুমূল্য পানীয় একজন মহিলাকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আসন্নকালেও প্রতিশ্রুতি-পালনে তাঁহার ঔদাসীন্য রহিল না। তিনি কাতরস্বরে সেই তৃষ্ণার্ত্তামহিলার জীবনরক্ষার জন্য সেই অমূল্য পানীয় দিতে বলিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এইরূপে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে প্রতিদিনই অবরুদ্ধদিগের জীবনীশক্তির হ্রাস হইতে লাগিল। শিশুসন্তানগুলি বিশুষ্ক-মুখে জলের পুরাতন থলিয়া, আর্দ্র কান্‌বিশ্ বা চর্ম্ম চুষিতে লাগিল। একবিন্দু জলে বিশুষ্ক ওষ্ঠ আর্দ্র করিবার জন্য উহারা ঐ সকল দ্রব্য মুখ হইতে সহজে বহিষ্কৃত করিল না। আত্মরক্ষাকারিগণ ঈদৃশ শোচনীয় দৃশ্যে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। অনশনে, অনিদ্রায়, পানীয়ের অভাবে, শত্রুর নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতেও তাহারা ধীরতারক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু প্রাণসমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিক শিশুসন্তানগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা জামা ও মোজার অধিকাংশই আহতদিগের ক্ষতস্থান বান্ধিবার জন্য দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের গাত্রচ্ছদ বা পদাবরণ অধিক ছিল না। এদিকে জলের অভাবে শিশুদিগের গাত্র মার্জ্জিত হইত না। মহিলাদিগের পরিচ্ছদও পরিষ্কৃত করিবার সুবিধা ছিল না। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে যেরূপ সকলে বিশুষ্ক ও কঙ্কালমাত্রে

* *Martin, Indian Empire. Vol, II. p,* 257.

পর্য্যবসিত হইতে লাগিল, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদের অভাবে সেইরূপ সকলে পঙ্কিলভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য সমস্তই অন্তর্হিত হইল। বিপক্ষেরা যখন সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের এইরূপ অভাবের বিষয় জানিতে পারিল, তখন তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশার সঞ্চার হইল। তাহারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষয়ে অসন্দিগ্ধ হইয়া, সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তিন সপ্তাহ এইরূপে অতিবাহিত হইল। তিন সপ্তাহের মধ্যে অবরুদ্ধগণ আত্মপক্ষের আড়াইশত ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত কূপে সমাহিত করিলেন*। তিন সপ্তাহকাল তাঁহারা অসহনীয় কষ্ট অশ্রুতপূর্ব্ব যাতনাভোগ করিলেন। কোন স্থান হইতে তাঁহাদের সাহায্যজন্য সৈন্য আসিল না। এদিকে শত্রুর গোলাবৃষ্টিতে ও অতিসারপ্রভৃতি রোগে তাহাদের সংখ্যা অল্প হইল। তাঁহাদের কামান সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। তাঁহাদের বারুদ, গোলা প্রভৃতি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব উপস্থিত হইল। অনশনে অধ্যুষিত স্থান রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। স্ত্রীলোক, বালকবালিকা ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে লইয়া, শত্রুর ব্যূহভেদ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমনেরও সুবিধা ছিল না। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাংশে হতাশ হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহারা বিষণ্ণভাবে ও কাতরনয়নে আপনাদের অবস্থায় পরিতপ্ত হইতেছিলেন, তখন সহসা একটি খ্রীষ্টধর্ম্মা-বলম্বিনী মহিলা মৃৎপ্রাচীরের সমীপবর্ত্তিনী হইল। একজন ইউরোপীয় শান্ত্রী গুপ্তচর ভাবিয়া তাহাকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। অমনি কাপ্তেন টমসন তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। মহিলা নানা সাহেবের শিবির হইতে একখানি পত্র লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল†। পত্রে এই কয়েকটি কথা

* সিপাহীদিগের কত ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, যখন তিনি গঙ্গার ঘাটে গমন করেন, তখন একজন বিপক্ষ সিপাহীকে এ বিষয়জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সিপাহী পূর্ব্বে তাঁহাদের দলে ছিল। কাপ্তেনের জিজ্ঞাসায় সিপাহী কহিয়াছিল, তাহাদের ৮০০ হইতে ১০০০ লোক নিহত হইয়াছিল।—*Thomson Story of Cawnpur*, *p*, 104.

† কেহ কেহ এই মহিলাকে গ্রিনওয়েনামক কাণপুরের একজন ধনী সাহেবের পত্নী বিবি গ্রিনওয়ে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা ঘড়ীওয়ালা জেকবি সাহেবের

লিখিত ছিল, "মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রজাগণ সমীপে,—লর্ড ডালহৌসীর কার্য্যের সহিত যাহাদের কোন অংশে কোনরূপ সংস্রব নাই এবং যাহাদের অস্ত্রাদিপরিত্যাগের ইচ্ছা আছে, তাহারা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবে।" পত্রখানি আজিম উল্লার হস্তলিখিত। উহাতে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না, বৃদ্ধ সেনাপতি পত্র পাইয়া, আত্মসমর্থনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নানা সাহেব বা তদীয় মন্ত্রী আজিম উল্লার উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং তিনি অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগকে লইয়া বিপক্ষের নিকটে উপনীত হইতে সম্মত হইলেন না। অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক অফিসরেরাও অন্তিমকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি, কাপ্তেন মূর ও হুইটিং নামক দুইজন সহযোগীর সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই কহিলেন, যদি স্ত্রীলোক, শিশুসন্তান ও বহুসংখ্যক পীড়িত ব্যক্তি নিকটে না থাকিত, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর ছিল। কিন্তু যখন এই সকল অসহায় জীবের রক্ষার কোন উপায়ই নাই, তখন আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই উচিত। সুতরাং নানা সাহেবের নামে আজিম উল্লার হস্তে লিখিত যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইল না। আগন্তুক মহিলা নানা সাহেবের শিবিরে উপনীত হইয়া, প্রকাশ করিল যে, সেনাপতি হুইলর ও তাঁহার প্রধান অফিসরেরা উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবেন। এই সংবাদে সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের প্রতি গোলানিক্ষেপে নিরস্ত থাকিল। পরদিন (২৮শে) প্রাতঃকালে আজিম উল্লা ও নানা সাহেবের অশ্বারোহিদলের অধ্যক্ষ জোয়ালা প্রসাদ ইউরোপীয়-দিগের মৃৎপ্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। কাপ্তেন মূর, হুইটিং ও ডাকঘরের কর্ম্মচারী রোডে সাহেব সমাগত দূতদ্বয়ের সহিত সমস্ত বিষয় ঠিক করিবার জন্য গমন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অবধারিত হইল যে, ইঙ্গরেজেরা তাঁহাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থান, তাঁহাদের কামান ও

পত্নী বলিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই নানা সাহেবের বন্দী হইয়াছিলেন। বিবি জেকবি পাল্কীতে আসিয়াছিলেন।—*Trevilian, Cawnpur, p. 217*,

তাঁহাদের টাকাকড়ি, পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহারা আপনাদের বন্দুক ও অস্ত্র এবং প্রত্যেকে ষাটিবার গুলিনিক্ষেপের উপযোগী বারুদ ও টোটা লইয়া যাইতে পারিবেন। নানা সাহেব তাঁহাদিগকে নিরাপদে নদীতটে লইয়া যাইবেন, ঘাটে তাঁহাদের জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকিবে এবং তাঁহাদের আহারের জন্য পর্য্যাপ্তপরিমাণে আটা দেওয়া হইবে। এই সময়ে, আজিম উল্লা ও জোয়ালা প্রসাদের সঙ্গীদিগের কেহ কেহ কহিল, "আমরা পাঁঠা ও ভেড়াও দিব।" এই সকল প্রস্তাব কাগজে লিখিত ও আজিম উল্লার হস্তে সমর্পিত হইল। আজিমউল্লা উহা নানা সাহেবের নিকটে লইয়া গেলেন। অপরাহ্নে একজন সওয়ার ইঙ্গরেজদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ নানা সাহেব সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছেন, তাঁহার আদেশে অদ্য রাত্রিতেই সকলকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানপরিত্যাগ করিতে হইবে।"

বৃদ্ধ সেনাপতি আবার আপত্তিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে যাত্রা করা অসম্ভব বলিয়া, তিনি সন্ধিপত্র ফিরাইয়া দিলেন, এবং কহিলেন যে, পরদিন প্রাতঃকাল ভিন্ন তাঁহারা কোন ক্রমে আপনাদের স্থানপরিত্যাগ করিতে পারেন না। সওয়ার চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ইঙ্গরেজদিগের বর্ত্তমান অবস্থা মহারাজ ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের অবিদিত নাই। মহারাজ যদি আবার গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।" কিন্তু ইঙ্গরেজেরা এই ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত অশ্বারোহীকে কহিলেন, "আমরা অটলভাবে বীরশয্যায় শয়ন করিব, তথাপি এই রাত্রিতে স্থানপরিত্যাগ করিব না।" অশ্বারোহী প্রতিগমন করিল। কিয়ৎকাল পরে আবার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিল, নানা সাহেব তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে এলাহাবাদে যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিপক্ষের শিবির হইতে তিন ব্যক্তি আসিয়া প্রতিভূস্বরূপ সেই রাত্রিতে ইঙ্গরেজদের নিকটে রহিল। ইহাদের মধ্যে জোয়ালা প্রসাদ ছিলেন। তিনি মুখে বৃদ্ধ সেনাপতির নিকটে বিশিষ্ট সৌজন্যের পরিচয় দিলেন। দীর্ঘকাল সিপাহীদিগের মধ্যে

থাকিয়াও যে, সেনাপতিকে শেষ দশায় সেই অধীন সিপাহীদিগেরই হস্তে নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইতে হইল, তজ্জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করিতেও বিমুখ হইলেন না। সূর্য্য অস্তগত হইবার প্রাক্কালে ইঙ্গরেজেরা আপনাদের কামানসমূহ বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিপক্ষের কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক সমস্ত রাত্রি সেই কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। নৌকা সকল প্রস্তুত রহিয়াছে কি না, দেখিবার জন্য ইঙ্গরেজপক্ষের তিনটি সৈনিক পুরুষ হাতীতে চড়িয়া গঙ্গার ঘাটে গমন করিলেন। কতিপয় সওয়ার তাঁহাদিগকে ঘাটে লইয়া গেল। তাঁহারা ঘাটে গিয়া, প্রায় চল্লিশখানি নৌকা দেখিতে পাইলেন। কোন কোন নৌকার ছই প্রস্তুত ছিল। কোন খানির ছই প্রস্তুত হইতেছিল। খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহেরও আয়োজন হইতেছিল। ইহা দেখিয়া সৈনিক পুরুষত্রয়ের মনে কোনরূপ সন্দেহের আবির্ভাব হইল না*। সমভিব্যাহারী অশ্বারোহীরাও তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিল না। তাহারা অক্ষতশরীরে ও অসন্দিগ্ধভাবে আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। টড্ নামক একজন ইঙ্গরেজ নানা সাহেবকে ইংঙ্গরেজীশিক্ষা দিতেন। তিনি সন্ধিপত্র লইয়া নানার স্বাক্ষরের জন্য সবেদা কুটীতে গেলেন। নানা আপনার শিক্ষাগুরুর যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সৌজন্যের কোনও ত্রুটি লক্ষিত হইল না। তিনি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া শিক্ষাগুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

* ইঁহারা যখন ঘাটে উপনীত হয়েন, তখন ইঁহাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। ষট্পঞ্চাশ পদাতিদলের অধিনায়ক কর্ণেল উইলিয়মসের ভৃত্য কয়েকটি আঙ্গুর লইয়া ইঁহাদের নিকট উপনীত হয় এবং আগ্রহসহকারে প্রভুর কুশল-জিজ্ঞাসা করে। অধিনায়কের মৃত্যু হইয়াছিল। তদীয় পত্নী জীবিত ছিলেন। ২৭শে জুন যখন ইউরোপীয়েরা এলাহাবাদে যাইবার জন্য গঙ্গার ঘাটে উপনীত হয়েন, তখন এই বিশ্বস্ত ভৃত্য আপনাকে প্রভুপত্নীর নিকটে লইয়া যাইবার জন্য ষট্পঞ্চাশ দলের হাবিলদার আনন্দদীনকে অনুরোধ করে। আনন্দদীন ইঙ্গরেজের বিপক্ষদলে মিশিয়াছিল; একজন ভৃত্যকে কহিল, সে আর অধিনায়কের পত্নীকে মুখ দেখাইতে পারে না; ইহা কহিয়া চারি জন সিপাহী দ্বারা ভৃত্যকে তাহার প্রভুপত্নীর নিকটে পাঠাইয়া দিল। ভৃত্যেরা অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া, প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করিলেও প্রভুভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই।—*Trevelyan, Cawnpur, p. 237-238.*

টড্ সাহেব নানার শিষ্টতায় পরিতুষ্ট হইয়া, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

২৭ শে জুন প্রত্যূষে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের ইউরোপীয়েরা এলাহাবাদে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আপনারা অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিবেন, ভাবিয়া, সকলেই আশ্বস্তহৃদয়ে দ্রব্যাদির সংগ্রহে তৎপর হইলেন। কেহ কেহ মূল্যবান্ অলঙ্কারের বাক্স গোপনীয় স্থান হইতে বাহির করিলেন। কেহ কেহ শান্তিদায়ক ধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। কেহ কেহ আপনাদের চিরসহচর পিস্তল ও বন্দুক লইয়া, বাহিরে আসিলেন। ইঁহাদের বিষাদমলিন মুখমণ্ডল আবার অভিনব আশায় প্রফুল্ল হইল। ইঁহারা ধীরে ধীরে একে একে আপনাদের দুঃসহ দুঃখের সাক্ষীভূত ও আপনাদের শোচনীয় অবস্থার নিদর্শনজ্ঞাপক স্থানের নিকটে বিদায়গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা যাতনায় অবসন্ন, অনাহারে শীর্ণ ও দুশ্চিন্তায় মলিন হইয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যশালিনী মহিলাদিগের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছিল। যুবতীর যৌবনদশা অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। বালকবালিকার কুসুমকোমল কলেবর কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। সকলের ললাটে গভীর বিষাদের রেখাপাত হইয়াছিল। সকলের মুখমণ্ডলই বিষম অন্তর্দাহে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, এবং সকলের অপরিষ্কৃত ও ছিন্ন পরিচ্ছদই নিরতিশয় শোচনীয় দশার পরিচয় দিতেছিল। ইঁহাদিগকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার জন্য হাতী ও পাল্কী প্রস্তুত ছিল। মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগের অনেককে গরুর গাড়ী বা হাতীতে এবং রুগ্ন ও আহতদিগকে পাল্কীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। সমর্থ ইউরোপীয়গণ কটিদেশে পিস্তল ও স্কন্ধদেশে বন্দুক লইয়া ধীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে একে একে এইরূপে সর্ব্বসমেত প্রায় ৪৫০ জন ইউরোপীয় তীরাভিমুখে গমন করিলেন*। নগরের অধিবাসিরা ইঁহাদিগকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। ইঁহাদের বিশীর্ণ দেহ, ইঁহাদের মলিন পরিচ্ছদ, ও ইঁহাদের বিষণ্ণভাব দেখিয়া, তাহাদের অনেকে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। অনেকে বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং

* *Trotter, British Empire in India, Vol. II. p. 142.*

অনেকে আপনাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ভাবের পরিচয় দিবার সুযোগপ্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বর্ষীয়ান্ সেনাপতি স্ত্রী ও কন্যাগণের সহিত পদব্রজে নদীতটে উপনীত হইলেন*।

গঙ্গার সতীচৌর ঘাটে নৌকা প্রস্তুত ছিল। এই ঘাট ইঙ্গরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের এক মাইল দূরবর্ত্তী ও উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত। ঘাটের নিকটে হরদেবের একটি মন্দির ছিল। নিকটবর্ত্তী সতীচৌর পল্লীর নামানুসারে ঘাট উক্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ঘাটে যাইবার পথে একটি শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠময় সেতু ছিল। ইউরোপীয়েরা এই সেতু দিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিপাহীরা নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে অনেক কথাজিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহারা এক সময়ে যে সকল অধিনায়কের আদেশানুসারে পরিচালিত হইত, তাঁহাদের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতেও ত্রুটি করিল না। কথিত আছে, একজন আহত সেনানায়ক সকলের শেষে পাল্কীতে যাইতেছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা বনিতা পদব্রজে তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতেছিলেন। কতিপয় উত্তেজিত সিপাহী তাঁহাদিগকে এইরূপ অসহায় দেখিয়া, পাল্কীবাহকদিগের গতিরোধ করিল। বাহকেরা তাহাদের কথায় পাল্কী নামাইল। অমনি তাহারা আপনাদের অধিনায়ককে নিহত করিল। কর্ণেলের বনিতাও তাহাদের অস্ত্রাঘাতে মৃতস্বামীর পার্শ্বে দেহত্যাগ করিলেন।

* কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, সেনাপতি আত্মপরিবারবর্গের সহিত পদব্রজে গিয়াছিলেন (*Thomson, Story of Cawnpur, p. 104.*) অন্যমতানুসারে সেনাপতির স্ত্রী ও দুহিতারা নানা সাহেবের হাতীতে (নানা, বৃদ্ধ সেনাপতিকে লইয়া যাইবার জন্য এই হাতী পাঠাইয়াছিলেন) গিয়াছিলেন। সেনাপতি স্বয়ং পাল্কীতে নদীতটে উপনীত হইয়াছিলেন। জলের ধারে আসিয়া সেনাপতি বেহারাদিগকে কহিলেন "আমাকে নৌকার দিকে আর একটু দূর লইয়া যাও।" একজন সোয়ার তাহাকে বলিল "না। এইস্থানে পাল্কী হইতে বাহির হও।" সেনাপতি যেমন বাহির হইলেন, অমনি সোয়ার তাঁহার গলদেশে অসির আঘাত করিল। সেনাপতি জলে পতিত হইলেন (*Trevelyan, Cawnpur, p. 247*). এইরূপ পরস্পরবিরোধী কথা হইতে সত্যের নির্দ্ধারণ বড় সহজ নহে।—*Kaye Sepoy War. Vol. II. 337, note.*

উপস্থিত সময়ে ভাগীরথী অতি সঙ্কীর্ণা ছিল। বর্ষায় জল না হওয়াতে স্থানে স্থানে চড়া জাগিয়াছিল। এদিকে নৌকায় উঠিবার সিঁড়ী ছিল না। চড়ার জন্ম নৌকাও তটদেশের সহিত সংলগ্ন ছিল না। জলবৃদ্ধি না হওয়াতে তটভূমিও অতি উচ্চ ছিল। ইউরোপীয়েরা হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া মহিলা, বালকবালিকা, রোগাতুর ও আহতদিগকে নৌকায় তুলিতে লাগিলেন। বেলা নয়টার মধ্যে প্রায় সকলেই নৌকায় উঠিল। তটদেশে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল। তাঁতিয়া তোপী তটদেশবর্ত্তী দেবমন্দিরের সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আজিম উল্লা টীকাসিংহ প্রভৃতিও ঐ স্থানে ছিলেন। অশ্বারোহী সৈনিকেরা তটদেশে আপনাদের অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল। পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈনিকেরাও ঐ স্থানে রহিয়াছিল। ইহারা দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিল না। ভেরী বাজিয়া উঠিল। পবিত্রসলিলা জাহ্নবীতে অবিলম্বে ভীষণ সংহারকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল।

নৌকারূঢ় ইউরোপীয়েরা ভেরীধ্বনিতে চমকিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। এ দিকে ভেরী বাজিয়া উঠিলেই, নৌকার মাঝি মাল্লারা নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তীরাভিমুখে ধাবিত হইল। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে তাহাদের কেহ কেহ প্রজ্বলিত অঙ্গার নৌকার তৃণাচ্ছাদিত ছইয়ের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে ত্রুটি করিল না। অবিলম্বে নৌকার ছই জলিয়া উঠিল। কথিত আছে, তাঁতিয়া তোপীর আদেশে কয়েকটি কামান নদীতটে আনীত হইয়াছিল। এখন ঐ সকল কামান হইতে গোলার পর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। রুগ্ন ও আহত ব্যক্তি এবং বালকবালিকাগণের অনেকে প্রজ্বলিত অনলে বিদগ্ধ হইল। মহিলারা প্রাণাধিক সন্তান গুলিকে বুকে লইয়া নদীর জলে ঝাঁপ দিল। কিন্তু অভাগিনীরা পরিত্রাণ পাইল না। অশ্বারোহিগণ জলমধ্যে অশ্ব পরিচালিত করিয়া তাহাদের অনেককে নিহত করিল। জাহ্নবীর পবিত্র জল নিঃসহায় নির্দ্দোষ ও নিরীহ জীবের শোণিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যাহারা দৌড়িয়া তটদেশে উপনীত হইল, তাহাদের কেহ কেহ পদাতির সঙ্গীনে প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ অবরুদ্ধ হইল। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে উত্তেজিত

সিপাহীদিগের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না। অশীতিপর সেনাপতিকে দেখিয়া তাহারা বিচলিত হইল না। অসহায় মহিলাদিগের দুর্দ্দশায় তাহারা কাতর হইয়া পড়িল না, বা মাতার বক্ষঃস্থলস্থিত নিরীহ শিশুর বিষণ্ণ ভাবেও তাহারা করুণাপ্রকাশ করিল না। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতায় শান্তিদায়িনী সুরধুনীর পবিত্র সলিলে অবাধে কোমলাঙ্গী কামিনীর ও কোমলপ্রাণ শিশুদিগের শোণিতপাত হইল। হিতৈষিণী অবলা অপরের প্রাণরক্ষার জন্ত আত্মবিসর্জ্জনেও কাতর হইল না। একটি নীচজাতীয়া দরিদ্রা হিন্দু-রমণীর প্রতি দুই বৎসরের একটি ফিরিঙ্গী সন্তানের রক্ষার ভার ছিল। সন্তানের মাতা পিতা, উভয়েই অবরোধের সময়ে নিহত হইয়াছিল, কেবল এই দরিদ্রা স্ত্রীই শিশুর একমাত্র অভিভাবক ছিল; দুঃখিনী ধাত্রী শিশুটির জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল সুতরাং তাহাকে সে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। পিতৃহীন ও মাতৃহীন দুঃখী সন্তান, কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনুপম স্নেহে রক্ষিত হইতেছিল।

ফিরিঙ্গী সন্তানের প্রতিপালিকা ধাত্রী শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, আপনার পঞ্চদশ বৎসরবয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল। সে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত শিশু সন্তানটিকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া রাখিয়া, পুত্রের সহিত নৌকা হইতে নামিল, এবং সবেগে তীরাভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীষণ কামানধ্বনি ও কৃতান্তসহচর সিপাহীদিগের কলরবমধ্যে অসহায় রমণী দুইটি সন্তান লইয়া প্রাণভয়ে তটদেশ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দুঃখিনী পরিত্রাণ পাইল না। তীরে সিপাহীগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ধাত্রী যেই তটদেশে উপনীত হইয়াছে, অমনি তাহাদের একজন দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া, ফিরিঙ্গীসন্তানকে ধরিবার জন্ত বাম হস্ত প্রসারণ করিল। স্নেহময়ী নারী নরঘাতকের হস্তে শিশুটিকে সমর্পণ করিল না, নিজের অঙ্গাচ্ছাদন দ্বারা তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া, বাহু-দেশমধ্যে চাপিয়া রাখিল।

সিপাহী অসির আস্ফালন করিয়া, তীব্রভাবে কহিল, "বালকটিকে হাতে দাও। তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।"

তেজস্বিনী ধাত্রী গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, "আমি কখনই আমার সন্তানকে তোমার হাতে দিব না। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়ের প্রতি দয়াপ্রদর্শন কর।"

"বালককে সমর্পণ না করিলে দয়ার প্রত্যাশা নাই।" সিপাহী সরোষে ইহা কহিয়া, পুনরায় হস্তপ্রসারণ করিল। কিন্তু ধাত্রী দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া ছিল, ছাড়িয়া দিল না।

ধাত্রীর পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র নিকটে ছিল। সে কাতরস্বরে কহিল, "মা! শিশুটিকে দিয়া আপনার প্রাণরক্ষা কর।"

পুত্রের কাতর প্রার্থনায় দয়াবতী রমণী আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইল না; নির্ভয়ে অটলসাহসে উত্তর করিল, "না, তাহা কখনই হইবে না।"

এই কথা বলিবামাত্র ঘাতকের উত্তোলিত অসি সবেগে তাহার মস্তকে নিপতিত হইল, দারুণ আঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধাত্রী অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়িনী হইল। আর তাহার চৈতন্য হইল না। অভাগিনী অবলা অনাথ শিশুর জন্য নীরবে, ধীরভাবে প্রাণবিসর্জ্জন করিল।

সিপাহী ফিরিঙ্গীশিশুটিকে বধ করিল। এক মাত্র ধাত্রীপুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। সিপাহী তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিল না।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত ধাত্রীর পুত্র অযোধ্যায় উপনীত হয়। জননীর মৃত্যুর কথা উত্থাপিত হইলে, সে কহিত, "মা আমার কথা শুনিলে প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন, ফিরিঙ্গী শিশুকে বাঁচাইতে যাইয়া, উভয়েই হত হইলেন।

কথিত আছে, ইঙ্গরেজেরা আত্মরক্ষার স্থান পরিত্যাগ করিলে কতকগুলি লোক মূল্যবান্ দ্রব্যাদি পাইবার আশায় ঐ স্থানে গমন করে। কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হয় নাই। একজন উষ্ট্রপরিচালক সর্ব্বপ্রথম যাইয়া তিনটি অকর্ম্মণ্য পিত্তলের কামান, দুইটি ঘৃতের বোতল ও কিছু ময়দা দেখিতে পায়। এতদ্ব্যতীত এগার জন লোক তাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়। হতভাগ্যেরা লেপের উপর শয়ান ছিল। অনেকের তখনও নিশ্বাস বহিতেছিল।

কিন্তু কাহারও বাঁচিবার আশা ছিল না। ইউরোপীয়েরা ইহাদের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই।

নদীতটে যখন ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন সৈনিক নিবাসের প্রশস্ত ক্ষেত্রস্থিত পটবাসে, নানা সাহেব অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি দূরে কামান ও বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার পারিষদবর্গ আবার ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এখন দুশ্চিন্তায় তাহার ললাটরেখা আকুঞ্চিত হইল। তিনি চিন্তাকুলহৃদয়ে পদচারণা করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন সওয়ার তীরবেগে আসিয়া সতীচৌর ঘাটের সংবাদ দিল। নানা সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নরনারীর হত্যার সংবাদে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইল। মনোযাতনাব্যঞ্জক বিষণ্ণ ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল। তিনি ভাবিলেন, হতভাগ্যেরা জীবিত থাকিলে, তাঁহার পক্ষে বিস্তর সুবিধা হইত। যাহা হউক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি সমাগত সংবাদবাহক দ্বারা ঘটনাস্থলে এই আদেশ পাঠাইলেন যে, অবিলম্বে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিয়া, হতাবশিষ্টদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। আদেশ প্রতিপালিত হইল। অনুমান ১২৫ জন অবরুদ্ধ হইয়া, যে পথে নদীতটে আসিয়াছিল, আবার সেই পথেই নগরে চলিয়া গেল। ইহাদের অনেকে আহত হইয়াছিল। জলমগ্ন হওয়াতে অনেকের বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। অনেকের দেহ নদীকর্দ্দমে অবলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা যখন কাণপুরের কারাগারে যাইতেছিল, তখন বোধ হয়, শীঘ্র শীঘ্র নিহত সহযাত্রীদিগের অনুগামী হইল না বলিয়া, আপনা-দিগকে ধিক্কার দিতেছিল।

তাঁতীয়া তোপী ইঙ্গরেজদিগের আত্মসমর্পণ ও হত্যার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—"ইতঃপূর্ব্বে একটি স্ত্রীলোক নানা সাহেবের বন্দী হইয়াছিল। নানা সাহেব ইহার দ্বারা সেনাপতি হুইলারের নিকটে এই বলিয়া এক খানি পত্র লিখিয়া পাঠান যে, সিপাহীরা তাঁহার আদেশপালন করে না। সেনাপতি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাকে ও প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানের ইউরোপীয়দিগকে নৌকায় এলাহাবাদে পাঠাইতে পারেন।

ত ইহাতে সম্মত হয়েন, এবং সেই দিন অপরাহ্ণে নানা সাহেবের নিকটে
খিবার জন্য এক লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দেন। পর দিন আমি চল্লিশ
নি নৌকাসংগ্রহ করি, এবং সাহেব, বিবি ও শিশুসন্তানগুলিকে নৌকায়
লিয়া, সকলকে এলাহাবাদে রওনা করিয়া দিই। এই সময়ে সমগ্র
শ্বারোহী, পদাতি ও গোলন্দাজসৈন্য নদীতটে উপনীত হয়। সিপাহীরা
ক দিয়া জলে নামিয়া, সাহেব বিবি,বালকবালিকা,সকলকেই বধ করিতে
ক। তাহারা আগুন লাগাইয়া উনচল্লিশখানি নৌকা নষ্ট করে। এক-
র মাত্র রক্ষা পাইয়া কালোকাঁকুড় পর্য্যন্ত যায়। শেষে ঐ নৌকাও
াপুরে ফিরাইয়া আনা হয়। ঐ নৌকার আরোহীরা মৃত্যুমুখে পাতিত
। ইহার চারি দিন পরে নানা সাহেব মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিঠুরে গমন
ন।" উপস্থিত বিষয়ের সত্যতানিরূপণ জন্য অনেকের সাক্ষ্যগ্রহণ করা
। একজন কহে, "তাঁতিয়া তোপী আমার সাক্ষাতে সকলের হত্যার জন্য
াপতি টীকা সিংহকে আদেশ করেন।" আর একজন বলে, "আমি
তিয়া তোপীর নিকটে লুক্কায়িত ছিলাম। তাঁতিয়া তোপী ইউরোপীয়-
ের হত্যার জন্য সওয়ার পাঠাইতে দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলের সুবেদার
াপতি টীকা সিংহের প্রতি আদেশ দিয়াছিলেন।" তৃতীয় ব্যক্তি নির্দ্দেশ
র "নানা সাহেবের আদেশে তাঁতিয়া তোপী হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া-
লন।" এই সকল কথায় সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব
তিয়া তোপীকেই দোষী স্থির করিয়াছেন*। তাঁতিয়া তোপী দোষী
ত পারেন, আজিম উল্লা বা টীকা সিংহ এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে
ন। ইহারা নানা সাহেবের নামেই সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন।
ন্তু, তখন সকল বিষয়ই নানা সাহেবের আদেশে সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া
রত হইত। নানা সাহেব যে, তখন সিপাহীদিগের আয়ত্ত ছিলেন,
তাঁতিয়া তোপীর কথাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

র দিকে ঘটনা ক্রমে একখানি নৌকায় আগুন লাগে নাই। ঐ নৌকাও

* aye, *Sepoy War. Vol. II., p. 340-341, note.*

তত ভারী ছিল না। সুতরাং উহা চড়ায় লাগিলে আরোহীরা প্রাণপণে কাঁধ দিয়া ঠেলিয়া ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ নৌকায় কাপ্তেন টমসন্, মুর, ডিলাফোসি প্রভৃতি বীর পুরুষেরা ছিলেন। ইহারা প্রাচীর বেষ্টিত স্থানরক্ষার জন্য যথোচিত সাহস ও পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, এখন আপনাদের অধিষ্ঠিত তরী রক্ষা করিতেও সেইরূপ সাহস ও পরাক্রম দেখাইতে উদ্যত হইলেন। সিপাহীরা তটদেশ হইতে অবিশ্রান্তভাবে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। কাপ্তেন মুর ও তৎসহযাত্রীদিগের কেহ কেহ গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। অনেকে আহত হইল। নিহত ও আহতগণ নৌকার তলদেশে পড়িয়া রহিল। আরোহীরা শবরাশি টানিয়া বাহির করিতে লাগিল, এদিকে নৌকায় কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না। এ সময়ে গঙ্গার জলমাত্র তাঁহাদের উদরপূর্ত্তি ও তৃষ্ণানিবারণের অদ্বিতীয় অবলম্ব হইল। ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল। পশ্চাদ্ধাবিত আক্রমণকারীরাও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু ইহাতেও আরোহীদিগের কষ্ট বা বিপদের অবসান হইল না। নৌকার হাল বা দাঁড় ছিল না। মাঝি বা মাল্লারা উপস্থিত ছিল না। কর্ণধার ও ক্ষেপণীক্ষেপকের অভাবে, নৌকা কখন কখন স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখন কখন চড়ায় লাগিয়া রহিল। যে স্থানে চড়ায় আবদ্ধ হইতে লাগিল, সেই স্থানেই আরোহীরা আবার উহা ভাসাইয়া দিতে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল। মানুষ চিরদিনই অবস্থার দাস; সে যখন যে অবস্থায় পতিত হয়, তখন আপনাদের মঙ্গলের জন্য সেই অবস্থানুরূপ বিষয়েরই কামনা করিয়া থাকে। আরোহীরা যখন কাণপুরের মৃৎপ্রাচীরের সম্মুখে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল, তখন তাহারা তপনের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধীভূত হইলেও বৃষ্টির কামনা করে নাই। যে হেতু, বৃষ্টি হইলেই তাহাদের আত্মরক্ষার অবলম্বন মৃৎপ্রাচীর প্রক্ষালিত হইয়া যাইত। অবরোধকারীরা ঐ সুযোগে তাহাদের সর্ব্বনাশসাধন করিত। কিন্তু এখন তাহারা নৌকায় থাকিয়া প্রতিদিনই বৃষ্টির কামনা করিতে লাগিল। যে সকল চড়া তাহাদিগকে নিরন্তর কষ্ট দিতেছিল, নিরন্তর তাঁহাদের নৌকা আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছিল, বৃষ্টি হইলে সেই সকল চড়া ডুবিয়া যাইত। গঙ্গার স্রোতও অপেক্ষাকৃত প্রবল হইত এবং তাহাদের অধিষ্ঠিত তরী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর

প্রবল বেগে অগ্রসর হইতে থাকিত। কিন্তু প্রথম দিন হতভাগ্য আরোহী-দিগের কামনা পূর্ণ হইল না। তাহাদিগকে চড়া ঠেলিয়াই যাইতে হইল। এদিকে নদীর উভয় তটে উত্তেজিত জনসাধারণ তাহাদের শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৮ শে জুন কাণপুরের নিকটবর্ত্তী নজফগড় নামক স্থানে আরোহীদিগের নৌকা আবার চড়ায় লাগিয়া গেল। আবার আরোহীদিগের প্রতি গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। একটি কামান নদীতটে স্থাপিত হইল। কিন্তু এই সময়ে এরূপ প্রবল বেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল যে, বিপক্ষেরা গোলাবৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। সূর্য্যাস্ত সময়ে কাণপুর হইতে ৫০।৬০ জন সশস্ত্র সিপাহী একখানি নৌকায় চড়িয়া নৌকারোহী ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। ঘটনাক্রমে তাহাদের নৌকাও চড়ায় লাগিয়া গেল। এই সুযোগে ইউরোপীয়দিগের ১৮।১৯ জন উৎসাহিত হইয়া, গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে আক্রান্তগণের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। তাহাদের অতি অল্প লোকই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল। আরোহীরা বিপক্ষদিগের নৌকা অধিকার করিল। উহাতে বারুদ টোটা প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে ছিল, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী অধিক ছিল না। জয়শ্রীর অধিকারী হইলেও ইউরোপীয়দিগের বিষণ্ণতা অন্তর্হিত হইল না। নিদারুণ জঠরানল তাঁহা-দিগকে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিদগ্ধ করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। আরোহীরা ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া, নিদ্রাভিভূত হইল। এই সময়ে সহসা ঝটিকার আবির্ভাব হইল, নৌকা ঝটিকা-বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল; চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং নৌকা কোন দিকে কোথায় যাইতেছে আরোহীরা বুঝিতে পারিল না। রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা দেখিল, তাহাদের আশ্রয়তরী আবার নদীতটে সংলগ্ন হইয়াছে। এই সময়ে অনেক স্থানই উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহীদিগের দেখাদেখি ইহারাও উত্তেজিত হইয়া, ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে আগ্রহপ্রকাশ করিতেছিল। ইহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইয়াছে। সুতরাং ইহারা কোম্পানির বিপক্ষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আপনাদের সৌভাগ্য-

বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল। পলায়িতদিগের নৌকা যখন তীরে লাগিল, তখন পশ্চাদ্ধাবমানকারী বিপক্ষগণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপ উদ্ধত ও উত্তেজিত লোকে আক্রান্ত হইয়া পলায়িতেরা আবার আত্মরক্ষায় উদ্যত হইল। তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। আহারের অভাবে তাহাদের দেহ বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সময়োচিত বিশ্রামের অভাবে তাঁহাদের দেহ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল; পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাতে তাহাদের তেজস্বিতার হ্রাস হইয়াছিল, তথাপি তাহারা নিরস্ত হইল না। কাপ্তেন টমসন্ কতিপয় সৈনিক পুরুষকে সঙ্গে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং নৈরাশ্যে উন্মত্ত হইয়া, আক্রমণকারীদিগকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। তীরে সশস্ত্র সিপাহীর সহিত নিরস্ত্র লোকও উপস্থিত ছিল। চৌদ্দজন ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ সেই ঘোরতর বিপত্তিকালে বন্দুক ও সঙ্গীন লইয়া তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। এদিকে তাহাদের বিপন্ন সহযাত্রিগণ নৌকায় রহিল।

কাপ্তেন টমসন্ সহযোগীদিগের সহিত যখন নদী হইতে অগ্রসর হইয়া সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহাদের নৌকা আবার ভাসিতে ভাসিতে দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইল। অবিচ্ছিন্ন গুলিবৃষ্টিতে আক্রমণকারী সিপাহীরা হঠিয়া গেল। টমসন্ সহযোগিবর্গের সহিত তীরে আসিয়া দেখিলেন, নৌকা অন্তর্হিত হইয়াছে; হতভাগ্য আরোহীদিগের কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহারা আর জানিতে পারিলেন না। এদিকে তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে স্থানের ভূস্বামী বাবুরাম বক্স তাঁহাদের বিপক্ষ ছিলেন। বাবুরাম বক্সের আদেশে সশস্ত্র লোকে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহারা আহত হইয়া দৌড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিন মাইল যাইয়া, তাঁহারা সম্মুখে একটি দেবমন্দির দেখিতে পাইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া হতভাগ্য পলাতকেরা ঐ মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। মন্দিরে শীতল পানীয় জল ছিল। উহাতে হতভাগ্যদিগের তৃষ্ণাশান্তি ও কথঞ্চিৎ বলবৃদ্ধি হইল। দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্ধাবমানকারীরা মন্দিরের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া, পলায়িতদিগকে আক্রমণ করিল। পলাতকদিগের চারি জন দ্বারদেশে থাকিয়া সঙ্গীন দ্বারা আক্রমণ

কারীদিগকে বাধা দিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের গুলিতে আক্রমণকারীদের কেহ কেহ গতাসু হইল। এইরূপে বাতায়নহীন সঙ্কীর্ণ মন্দিরে থাকিয়া হতভাগ্য ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। উত্তেজিত লোকে শুষ্ক কাষ্ঠরাশি মন্দিরের প্রবেশপথে সজ্জিত করিল এবং উহাতে আগুন দিয়া, আপনারা সরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ভাবিয়া ছিল, ধূমস্তূপে অত্মরক্ষাকারীদিগের নিশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এসময়ে পবনদেব হতভাগ্যদিগের সহায় হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুবেগে ধূমরাশি মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া অন্যত্র ধাবিত হইল। প্রয়াস বিফল হইল দেখিয়া, আক্রমণকারিগণ অতঃপর বারুদের থলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুতরাং পলায়িতেরা আর মন্দিরে থাকিতে পারিল না। তাহারা উন্মত্তভাবে ও অসমসাহসে আক্রমণকারীদিগের ব্যূহভেদ করিয়া নদীতটাভিমুখে দৌড়িতে লাগিল। চৌদ্দ জনের মধ্যে সাত জন প্রাণ লইয়া নদীতটে উপনীত হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাদের অস্ত্রাদি ফেলিয়া, জাহ্নবীজলে ঝাঁপ দিল। এই সাত জনের মধ্যে চারি জন, তটবর্ত্তী লোকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সন্তরণপটু ছিল বলিয়া, অবশিষ্ট চারি জন আত্মজীবনরক্ষা করিল। ইহারা যখন জাহ্নবীজলপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন তীরবর্ত্তী কতিপয় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে কহিল, "সাহেব! সাহেব! কেন তোমরা সাঁতার দিতেছ। আমরা বন্ধুভাবে আসিয়াছি।" সন্তরণকারিগণ সহসা তাহাদের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিল না। কিন্তু যখন তাহাদের প্রস্তাবক্রমে তীরবর্ত্তী লোকে আপনাদের অস্ত্রাদি জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল তখন সন্তরণকারীরা ধীরে ধীরে তীরে আসিতে লাগিল। তীরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ অযোধ্যার অন্তঃপাতী মোরারমৌ নামক স্থানের সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ভূস্বামী রাজা দিগ্বিজয় সিংহের প্রজা। ইহারা অবসন্ন সন্তরণকারীদিগকে ধরিয়া তীরে উঠাইল। এই চারিজনের মধ্যে কাপ্তেন টমসন্ ছিলেন।

রাজা দিগ্বিজয় সিংহ ব্রিটিশ কোম্পানির অনুরক্ত ও নিরতিশয় দয়াশীল ছিলেন। তিনি পলায়িতদিগকে আনিবার জন্য হাতী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পলায়িতেরা তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইলে তিনি তাহাদের যথোচিত আদর

ও অভ্যর্থনা করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহাদের সাহস ও বীরত্বের নিরতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে বিপন্ন অতিথিদিগের বাসজন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, দরজী অতিথিদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিল, চিকিৎসক আহতদিগের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কাপ্তেন টমসন্ প্রভৃতি পলায়িতগণ তিন সপ্তাহকাল রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে অসুবিধাভোগ করেন নাই। তাহাদের আহারের জন্য প্রতিদিন তিন বার করিয়া খাদ্যসামগ্রী আসিত। রাজা ও রাণী, উভয়েই প্রতিদিন তাঁহাদের কুশলজিজ্ঞাসা করিতেন। দিগ্বিজয় সিংহ পরম হিন্দু ছিলেন। স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়াকলাপে তাঁহার যেরূপ বলবতী নিষ্ঠা, সেইরূপ মহীয়সী শ্রদ্ধা ছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই বিভিন্নরূপ উপাসনায় যদি উপাসকের চিত্তসংযম ও শ্রদ্ধা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার অকপট ঈশ্বরভক্তিদর্শনে উদারপ্রকৃতি ভিন্নজাতীয় দর্শকের হৃদয়ও ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আর্দ্র হইয়া থাকে। কিন্তু যে রাজার অবিচ্ছিন্ন দয়ায় ও যে রাজার অপরিসীম অনুগ্রহে কাপ্তেন টমসন্ প্রভৃতি নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই দয়াশীল সৌম্যমূর্ত্তি ও বর্ষীয়ান ভূস্বামী যখন প্রতিদিন আপনাদের চিরপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে অদূরবর্ত্তী দেবমন্দিরে যাইয়া তদ্গতচিত্তে বরণীয় দেবতার আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন, তখন উক্ত আরাধনাপদ্ধতি আশ্রিত ইউরোপীয়দিগের কেবল আমোদের বিষয়ীভূত হইত*। এ সময়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইত না, একজনের অপূর্ব্ব ঈশ্বরভক্তি দেখিয়াও তাঁহারা ঐশ্বরিক তত্ত্বে আকৃষ্ট বা উদারতায় আনত হইতেন না। বালক ক্রীড়নক দেখিয়া যেরূপ আমোদিত হয়, বৃদ্ধ রাজার উপাসনাপদ্ধতি দর্শনে তাঁহাদেরও সেইরূপ আমোদলাভ হইত। তাঁহারা সাহসে ও বীরত্বে লোকসমাজে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু উদারতা,

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 196 Comp. Trevelyan, Cawnpur, p. 268.*

শিষ্টতা, গাম্ভীর্য্য এবং জীবনরক্ষাকারী মহাপুরুষের প্রতি হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাবে সহৃদয়সমাজে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইবেন না।

পলায়িতেরা যতদিন রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন, ততদিন রাজার আদেশে দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে যাইতে পারিতেন না। যেহেতু চারিদিকে উত্তেজিত জনসাধারণ ফিরিঙ্গীদিগের শোণিতপাতের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উত্তেজিত সিপাহীরাও নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে অবস্থিতি করিতেছিল। ইউরোপীয়েরা দুর্গের বহির্ভাগে গেলেই ঐ সকল উত্তেজিত লোকের আক্রমণে নিঃসন্দেহ বিপদগ্রস্ত হইতেন। সুতরাং তাঁহারা দুর্গমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজার সশস্ত্র অনুচরগণ তাঁহাদের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। কাণপুরের বিপক্ষগণ পলায়িতদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য রাজা দিগ্বিজয় সিংহকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু শরণাগতপালক বর্ষীয়ান্ রাজপুত বীর সেই অনুরোধ-রক্ষায় সম্মত হয়েন নাই। তিনি তেজস্বিতাসহকারে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর কাণপুরের কাহারও কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই। তিনি অযোধ্যার অধিপতির করদ, সুতরাং নানাসাহেব বা কাণপুরের কাহারও কোন কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন। বৃদ্ধ বীরপুরুষের এইরূপ আশ্রিত-বৎসলতা, এইরূপ হিতৈষিতা ও এইরূপ পরার্থপরতার মহিমায় নিঃসহায় নিরবলম্ব ও নিপীড়িত ইউরোপীয়েরা বিপত্তিকালেও জীবিত ছিলেন।

পলায়িতদিগকে হস্তগত করিতে না পারিয়া, সময়ে সময়ে বিপক্ষ সিপাহীরা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। এই সকল সিপাহীর মধ্যে কাপ্তেন টমসনের দলভুক্ত কতিপয় সিপাহীও ছিল। ইহারা কাপ্তেনকে বলিত, "কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে।" কাপ্তেন বলিতেন, কখনও হইবে না। ৭০।৮০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য শীঘ্রই উপস্থিত হইবে; ইহাদের আক্রমণে শীঘ্রই তোমাদের বিজয়গৌরব অন্তর্হিত হইবে। সিপাহী কহিত, না না। নানাসাহেব সাহায্যের জন্য রুষিয়ায় সোওয়ার পাঠাইয়াছেন। ঐ সোওয়ার উষ্ট্রারোহণে গমন করিয়াছে। নানা সাহেব তোমাদের সকলকেই কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। সে স্থান হইতে তোমরা স্বদেশে যাইতে পারিবে। ইহার পর নানা সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য

প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইঙ্গলণ্ডজয়ের জন্য জাহাজে গমন করিবেন। কৌতূহল-পর সিপাহীরা প্রায়ই এইরূপ কথায় তাহাদের কাপ্তেনের আমোদ জন্মাইত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, রুষিয়ার সম্রাট ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ফিরিঙ্গীদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবেন। ফিরিঙ্গীরা সকলের ধর্ম্মনাশের জন্য ময়দার সহিত শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিতেছে। অধিকন্তু সিপাহীরা সর্ব্বদাই বলিত, অযোধ্যা অধিকার করাতেই কোম্পানির রাজত্বশেষ হইবে। কেবল এই একটি কার্য্যেই যে, কোম্পানিকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, সিপাহীরা কথোপকথনসময়ে সর্ব্বদা তাহার উল্লেখ করিত। সুচতুর আজি-মুল্লার কথায় অদূরদর্শী সিপাহীরা কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রুষদিগের পরাক্রম দেখিয়া নানা সাহেবের এই মুসলমান সচিব উত্তেজিত সিপাহীদিগকে রুষিয়ার কিরূপ পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর লর্ড ডালহৌসী, অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া আপনাকে ওয়াটর্লুজয়ী বলিয়া যে গৌরবপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই আত্মগৌরবপ্রকা-শক কার্য্য হইতে পরিণামে কিরূপ ঘোরতর বিপদের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা এই সকল অনভিজ্ঞ ও নিত্যসন্দিগ্ধ সিপাহীদিগের কথাতে প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিপক্ষ সিপাহীরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া, কাপ্তেন টমসন্ প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিলেও তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয় নাই। টমসন্‌প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ যতদিন রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন, ততদিন নিরাপদে ও নিশ্চিন্তমনে কালাতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহার পর আশ্রয়দাতা তাঁহাদিগকে স্বপক্ষের অন্য এক ভূস্বামীর নিকটে পাঠাইয়া দেন। এই ভূস্বামীও তাহাদের প্রতি সৌজন্যপ্রকাশে বিমুখ হয়েন. এই স্থান হইতে তাঁহারা নিরাপদে সেনাপতি হাবেলকের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হয়েন। এইরূপে এতদ্দেশীয়দিগের অসামান্য করুণায় চারি জন ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষের জীবন রক্ষা হয়। এই দুঃসময়ে অনেকে আপনাদের দয়াশীলতার পরিচয় দিয়াছিল। ময়ুর তেওয়ারি নামক একজন সিপাহী ডনকাননামক একজন সাহেবের প্রাণরক্ষা করে। কতিপয় ব্যক্তি আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও দুইটি কুমারীকে আসন্ন বিপদ

হইতে বিমুক্ত করে। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে এইরূপ এক স্থলে যেমন রৌদ্রভাবের বিবরণ আছে, সেইরূপ স্থানান্তরে করুণার প্রশান্তভাবের বিকাশ রহিয়াছে। নরশোণিতলোলুপ ঘাতকের হস্তে যেমন অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছে, পরহিতৈষী ও পরদুঃখকাতর এতদ্দেশীয়গণও সেইরূপ অনেকের জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছে, এবং কোন কোন স্থলে এই উদ্দেশ্যে অকাতরে ও ধীরভাবে আত্মজীবনও উৎসর্গ করিয়াছে। ফলতঃ, এতদ্দেশীয়েরা সহায় না হইলে ইঙ্গরেজ এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে সর্ব্বাংশে মুক্তিলাভে সমর্থ হইতেন না।

নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, চারি জন সাহসী পুরুষ যেরূপে আপনাদের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইল। নৌকায় তাঁহাদের যে সকল সহযোগী ছিলেন, তাঁহারা এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের নৌকা শীঘ্রই ধৃত ও অবরুদ্ধ হইল। নৌকায় সর্ব্বসমেত ৮০ জন আরোহী ছিলেন, সকলেই বন্দিভাবে তীরে উঠিলেন এবং পূর্ব্ববৎ বন্দিভাবে গরুর গাড়িতে উঠিয়া কাণপুরে যাত্রা করিলেন। বিপক্ষেরা এইরূপে ৩০ জুন ৮০ জন ইউরোপীয়কে অবরুদ্ধ করিয়া কাণপুরে আনিল*। তাহারা এই স্থানে পুরুষদিগকে মহিলাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। পুরুষেরা সর্ব্ব প্রথম প্রাণদণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইলেন। কিন্তু সিপাহীদিগের অনেকে ইহাদিগের হত্যায় অসম্মতিপ্রকাশ করিল। কথিত আছে, অযোধ্যার সিপাহীরা ইহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেও সম্মত হইল না†। ইহাদের

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 348, note.*

† কথিত আছে, সেনাপতি হুইলার ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। প্রথম পদাতিদলের সিপাহীরা ইঁহাকে গুলি করিতে আদিষ্ট হইলে, তাহারা ঐ আদেশপালনে সম্মত হয় নাই। যে হেতু, বৃদ্ধ সেনাপতি তাহাদের দলের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরে অন্যদলের সিপাহীরা ইঁহাদিগকে গুলি করে।—*Trevelyan, Cawnpur, p. 278. Comp. Martin, Indian Empire. Vol. II. p, 262.* কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি যে, নদীতটে নিহত ইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কথিত আছে, বৃদ্ধ সেনাপতির কনিষ্ঠা কন্যা একজন সওয়ারের হস্তগত হয়। কেহ কেহ লিয়াছেন, উক্ত কন্যা স্বহস্তে সওয়ার ও তৎপরিবারবর্গের শিরশ্ছেদ করিয়া কূপে পতিত ইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরিপোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। লকথা, সেনাপতির কন্যা সওয়ারের সহিত অনেক দিন ছিল। পরিশেষে তাহার কি দশা

হস্ত পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। ইহারা এই অবস্থায় বিপক্ষের গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। একটি পতিপরায়ণা অবলা কিছুতেই প্রাণাধিক পতিকে ছাড়িয়া দিল না। মৃত্যুসময়েও অবলা আপনার প্রাণের অধিক ধনকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল। সেই অবস্থায় গুলির আঘাতে উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইল। অবশিষ্ট মহিলা ও বালকবালিকারা অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিল। গঙ্গার ঘাটে যে সকল হতাবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানকে সবেদা কুটীতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, ইহারাও সেই স্থানে যাইয়া তাহাদের দলপুষ্টি করিল।

এ দিকে ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব বিঠুরে যাইয়া ১ লা জুলাই পেঁশবার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই উপলক্ষে মহাসমারোহে বিবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হইল। কামানের ধ্বনিতে চারি দিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল। নানা সাহেব এইরূপ মহোৎসবসহকারে পুরোহিতের মন্ত্রপূত সলিলে অভিষিক্ত হইয়া ললাটদেশে যথানিয়মে রাজতিলকধারণ করিলেন। রাত্রিকালে কাণপুর আলোকমালায় সজ্জিত হইল। সুদূর গগনতলে বিবিধ বাজী বিভিন্ন রশ্মিতরঙ্গবিকাশপূর্ব্বক দর্শকবৃন্দকে প্রতিমুহূর্ত্তে চমকিত করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ বিজয়োৎসবেও অভিনব পেশবার মনে শান্তির আবির্ভাব হইল না। বিঠুরে কামানধ্বনিতে যাঁহার প্রাধান্য ঘোষিত হইল, পুরোহিত যাঁহার অভিষেকের জন্য সংযতচিত্তে মন্ত্রপাঠ করিলেন, অনুচরেরা যাঁহাকে পেশবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া কোম্পানির মুল্লুক নষ্ট হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তিনি সর্ব্বাংশে অপরের ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ ছিলেন। আজিমুল্লা খাঁ তাঁহাকে যে পথপ্রদর্শন করিতেন, তিনি সেই পথেই চলিতেন। তাঁহার প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল অদ্ভুত ঘটনা উল্লিখিত হইত, তিনি তৎসমুদয়েই বিশ্বাসস্থাপনে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার নামে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও কোন বিষয়ে তাঁহার প্রভুত্ব ছিল না। দুরাচার মন্ত্রিগণ তাঁহার নামে অসঙ্কুচিতচিত্তে ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। কথিত আছে,

ঘটিয়াছিল, জানা যায় নাই। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, নেপালের প্রান্তে তাহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল।—*Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 262-263. Trevelyan, Cawnpur. p. 254-255.*

২৮ শে জুন নানা সাহেব কাণপুরের কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপনীত হয়েন, সিপাহীরা জয়োল্লাসে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাঁহার ও তদীয় সেনাপতিবর্গের সম্মান জন্য মুহুর্মুহুঃ কামানধ্বনি হইতে থাকে। তিনি সিপাহী-দিগকে পারিতোষিক স্বরূপ এক লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। সিপাহীরা ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত হইয়া বারংবার কামানধ্বনি করিতে থাকে। কিন্তু এরূপ স্থলেও নানা সাহেবের কর্তৃত্ব ছিল না। তাঁহাকে অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়াই, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইয়াছিল। সিপাহীরা পরিতুষ্ট না থাকিলে—পারিষদবর্গের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য না হইলে তাঁহার জীবন ও সম্পত্তি কিছুই নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি যখন বিঠুরে পেশবাপদগ্রহণের আমোদ করিতেছিলেন, তখন কাণপুরে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সঙ্কুচিত হয় এবং মুসলমানেরা স্বপ্রধান হইয়া উঠে। ননী নবাব কাণপুরের শাসনকর্তার পদগ্রহণ করেন। ইনি ক্ষমতায় ও প্রাধান্যে পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানেরা ইহার সম্মান করিত। ইহার বহুসংখ্যক অনুচর ছিল, সকল অনুচরই ইহার আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিত।

এইরূপে মুসলমানদিগের বাসনা পূর্ণ হইল। তাহাদের প্রধান ব্যক্তি একটি প্রধান কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এ সময়ে মুসলমানেরা কোন অংশে বিরক্ত বা কোন বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইলে, বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের একতাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। সুতরাং তাহাদের বলহ্রাস ও ইঙ্গরেজের বলবৃদ্ধি হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নানা সাহেব পেশবা বলিয়া সম্মানিত হইলেও কোন বিষয়ে কর্তৃত্বপ্রকাশে সমর্থ ছিলেন না। ইঙ্গরেজদিগের অনেকে নিহত হইয়াছিলেন, অনেকে স্থানান্তরে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, কাণপুরে তাঁহাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। নানা সাহেব পেশবার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তথাপি এখন তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় হইল। তিনি মুসলমান-দিগের প্রাধান্যসঙ্কোচে সমর্থ হইলেন না। আজিম উল্লার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে সাহস পাইবেন না, বা তাঁহার ভ্রাতা ও

পারিষদগণের সম্মুখে কোন বিষয়ে প্রাধান্যস্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি কাণপুরের সর্ব্বময় কর্ত্তা ও মহিমান্বিত পেশবা হইলেও শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতেই আপনি সঙ্কুচিত হইলেন। এখন পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার নামেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। এসময়ে ইঙ্গরেজ সৈন্যের আগমন সংবাদে অনেকেই ভীত হইয়াছিল, অনেকেই আপনাদের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। জুন মাসে ভারতবাসী-দিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত দিল্লী হইতে যেরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, জুলাই মাসে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কাণপুর হইতে পেশবার নামে সেইরূপ ঘোষণাপত্রসমূহ প্রচারিত হইল *। উপযুক্ত পারিতোষিক না দেওয়াতে সিপাহীরা, উচ্ছৃঙ্খল ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য, অভিনব পেশবা পারিতোষিক দিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

কাণপুরের একজন ধনী মুসলমানের নির্ম্মিত একটি হোটেল ছিল। নানা সাহেব এই বিস্তৃত প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন। প্রাসাদের প্রবেশ-পথে দুইটি কামান স্থাপিত হয়, এবং উহার দ্বারদেশে সশস্ত্র সান্ত্রিগণ দিবারাত্র পাহারা দিতে থাকে। অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া ও উপায়ান্তর না দেখিয়া, নানা সাহেব ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন ইঙ্গরেজের আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য সেনাপতিদিগের সহিত যুদ্ধের যথাযোগ্য আয়োজনে তৎপর হইলেন। তিনি যখন আজিমউল্লার পরামর্শে ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন আত্মরক্ষার জন্য ইঙ্গরেজের আক্রমণনিবারণ করা ভিন্ন তাঁহার আর কোন উপায় ছিল না। অভিনব পেশবা ইঙ্গরেজসৈন্যের আগমন সংবাদ শুনিয়া, এখন এই উপায়ের অব-লম্বনেই কৃতনিশ্চয় হইলেন।

নানা সাহেব যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার অদূরে গঙ্গার খালের উত্তরদিকে একটি সঙ্কীর্ণ গৃহ ছিল। একজন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী আপনার রক্ষিতা প্রণয়িনীর জন্য উক্ত গৃহ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এজন্য

* পরিশিষ্টে কতিপয় ঘোষণাপত্রের অনুবাদ দেওয়া হইল।

উহা বিবিঘরনামে প্রসিদ্ধ. হয়। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বিবিঘরে একজন সামান্য অবস্থাপন্ন ফিরিঙ্গী কেরাণী বাস করিত। বিবিঘরে বাস করিবার জন্য ২০ ফিট্ লম্বা, ১০ ফিট্ প্রশস্ত দুইটি মাত্র প্রধান গৃহ ছিল। প্রাঙ্গন-ভূমির পরিমাণ এক এক দিকে ১৫ হস্তের অধিক ছিল না। যে সকল ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকা সবেদা কুঠীতে অবরুদ্ধ ছিল, তাহারা জুলাই মাসের প্রারম্ভে, এই সঙ্কীর্ণ বিবিঘরে আনীত হইল। ইহাদের সংখ্যা দুই শতেরও অধিক ছিল। ইহারা এই সঙ্কীর্ণ গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া, কষ্টের একশেষ ভোগ করিতে লাগিল, এদিকে আবার ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইল। কাণপুরের ইউরোপীয়েরা যখন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিনই দুঃসহ যাতনায় অবসন্ন হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অনতিদূরবর্ত্তী একটি স্থানের ইউরোপীয়েরাও তাঁহাদের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন। এই স্থানের নাম ফতেগড়। ইহা ফরক্কাবাদ বিভাগের অন্তর্গত এবং কাণপুরের ৮০ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। ফতেগড়ের কথা উপস্থিত ইতিহাসের স্থানান্তরে লিখিত হইবে। এস্থলে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ফতেগড়ের ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে নিরতিশয় বিপন্ন মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা অধিক দিন ঐ স্থানে অবস্থিতি না করিয়া, অনেকে নৌকারোহণে কাণপুরের অভিমুখে আসিতে থাকেন। এ সময়ে কাণপুরের অবস্থা তাঁহাদের বিদিত ছিল না। তাঁহাদের কাণপুরবাসী সমধর্ম্মারা কিরূপ শোচনীয়ভাবে কালাতিবাহিত করিতেছিলেন, তাঁহাদের জীবন প্রতিমুহূর্ত্তেই কিরূপ সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হইতেছিল, উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে প্রতিদিনই তাঁহারা কিরূপে আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইতেছিলেন, ফতেগড়ের ইউরোপীয়েরা ইহার কিছুই জানিতেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ আশ্বস্ত-হৃদয়ে আশ্রয় পাইবার জন্য একখানি নৌকায় কাণপুরে আসিতে লাগিলেন। নবাবগঞ্জের নিকটে তাঁহাদের নৌকা অবরুদ্ধ হইল। তাঁহারা বন্দিভাবে কাণপুরে নানা সাহেবের শিবিরে আনীত হইলেন। তাঁহাদের দুইটি আয়া প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, এ সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে রহিল। আর অবরুদ্ধদিগের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। পুরুষেরা তিন

হয়। পলাতক ইউরোপীয়গণ এক সময়ে উত্তেজিত লোকের আক্রমণে মর্ম্মাহত হইতেছিলেন, আর এক সময়ে দয়াপর পল্লীবাসীর অনন্ত করুণায় শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে স্থাপিত হইতেছিলেন। ৩৮গণিত পদাতিদলের এক জন আফিসর আপনাদের পলায়নবৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন,—"আমরা তাড়াতাড়ি পলায়নের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। সিপাহীরা তাহাদের আফিসরদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পলাইয়া নিরাপদ স্থানে যাইতে কহিল। এমন কি তাহারা আপনাদের কুটীরেও বিপন্ন আফিসরদিগকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিল। * * *। আমরা দৌড়িতে লাগিলাম। অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া একটি বৃক্ষের তলে বসিয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে চন্দ্র উঠিয়াছিল, সৈনিকনিবাস অগ্নিশিখায় আচ্ছাদিত হইয়াছিল। প্রজ্বলিত হুতাশনের প্রভাবে রাত্রিতেও দিবসের ন্যায় আলোক প্রসারিত হইয়াছিল। আমরা সমস্ত রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত করিলাম। কিয়দ্দূরে মাটির একটি ভগ্ন গৃহ ছিল। আমরা সকলে সেইখানে গিয়া লুকাইলাম। এই সময়ে কয়েক জন ব্রাহ্মণ আপনাদের কার্য্যে যাইতেছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে এইরূপ কদর্য্য স্থানে লুক্কায়িত দেখিয়া, আমাদের সকলকেই তাঁহাদের পল্লীতে লইয়া গেলেন, এবং চপাটি ও দুগ্ধ দিয়া সকলের তৃপ্তিসাধন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা তাঁহাদের সাহায্যে পদব্রজে যমুনার একটি শাখা পার হইয়া যাই। * * *। পথে এক দল গুজর আমাদের দুরবস্থার একশেষ করে। শেষে কয়েকজন পরদুঃখকাতর দয়াপর ব্রাহ্মণ আমাদিগকে ভিকা-নামক একটি পল্লীতে লইয়া উপস্থিত হন, ইঁহারা বিশ্রামের জন্য আমাদিগকে খাটিয়া দেন, এবং আহারের জন্য আমাদের সম্মুখে রুটি ও ডাইল রাখেন। পল্লীবাসীরা নিরক্ষর হইলেও আমাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করে। * * *। কিন্তু এক দল উত্তেজিত লোক হঠাৎ আসিয়া আমাদের দুরবস্থা ঘটায়। এই সময়ে এক জন সন্ন্যাসী আমাদের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার গৃহে লুকাইয়া রাখেন। দিল্লী হইতে প্রস্থানের দুই দিন পরে, এক জন ভারতবর্ষীয় আমাদের সাহায্যার্থ মিরাটে সংবাদ লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। ফরাসী-

ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া এই ব্যক্তির হস্তে দেওয়া হয়। দুই দিন পরে আমরা হরচাঁদপুরনামক স্থানে উপনীত হই। এক জন বৃদ্ধ জর্ম্মণ এই স্থানের ভূস্বামী ছিলেন। ইহার নাম ফ্রান্সিস্ কোহেন্; বয়স প্রায় ৮৫ বৎসর। বৃদ্ধ কোহেন আমাদিগকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দেন। আমাদের সঙ্গের যে সকল কুলনারী পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা কোহেনের দ্বিতল গৃহে থাকিয়া শ্রান্তিবিনোদন করেন। ইহার মধ্যে মিরাট হইতে দুই জন সৈনিকপুরুষ ত্রিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আমাদের সাহায্যার্থ সেই স্থলে উপস্থিত হন। এই সৈনিকদলে কাপ্তেন ক্রেগীর ৩গণিত সৈন্যও ছিল *। ইহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা হইতে এ পর্য্যন্ত বিচ্যুত হয় নাই। ফরাসী ভাষায় যে পত্র মিরাটে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই পত্র পঁহুছিলেই ইহারা হরচাঁদপুরে উপনীত হয়। ইহারা বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ ভিকা হইতে হরচাঁদপুর পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ মাইল অতিক্রম করিয়া আইসে। দিল্লী হইতে পলায়নের অষ্টম দিন রাত্রিকালে আমরা ইহাদের সঙ্গে মিরাটে উপনীত হই।”

৩৮গণিত সিপাহীদলের চিকিৎসক উড্ সাহেব আপনার স্ত্রী ও অপর একটি ইউরোপীয় মহিলার (ইনি লেপ্টেনেণ্ট পিলি নামক এক জন সৈনিক আফিসরের স্ত্রী) সহিত পলায়ন করেন। ডাক্তর উডের মুখে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল। এই আঘাতে তাঁহার চিবুক ভাঙ্গিয়া যায়। পলাতকগণ দিল্লীর কোম্পানির বাগানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাগানের লোকে তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য খাটিয়া দেয়, এবং আপনাদের কুটীরে লুকাইয়া রাখে। বাগানরক্ষক তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে

*মিরাটের বিপ্লবের সময়ে কেবল কাপ্তেন ক্রেগীর সৈনিকগণই আপনাদের অধিনায়কের নিকট শান্তভাব দেখায় নাই। অন্যান্য দলের অনেক সিপাহীও বিশ্বস্ত রহিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দলে প্রায় ২৫।৩০ জন সিপাহী ক্রেগীর অধীনে সজ্জিত হয়। প্রবল হুতাশনের মধ্যে ক্রেগীর গৃহ রক্ষা করে এবং ক্রেগীর সঙ্গে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হয়। ২।১ জন ব্যতীত ইহারা কখনও কোন ঘটনায় উন্মত্ত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। মিরাটের সিপাহীদিগের মধ্যে কেবল ইহাদিগকেই সৈনিকশ্রেণীতে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হয়।— *Martin, Indian, Empire. Vol. II. p. 167.168, note,*

ত্রুটি করে নাই। এক দল দস্যু ইহার মধ্যে আসিয়া পলাতকদিগের গাড়ি ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং ঘোড়া লইয়া যায়। পলাতকগণ সেখানে অধিক ক্ষণ না থাকিয়া প্রস্থান করেন। ১১ই মে রাত্রি ৩টার সময়ে ইঁহারা একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। পল্লীবাসিগণ ইঁহাদিগকে দুগ্ধ ও রুটি এবং শুইবার জন্য খাটিয়া দেয়। এক জন প্রাচীন হিন্দু এই পল্লীর মণ্ডল ছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল; বিপন্নগণ তখন খোলা জায়গায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহীরা আসিয়া পাছে ইঁহাদের কোনও অনিষ্ট করে, এই আশঙ্কায়, উক্ত গ্রামাধ্যক্ষ ইঁহাদিগকে গোশালায় লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দেন, এবং গোশালা হইতে গোরুগুলি বাহির করিয়া লন। পলাতকেরা ঐখানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবিলম্বে গ্রামের একটি মহিলা আসিয়া ইঁহাদিগকে নীরবে থাকিতে কহে, যেহেতু কয়েক জন সিপাহী তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। ইঁহারা প্রথমে ভাবিলেন, মহিলাটি বুঝি অনর্থক ভয় দেখাইতেছে; কিন্তু শেষে উক্ত মহিলার কথা ঠিক হইল। ইঁহারা যেখানে লুক্কায়িত ছিলেন, সেইখানেই এক জন সিপাহী আসিয়া দাঁড়াইল। এই সিপাহী আপনাদের দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্য গোরু ও গাড়ি লইতে আসিয়াছিল। সদাশয় প্রাচীন গ্রামাধ্যক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া সিপাহীদিগকে গোরু ও গাড়ি দিলেন। সিপাহী অভীষ্ট বিষয় পাইয়া চলিয়া গেল। গ্রামাধ্যক্ষ সিপাহীকে শীঘ্র শীঘ্র গ্রাম হইতে বিদায় দিতে ইচ্ছা করিয়াই, তাড়াতাড়ি গোরু ও গাড়ি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি জানিতেন যে, সিপাহী গ্রামে কিছুক্ষণ থাকিলেই বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগের সন্ধান পাইবে। ডাক্তর উড্ ও দুইটি কুলনারী এইরূপে বর্ষীয়ান্ গ্রামাধ্যক্ষের দয়ায় আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। যাইবার সময়ে গ্রামের লোক ইঁহাদিগকে আহারের জন্য কয়েকখানি রুটি এবং পানের জন্য পাত্র পূরিয়া জল দিল। ইঁহারা পথ চিনিতেন না, এজন্য গ্রামের একটি যুবক ইঁহাদের সঙ্গে কিছু দূর যাইয়া পথ দেখাইয়া দিয়া আসিল। অনেক বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, ইঁহারা রাত্রি ৪টার সময়ে আর একখানি গ্রামে পঁহুছিলেন এবং গ্রামের প্রান্তভাগস্থিত একটি বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রি শেষ হইল। প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ আপনা-

নাদের কার্য্যে যাইতে লাগিল। ইহা একটি হিন্দুপল্লী। এক জন প্রাচীন হিন্দু পলাতকদিগকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া গ্রামে লইয়া গেলেন, এবং দুগ্ধ ও রুটি দিয়া ইঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিলেন। ডাক্তরের আহত স্থান পরিস্কৃত করিবার জন্য, এই দয়াপর আশ্রয়দাতা জল গরম করিয়া আনিয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই। নিকটবর্ত্তী আর একটি পল্লীতে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বিপন্ন ইঙ্গরেজ ও ইঙ্গরেজ-মহিলারা নিকটবর্ত্তী গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া, এই ব্রাহ্মণ স্বগ্রামের অনেকগুলি লোক লইয়া ইঁহাদিগকে দেখিতে গমন করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, গুলির আঘাতে ডাক্তর উডের মুখের নিম্নভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এজন্য ডাক্তর দুগ্ধ পান করিতে পারিতেন না। উক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া ডাক্তরকে কাঠের নলদ্বারা দুগ্ধ টানিয়া পান করিতে কহেন, এবং এই জন্য নিজে একটি কাঠেব নল প্রস্তুত কবিয়া আনিয়া দেন। দয়ালু ব্রাহ্মণের সৎপরামর্শে ডাক্তর উডের অনেক উপকার হয়। ডাক্তর উড্ নল-দ্বারা দুগ্ধ পান করিয়া অনেক সুস্থ হন। বিপন্ন ইঙ্গরেজ ও ইঙ্গরেজ-মহিলারা এইরূপে প্রাচীন পল্লীবাসীব আশ্রয়ে সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। শেষে আশ্রয়দাতার আশঙ্কা বাড়িয়া উঠে। ইঙ্গরেজেরা তাঁহাদের গ্রামে লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই, দিল্লীর সিপাহীরা তাড়াতাড়ি আসিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে। এজন্য উক্ত প্রাচীন ব্যক্তি ডাক্তর উড্ প্রভৃতিকে স্থানান্তরে যাইতে কহেন। আশ্রিত ইঙ্গরেজেরা অধিকতর বিপন্ন হন, ইহা উক্ত আশ্রয়-দাতার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি উন্মত্ত সিপাহীদিগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশেই আশ্রিতদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে যাইতে কহিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে সমস্ত দিক যেন দগ্ধ-প্রায় হইতেছিল, উত্তপ্ত বায়ু প্রবলবেগে বহিতেছিল; সুতরাং ইঙ্গরেজ-মহিলাদ্বয় আহত ডাক্তরকে লইয়া অন্যত্র যাইতে সাহসী হইলেন না। গ্রামের আর এক ব্যক্তি এই বিপত্তিকালে ইঁহাদিগকে একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া যায়, এবং দুইটি বিছানা আনিয়া দিয়া ঘুমাইতে কহে। নিদারুণ গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ড সূর্য্য অনলকণা বিকীর্ণ করিতেছিল, তখন বিপত্তিগ্রস্ত পলাতকগণ দরিদ্র পল্লীবাসীর অসীম করুণা ও অনুগ্রহে আশ্রয় পাইয়া, বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে থাকেন। ক্রমে বেলা শেষ হইল। ক্রমে রাত্রি সমাগত

হইয়া দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপের শান্তি করিল। ডাক্তর উড্ ও দুইটি কুলনারী আপনাদের আশ্রয়স্থান হইতে বাহির্গত হইয়া পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচ দিন হইল, ইহারা দিল্লী হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তথাপি দশ মাইলের অধিক যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, পরদিন বেলা ২টার সময়ে ইহারা আর একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। এই পল্লীর অধিবাসিগণও ইহাদের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করে। উপস্থিত সময়ে বিপন্নদিগের প্রতি যতদূর সম্ভব দয়া ও অনুগ্রহ দেখাইতে ইহারা কাতর হয় নাই। পলায়িতেরা যাহা প্রার্থনা করেন, পল্লীর মহিলারা সদয়চিত্তেও সরলভাবে তাহাই আনিয়া দেয়। ইহাদের প্রদত্ত শীতল জলে পলায়িতদিগের তৃষ্ণা শান্তি হয়। ডাক্তরের মুখ ধোত করিবার জন্য ইঙ্গরেজ-কুল-নারীগণ একটি জলপাত্র চাহেন। পল্লীবাসিনীরা সন্তুষ্টচিত্তে উহা আনিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত ইহারা ইহাদের আহারের জন্য নানাবিধ শাকসবজিতে ভাল তরকারি রাঁধিয়া আনে। ইহাদের মধ্যে একটি ইঙ্গরেজ মহিলা কহিয়াছেন যে, দিল্লী পরিত্যাগ করা অবধি এরূপ সুস্বাদু দ্রব্য তাঁহারা আর কখনও আহার করেন নাই। এইরূপে পল্লিবাসিনীগণ বিপন্নদিগকে আহারীয় ও পানীয় দিয়া পরিতোষিত করে। পলাতকগণ পরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বলগড়্ নামক আর এক পল্লীতে উপনীত হন। রাজপুতবংশীয়া একটি রাণী এই স্থানে কর্তৃত্ব করিতেন। বলগড়ের রাণী বিপন্নদিগের কষ্ট দেখিয়া, ইঁহাদিগকে আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন, এবং ইহাদিগের আহারের জন্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে কহিলেন। ডাক্তর উড্ ও তাঁহার সঙ্গিনী মহিলাদ্বয়, রাণীর এইরূপ অনুগ্রহে আহারপানে পরিতুষ্ট হইয়া, ঐ রাত্রি সেইস্থানে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন মেজর পটর্সন অতর্কিতভাবে বলগড়ে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে লেপ্‌টেনেণ্ট পিলিও আর এক দিক হইতে সেইখানে পঁহুছিলেন। পিলি আপনার সহধর্ম্মিণীকে অক্ষতশরীরে দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। সকলে এখন আশান্বিতহৃদয়ে বলগড় হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে ডাক্তর উডের চলিবার শক্তি ছিল না। গুরুতর আঘাতে ডাক্তর উড্ বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে পথের কয়েক জন দরিদ্র মজুর আপনাদের সদাশয়তা ও দয়ার একশেষ দেখায়।

ইহারা চলৎশক্তিশূন্য ইঙ্গরেজ-চিকিৎসককে বহন করিয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া যায়। দরিদ্র ও নিরক্ষর লোকেও পথে বিপন্নদিগের দুর্গতি দেখিয়া সাহায্যদানে বিমুখ হয় নাই। এইরূপ সাহায্য করিলে যে, উন্মত্ত সিপাহীদিগের কোপে পতিত হইতে হইবে, তাহা ইহারা জানিত, তথাপি ইহাদের করুণা, ইহাদের সমবেদনা এবং ইহাদের উপকারের ইচ্ছা কিছুতেই অন্তর্হিত হয় নাই। ইঙ্গরেজেরা আপনাদের কুলনারীদিগকে লইয়া এইরূপে দরিদ্রপল্লীবাসীদিগের অসীম অনুগ্রহ ও অনন্ত করুণায় নিরাপদে ও অক্ষত-শরীরে কর্ণালের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাতিয়ালার মহারাজ ইহাদিগের দুর্গতির সংবাদ পাইয়া সাহায্যার্থে ৪০ জন সুসজ্জিত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেন। এই সৈনিকপুরুষেরা যেরূপ দ্রুতগামী অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল, সেইরূপ সুদৃশ্য পরিচ্ছদে পরিশোভিত ছিল। ইহারা ২০শে মে বিপন্নদিগকে কর্ণালে পঁহুছাইয়া দেয়*।

৭৪গণিত সিপাহীদলের ডাক্তর বাট্‌সন্ যে, হিন্দুস্থানী ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী ডাক্তরের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, তাঁহাকে দাড়ুপন্থী যোগীর বেশে সজ্জিত করেন। উক্ত যোগী তাঁহার কাপড় রঙ্গ করিয়া দেন, এবং তাঁহার গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালা সমর্পণ করেন। দয়াশীল সন্ন্যাসী বিপন্ন ডাক্তরের জীবনরক্ষার জন্যই তাঁহাকে এইরূপ ভিন্ন বেশ পরিগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ডাক্তর এইরূপে সন্ন্যাসীর বেশে ২৫ দিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ান, কখনও বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে কখনও বা লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদা কয়েক জন হিন্দু সন্ন্যাসি-বেশধারী বাট্‌সন্‌কে দেখিয়া কহেন,—"আপনি কখনও সন্ন্যাসী নহেন। আপনার কটা চক্ষুঃ আপনাকে ভিন্নজাতীয় বলিয়া পরিচিত করিতেছে। আপনি নিশ্চিতই ফিরিঙ্গী।" কিন্তু এই সকল হিন্দু, ডাক্তরকে ইঙ্গরেজ বলিয়া চিনিতে পারিলেও তাঁহার প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই।† একজন প্রাচীন

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 168-169. Comp. Indian Mutiny to the fall of Delhi, p, 20-30.*

† *Indian Empire. Vol. II p. 169. Comp. Ball, Indian Mutiny. Vol. I. p. 97.*

লোক একটি অসহায়া ইঙ্গরেজমহিলা ও তাহার সন্তানকে অনেক দিন রক্ষা করেন। আশ্রয়দাতা, ইঁহাদিগকে সিপাহীদিগের ভয়ে এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে লইয়া যান, এবং অপরের অগোচর গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। ইঁহাদের আশ্রয়স্থান যখনই উন্মত্ত লোকের সন্দেহের বিষয় হইয়াছে, তখনই বৃদ্ধ আশ্রয়দাতা ইঁহাদিগকে সে স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়াছেন*। মিরাটের কমিশনর গ্রিগেড্ সাহেব এই সময়ে লিখিয়াছিলেন— "দিল্লী হইতে যে সকল পলাতক আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক লোকে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, এবং তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী যমুনায় একটি ইউ-রোপীয় শিশুসন্তান পাইয়া এখানে লইয়া আইসে। তাহাকে পারিতোষিক দিতে চাহিলে, সে উহা লইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহে যে, যদি কোন পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যেন তাহার এই কার্য্যের জন্য তাহার নামে একটি কূপ খনন করিয়া দেওয়া হয়। আমি তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হই"†। কাপ্তেন হলাণ্ড্ নামক এক জন সৈনিকপুরুষ কহিয়াছেন—"আমি যে গ্রামে উপস্থিত হই, সেখানে দুধ না পাওয়াতে পল্টু নামক একজন ঝাড়ুদার এবং তাহার পরিবারের কয়েক ব্যক্তি প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে দুধ আনিয়া দিত।" ইহার পর তিনি কহিয়াছেন— "আমি যমুনাদাসনামক একজন ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ছয় দিন থাকি। বাড়ীর যে ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ব্রাহ্মণ তাহাই আমার বাসের জন্য ছাড়িয়া দেন, এবং তিনি যত ভাল খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহাই দিয়া আমার তৃপ্তিসাধন করেন‡। একজন ইঙ্গরেজ ডেপুটি কলেক্টরের স্ত্রী যখন দিল্লী হইতে পলায়ন করেন, তখন দুইজন বিশ্বস্ত চাপরাশী তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করে। ইহাদের এক জন আজমীঢ় তোরণ অতিক্রমসময়ে উত্তেজিত লোকের হাতে পড়িয়া নিহত হয়। অপর জন ডেপুটি কলেক্টরের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়া

* *Indian Mutiny to the fall of Delhi*, p. 20.
† *Martin Indian Empire. Vol. II p. 169.*
‡ *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 98, note.*

তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়*। যে সকল ইউরোপীয় মিরাটের পরিবর্ত্তে অম্বালার অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে কর্ণালের নবাবের সদাশয়তায় সবিশেষ উপকৃত হন। দিল্লীর জজ্ বস্ সাহেব কর্ণালে উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে কহেন, "উপস্থিত গোলযোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় নাই। এখন আমি আপনাদের পক্ষ সমর্থনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমার তরবারি, আমার সম্পত্তি এবং আমার অনুচরবর্গ, এখন সমস্তই আপনাদের জন্য সমর্পিত হইতেছে।" নবাব কেবল এই কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। ইঙ্গরেজদিগের সাহায্য-জন্য তিনি পঞ্জাবী পুলিস সৈন্যের অনুকরণে একশত অশ্বারোহী সেনা রাখেন†। উপস্থিত বিপ্লবে এইরূপে অনেকেই ইঙ্গরেজের সাহায্য-দানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অনেকেই অনুকম্পা ও অনুগ্রহ দেখাইয়া বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। দরিদ্র পল্লীবাসী হইতে সম্ভ্রান্ত ধনি-সম্প্রদায়, নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোক হইতে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, সংক্ষেপে প্রধান প্রধান ভূস্বামী হইতে সামান্য ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত, সকল শ্রেণীর লোকই বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের উদ্ধারসাধনে উদ্যত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদের সম্পত্তি, আপনাদের আবাস-পল্লী, অধিক কি আপনাদের জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কাতর হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ দয়া ও এইরূপ সদাশয়তা প্রদর্শিত না হইলে, নিরুপায়, নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ কখনও নিরাপদ স্থানে উপনীত হইতে পারিতেন না। যখন ইঙ্গরেজেরা কোমলমতি শিশুসন্তান ও কোমলাঙ্গী মহিলাদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করেন, কেহ কেহ আহত হইয়া রুধিরাক্তশরীরে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র, রাত্রির প্রচণ্ড হিমের মধ্যে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথ-অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন, আপনাদের গাড়ি, পাল্কি সমস্তই ফেলিয়া কখনও

* *Ball, Indian Mutiny. Vol. I. p. 100-101. Comp. Indian Empire. Vol. II, p. 169.*

† *Indian Empire. Vol. II. p. 169 170.*

বিজন অরণ্যে, কখনও সঙ্কীর্ণ লোকালয়ে, কখনও বা অপরিষ্কৃত গহ্বরে আত্মগোপন করেন, এবং প্রাণের দায়ে বিব্রত হইয়া নিম্নতর হইতে নিম্নতম-শ্রেণীর লোকের নিকটে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন ঐ সকল সদাশয় ভূস্বামী, ঐ সকল উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোক, ইঁহাদিগকে আশ্রয় না দিলে, ইঁহারা নিঃসন্দেহ পথপ্রান্তে বা নির্জ্জন অরণ্য-মধ্যে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উন্মত্ত সিপাহীদিগের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। নগরের যে সকল উত্তেজিত লোক ইহাদের সহিত মিলিত হয়, তাহাদেরও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ছিল না। সকলেই তখন ইঙ্গরেজদিগের স্বধর্ম্মের, স্বশ্রেণীর, স্বজাতির ব্যক্তিদিগের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। ইহাদের কেহই তখন শান্তভাব অবলম্বন করে নাই, কেহই তখন গভীর উত্তেজনায় আপনাদের ভয়ঙ্কর কার্য্য-সাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। দিল্লীর ইউ-রোপীয়দিগের অনেকে আপনাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া স্থানান্তরে পলাইয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু আরও অনেক ইউরোপীয় বা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী তখনও দিল্লীতে ছিল। ইহাদের অধিকাংশই দিল্লীর দরিয়াগঞ্জনামক ইঙ্গরেজ পল্লীতে বাস করিত। ১১ই মে প্রাতঃকালে যখন ইহারা শুনিতে পাইল যে, মিরাট হইতে উন্মত্ত সৈনিকগণ প্রবলবেগে যমুনার সেতুপার হইতেছে, তখন ইহারা একটি সুবিস্তৃত ও সুদৃঢ় গৃহে আত্মরক্ষার জন্য সম-বেত হয়। কিন্তু শেষে এই গৃহ ভস্মসাৎ হইল। ইহারা সকলে রাজ-প্রাসাদে যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করিল। কথিত আছে, ইহারা পাঁচ দিন ঐ স্থানে অবস্থিতি করে। ১৬ই মে ইহাদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। উত্তে-জিত সিপাহীরা এই দিন গুলি বা তরবারির আঘাতে ইহাদিগকে বিনষ্ট করে *। ইঙ্গরেজ কোম্পানি যে কঠোর রাজনীতির পরিচয় দিয়া আসিতে-

* কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, সম্রাটের বাসভবনে একটী ভূগর্ভস্থ সঙ্কীর্ণ গৃহে এই সকল লোককে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। স্ত্রী,পুরুষ,বালক,বালিকা লইয়া প্রায় ৫০ জন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী এইখানে ছিল। ৫ দিনের পর ইহাদিগকে কারাগার হইতে বাহিরে আনিয়া প্রথমে গুলিকরা হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়াতে দিল্লীর ভূপতির এক জন অনুচর বিনষ্ট হয়। এজন্য শেষে তরবারির আঘাতে ইহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করা হয়। কথিত আছে

ছিলেন, যে কঠোর রাজনীতির বলে প্রদেশের পর প্রদেশ, রাজবংশের পর রাজবংশ, রাজ্যের পর রাজ্য, একে একে ব্রিটিশ পতাকায় শোভিত হইয়াছিল, সেই কঠোর রাজনীতিতেই সিপাহীদিগের প্রকৃতি এইরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট দীর্ঘকাল সুনীতি, সদাশয়তা ও সুবিচারের নামে ধীরে ধীরে যেরূপ কঠোর কার্য্যসাধন করিতেছিলেন, যেরূপ অসমীক্ষ্যকারিতার পরিচয় দিতেছিলেন, সিপাহীরা এক দিনেই অসির আঘাতে বা অবিশ্রান্ত গুলি-বৃষ্টিতে তাহার প্রতিশোধ লয়। ইহারা অভিজ্ঞ ছিল না। অভিজ্ঞতার সহিত কূট-বুদ্ধি সংযোজিত হইলে, অলক্ষ্যভাবে ধীরে ধীরে পরের অনিষ্টসাধনে যেরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, ইহারা সেরূপ প্রবৃত্তির পরিচয় দেয় নাই। ইহাদের সাহস, উৎসাহ ও কার্য্যক্ষমতা ছিল; কিন্তু তাদৃশ দূরদর্শিতা ছিল না। যখন উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল, জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা যখন বলবতী হইয়া উঠিল, ইঙ্গরেজদিগকে যখন চিরন্তন মর্য্যাদার, চিরন্তন সম্মানের সংহারক বলিয়া প্রতীতি জন্মিল, তখন সেই উৎসাহ, সাহস ও কার্য্যক্ষমতা তাহাদিগকে তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মের অবমাননাকারীদিগের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্তি দিল। তখন তাহাদের প্রকৃতি কঠোর হইল এবং দয়া ও পরদুঃখানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহারা আপনাদের শত্রুবর্গের শোণিত-পাত করিয়া বলবতী প্রতিহিংসার পরিতর্পণ করিতে লাগিল। তাহাদের একাগ্রতা এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, তাহারা পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে নাই। তাহারা জানিত যে, প্রবলপরাক্রমে কোম্পানি বাহাদুর তাহাদের এই কার্য্যের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু ইহা জানিলেও তাহারা স্থির থাকিতে পারে নাই। কোম্পানির সমুদয় চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতে তাহাদের হৃদয়ে অপরিসীম বলের সঞ্চার হয়। তাহারা নির্ভয়ে, নির্ব্বিকারচিত্তে নিষ্কোষিত অসি পরিগ্রহপূর্ব্বক আত্মসম্মানের জন্য আত্মজীবনের উৎসর্গ করে।

এই সময়ের সংবাদপত্রে অনেক লোমহর্ষণ ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত

দুই জন লোক তরবারি লইয়া এই ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধন করে। একটি মহিলা আপনার তিনটি সন্তান লইয়া কোনরূপে পলাইয়া আত্মরক্ষা করে।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 99-100.*

হয়। ইঙ্গরেজ-কুলনারীর প্রতি ঘোরতর অত্যাচারের কথা প্রকাশ করিয়া, ইঙ্গরেজেরা সাধরণকে চমকিত করিয়া তুলেন। উত্তেজিত পশু-প্রকৃতি লোকের পাশব প্রবৃত্তিতে কোমলমতি কোমলাঙ্গী মহিলারা, অবিবাহিতা সরলতাময়ী যুবতীরা কিরূপ নিগৃহীত হইয়াছিলেন, নিগ্রহ ও কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়া নিষ্ঠুর লোকের অস্ত্রাঘাতে কিরূপে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এই সময়ের অনেক সংবাদপত্রে, অনেক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়া সহৃদয় পাঠকের মনে নিদারুণ ক্ষোভ, রোষ ও ঘৃণার আবেগ তুলিয়া দেয়। কিন্তু এই সকল বর্ণনা যে প্রকৃত ঘটনামূলক, সে বিষয়ে কেহ কোনরূপ বিশদ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। লেখকেরা, বোধ হয়, অনেক স্থলে মোহিনী কল্পনায় উদ্ভ্রান্ত হইয়াই আপনাদের এইরূপ বিভীষিকাময়ী বর্ণনায় পাঠকদিগকে চমকিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এক জন সহৃদয় ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এই সকল ঘৃণিত অত্যাচারের বর্ণনা কেবল বাজারগুজবের উপর স্থাপিত হইয়াছিল, কিংবা নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোকের কথায় ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছিল। এই সকল লোক বেশ্ জানে যে, যে কথা যতই অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত করা যায়, সে কথা অপরের মনোযোগ ততই আকর্ষণ করিয়া থাকে। বোধ হয়, সে সময়ে উচ্চশ্রেণীর লোকে এইরূপ অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত কাহিনীতে অপরের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করেন নাই। অত্যাচারের যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল মানবের উচ্চতর কল্পনাতেই শোভা পায়, ঘোরতর দুরাচারের অবতারেরাই কেবল সেই সকল অমানুষিক ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ইঙ্গরেজমহিলাদের উপর যে অত্যাচারের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা, ব্রাহ্মণ হউক, বা ক্ষত্রিয় হউক, দ্বিজাতি হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেই, তাহাদের জাতি নষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাদের চরিত্র ও আচারও এইরূপ পাপকার্য্যের একান্ত বিরোধী। যে সকল গুজর সর্ব্বদা পরস্বাপহরণ করিয়া বেড়ায়, তাহারাও এইরূপ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা লুঠতরাজ ব্যতীত আর কিছুতেই মনোযোগ দেয় না। সম্পত্তিহরণের অনুরাগে বিবাহিতা মহিলার পরম আদরের ধন বিবাহের অঙ্গুরীয়ক টানিয়া লইতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে।

ইহাতে যে মহিলার পবিত্র বন্ধনের পবিত্রতা নষ্ট হইবে, তাহা তাহারা বুঝে না। ফলতঃ এই পবিত্রতা নষ্ট করিবার জন্যই, তাহারা উক্ত অঙ্গুরীয় অপহরণ করে না। মুসলমানদিগের কথা স্বতন্ত্র, কোরাণের উপদেশের সম্বন্ধে আমরা যাহাই মনে করিনা কেন, নামমাত্রখ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিজেতারা ইউরোপের যুদ্ধে নগরসমূহ যেরূপে উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার যে লোমহর্ষণ চিত্র ইতিহাসে রহিয়াছে, তাহার তুলনায় দিল্লীর উপস্থিত সময়ের দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতার বিবরণ যে অধিকতর ভয়ঙ্কর, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে *।"

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ কেবল ইউরোপেই আপনাদের অত্যাচারের পরিচয় দেন নাই। ইঁহাদের আক্রমণে কেবল ইউরোপের সুদৃশ্য লোকালয়ই বিধ্বস্ত হইয়াই যায় নাই, ইউরোপের ইতিহাস কেবল ইহাদের এই ভয়ঙ্কর কার্য্যের চিত্র দেখিয়া অপরকে চমকিত করিয়া তুলে নাই। ভারতের এই সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাসেও ইঁহাদের বলবতী উত্তেজনা, বলবতী প্রতিহিংসা এবং তৎপ্রযুক্ত ভয়াবহ কার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইঁহারা দিল্লীর উক্ত দুর্ঘটনার পর পথিমধ্যে সাত জন লম্বরদারের (ইজারদারের) ফাঁসি দেন এবং চারিখানি গ্রাম জ্বালাইয়া ফেলেন। যেহেতু, ইঁহাদের সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, লম্বরদারেরা পলায়িত ইঙ্গরেজ-মহিলাদিগের হত্যা করিয়াছিল †। আর এক জন খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী সৈনিকপুরুষ (সেনাপতি নীল) এলাহাবাদ হইতে যাত্রাকালে এত লোক বিনষ্ট করেন যে, শেষে তাঁহার সৈনিকদলের একজন আফিসর, আর লোক পাওয়া যাইবে না বলিয়া, তাঁহাকে সেই সর্ব্ববিধ্বংস হইতে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করেন ‡। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সৈনিকপুরুষ নিরস্ত্র লোকদিগকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছেন, হিন্দুর পবিত্র দেবমন্দির বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, অধিক কি শরণাগত নিরপরাধ বালকেরও প্রাণনাশ করিয়া আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন §। যথাস্থলে এই সকল ঘটনা বিবৃত হইবে। যাঁহারা দিল্লী হইতে পলায়ন করেন, তাঁহাদের একজন আশ্রয়গ্রহণ জন্য যে

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 172-173.*

† *Ball, Indian Mutiny. Vol. I. p 106.*

‡ *Russell, Diary. Vol. I. p. 222.*

§ *Russell, Diary. Vol I. pp. 219, 220, 222, 348.*

স্থানে উপস্থিত হন, সেই স্থানের অধিবাসীদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন যে যদি তাহারা আশ্রয় না দেয়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না *। এইরূপ সৌজন্য ও এইরূপ কাতরতা দেখাইয়াই উক্ত পলায়িত, বিপন্ন, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি পল্লীবাসীদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণও এই সময়ে ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে বিরত থাকেন নাই। বাজারগুজব অথবা নিম্নশ্রেণীর লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, এবং কল্পনার তরঙ্গে ভাসমান হইয়া লেখকেরা সংবাদপত্রাদিতে যে বীভৎসকাণ্ডের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই সকল প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

ইঙ্গরেজদিগের স্বদেশের, স্বধর্ম্মের সকল লোক দিল্লী হইতে নির্ব্বাসিত বা দিল্লীতে নিহত হইল। ১৬ই মের পর, একজন ইউরোপীয়ও সহরে বা সৈনিক-নিবাসে রহিল না। ইঙ্গরেজেরা মোগলের রাজধানী হইতে অপসারিত হইলেন, এবং অনেক শশব্যস্তে পলায়ন করিয়া আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। উত্তেজিত সিপাহীরা এখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে দিল্লীর হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা বলিয়া স্বীকার করিল। ইঙ্গরেজেরা মিরাটে নিগৃহীত হইলেন, এবং দিল্লীতে দুরবস্থার একশেষ ভোগ করিলেন। সিরাজউদ্দৌলার আক্রমণ ও তৎসংসৃষ্ট অন্ধকূপঘটনার পর হইতে, বোধ হয়, তাঁহাদিগকে আর কখনও এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয় নাই। তাঁহারা আপনাদের দেশীয়দিগকে নিহত

* কথিত আছে, থানেশ্বরের লোক এই সাহেবকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হওয়াতে, সাহেব তাহাদিগকে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছিলেন। সাহেব সস্ত্রীক ছিলেন; সঙ্গে বোধ হয়, একটি শিশু সন্তানও ছিল। যিনি সহধর্ম্মিণী ও শিশু সন্তানের সহিত ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সে সময়ের কঠোর ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা, অনুচিত হইতে পারে। কিন্তু সে সময়ে কিছু নম্রতা দেখাইলেই অধিক কাজ হইত। ব্রিটিশ কোম্পানি উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া থানেশ্বরবিভাগ আপনাদের অধিকারভুক্ত করেন। এজন্য থানেশ্বরের লোকে ইঙ্গরেজদিগের উপর বিরক্ত হয়। এই বিরক্তিপ্রযুক্ত বোধ হয় তাহারা উক্ত সাহেবকে আপনাদের পল্লীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এরূপ স্থলে নম্রভাব দেখাইলেই পল্লীবাসীদিগের হৃদয়দয়াদ্র হইত।—*Martin, Indian Empire. Vol.II. p. 164.*

হইতে দেখেন, এবং আপনারা আপনাদের আধিপত্য ও ক্ষমতা ভুলিয়া গিয়া, সমস্ত সম্পত্তি দূরে রাখিয়া নগ্নদেহে নগ্নপদে পলাইতে থাকেন। উত্তেজিত সিপাহীরা—নগরের উন্মত্ত মুসলমানেরা, বৃদ্ধ সম্রাটের নামে তাঁহাদিগকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে। সম্রাট্ কিছু না করিলেও, কেবল তাঁহার নামই, এই উত্তেজনার সময়ে সিপাহী ও নগরবাসীদিগের হৃদয়ে অপরিসীম বল ও অপরিসীম সাহসের সঞ্চার করে। কবির উক্তি :—

"ভূপতির নামই উচ্চ শক্তির মন্দির"

সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। দিল্লীর মোগল সম্রাট্ সাধারণের হৃদয়ে এইরূপই আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন ; পূর্ব্বতন গৌরব, পূর্ব্বতন সম্মান ও পূর্ব্বতন আধিপত্যের মহিমায় তাঁহার নাম সাধারণকে এইরূপই সাহস ও শক্তি দিয়াছিল। মিরাটের অগ্রগামী সৈন্যদলের অধিষ্ঠিত অশ্বের পদধ্বনি যখন যমুনার সেতু হইতে উত্থিত হয়, তখনই দিল্লীর ইউরোপীয়দিগের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইতে থাকে। সেই শব্দেই যেন সর্ব্বসংহারক কাল দূর হইতে দিল্লীর ইউরোপীয় প্রবাসীদিগকে আহ্বান করিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয়েরা আশ্বস্তহৃদয়ে মিরাট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন সূর্য্য অস্ত হইল, সায়ংকালীন অন্ধকার যখন ধীরে ধীরে সমস্ত দিল্লী ঢাকিয়া ফেলিল, তখন মিরাটের ইউরোপীয় সৈন্যের কোনও চিহ্ন না দেখিয়া হতাবশিষ্ট ইঙ্গরেজগণ হতাশ হইয়া পড়েন, এবং হতাশ হইয়াই প্রাণের ভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে থাকেন।

কথিত আছে, এই সময়ে দিল্লীর দরিয়াগঞ্জবাজার উত্তেজিত সিপাহীদলের আবাস-ক্ষেত্র হইয়াছিল। নগরের সর্ব্ব প্রধান পথ চাদ্‌নী চকের সমস্ত দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পাঁচ দিন পর্য্যন্ত দোকান সকল এই অবস্থায় থাকে। শেষে সম্রাট্ স্বয়ং নগরে বাহির হইয়া সকলকে দোকান খুলিতে বলেন। তিনি সিংহাসনে বসিয়া যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু উত্তেজিত সিপাহীরা তাঁহাকে কহে যে কলিকাতা হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত, সমুদয় স্থানের ইঙ্গরেজেরা এইরূপে নিহত হইয়াছে। ভূপতি শেষে সিংহাসনে বসিতে সম্মত হন *। বলা বাহুল্য যে, বৃদ্ধ বাহাদুর

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 174.*

শাহ এই সময়ে উন্মত্ত সিপাহীদিগের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, এই উত্তেজনার সময়ে সিপাহীদিগের কোন কথায় অসম্মত হইলে, তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে। সুতরাং তিনি কোন উপায় না দেখিয়া সিপাহীদিগের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হন। সিপাহীরা, তাঁহাকে সমগ্র ভারতের স্বাধীন সম্রাটের গৌরবান্বিত পদে স্থাপিত করে। তাহারা এখন এই স্বাধীন সম্রাটের নামেই সকল কার্য্য করিতে থাকে। কথিত আছে, বাহাদুর শাহ নগরের সমস্ত মহাজনকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের প্রার্থনাপূরণ না করে, তাহা হইলে তাহাদেরও প্রাণ যাইবে। মহাজনেরা সিপাহীদিগকে ২০ দিনের জন্য ডাইল, রুটি দিতে সম্মত হয়; কিন্তু সিপাহীরা ইহাতে অসন্তোষপ্রকাশ করাতে অবশেষে প্রত্যেক অশ্বারোহীকে রোজ এক টাকা এবং প্রত্যেক পদাতিককে রোজ চারি আনার হিসাবে দেওয়া হইতে থাকে। লেপ্টেনেণ্ট উইলোবি অস্ত্রাগারের এক অংশ মাত্র বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত গোলা, গুলি, বন্দুক, তরবারিপ্রভৃতি নষ্ট করিতে পারেন নাই। এখন ঐ সকল দ্রব্য উত্তেজিত লোকের হস্তগত হয় ও বাজারে বিক্রীত হইতে থাকে *।

দিল্লীর এই ভয়ানক ঘটনার সম্বন্ধে মেজর আবট্ কহিয়াছেন,—"আমি যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমার নিঃসন্দেহ বোধ হইয়াছে যে, দিল্লীর রাজপ্রাসাদে এই দুর্ঘটনার বীজ রোপিত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ভূপতি আপনার বিনষ্ট ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের আশায় এ বিষয়ের অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিপতিদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেও নিরস্ত থাকেন নাই। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট সকলের ধর্ম্ম-নাশের চেষ্টা করিতেছেন এবং সকলকে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত

* অস্ত্রাগারের ৯ লক্ষ টোটা,৮হাজার কি ১০ হাজার বন্দুক ও নানাবিধ কামান, তরবারি ইত্যাদি ছিল। সৈনিক-নিবাসের বারুদাগারে ১০ হাজার পিপা বারুদ ছিল। এই সময়ে এক একটি বন্দুকের মূল্য উর্দ্ধসংখ্যা আট আনার বেশী ছিল না। একখানি ভাল তরবারি চারি আনায় এবং একটি ভাল সঙ্গিন্ এক আনায় পাওয়া যাইত।—*Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 174. Comp. Ball, Indian Mutiny, Vol. I. p. 72.*

করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া তিনি ৩৮ গণিত পদাতি সিপাহীদিগকেও আপনার দলে আনিতে চেষ্টা করেন।

"এইরূপ ৩৮গণিত সৈনিকদল উত্তেজিত হইয়া ৫৮গণিত ও ৭৪গণিত সিপাহী-দিগকে আপনাদের দলে আনে। * * * আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ৫৮গণিত ও ৭৪গণিত সিপাহীদিগকে ভয় দেখাইয়া, আমাদের বিপক্ষের দলে আনা হইয়াছিল। ৭৪গণিত সিপাহীরা যদি বিপক্ষদলে না যায়, তাহা হইলে ৩৮গণিত ও ৫৮গণিত সিপাহীরা তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। আবার ৫৮গণিত সিপাহীরা যদি এই প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তাহা হইলে, ৩৮গণিত ও ৭৪গণিত সিপাহীরা তাহাদিগকে এইরূপে বিনষ্ট করিবে বলিয়া, ভীত করিয়া তুলে। ৩৮ গণিত সিপাহীরাই প্রথমে আমাদের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, এই দলের সিপাহীরা যদি প্রাসাদ-রক্ষার কার্য্যে কাশ্মীর-তোরণে না থাকিত, তাহা হইলে এ দুর্ঘটনা হইত না * * *।

"ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস, ব্যাঙ্ক, দিল্লী গেজেটের ছাপখানা এবং সৈনিক-নিবাসের সমস্ত গৃহ বিনষ্ট হইয়াছিল।' যাঁহারা হত্যাকাণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। তাঁহারা বিনাসম্বলে পথ চলিতে থাকেন। আফিসর-দিগের যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে কেহ পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনেরও সময় পান নাই।"

মেজর আবট্ দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতির সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, কোনরূপ প্রমাণে সেই মত দৃঢ়তর করা হয় নাই। এক জন সহৃদয় ইংরেজ ঐতিহাসিক স্পষ্টই কহিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে দিল্লীর ভূপতিকে উক্তরূপে দোষী করা যাইতে পারে। আর ৩৮গণিত দলের সমস্ত সিপাহীর উপর যে দোষের আরোপ করা হইয়াছে ঘটনাদ্বারা বোধ হয়, তাহারও সমর্থন করা যায় না। যেহেতু, এই সিপাহী-দলের অধ্যক্ষ কর্ণেল নিবেট অথবা কোন আফিসর নিহত হন নাই*।

মিরাট হইতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ কেন বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ দিল্লীতে

* *Marlin, Indian Empire. Vol. II. p. 165.*

উপস্থিত হইল না? এই উদাসীনতার জন্য সেনাপতি হিউইট্ ও ব্রিগেডিয়ার উইলসন, ইহাদের মধ্যে কে অধিকতর দোষী? সেনাপতি কহিয়াছেন যে, মিরাট ষ্টেসনের সৈন্যপরিচালনের ক্ষমতা ব্রিগেডিয়ার উইলসনের উপর ছিল। পক্ষান্তরে উইলসন সৈনিকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—"কোন ষ্টেসনের ব্রিগেডিয়ারের হস্তে কত অল্প ক্ষমতা আছে, তাহা সেনা-সংক্রান্ত আইনের সপ্তদশ ধারা দেখিলেই বুঝা যায়। বিভাগের সেনাপতি স্বয়ং উপস্থিত থাকাতে আমি স্বয়ং কোন ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পারি নাই। আমি কেবল সেনাপতির আদেশানুসারে সৈন্য-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য করিতে বাধ্য। সেনাপতির সম্বন্ধে আমি যে অভিমত প্রকাশ করিলাম, তাহা ঠিক হউক, বা না হউক, আমি স্বয়ং যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তদনুসারেই কার্য্য করিয়াছি। উত্তেজিত সৈনিকগণ, কোন্ দিকে প্রস্থান করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে আমার এখনও বিশ্বাস যে আমি যাহা করিয়াছি, তাহাই ঠিক। ইউরোপীয় সৈনিকদল যদি উত্তেজিত সিপাহীদিগের নিকটবর্ত্তী হইবার আশায়, বিনা লক্ষ্যে ষ্টেসন হইতে যাত্রা করিত, এবং আমাদের মহিলা, বালকবালিকা, পীড়িতব্যক্তিগণ ও বহুমূল্য যুদ্ধোপকরণ যদি অরক্ষিত অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে মিরাটের সেনাপতিদিগের বিরুদ্ধে এখন যে দোষের আরোপ করা হইতেছে, তাহা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আরোপিত হইত *।

ব্রিগেডিয়ার আত্মদোষক্ষালনের জন্য এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, ব্রিগেডিয়ার যে ষ্টেসনের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, সেই ষ্টেসন নিরাপদ রাখাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। আপনার রক্ষণীয় স্থান অধিকতর বিপদাপন্ন হইবে ভাবিয়া, তিনি মিরাটের ইউরোপীয় সৈন্য স্থানান্তরিত করিতে প্রস্তুত হন নাই। কিন্তু সেনাপতি হিউইট্ সমস্ত মিরাটবিভাগের সেনাপতি ছিলেন। দিল্লীর ন্যায় একটি প্রধান সৈনিক ষ্টেসনও এই বিভাগের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং এই বিভাগের সেনাপতির দিল্লীর বিষয় ভাবাও উচিত ছিল। সেনাপতি হিউইট যে ষ্টেসনে অবস্থিতি করিতেন, কেবল সেই ষ্টেসন রক্ষা করিতেই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার রক্ষাধীন অপর ষ্টেসনের দশা কি হইবে

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 101-102*

তাহা তিনি ভাবেন নাই। যাহাহউক, ইঙ্গরেজেরা দিল্লীর ইউরোপীয়দিগের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যাঁহার উপরেই দোষারোপ করুন না কেন, উপস্থিত সময়ে তাঁহারা নিজেও নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া, আপনারাই আপনাদের সমক্ষে দোষী হইয়াছিলেন। ইঙ্গরেজ কোম্পানি যখন সঙ্কীর্ণ রাজনীতির পরিচয় দিয়া উপস্থিত বিপ্লবের বীজ রোপণ করিতেছিলেন, তখন আত্মরক্ষার কোনও উপায় অবলম্বন করেন নাই। এ সম্বন্ধে একজন ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—"আমরা আমাদিগকে মিছামিছি নিরাপদ ভাবিতেছিলাম। বিপদের অনেক চিহ্ন আমাদের গোচর হইয়াছিল, কিন্তু তৎসমুদয় আমরা উদাসীনভাবে দেখিতেছিলাম। আমাদের কাছে সমস্তই নির্ম্মল বোধ হইতেছিল। করাল কাদম্বিনীর আবির্ভাব হইলেও, প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বসূচনা দেখিলেও, আমরা সমস্ত আকাশ নির্ম্মল মনে করিতেছিলাম। * * * বারাকপুর এবং বহরমপুরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমাদের লোকের চৈতন্য হয় নাই। আমরা আসন্ন বিপদের গতি রোধে যত্নশীল হই নাই। * * সৈনিকবিভাগের প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রধান সেনাপতিকে এই বলিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন যে, নবীন নীরদ শীঘ্রই অপসারিত হইবে। ঐই বিশ্বাসেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, সর্হিন্দে, কাণপুরে, মিরাটে, সৈনিক আফিসরেরা নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন। শেষে যখন প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল, তখন সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের আত্মরক্ষার আয়োজন ছিল না; সুতরাং কিরূপে উপস্থিত বিপদের গতি রোধ করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। * * * এই সময়ে উপস্থিত বিপদ নিবারণের কোনও চেষ্টা না হওয়াতে আমাদের বড় ক্ষতি হইয়াছিল। সিপাহীরা মিরাটে ইঙ্গরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছে এবং দিল্লীতে বৃদ্ধ মোগলকে সম্রাটের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে, এই সংবাদ এক স্থান হইতে আর এক স্থানে প্রচারিত হয়। এক স্থান হইতে আর এক স্থানে এই জনরব হয় যে, ফিরিঙ্গীরা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই আক্রমণে তাহাদের সকলেই নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে।

"এ সম্বন্ধে আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে লিখিত হইতেছে।

এই সিপাহী-বিপ্লবের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, সিপাহীরা সকলেই একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে আমাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার জন্ম ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহিদল হঠাৎ অসময়ে যুদ্ধোন্মুখ হওয়াতে এই ষড়যন্ত্র বিফল হইয়া যায়। ইহাতেই আমাদের ভারতসাম্রাজ্য রক্ষা পাইয়াছে। * * যুদ্ধের অবসান হইলে, গবর্ণমেণ্ট অপরাধীদিগকে শাস্তি ও নিরপরাধ লোকদিগকে পারিতোষিক দিবার অভি-প্রায়ে ক্রাক্রফ্‌ট্ উইলসন্ সাহেবকে কমিশনর করেন। উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন,—'লোকের মুখে সকল কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ১৮৫৭ অব্দের ৩১এ মে রবিবার, সমস্ত সিপাহীসৈন্তের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার দিন ঠিক হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে এক একটি সমিতি সংগঠিত হয়। প্রত্যেক সৈনিকদলের ৩জন সৈনিকপুরুষ ঐ সমিতির সদস্য ছিল। সমিতি অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে থাকে * * *। ৩১এ মে সকল স্থানের সমস্ত ইউরোপীয়কে বধ করিতে হইবে, ধনাগার অধিকার করিতে হইবে, এবং কয়েদীদিগকে খালাস দিতে হইবে, সমিতি ইহা সমস্ত সিপাহীদিগের গোচর করে। * * * দিল্লীতে যে সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে, দিল্লী ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানের অস্ত্রাগার এবং দুর্গ অধিকার করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। * * এইরূপে সমুদয় বন্দোবস্ত হয়। সিপাহীরা গোপনে গোপনে আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য যে আয়োজন করিয়াছিল, ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার কোনও বিষয় সাধারণকে জানাইতে তাহারা ইচ্ছা করে নাই। কিন্তু হঠাৎ ১০ই মে রাত্রিকালে এই আয়োজনের চিহ্ন পরিব্যক্ত হয়। ১০ই মে রাত্রিতে হঠাৎ যে ভীষণ, ঘটনার সূত্রপাত হয়, ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের প্রতিষ্ঠা অবধি সেরূপ ঘটনা পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই।"

"একজন উপযুক্ত লোক এইরূপে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। * * ইঙ্গরেজেরা যেরূপ নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহাতে যদি সিপাহীরা উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে সহসা ভারতবর্ষের সকল স্থানে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে, বোধ হয় আমাদের অতি অল্প লোকই জীবিত থাকিত, এবং ভারতবর্ষ পুনরায় জয় করা আমাদের পক্ষে দুরূহ কার্য্য হইত। হয়ত এই বিপুল সাম্রাজ্য একবারে ব্রিটিশ জাতির হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িত। কিন্তু

মানুষ উক্তরূপ সঙ্কল্প করুক, বা নাই করুক, ঈশ্বরের করুণায় উহা সিদ্ধ হয় নাই। মিরাটের দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাড়িতপ্রবাহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঐ দুঃসংবাদ লইয়া যায়, দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঐ সংবাদ প্রকাশিত হয়, এবং যে কোন স্থানে একজন ইঙ্গরেজ ছিলেন, সেই স্থানেই তিনি আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে থাকেন *।"

ইঙ্গরেজের ইতিহাসে, ইঙ্গরেজ রাজপুরুষের বিজ্ঞাপনীতে এইরূপ সর্ব্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের বিষয় জানা যায়। যদি সিপাহীরা একদিনে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ প্রায় সমস্ত ইঙ্গরেজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। এরূপ অবস্থায় ভারতে পুনরায় আধিপত্যস্থাপন অবশ্য ইঙ্গরেজের দুঃসাধ্য হইত। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের আলোচনা করিলে আরও একটি বিষয় জানিতে পারা যায়। উত্তেজিত সিপাহীরা ইঙ্গরেজদিগের সহিত প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে ও ধারাবাহিকরূপে যুদ্ধ করে নাই। কোন কোন যুদ্ধে তাহারা অসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়াছে, সাহস ও বীরত্বের যথোচিত পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু তাহারা দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত, এক জন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হয় নাই। তাহারা নানা কারণে ইঙ্গরেজদিগের বিদ্বেষী হইয়াছিল। ঘোরতর বিদ্বেষবুদ্ধিতে পরিচালিত হইলেও তাহারা সামরিক রীতিতে—একীভূত মন্ত্রণায় ইঙ্গরেজ-শাসন পর্য্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহাদের মধ্যে সুশিক্ষিত যোদ্ধা ছিল, সুদৃঢ় অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তথাপি তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে সামরিক রীতির অনুসরণ করে নাই। তাহারা এখানে ওখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এখানে ওখানে ইঙ্গরেজদিগের হত্যা করিয়াছে, এখানে ওখানে ইঙ্গরেজ বীর পুরুষের সমক্ষে আপনাদের বীরত্ব দেখাইয়াছে, কিন্তু একটি মহাদলে পরিণত হইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসারে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয় নাই। যে প্রণালীতে বীরপ্রবর নেপোলিয়ন ইউরোপের সর্ব্বত্র আপনার আধিপত্যবিস্তার করিয়াছিলেন, যে প্রণালীতে প্রসিদ্ধ ওয়েলিঙ্গ্‌টন এই বীরপ্রবরের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, উত্তেজিত সিপাহীগণ সে প্রণালীর অনুবর্ত্তী হয় নাই। যদি তাহারা ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য-

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 101-110.*

সাধনের জন্য ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে তাহারা, একদিনে সকলে সকল স্থানে যুদ্ধে উদ্যত হউক, বা নাই হউক; আপনাদের আধিপত্যপ্রতিষ্ঠায় বোধ হয়, অসমর্থ হইত না। সৌভাগ্যবশতঃ এরূপ একীভূত মন্ত্রণায় পরিচালিত ও একবিধ লক্ষ্যসাধনে নিয়োজিত সর্ব্বব্যাপী সৈনিকদলের আবির্ভাব হয় নাই।

দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

১৮০ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে দেওয়ানিআম ও দেওয়ানিখাসের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। সম্রাট্ শাহ জহাঁ প্রতিদিন দুই প্রহরের সময় দেওয়ানি আমে বসিয়া প্রজাদিগের অভিযোগ শুনিতেন এবং বিচারের পর যথাযোগ্য আদেশ দিতেন। কেহ কেহ বলেন, এইস্থানে শাহ জহাঁর প্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসন ছিল *। কিন্তু গ্রন্থান্তরে দেখা যায় যে, উক্ত সিংহাসন দেওয়ানিখাসে রহিয়াছিল †। দেওয়ানিআমে একখানি মার্ব্বেল প্রস্তরের সিংহাসন ছিল। সম্রাট্ এই সিংহাসনে বসিতেন। তদীয় পুত্রগণ সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিতেন। ইঁহাদের পশ্চাতে খোজাগণ সুদৃশ্য পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিত। সিংহাসনের সম্মুখে ৩ ফীট উচ্চ রূপার রেলে পরিবেষ্টিত শ্বেত মার্ব্বেলের বেদী ছিল। আবেদনপত্র সম্রাটের হস্তে সমর্পণ জন্য, এই বেদীতে উজীর প্রভৃতি অমাত্যগণ থাকিতেন। তাঁহাদের পশ্চাতে অধীন প্রদেশের রাজারা ও ভিন্ন দেশের দূতগণ দাঁড়াইতেন। তাহার পর মনসব্দারেরা এবং সকলের পশ্চাৎ প্রজারা দাঁড়াইয়া থাকিত।

দেওয়ানিখাসে সম্রাটের খাস দরবার হইত। এইস্থানে ময়ূরসিংহাসন ছিল। মহারাষ্ট্ররাজ প্রবলপরাক্রম শিবজী এইস্থানে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন. এই স্থানে নাদির শাহের সহিত মহম্মদ শাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং এইস্থানেই নাদির প্রতারণা পূর্ব্বক জগদ্‌বিখ্যাত কোহিনুরহীরক হস্তগত করিয়াছিলেন।

ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের সমরবিভাগে "জেনেরল" "ব্রিগেডিয়ার" প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পদসূচক অনেকগুলি কথা আছে। উপস্থিত গ্রন্থে আবশ্যকমত ঐ সকলের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার কোন্ কোন্‌টি কি কি অর্থ প্রকাশ করে, তাহা এই স্থলে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

জেনেরল।—সৈনিকদলের প্রধান অধিনায়ক "জেনেরল" নামে অভিহিত হন। জেনেরলের অব্যবহিত পরে যাঁহারা সৈনিকদলে কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহারা "লেফ্‌টেনেণ্টজেনেরল" "মেজরজেনেরল" বলিয়া উক্ত হন।

* *Ball, Indian Mutiny, Vol. I p. 454. note.*

† *Bholanath Chunder, Travels of a Hindu. Vol. II. p. 297.*

ব্রিগেডিয়ার।—সৈনিকদিগের দুই তিনটি দল লইয়া একটি বড় দল হয়। এই দলের নাম "ব্রিগেড"। যিনি ইহার উপর আধিপত্য করেন, তাঁহার নাম "ব্রিগেডিয়ার" যেমন দিল্লীর ৩৮গণিত, ৫৪গণিত ও ৭৪গণিত সৈনিকদল লইয়া একটি ব্রিগেড্ হইয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার গ্রেবস্ উহার অধ্যক্ষ ছিলেন।

আডজুটাণ্টজেনেরল।—সৈনিক বিভাগে যে কর্ম্মচারী সৈনিকদলের শৃঙ্খলার সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ব্রিগেডে পাঠাইয়া দেন, এবং সমস্ত সৈন্যের অবস্থার সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, তাঁহার নাম "আডজুটাণ্ট জেনেরল"।

কোয়ার্টরমাষ্টারজেনেরল।—সৈনিকদলকে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে যিনি পূর্ব্বে সেই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করেন, সৈনিকদিগের শিবিরসন্নিবেশ-স্থল ও গমন-পথ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, তিনি "কোয়ার্টরমাষ্টারজেনেরল" বলিয়া অভিহিত হন।

সৈনিকদলে "কর্ণেল" "লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেল" "মেজর" প্রভৃতি থাকেন। "কর্ণেল" সৈনিক দলের সাধারণ অধিনায়ক। কিন্তু ইনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সৈনিকদলে কর্ত্তৃত্ব করেন না। এই ভার লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেলের উপর সমর্পিত থাকে। কর্ণেলের পদ প্রদেশের অধিপতিদিগকেও দেওয়া হয়। ইঁহারা অবৈতনিক কর্ণেল হন। "মেজর" প্রতিদলের তত্ত্বাবধান করেন, কর্ণেলের আদেশ কার্য্যে পরিণত করেন, এবং কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন। আডজুটাণ্টের কার্য্য মেজরের কার্য্যের অনুরূপ। কিন্তু আডজুটাণ্ট মেজরের নিম্নপদস্থ।

প্রতি সৈনিকদলে ৮, ১০ কি ১২টি করিয়া উপদল থাকে। প্রতি উপদলে এক এক জন অধ্যক্ষ থাকেন, ইঁহাদের নাম কাপ্তেন। কাপ্তেন কাওয়াজের সময়ে উপস্থিত থাকেন, এবং সৈনিকদিগের পরিচ্ছদ ও অস্ত্রাদি ভাল অবস্থায় আছে কি না, তাহা দেখেন। সংক্ষেপে আপন আপন দলের সমস্ত বিষয়ের জন্য ইঁহাকে দায়ী থাকিতে হয়। কাপ্তেনের নীচে প্রতি দলে এক একজন লেফ্‌টেনেণ্ট থাকিয়া, কাপ্তেনের সাহায্য করেন।